সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

২৮এ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, ১১ই জুন ১৯২১, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ।

২। সভাপতির অভিভাষণ।

৩। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, (খ) ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ বি, (গ) জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, (ঘ) সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল্, এবং (ঙ) সতীশচন্দ্র দাস মহাশয়গণের পরলোকগমনে।

৪। সপ্তবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পাঠ।

৫। অষ্টাবিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ বিজ্ঞাপন।

৬। বিশিষ্ট, অধ্যাপক, সহায়ক ও সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন।

৭। অষ্টাবিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন।

৮। অষ্টাবিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব।

৯। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

১০। প্রদর্শন—রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুরের প্রদত্ত, রাঁচী ও হাজারীবাগ জেলা হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন প্রস্তর-যুগের শিল্প-নিদর্শন। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় উক্ত দ্রব্যগুলির বিবরণ পাঠ করিবেন।

১১। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—(১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিলের অর্থে প্রস্তুত, (ক) মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্-ডি এবং (খ) স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের চিত্র।

(২) শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাক্তার জে, ডি, এণ্ডারসন্ ডি লিট্, এম্ এ মহাশয়ের চিত্র।

(৩) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের চিত্র।

১২। পুরস্কার ও পদকের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির পরীক্ষার ফল বিজ্ঞাপন এবং পদক ও পুরস্কার বিতরণ।

১৩। ৩৬ (খ) নিয়ম পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-প্রকাশ করিলেন—(ক) রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, (খ) ডাঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ বি, (গ) জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, (ঘ) সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল্ ও (ঙ) সতীশচন্দ্র দাস। তিনি বলিলেন, "ইঁহাদের মধ্যে বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি নলিনাক্ষ বসু মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কাজ করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না, তবে রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ডাঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতার অন্যতম প্রধান চিকিৎসক ছিলেন, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মপুর শাখা-পরিষদের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন; সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একজন শিল্পী ও কবি ছিলেন, তাঁহার নিবাস ছিল—টাকী-শ্রীপুর; তিনি পরিষৎকে এক সেট (৯ বাক্স) কেঙ্গুর পুথি দান করিয়াছেন; তিনি পরিষদের একজন পরম বন্ধু ছিলেন।" ইঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সপ্তবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত কার্য্যবিবরণ হইতে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সার-সঙ্কলন অংশ বাদ দেওয়া হউক। স্থির হইল যে, কয়েক বৎসর হইতে যখন এই অংশ দেওয়া হইতেছে, তখন এ বৎসরও উহা থাকিবে।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-তহবিল হইতে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি জীবন-চরিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রস্তাবক এই প্রস্তাব যেন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে বা উক্ত স্মৃতি-সমিতিতে উপস্থিত করেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, এই বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতিতে যাওয়া উচিত, কেন না, এই কার্য্যে কত ব্যয় হইবে, তহবিলে কত টাকা আছে, তাহার দ্বারা এই কার্য্য হইবে কি না, পরিষৎ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন কি—এই সব বিষয়ের বিচার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, আলোচ্য-বর্ষে "রমেশ-ভবনের" কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। তদ্ব্যতীত যে টাকা উঠিয়াছে তাহাতে একতল ভবন নির্ম্মিত হইবে কি না সন্দেহ এবং ভবনের যে নক্সা তাঁহার নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, গ্রীক্ প্রভৃতি নানা স্থাপত্যের সংমিশ্রন রহিয়াছে। তাঁহার মতে মন্দির কোন এক স্থাপত্য-রীতির অনুকরণে এবং পরিষৎ-মন্দিরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নির্ম্মিত হওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আলোচ্য-বর্ষে রমেশ-ভবনের কার্য্য বিশেষ প্রসংশার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে, এই রমেশ-ভবন নির্ম্মাণ জন্য যথেষ্ঠ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, এবং বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার পরিষদের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ. মহাশয় এই কার্য্যের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। যে টাকা উঠিয়াছে তদ্দারাই গৃহনির্ম্মাণ করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে, আর বেশী টাকা সংগ্রহের ভরসা নাই। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর প্রস্তাব রমেশ-ভবন-কমিটিকে জানান হইবে।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, আলোচ্য-বর্ষে এই তহবিলে কত টাকা, উঠিয়াছে। উত্তরে জানান হইল যে, প্রায় ১৩০০০৲ টাকা আলোচ্য-বর্ষে উঠিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন যে, দুঃখের বিষয় ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার বিষয়ে বিশেষ কাজ হয় নাই। এই জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন, সত্বরে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হউক। শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই স্মৃতিরক্ষার বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা জানান হউক।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, ৺সারদা বাবুর একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ-মন্দিরে রাখা হইবে এবং প্রতি বর্ষে অন্ততঃ ৩৫৲ হইতে ৪০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ-পদক দেওয়া হইবে। তন্মধ্যে ৺সারদা বাবুর পুত্র একখানি চিত্র দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় স্মৃতি-পদক দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, মৃত মহাত্মাগণের পুত্রগণের উপর নির্ভর করিয়া অনেকক্ষেত্রে পরিষদের স্মৃতিরক্ষা-কার্য্যে বিলম্ব ঘটিতেছে। তদুত্তরে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের আর্থিক অবস্থা সদস্যগণ বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-হিসাবে সমস্ত সংবাদই রাখেন, শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু, শ্রীযুক্ত চারু বাবু প্রভৃতি পরিষদের হিতকামী সদস্য এইসকল কার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করিলে অনেক উপকার হইতে পারে। স্মৃতি-রক্ষা-কার্য্যে বিলম্বের কারণ বোধ হয় অতঃপর বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই কেন? সম্পাদক মহাশয় উত্তর দিলেন যে, পরিষৎ মৃত মহাত্মার একখানি চিত্র পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ৺দ্বিজেন্দ্র বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় একখানি তৈলচিত্র দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বিলাতে আছেন; তিনি আসিলেই চিত্রের ব্যবস্থা হইবে।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সপ্তবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

৪। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অষ্টাবিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-

রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের সমর্থনে এই আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল।

৫। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ময়মনসিংহ সিমুলজানি বিজয়া-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে তিনি পরিষদের অধ্যাপক সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন; কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদকের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যাপক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৬। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত তিন জন ব্যক্তি ৫ বৎসরের জন্য পরিষদের সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন—

(১) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

(২) „ সুরেন্দ্রমোহন বেদান্ততীর্থ

(৩) „ অন্নদাকুমার তত্ত্বরত্ন

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, অন্য তিন জন সহায়ক-সদস্যের স্থিতিকাল ফুরাইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি প্রস্তাব করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুই জন ব্যক্তিকে পুনরায় সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হউক। একজন পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে সম্মত হন নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সমর্থন করিলে পর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত দুইজন ব্যক্তি ৫ বৎসরের জন্য সহায়ক-সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন।

(৪) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

(৫) „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, গত বৎসরে যে ৬ জন ব্যক্তি পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই উপযুক্ত-সংখ্যক ভোট পান নাই। এই জন্য তাঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন না।

৭। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত ২০ জন সদস্য সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক অষ্টাবিংশ বর্ষের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

(১) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্,

(২) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল্, এটর্ণি,

(৩) „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্,

(৪) „ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ,

(৫) „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি,

(৬) „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ,

(৭) „ বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ,

(৯) শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী,
(১০) „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ ,
(১১) „ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়,
(১২) „ মন্মথমোহন বসু এম্ এ,
(১৩) „ কিরণচন্দ্র দত্ত,
(১৪) মৌলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ,
(১৫) শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,
(১৬) „ ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত বি লিট্, এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি, ব্যারিষ্টার,
(১৭) „ যতীন্দ্রমোহন রায়,
(১৮) „ শ্যামলাল গোস্বামী,
(১৯) „ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,
(২০) „ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস ,

৮। অষ্টাবিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নলিখিত প্রস্তাব যথারীতি উপস্থাপিত হইল।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই,
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
সমর্থক— „ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী,

সহকারী সভাপতি—

(১) শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু এফ্ আর এস্, সি এস্ আই, সি আই ই, এম্ এ, ডিএস্ সি,
(২) „ স্যর আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি
(৩) „ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, এম্ এ, বি এল্, এল্ এল ডি
(৪) „ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্
(৫) „ মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর কে সি এস্ আই কে সি আই ই, আই ও এম্,
(৬) „ মাননীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই
(৭) „ রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি আই
(৮) „ যদুনাথ সরকার এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সমর্থক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক— „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি
প্রস্তাবক— „ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় .

সহকারী সম্পাদক—

(১) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

(২) „ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(৩) „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

(৪) „ হেমচন্দ্র ঘোষ

(৫) „ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

(৬) „ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এস্ সি

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক— „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

সমর্থক— „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক— „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক— „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক— „ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক— „ হিরণকুমার রায় চৌধুরী

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

„ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক— „ পঞ্চানন মিত্র

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পূর্ব্বলিখিত ২০ জন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মধ্য হইতে ৫ জন (১।৪।৫।৬ ও ১৩ সংখ্যক) সভ্য কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন, এই হেতু প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা অনুসারে উক্ত ২০ জনের পর নিম্নলিখিত ৫ জন সদস্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার

৩। „ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী

৪। „ ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি

৫। „ { নলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ
ব্রজবল্লভ রায়

শেষোক্ত দুই জন সমান ভোট পাইয়াছেন। এই জন্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়-চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয় (কলিকাতায় থাকেন বলিয়া) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

এতদ্ব্যতীত শাখা-পরিষৎ সমূহ হইতে নিম্নলিখিত ৪ জন সদস্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী

২। „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

৩। „ হরিহর শাস্ত্রী

৪। „ রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম্ এ

৯। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, শাখা-পরিষৎ-সমূহের পক্ষ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ৩৬ (খ) সংখ্যক নিয়মে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে উক্ত নিয়মের কিছু পরিবর্দ্ধন প্রস্তাব করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে তিনি নিম্নোক্ত নূতন নিয়ম গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন—

"এই নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি শাখা পরিষৎ-সমূহ হইতে উপযুক্ত-সংখ্যক প্রতিনিধির (৬ জনের বা তাহার কোন অংশের) নাম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন। বর্ষমধ্যে কোন কারণে শাখার কোন প্রতিনিধির পদ শূন্য হইলে, মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শাখা-পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে ঐ শূন্যপদে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন।"

এই নিয়ম ৩৬ খ নিয়মের পরে বসিবে।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, যেহেতু বর্ত্তমান নিয়মানুসারে শাখা-পরিষৎ-সমূহ হইতে ৬ জনের পরিবর্ত্তে ৪ জন প্রতিনিধির নাম পাওয়া গিয়াছে এবং এইমাত্র যে নিয়ম গৃহীত হইল, তাহার বলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে শাখার প্রতিনিধিরূপে নিম্নলিখিত দুই জনকে নির্ব্বাচিত করা হউক—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ (নদীয়া শাখা)

শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত দুই জন সদস্য শাখা-পরিষদ্‌গুলির পক্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

১০। উপহার-প্রাপ্ত পুথিগুলি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল। উপহারদাতৃগণকে পরিষদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

(পুথি ও পুস্তক-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

১১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

(নির্ব্বাচিত সাধারণ সদস্য তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

১২। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রাঁচীর রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিষৎ-চিত্রশালায় প্রদত্ত, রাঁচী জেলা হইতে সংগৃহীত কতকগুলি প্রস্তর-যুগের (Paleolethic ও Neolethic Period এর) প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র ও পিত্তল ও তাম্র-নির্ম্মিত মালা প্রদর্শন করিলেন ও সেই সকল ব্যাখ্যা করিলেন। প্রদাতা শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুকে বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ দানের প্রস্তাবে গৃহীত হইল।

১৩। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত চারিখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন—

(ক) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি

(খ) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) ডাঃ জে, ডি, এণ্ডার্সন্ ডি লিট্, এম্ এ

(ঘ) রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ১ম ও ২য় ছবি দুইখানি শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত, ৩য় ছবিখানি প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং ৪র্থ ছবিখানি স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের পুত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় দান করিয়াছেন। তৎপরে তিনি চিত্রদাতৃগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়, পরিষৎ কিছুই কাজ করিতেছেন না। তাহা মোটেই ঠিক নহে। গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ যাহা আজ পঠিত হইল, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পরিষৎ নানা বিষয়ে সাধ্যানুসারে যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছেন এবং আশা হয়, উৎসাহী সদস্যগণ ও কর্ম্মকর্ত্তৃগণের চেষ্টায় পরিষৎ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তৎপরে তিনি বলিলেন, "আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে। সভাপতির অভিভাষণের আর সময় নাই। এই অভিভাষণে আমি একটি অতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহি। বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। বাঙ্গালার সমাজ একদিনে গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালার সমাজ-তত্ত্ব অন্যান্য দেশের মত নহে। এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আজ আমরা অভিভাষণের বিষয় কি হইবে—তাহাই মাত্র বলিতে চাহি। আগামী পূজার ছুটীর পূর্ব্বে প্রবন্ধাকারে এই অভিভাষণ

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।
১৩।৭।২১

পরিশিষ্ট—(ক)

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যগণ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ, সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, সদস্য—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী রায়, কেঃ অঃ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর রায়, ১১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীমতী রাণী সরকার, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটী, টাকী (২৪ পং)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ, সমঃ—শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, শিক্ষক, মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশন, বাগবাজার ব্রাঞ্চ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সদর নায়েব, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত, ৬এ, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র দাস, ৯ হরিপাল লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ, ২৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সিংহ এম বি, ৪৮।৩ বিডন রো। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৫ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেন, গড়পার। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু, হোলকার কলেজ, ইন্দোর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১০৪ চিংড়ীঘাটা রোড, ইটালী। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, ৬৭ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ সাহা, ১১ ও ১২ মাণিকতলা রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস, ৩ দুর্গাদাস মুখার্জ্জি লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম এ, ২৮ বি অখিল মিস্ত্রী লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, ইউনিভার্সিটী লেক্‌চারার, ১৭ শান্তিরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র ঘোষ এম এস্-সি, সুপারিন্টেডেণ্ট, মৎস্য-বিভাগ, ১১ বি রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, লাইব্রেরীয়ান, রেলওয়ে রোড, শিমলা হিল্‌স্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি-ই, ৯।৬ সি প্যারীমোহন শূর লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহা এম এ, ৭ জয় মিত্রের গলি। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (অক্‌সন),

ব্যারিষ্টার, ৩৮।৫ বাগবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু, ১৬ বি, ডালিমতলা লেন। প্রঃ—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সমঃ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র, সদঃ—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক, কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটী, টালা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, ৩ লায়ন্স রেঞ্জ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অজিৎকুমার সেন, ৩ নন্দকুমার চৌধুরী লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ, ১১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী রায়, শ্রীযুক্ত সি কে রায় মহাশয়ের বাটী, ১১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দে, ৫২ ব্রজনাথ দত্ত লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল, ৩ মদন মিত্র লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, ১১৪।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরিশিষ্ট—(খ)

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা।

উপহারদাতা—Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt,—(১) Eleventh. Triennial Report on Vaccination in Bengal for the years 1917-18, 1918-19 and 1919-20, (২) Report on Wards' Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1326 B. S. (1919-20), (৩) Bengal Lagislative Council Proceedings, vol. 1, nos. 1, 2 and 3, (৪) Report on the Administration of Bengal, 1918-19, (৫) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1919-20, (৬) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year 1919-20, (৭) Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the year ending 30th September, 1921, (৮) Report on the Operations of the Department of Agriculture, Bengal, for the year 1919-20.; Superintendent. Government Printing, India—(৯) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, January 1921, Do. Do. February, 1921, (১০) Annual Report of the Board of Scientific Advice for India, 1919-20. (১১) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 8, [Six Sculptures from Mahoba By K. N. Dikshit]. Registrar, New York University—(১২) New York University Catalogue for the Eighty-eighth year, 1919-20. শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৩) An Introduction to the Study of International Law. Director, Geological Survey of India—(১৪) Records of of the Geological Survey of India, Vol LI, Part 3, 1921, (১৫) Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XLIV, Part I, Vol. XL, Part 3, (১৬) Records of the Geological Survey of India, Vol. LI, Part 4;

উপহারদাতা—Lé Editeur, Librairie Ancienne Honoré Champion—(১৭) Sur-Quelques Formations De Mots Latins. The Principal, Sanskrit College (at the instance of the Director of Public Instruction, Bengal)—(১৮) The Nighantu and the Nirukta (introduction) by Pandit Lakshman Surup. Registrar, Bengal Secretariat, P. W. D, Archæology Branch,—(১৯) Annual Progress Report of the Superintendent, Archæological Survey of India, Muhammadan and British Monuments, Northern Circle, for the years ending 31st March, 1917, 1918 and 1919, (২০) Do. Do. 1920, The Registrar, Calcutta University—(২১) Journal of the Department of Letters Vol. IV. শ্রীযুক্ত রামদাস গৌড় এম্-এ—(২২) বৈজ্ঞানিক অদ্বৈতবাদ (হিন্দী), শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ—(২৩) চক্ষুদান। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী—(২৪) বর্ণমালার উপদেশ। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—(২৫) ব্যক্তি ও সমাজ, শ্রীযুক্তদেবেন্দ্রনাথ মিত্র—(২৬) কাকলি। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(২৭) পাগলের হাট, (২৮) পাপনিধি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(২৯) জর্ম্মনীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি। শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ—(৩০) রসাল, (৩১) গুপ্ত উপন্যাস। শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী,—(৩২) জৈনদর্শন (২ খানি)। শ্রীযুক্ত গুরুকান্ত ভট্টাচার্য্য—(৩৩) স্ব-ধর্ম্ম, কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা (শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত)—(৩৪) চাণক্য-কথা।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে আহূত

প্রথম বিশেষ অধিবেশন।

১৫ই আষাঢ় ১৩২৮, ২৯এ জুন ১৯২১, বুধবার সন্ধ্যা ৬॥০ টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্, —সভাপতি।

পরিষদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং তৎপরে ডাঃ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম বি মহাশয় এই উপলক্ষে রচিত তাঁহাদের দুইটি কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীর বিরচিত একটি কবিতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম এবং শ্রীযুক্ত রসময় লাহা মহাশয়দ্বয় কবিবরের সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, মহাশয় বলিলেন,—"আপনারা কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন এবং তাঁহার বাঙ্গালা কবিতার প্রশংসাও শুনিলেন। তিনি যে কেবল বাঙ্গালাতেই কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা নহে। ইংরাজীতেও তিনি অতি সুন্দর সুন্দর পদ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে যাঁহারা মতামত দিবার যোগ্য লোক, তাঁহারা সেই সব পদ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার আর একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, তিনি একসঙ্গে অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন। মনোবিজ্ঞান পাঠে আমরা অবগত হই যে, বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণই এইরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম। বিদেশী কাব্য পাঠ করিয়াও যে স্বদেশীয় ভাব বজায় রাখা চলে, আমার মতে, এই মস্ত আদর্শ তিনি আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছিলেন। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, ততদিন তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং যতদিন জগৎ থাকিবে, ততদিন তাঁহার কাব্যের সমাদর থাকিবে।"

শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি এ, মহাশয় বলিলেন, "কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সম্বন্ধে সমালোচকগণের মতপরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইহা অতি স্বাভাবিক। কেন না, তিনি একজন মহাকবি। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদের দেশে আনিয়াছেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া মানুষকে দেখা এবং চেনা সোজা, কিন্তু কবিত্বের মধ্য দিয়া চেনা বড় কঠিন। বিদেশীকে গ্রহণ করিয়া আমরা যে বাঁচিয়া থাকিতে পারি, তাহার প্রমাণ মধুসূদন। তিনি এই জাতির হৃদয়ের স্পন্দন আপনার প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "ইহার পর কবির কাব্য হইতে কিছু কিছু আবৃত্তি হইবে। তৎপূর্ব্বে সভাপতির আসন হইতে আমি দুই এক কথা বলিতেছি। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আপনারা অনেক কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি বাঙ্গালা হইতে কখন লুপ্ত হইবে না। কারণ, বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। বিজ্ঞানে কেহ কিছু নূতন সৃষ্টি করিতে পারেন না; যিনি যাহাই করুন, তাহা আবিষ্কার মাত্র। কিন্তু মধুসূদন, বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা—আবিষ্কর্ত্তা নহেন। তিনি যখন এই কাব্য লেখেন, তখন ইহার অনেক প্রতিবাদ হইয়াছিল—এই উপলক্ষে 'ছুছুন্দরী-বধ' নামে একখানি কাব্যও লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ সে সকল ভাব কাটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় বীররস মধুসূদনই প্রথম আনয়ন করিয়াছিলেন। বিদেশী ভাবকে স্বদেশী পরিচ্ছদ পরাইয়া ঘরে আনিতে তাঁহার মত আর কেহ সক্ষম হন নাই। ১৮৬১খৃঃ মেঘনাদবধ প্রথম ছাপা হয়। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি আগ্রহের সহিত এই বই পাঠ করেন এবং বি এ শ্রেণীর পাঠ্য করিবার জন্য ডাঃ ডাফকে একখানি বেনামী পত্র দেন। কিন্তু তখনকার ইউনিভারসিটির অনেক সভ্যই ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। পরে ১৮৬৪ সালে ইহা বি এ শ্রেণীর পাঠ্য হয়। নাট্যসাহিত্যেও কবিবরের উচ্চ স্থান, তাহা আপনাদের সকলেরই বিদিত; পাইকপাড়ায় তাঁহার নাটক অভিনীত হইয়াছিল।

তিনি কাব্যকার ও নাটককার হিসাবে আমাদের পূজনীয়। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতি-উৎসবের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই জন্য আমি পরিষৎকে ধন্যবাদ দিতেছি এবং যাঁহারা এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ এবং বক্তৃতাদি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী বি এ মহাশয় "বীরাঙ্গনা" কাব্য হইতে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "মেঘনাদবধ" কাব্য হইতে কিছু কিছু আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন করেন।"

সভাপতি মহাশয় ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার	শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক	সভাপতি
	১৭।৭।২১

অষ্টাবিংশ বর্ষের

প্রথম মাসিক অধিবেশন

২৬এ আষাঢ় ১৩২৮ ১০ই জুলাই ১৯২১, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্, —সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্এ মহাশয় লিখিত "নালিতা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল মহাশয়-লিখিত "খনিবিদ্যার পরিভাষা" নামক প্রবন্ধদ্বয়, ৫। শোক-প্রকাশ—অধ্যাপক বরদাপ্রসাদ প্রামাণিক এম্ এ মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৬। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ২৭শ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কে সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি পরিষদের সদস্য আছেন কিনা। তদুত্তরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, এ বিষয়ের মীমাংসার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে দিয়া মীমাংসা করা হউক। অদ্য এ বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখা হইল।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে পরিষদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অদ্যকার আলোচ্য-বিষয়-ভুক্ত প্রথম প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্ এ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র এবং ঢাকা কলেজের অধ্যাপক। তিনি রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং এই বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। নালিতার গুণের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, এমন কি আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের নিকট ইহার উপকারিতা অপরিজ্ঞাত নহে। এখনো নানা পীড়ায় 'নালিতা' গার্হস্থ্য ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু নালিতার সার অংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (Active principle) বাহির করিয়াছেন এবং রাসায়নিক হিসাবে তাহার গুণের নির্ণয় করিয়াছেন।

তৎপরে, শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্ এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীযুক্ত হিরণ-কুমার রায়চৌধুরী বি, এ মহাশয় শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবুর লিখিত "নালিতা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের শেষাংশ সভাপতি মহাশয় স্বয়ং পাঠ করিলেন ও ব্যাখ্যা করিয়া প্রবন্ধের আলোচ্য-বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। প্রবন্ধপাঠের পর সভাপতি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। প্রবন্ধের বিষয় সভাপতি মহাশয় কিছু আলোচনা করিলেন। এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(খ) শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বাবুর লিখিত "খনিবিদ্যার পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। উক্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন; এই সকল আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বড়ই দুঃখের বিষয় পরিষদের উৎসাহী সদস্য বরদাপ্রসাদ প্রামাণিক এম্ এ মহাশয় সম্প্রতি অতি অল্পবয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রিপন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রথম এম্ এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পরিষদে প্রায় আসিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করিতেন, শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার Research Scholarship পাইয়া-ছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই বিভাগে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। এই বলিয়া তিনি পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রসময় লাহা মহাশয় বলিলেন, "পরলোকগত বরদাপ্রসাদকে আমি তাহার বাল্য-কাল হইতে জানিতাম। ময়ূরভঞ্জে থাকিয়া সে এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র-মোহন ধর এই তিন জনে লেখাপড়া করিত। তিনটিই রত্নবিশেষ। সতীশ এম্ এস্ সিতে প্রথম হয়, ধীরেন বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হয় ও বরদা অতিকষ্টে থাকিয়াও সুখ্যাতির সহিত

এম্ এ পাশ করে। ছেলেবেলা হইতে তাহার ভাষাচর্চ্চার একটি প্রবল চেষ্টা ছিল। তাহার একটি স্মৃতিচিহ্ন পরিষদে রাখিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন ধর ব্যারিষ্টার মহাশয় বলিলেন যে, তিনি স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদের বাল্যবন্ধু। সে অতি কষ্টে ছেলে পড়াইয়া ও বৃত্তি পাইয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাহার অগাধ অনুরাগ ছিল। রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি-পরীক্ষার জন্যও সে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার স্বভাব অতি কোমল ও মধুর ছিল।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
১৩।৭।২১

পরিশিষ্ট—(ক)

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদস্য—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোকুলদাস দে এম্ এ ২৫।২ মোহনবাগান রো। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন বি এল্, ১১ গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী রায়, শ্রীযুক্ত সুনীতিভূষণ রায় মহাশয়ের বাড়ী ১১, শ্রীবাস দত্তের লেন, হাওড়া। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ— শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র ঘোষ, ঘোষবাটী, টাকী (২৪পঃ)। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু, সৈদপুর, টাকী (২৪পঃ)। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সদঃ শ্রীযুক্ত এস্ কে রায়, কৃষিবিভাগ, লস্কর, গোয়ালিয়র। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অবতারচন্দ্র লাহা, সমঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনবাগান রো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব কৃষ্ণলাল রায়, ৪৩ আশুতোষ দের লেন, সেণ্ট্রাল এভিনিউ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুধাংশুময় চট্টোপাধ্যায়, ১ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় লেন, টালা, কাশীপুর। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ৩ কাশীশ্বর চট্টোপাধ্যায় লেন, বরাহনগর (২৪পঃ)। শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ লাহিড়ী বি এ, ১ রাধামোহন দের লেন, বরাহনগর (২৪পঃ)। শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, হেডক্লার্ক, কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটি, টালা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বসু, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৮ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত, ৭৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, ৩৫এ শিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী বি এ, ৫২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, ৮।২ হরিতকীবাগান লেন্। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত, ৫ রাজেন্দ্রনাথ সেনের গলি। শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ১৭ বৃন্দাবন মল্লিক ১ম লেন।

প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বি এ, সৈদপুর, টাকী (২৪ পঃ)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সাধুখাঁ, ২৬ করপোরেশন ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রায় ত্রিপুরাচরণ গুহ বাহাদুর, বেতিয়া, চম্পারণ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু, বার লাইব্রেরী, বেতিয়া, চম্পারণ। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচরণ সেন এম বি, ১ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব সতীশচন্দ্র বসু, জমসেদপুর, সাক্‌চী। শ্রীযুক্ত লালবিহারী বড়াল (অগ্রমতী প্রকাশক) চুঁচুড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, সমঃ—ঐ, সদঃ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অতুলেন্দু সেন, ৫৯ আপার সার্কুলার রোড, ব্লক নং ১৫। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, ৪ ঘোষের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসু, কাশী মিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট।

পরিশিষ্ট—(খ)

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা।

উপহারদাতা - The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A. উপহৃত পুস্তক—(১) Native Cemeteries and Forms of Burial, East of Mississippi, (২) Reports upon two Collection of Mosses form British East Africa. The Director, Geological Survey of India —(৩) Records of the Geological Survey of India Vol. LII, 1921. Superintendent Government Printing, India—(৪) Patent Office Journal, 1920. The Secretary Indian Association for the Cultivation of Science—(৫) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol. VI, Parts, III and IV. Officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(৬) Bengal Lagislative Council Proceedings Vol. I, No 4, (৭) English-Tibetan Colloquial Dictionary. (৮) Grammar of the Colloquial Tibetan by C. A. Bell, The Surveyor General of Bengal, (৯) The General Report on the Operations of the Survey of India, during 1919—20, Messrs. W. E. Bastian & Co. (১০) The Buddhist Annual of Ceylon, 1921, Vol. I, No 2. শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী—(১১) স্নেহের বাঁধন, (১২) দীপাবলী, (১৩) দৈবমিলন, (১৪) মর্ম্মবাণী। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৫) কাব্যসুধা, (১৬) রসকরা, (১৭) অনুপ্রাস, (১৮) আহ্লাদে আটখানা, (১৯) সখী, (২০) সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা, (২১) বানান-সমস্যা, (২২) সাতনরী। শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র নাথ দে—(২৩) হিন্দুবীর, (২৪) পানিপথ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ

সরকার—(২৫) রামকেলি-মহিমা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—(২৬) ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী ও স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ, শ্রীযুক্ত গুরুকান্ত ভট্টাচার্য্য—(২৭) আলোক, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(২৮) নানা-চিন্তা, শ্রীমতী হেমলতা দেবী—(২৯) দুনিয়ার দেনা, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(৩০) শ্রীমদ্ভাগবতম্ .(১ম হইতে ১২শ স্কন্ধ) রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, (৩১) সত্যমেব জয়তি, (৩২) পতিব্রতা, (৩৩) পিতৃস্তোত্রম্, (৩৪) শ্রীশ্রীবংশীবিকাশ, (৩৫) পঞ্চরত্নম্—শ্রীশ্রীগৌরশতকঞ্চ, (৩৬) শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতম্ ও (৩৭) শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১লা শ্রাবণ ১৩২৮, ১৭ই জুলাই ১৯২১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ডাক্তার সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম এস্ মহাশয়-লিখিত "পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য-জাতির খাদ্যের উপকরণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়-লিখিত "রামপ্রসাদ ও রামদুলাল" নামক প্রবন্ধদ্বয় ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে আহূত বিশেষ অধিবেশনের ও অষ্টাবিংশ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃ-গণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার "পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য-জাতির খাদ্যের উপকরণ" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করেন।

লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্য-

চরণ বিদ্যাভূষণ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। এই সকল আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(খ) শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার "রামপ্রসাদ ও রামদুলাল" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদস্য—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, ৮ অক্ষয়কুমার বসু লেন, শ্রীমতী হীরাপ্রভা রায় এম বি, ১৩ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার বি এ, ৫ মনোমোহন বসু লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, 'প্রজাবন্ধু' সম্পাদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ৫৮ মধুরায়ের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীবৎসপ্রসাদ মল্লিক, ৬ মনোমোহন বসু লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু এম বি, ৩৯ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—The Secretary, Museum of Fine Arts—(১) Museum of Fine Arts, 45th Annual Report for the Year 1920. Registrar, Calcutta University—(২) Journal of the Department of Letters Vol. V; 1921, Superintendent, Government Printing, India—(৩) Statistics of British India, Education, Vol. V. শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ—(৪) চীনের চক্র, (৫) বঙ্গবালা, (৬) বিধির বিধি, (৭) রহস্য-কণিকা।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২২এ শ্রাবণ ১৩২৮, ৭ই আগষ্ট ১৯২১, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্ —সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়-লিখিত "গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুথি আলোচনা" নামক প্রবন্ধ, ৫। শোক-প্রকাশ—আনন্দকুমার চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ (কাশী) মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ৬। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় গত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয়, গত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের মন্তব্য অনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেন,—

"যে দিন হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়েব সহায়ক-সদস্য-পদের পাঁচ বৎসর কাল পূর্ণ হইয়াছে, সেই দিন হইতে তাঁহাকে পরিষদের সাধাবণ-সদস্য গণ্য করা হউক. এবং এই প্রস্তাব আগামী মাসিক অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হউক।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের বিশেষ বন্ধু। তাঁহার সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি যে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অনুমোদন করা উচিত।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু তাঁহার বন্ধু ও পরিষদের হিতৈষী। তাঁহার সহায়ক-সদস্য-পদে স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ার পর হইতে তাঁহাকে সাধারণ-সদস্যরূপে গণ্য করা সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আইনসঙ্গত হয় নাই। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সম্মান দেখাইতে গিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বিধিবিরুদ্ধ কাজ করিতে বোধ হয় পারেন না। যাহা হউক, তিনি শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুকে পুনরায় সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলেন।

এই প্রস্তাব কোন সদস্য সমর্থন করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সাধারণ সদস্য করিবার জন্য যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আজ এই সভার অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহা অনুমোদিত হইলে আইন ভঙ্গ হইবে না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। এই বলিয়া তিনি ডাঃ সিদ্দিকী সাহেবকে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলে পর, সর্ব্বসম্মতি-

ক্রমে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উক্ত মন্তব্য অনুসারে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কে সাধারণ-সদস্য গণ্য করা হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম পাঠ করিলেন। যথারীতি সমর্থিত হইলে তাঁহারা সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ক—পরিশিষ্টে এই সকল নির্ব্বাচিত সদস্যের নাম প্রদত্ত হইল।

৩। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলির ও উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিলেন। উপহারদাতৃগণকে পরি দের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। খ—পরিশিষ্টে উক্ত পুস্তকগুলির ও উপহারদাতৃগণের নাম প্রদত্ত হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের হিতৈষী সদস্য মেডিকেল কলেজের জীব ও উদ্ভিদ-বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি মহাশয় পরিষৎকে পাঁচ বৎসরের জন্য প্রতিবর্ষে ১০০৲ হিসাবে দান করিবেন; এবং এই অর্থ হইতে কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই দানের জন্য শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৫। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়, তাঁহার লিখিত "গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুঁথি আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বি এস্‌সি, এম এ, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্ এবং ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সকল আলোচনা প্রবন্ধের সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৬। সভাপতি মহশয় দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন যে, পরিষদের হিতৈষী সদস্য কাশীর আনন্দকুমার চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদস্য—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি এল্, উকিল, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭।১ শাঁখারীটোলা লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৩৯ বিজয়কৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, পোঃ হুগলী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণ-

কুমার রায় চৌধুরী, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত, ৯।৪ বাদুড়বাগান রো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হৃদয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নন্দী, ২২ সুকিয়া লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, সমঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সরোজমোহন গোস্বামী, ৩৫ হরি-ঘোষ ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ বি এল্, বেথুন রো; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল, ২৮ বিডন রো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন-গুপ্ত, পোষ্টমাষ্টার, শিমলা পোঃ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, ৭৬ সুকিয়া ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত ডাক্তার রায় উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন মিত্র, নিকাশীপাড়া লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত এস সি সেন, সলিসিটার, ৩৮ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মল্লিক, ২২ বৃন্দাবন বসু লেন; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র মিত্র এম্ এ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১০৪ চিংড়ীহাটা রোড, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দাস এম্ এ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, প্রেসিডেন্সি কলেজ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৩৭দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—Superintendent, Government Printing, India—(১) Memoirs of the Archaeological Survey of India. No 12, (২) Patent Office Journal, Jan. to March 1921, (৩) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, May 1921. Officer-in-Charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(৪) Report on Public Instruction in Bengal for 1919-20. (৫) Statistical Returns with a brief note of the Registration Department in Bengal 1920. (৬) Administration Report on the Jails of Bengal Presidency for the year 1920. Director, Geological Survey of India. (৭) Record of the Geological Survey of India, Vol. LIII, Part I. Messrs. W. E. Bastian & Co (Colombo) (৮) Buddhist Annual of Ceylon Vol. I. No 1. শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল—৯। আর্য্যজাতির আদি নিবাস, তথা হইতে নানা দেশে গমন ও ভারতে প্রবেশ, ১০। বেহুলা ও লখিন্দর (২ খানি), শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী—১১। উচ্ছ্বাস-পঞ্চক।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২৯এ শ্রাবণ ১৩২৮, ১৪ই আগষ্ট ১৯২১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পুরস্কার ও পদক বিতরণ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ বিদ্যারত্ন মহাশয়-লিখিত "ভারতীয় লিপিসমূহের জন্য তড়িৎ-বার্ত্তার ধ্বনি-নির্দ্দেশ" নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, "বঙ্গের অন্যতম স্বাধীন রাজবংশের কৃতী সন্তান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের হিতৈষী বন্ধু মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর আজ পরিষদের সৌভাগ্যক্রমে পরিষৎ মন্দিরে আগমন করিয়াছেন। এই জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, তিনি আমাদের অদ্যকার সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করুন।"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় গত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় জানাইলেন যে, 'ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণপদকের' জন্য "বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত পুরাণদাস সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই সুবর্ণপদক পাইবেন, এইরূপ পরীক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই পদকের জন্য অর্থদান করিয়াছেন। পদকদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সভাপতি মহাশয় উক্ত সাংখ্যতীর্থ মহাশয়কে পদক দান করিলেন।

(খ) 'কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুবর্ণপদকে'র জন্য "মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও বৃত্রসংহার কাব্যের বৃত্রাসুরের তুলনায় সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-নাথ ধর মহাশয় এই পদক পাইবেন, এইরূপ পরীক্ষক মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবি হেমচন্দ্রের স্মৃতি-তহবিলের অর্থ হইতে এই পদক দেওয়া হইয়া থাকে। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবুকে পদক দান করিলেন।

(গ) 'শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কারে'র (২৫৲) জন্য "নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী" নামক

প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই পুরস্কার পাইবেন, এইরূপ পরীক্ষক কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই পুরস্কার দিয়াছেন। পুরস্কারদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইলে পর, সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উক্ত ২৫৲ টাকা পুরস্কার দান করিলেন।

৫। "ভারতীয় লিপিসমূহের জন্য তড়িদ্‌বার্ত্তার ধ্বনি নির্দ্দেশ"-নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ বিদ্যারত্ন মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, এবং প্রবন্ধ-সংক্রান্ত ভারতীয় লিপিসমূহের জন্য লেখক মহাশয় যে সকল তড়িদ্‌বার্ত্তার ধ্বনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া দিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন, "এই প্রবন্ধ আমরা পূর্ব্বে দেখিবার বা শুনিবার সুযোগ পাইয়া, আলোচনার অবসর পাই নাই। বিশেষতঃ প্রবন্ধলেখক মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ইহা আমাদিগকে বুঝাইয়া, আমাদের উপস্থিত সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিতেন; তাহাও আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। এই জন্য এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য দেওয়া সঙ্গত নহে। পত্রিকায় ছাপা হইলে, এ বিষয়ে আলোচনা হইতে পারিবে। লেখকের প্রস্তাবিত সঙ্কেতগুলি আদৌ গৃহীত হইবে কি না এবং হইলে রাজসরকারে তাহা প্রবর্ত্তিত হইবে কি না, তাহা বলা চলে না। অধিকন্তু যে ভাষায় আমাদের বর্ত্তমান টেলিগ্রাম চলিতেছে, তাহা রাজভাষা, সে ভাষা জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলে। পরন্তু ভারতের নানা প্রদেশে নানা ভাষা। বাঙ্গালা অক্ষরের টেলিগ্রাম বিহারে চলিবে না—বিহারের তার গুজরাটে চলা সম্ভবপর নহে।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "অদ্য আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে; এরূপ সৌভাগ্য আমাদের পরিষদের ভাগ্যে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই—বাঙ্গালার অন্যতম পুরাতন স্বাধীনরাজ্যের মহারাজকুমার মহোদয়কে আমরা আজ পরিষদে সাধারণ সভার সভাপতিরূপে পাইয়াছি। ত্রিপুরার স্বাধীন নরপতিগণ বহুকাল হইতেই বাঙ্গালাভাষার বিশেষরূপ অনুরাগী, উৎসাহদাতা ও উন্নতিপ্রয়াসী; ইতিপূর্ব্বে বহুকার্য্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ রাজগ্রন্থাগারে বহুপূর্ব্ব হইতেই অতি প্রাচীন বহুসংখ্যক বাঙ্গালা পুথি সংগৃহীত হইয়া অতি যত্নে এ পর্য্যন্ত রক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি আমাদের এদেশীয় বাঙ্গালী কর্ত্তৃকই স্বাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস বর্ত্তমান মহারাজার উৎসাহে, সাহায্যে ও ব্যয়ে অনেকদিন হইতে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইতেছে। এরূপ বংশের একজন বিজ্ঞ, বহুদর্শী, প্রাচীন ব্যক্তিকে অদ্য সভাপতিরূপে পাইয়া আমরা বিশেষ ধন্য, কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি এবং তাঁহাকে সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিতে দেখিয়া,' অতীব আনন্দ অনুভব করিলাম। প্রচলিত নিয়মানুসারে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া ততদূর উপযুক্ত ও শোভন নহে; কারণ, তিনি আমাদের এরূপ ধন্যবাদের অতীত—আমাদের সামান্য ধন্যবাদে, তাঁহার অতুল গৌরব কিছুতেই বর্দ্ধিত বা অলঙ্কৃত হইতে পারিবে না। কিন্তু আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত সভক্তিক ধন্যবাদ না দিয়াও স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আশা করি, তিনি সময়ে সময়ে এইরূপ পরিষদে উপস্থিত হইয়া, আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বহুদিন হইতে তাঁহার পরিষৎ দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইল এবং তিনি অনেক বিষয় শিক্ষা করিলেন। সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তিনি সভাভঙ্গ করিলেন।

শ্রীগণপতি সরকার	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার, সমর্থক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, সদস্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর সেনগুপ্ত, ডাঃ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি রোড, তালতলা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন ব্যারিষ্টার, ৩৮ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দে, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—সদস্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত, ২০ বি বেণিয়াপাড়া লেন, ইটালি।

খ—পরিশিষ্ট।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহার দাতা—	উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ	১। সুসোমা।
The Officer in charge, Bengal Secretariat, Book-Depot.	২। Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. I, No 5. ৩। Do Do Vol I, No 6. ৪। Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1920-21.
The Assistant Secretary, Government of Punjab.	৫। Annual Progress Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March, 1920.

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

(চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ আহূত)

১৬ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর ১৯২১, রবিবার অপরাহ্ণ ৫||০টা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। তিনি উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইয়াও অবসর সময়ে বঙ্গভাষার যথেষ্ট সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এক জন সুহৃদ্ হারাইয়াছেন এবং বঙ্গভাষা কতকপরিমাণে দীনা হইয়াছেন, বলিতে পারা যায়।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বাবুর কন্যার লিখিত তাঁহার পিতার সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা পাঠ করেন। উহা হইতে জানা যায় যে, যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমায় মৃজাপুর গ্রামে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ৬ই ভাদ্র চন্দ্রশেখর বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র কর। ৪ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি মাতাকে অত্যন্ত ভয়-ভক্তি ও সম্মান করিতেন। বাল্যাবস্থায় তিনি দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী বিদ্যালয়ে যাইয়া তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। মাগুরা হইতে মাইনর ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কৃষ্ণনগরে তাঁহার মেসো মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া এফ্ এ পড়েন। পরে উহাতে কৃতকার্য্য হইয়া কলিকাতার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া কিছুকাল আইন পড়েন। তৎপরে তিনি প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হন। প্রথমে বাঁকুড়ায় কাজ করেন, পরে চট্টগ্রামে বদলি হন। সেখানেই তিনি 'অনাথ বালক' রচনা করেন। ঐ পুস্তকের 'জ্ঞানদা' তাঁহার মাতৃদেবীর ছায়া অবলম্বনে লিখিত এবং 'ইন্দু'র চরিত্র তাঁহার নিজ জীবনের দু'একটি চিত্র লইয়া গঠিত। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি মিত্রাক্ষর-বর্জ্জিত "শারদাবকাশ" কবিতা লেখেন। 'অনাথ বালকের' পর তিনি "সুরবালা" লেখেন ও "সাহিত্যে" প্রকাশ করেন; পরে "সৎকথা" প্রকাশিত হয়। তারপর "পাপের পরিণাম",

লেখেন। "পূর্ণিমায়" 'হৈমবতী' ধারাবাহিকভাবে ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "সেকাল একাল" নামক কবিতাপুস্তক এইভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁহার ৬টি-গল্প একত্রে "ছ'আনাজ" নামে প্রকাশিত হয়। "বঙ্গে ইংরাজ-শাসন" নামে একখানি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকও তিনি লিখিয়াছিলেন। নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলী হইতে ১৩১৬ ও ১৩২৪ বঙ্গাব্দে 'বিদ্যা-বিনোদ,' কাশীর ও কলিকাতার কতিপয় পণ্ডিতের নিকট হইতে তিনি "কবীন্দ্র" ও 'ভক্তিভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি "মাধব-মহিমা" ও "বাংলার বাবু" নামক দুই খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার তিনটি গান অপ্রকাশিত রহিয়াছে। গত ১৩ই ভাদ্র সোমবার তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত অপ্রকাশিত তিনটি গানের মধ্যে "জয় জয় যাদব" এই ধূয়াযুক্ত গানটি পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি যখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন, সেই সময় ৺ চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ও তথায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তাঁহার সহিত সেখানেই তিনি পরিচিত হন। সরকারী কার্য্যে তাঁহার খুব সুখ্যাতি ছিল। "সেকাল একাল" প্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহাকে তিনি ঐ গ্রন্থ দেখাইয়াছিলেন। তিনি এক জন ভাবুক লোক ছিলেন এবং অনেকের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দান-ধ্যান করিতেন—কিন্তু খুব গোপনে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, ২০।২১ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর বাবু যখন চুঁচুড়ায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। স্বর্গীয় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত তিনি নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন। তাঁহার একটা মস্ত গুণ ছিল, যাহা অনেকের মধ্যে দেখা যায় না—তাঁহার হৃদয়টা খুব বড় ছিল। তিনি সাহিত্য-পরিষৎকে বেশ ভাল বাসিতেন—ইহার সভা-সমিতিতে প্রায় আসিতেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ গত ১৩১৭ সালের ১২ই ভাদ্র যে বিশেষ অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে তিনি "পরলোকগত কালীপ্রসন্ন" নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়েন। পরে তিনি ঐ প্রবন্ধ পরিষৎকে দান করেন। উহা পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা পরিষদের কর্ত্তব্য। পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিতে সম্মত আছেন। তৎপরে তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরলোকগত সদস্য ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর কর মহাশয় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর আমাদের বাগবাজার পল্লীতে ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবকাশ-

কালে তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় ও সেবায় সময়াতিবাহিত করিতেন—সে সময়টুকু অপব্যয় তিনি কখনই করিতেন না। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার উপন্যাসাবলী deductive নহে। সমাজের শিক্ষা সাধারণের মধ্যে প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নীরবকর্ম্মী ছিলেন। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তাঁহার "সেকাল একালের" বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া ১৩২৭ সালের 'প্রতিভায়' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি একজন হৃদয়বান্ সমালোচক ও সমাজদ্রষ্টা ছিলেন। সাহিত্যিক অনুষ্ঠান মাত্রের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। আমাদের কুটীরে "উত্তরায়ণ সম্মেলন" নামে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যালোচনী সভার অনুষ্ঠান হয়, তিনি বিনা নিমন্ত্রণে তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে বিশেষ লজ্জা দেন। পরিষদের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বাবুর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য নিম্নোক্তরূপ চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় (গাইবান্ধা, রঙ্গপুর)—	২৫৲
" ললিতমোহন মিত্র (দক্ষিণ ব্যাঁটরা, হাওড়া)—	১৫৲
" জিতেন্দ্রনাথ মিত্র (কৃষ্ণনগর)—	৫৲
	৪৫৲

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর কর মহাশয় যদিও উচ্চ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং, উচ্চ রাজকার্য্যে জীবন কাটাইয়াছেন, তথাপি তাঁহার মনটী সাবেক কালের ছাঁচে ঢালা ছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তিনি পুরাতনের মধ্যে ভালগুলি বাছিয়া বাছিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন। এবং বর্ত্তমান শিক্ষার ভালগুলিও দেখাইয়াছেন—আজকাল এগুলির কোন বিশেষত্ব না থাকিলেও, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সেগুলির যথেষ্ট বিশেষত্ব ছিল। এই যে পুরাতনের দিকে দৃষ্টিপাত করা—এই ভাব যাঁহারা জাগাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর বাবু অন্যতম। তাঁহার হৃদয় খুব বড় ছিল—তাঁহার কর্ত্তব্যপালনেও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল—

"বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সহৃদয় এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃৎ চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাতুর পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

১৬ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর ১৯২১, রবিবার সন্ধ্যা ৬।০টা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। প্রাচীন-পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। পরিষৎ-পুথিশালার রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ-পাঠ। ৫। প্রবন্ধপাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি-এচ্ ডি মহাশয়-লিখিত "পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষিত নারায়ণপালের লিপি" এবং (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়-লিখিত অর্থশাস্ত্রে সমাজ-চিত্র বা মৌর্য্য-যুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস" (প্রথম অধ্যায়) নামক প্রবন্ধদ্বয় ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) রাজা রামচন্দ্র রায় বীরবর (দাঁতন), (খ) বরদাকান্ত রায় চৌধুরী (ভিতরবন্দ), (গ) ভুবনমোহন পাঠক বি এ, (নারায়ণগঞ্জ) এবং (ঘ) আশুতোষ বসু (কলিকাতা) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে, এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুথি ও পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের পুথিশালায় বহু প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল পুথির মধ্যে অনেক পুথির বিবরণ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সাধারণের মধ্যে সেই সকল অপ্রকাশিত পুথির পরিচয় প্রদান করা বিশেষ প্রয়োজন। পুথি-সংগ্রহ কার্য্যের জন্য এই উপায় কার্য্যকরী হইতে পারে। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, প্রতি মাসিক অধিবেশনে একখানি করিয়া এইরূপ অপ্রকাশিত পুথির বিবরণ পঠিত হইবে। এ পর্য্যন্ত বহু মহাভারতের লেখকের নাম পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সঞ্জয়-কৃত মহাভারত সম্বন্ধে অদ্য কিছু কিছু পরিচয় প্রদান করা হইবে। পরিষদের পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত মহাভারতের দুইটি উল্লেখযোগ্য উপাখ্যানের বিবরণ প্রদান করিবেন।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ—পরিশিষ্টে এই বিবরণ দেওয়া হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এইরূপ বিবরণ প্রাচীন পুথি আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমেই মহাভারতের পুথি সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। এ পর্য্যন্ত কত লেখকের মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে। সেই সকল বিভিন্ন রচয়িতার মহাভারতে উপাখ্যানগত, ভাষাগত পার্থক্য আছে কি না, মূল সংস্কৃত মহাভারতের সহিত কোন তফাৎ আছে কি না, এই সকল বিবরণ সংগৃহীত হইলে পর, ভারতের বিভিন্ন পুথির তুলনামূলক ও ভাষাতত্ত্ব-ঘটিত সমালোচনা হইতে পারিবে। সমস্ত উপকরণ এ বৎসর সংগৃহীত না হইলে, কেবল কত জনের রচিত মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা করা যাইতে পারে। এই সকল বিষয় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত হওয়া বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। তৎপরে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রস্তাব পঠিত হইল,—

"মাসিক অধিবেশনে প্রাচীন পুথিপাঠ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ মহাশয়ের প্রস্তাবের আলোচনা হইলে পর, স্থির হইল যে, আগামী মাসিক অধিবেশনে পরিষদের প্রতি মাসিক অধিবেশনে পরিষদের পুথিশালাস্থিত প্রাচীন পুথিগুলির মধ্যে এক একখানি পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়া পঠিত হইবে এবং প্রয়োজন মত পুথিও প্রদর্শিত এবং পঠিত হইবে।"

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবকর্তা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি-এচ্ ডি মহাশয়ের লিখিত "পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত নারায়ণপালের লিপি" নামক প্রবন্ধটি লেখক মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত রমেশবাবু আজ উপস্থিত নাই। তাঁহার অনুপস্থিতে এই মূল্যবান্ প্রবন্ধের আলোচনা হইলে, তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পর, আলোচনার সুবিধা হইবে।

(খ) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয় তাঁহার লিখিত "অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র বা মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস" নামক প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিলেন।

রাত্রি অধিক হওয়ায় এই প্রবন্ধের আলোচনা হইল না।

৬। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা-সূচক পত্র প্রেরিত হইবে, স্থির হইল।

মৃত সদস্যগণের নাম :—১। রাজা রামচন্দ্র রায় বীরবর (দাঁতন), ২। বরদাকান্ত রায় চৌধুরী (ভিতরবন্দ), ৩। ভুবনমোহন পাঠক বি এ (নারায়ণগঞ্জ), ৪। আশুতোষ বসু (কলিকাতা)।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, 'নব্যভারত'-সম্পাদক স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী মহাশয় অল্পবয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি 'নব্যভারতের' সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন। এই উৎসাহী উদীয়মান সাহিত্যিকের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট পরিষদের সমবেদনা-সূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস 'মন্দাকিনী'-সম্পাদক, ২১ ভবানীচরণ দত্ত লেন। ২। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ১৪ সুড়া, বেলিয়াঘাটা সোপ-ফ্যাক্টরী। ৩। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মাইতি, ২১ ভবানীচরণ দত্ত লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, বি এ, সদঃ—৪। শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০ নলগোলা, ঢাকা। ৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, বিদ্যাসাগর কলেজ, ১৫।৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্। ৬। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন মিত্র, ৯ নিকাশীপাড়া লেন। ৭। শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু, ৫ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট। ৮। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস বি এল্, ৫ হরিতকীবাগান লেন। ৯। শ্রীযুক্ত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৪ বারিক লেন। ১০। শ্রীযুক্ত মাধুরী মুখোপাধ্যায়, ২১ বৃন্দাবন বসু লেন। ১১। শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ দাস, ২০ হোগলকুড়ে গলি। ১২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়, কেম্বেল মেডিক্যাল স্কুল, ৭৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্। ১৩। শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত, ১৪ উল্টাডাঙ্গা জংশন রোড্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—১৪। শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন এটর্নি, ৪৪ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট্। ১৫। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার অব্ এসিওরেন্স। ১৬। শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায়, ৬ অভয়চরণ মিত্র লেন। ১৭। শ্রীযুক্ত নৃত্যধন মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি,

৪৫ লক্ষ্মণ দাসের লেন, হাবড়া। ১৮। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ২ চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদঃ—১৯। শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়, ১০২ গ্রে ষ্ট্রীট্। ২০। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন, ২৭।১ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট। ২১। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ রায় এম্ এস্ সি, ৬ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—২২। শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ মাইতি, ঠাকুরবাটী, হেমচন্দ্র ব্যানার্জ্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—২৩। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা বি এ, ৩৮।৪।১ বেনেটোলা লেন। প্রঃ—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—২৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৪২ আপার সার্কুলার রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—২৫। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ পোদ্দার, ৪৩ হালসীবাগান রোড। ২৬। শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ঘোষ, ১৪ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—২৭। শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার ঘোষ, সম্পাদক বি, এন্, রেলওয়ে লেবার ইউনিয়ন খড়্গপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—২৮। শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু বার-এট্-ল, গড়িয়াহাটা রোড, বালিগঞ্জ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদঃ—২৯। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী বার-এট্-ল, এলগিন রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—৩০। ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,৮৩।১ এ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদঃ—৩১ রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর, ১ আলিপুর পার্ক রোড ইষ্ট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, সদঃ—৩২। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সরকার ২১ রামকমল ষ্ট্রীট, খিদিরপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—৩৩। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৮ রায় ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—৩৪। শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মিত্র, ৬ বীডন্ রো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ চৌধুরী, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—৩৫। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দাস বি এ, ১৯ ঘোষ লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—৩৬। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সরকার, ৭ মনোমোহন বসু লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তকের নাম।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; উপহৃত পুস্তক—১। স্বরাজ সাধনা বা রাষ্ট্রপরিচয়, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ—২। হেথা-সেথা, শ্রীমতী হেমলতা দেবী—৩। অকল্পিতা, ৪। জ্যোতিঃ, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা (শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত)—৫। পাখীর কথা, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—৬। বিধবাবিবাহ ও হিন্দুধর্ম্ম, শ্রীযুক্ত লালমোহন আদিত্য—৭। আশাপূরক নারায়ণ ব্রতকথা, শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল—৮। প্রাচীন ভূগোল ও খগোল বিবরণ, শ্রীযুক্ত শুক্লকান্ত ভট্টাচার্য্য—৯। আত্ম-সাধনা, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়—১০। পোকামাকড়, ১১। প্রকৃতি পরিচয়, ১২। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১৩। সিংহল-বিজয় The Superintendent of Archæology, Hyderabad—১৪। Annual Report of the Archæological Department of H. E. H. The Nizam's Dominions, $\frac{1918-19 \text{ A.D.}}{1328\text{F}}$, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১৫। An Historical Disquisition concerning Ancient India (Robertson), শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য—১৬। The Stars in the Northern Tropics, The officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—১৭। Annual Report of the Royal Botanical Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, for 1920-21, ১৮। Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1920, ১৯। Local Self-Government Resolution reviewing the Reports on the Working of the District Boards in Bengal during the year 1919-20, ২০। Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal for the years 1918, 1919 and 1920, ২১। Fifty-ninth Annual Report of the Government Cinchona plantations and Factory in Bengal for the year 1920-21, ২২। Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1920, ২৩। Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal for the year 1919-20, The Director of Public Instruction, Bengal, ২৪। Report on the Expansion and Improvement of Primary Education in Bengal, 1921, The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A. ২৫। Annual Report of the Smithsonian Institution 1918, ২৬। Smithsonian Physical Tables by F. W. Fowle,

২৭। Alsea Texts and Myths [Bureau of American Ethnology No. 67]. শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর—২৭। Manu-Smriti, Vol. I, Part I, ২৮। Jivatman in the Brahma-Sutra, The Deputy Superintendent-in-charge of the Government Monotype Press, Simla. S. W—২৯। Annual Return of Statistics relating to Forest Administration in British India for the year 1919-20, The Superintendent, Government Printing, Burma—৩০। Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burmah, for the year ending 31st March, 1921, The Superintendent, Government Printing, India,—৩১। Patent Office Journal, April to June, 1921, ৩২। Statement showing progress of the Co-operative Movement in India during the year 1919-20. শ্রী যুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত—৩৩। Pictorial Tour Round Bible Lands,—৩৪। Kashi or Benares, the Holy City of the Hindus—৩৫। The Great Temple of India, Ceylon and Burma,—৩৬। Pictures of Women in many Lands,—৩৭। Pictures of Russia and its peoples,—৩৮। Egypt, The Land of the Pyramids,—৩৯। Italy, ancient and modern,—৪০। Afganisthan and its late Amir,—৪১। Pictorial Tour Round England, Scotland and Ireland,—৪২। Pictorial Tour Round England, Scotland and Ireland,—৪৩। Pictorial Tour round India,—৪৪। Pictorial Tour round United States of America,—৪৫। Tibet, the highest country in the world,—৪৬। New Zealand,—৪৭। Arabia and its Prophet,—৪৮। Persia and its People,—৪৯। Lanka and its People,—৫০। Burma and the Burmese,—৫১। The Overland Journey to England,—৫২। Japan and the rising sun,—৫৩। Pictures of China and its people,—৫৪। The Land of Snows,—৫৫। The Native States of India and their Princes with Notices of some important Zamindaries,—৫৬। The Queen Empress of India and Her Family, ৫৭। New Testament, Pictures and Stories,—৫৮। New Testament Pictures and Stories,—৫৯। Old Testament, Pictures and Stories, ৬০। Devil-Dancers, Witch-Finders, Rain-Makers and Medicine-Men, ৬১। Picture Stories of Great Men (খণ্ডিত), ৬২। Picture Stories of Noble women, ৬৩। Stories from Early Christian History, ৬৪। John Chrysostom, ৬৫। Bengali

version of Milton's L'Allegro and Ipenseroso by Bidhu Bhusan Sen Gupta, ৬৬। Statement of Recent Times with an Introduction, ৬৭। Anglo-Indian Worthies by Henry Morris, ৬৮। Some Noted Indians of Modern Times, ৬৯। Some Noted Indians of Modern Times, ৭০। The Indian Empire. ৭১। The Principal Nations of India, ৭২। Eminent Friends of Man or Lives of Distinguished Philanthrophist, ৭৩। Buddha and His Religion, ৭৪। Snakes, Crocodiles and other Reptiles, ৭৫। Pearls, Animalcules and other wonders, ৭৬। Astronomy and Astrology, ৭৭। The Two Pilgrims to Kashi and other Stories by A. L. O. E, ৭৮। India in Vedic Times or Stories of India, ৭৯। Columbus, thc Discoverer of America, ৮০। History of The True Incranation, ৮১। মহানাটক, (১২৮৫ সাল) ৮২। Memoirs of Asiatic Society of Bengal, Vol.V. Extra No. Vol. II, No. 4, Vol.V,No. 3,Vol. II. No. 5, Vol. III No. 9, Vol. III, No. 1.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদ্ পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

প্রাচীন পুথির পাঠভেদ একটি মস্ত সমস্যা। একই কবির রচিত কোন একখানি পুথির বিভিন্ন প্রতিলিপিতে নানা রকমের পাঠ দেখা যায়। ইহার মধ্য হইতে কবির ঈপ্সিত পাঠ নির্ণয় করা একরূপ অসাধ্য। তবে কবির নিজের হাতের লেখা পুথি পাওয়া গেলে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ রকম পুথি আজ পর্য্যন্ত বড় বেশি পাওয়া যায় নাই।

প্রাচীন কবিগণের রচিত অধিকাংশ পুথিতেই লিপিকারদের নূতন নূতন কল্পনা এবং রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আর একরূপ কল্পনা আছে, তাহা লেখকগণের নহে—পুথির রচয়িতা কবিগণের। কাশীরাম দাস মহাভারতের বিখ্যাত অনুবাদক। তাঁহার অনুবাদেও এইরূপ কল্পনার প্রাচুর্য্য আছে। কাশীরামের পূর্ব্বে, কৃত্তিবাসের সমসময়ে মহাকবি সঞ্জয় সম্পূর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করেন। ইঁহার পুথি "সঞ্জয়ী মহাভারত" নামে বিখ্যাত। এই পুথি হইতে দুইটি নূতন কল্পনা আজ আপনাদিগকে শুনাইব। অনেকেই অভিযোগ করেন, বঙ্গীয় কবিগণের রচনা প্রায়ই গতানুগতিক, স্বাধীন কল্পনার পরিচয় তাঁহারা বড় একটা দেন নাই। কিন্তু এই দুইটি উপাখ্যানে আপনারা দেখিবেন যে, কবি সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করিতে বসিয়াও নিজের স্বাধীন কল্পনাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই—ইহার জন্য তাঁহাকে বরং সংস্কৃত মহাভারতের উপাখ্যানকেই ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

মূল এবং কাশীদাসী মহাভারতের মতে শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য্য যক্ষ্মারোগে এবং চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সঞ্জয়ের মতে বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু-বিবরণ এইরূপ,—চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, ভীষ্ম, তীর্থযাত্রা উদ্দেশে গমন করেন। যাইবার সময় বিচিত্রবীর্য্যকে বলিয়া গেলেন, ভাই, তুমি অন্য সব দিকেই যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পার, কিন্তু দক্ষিণ দিকে কখনও যাইও না। রাজা এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, দক্ষিণ দিকে গিয়া, এক অপূর্ব্ব পুরী দেখিতে পাইলেন। এই পুরীতে বসন্তকালে ভীষ্ম শয়ন করিতেন। ইহার মধ্যে দশ সহস্র মাতঙ্গের বলশালী এক হাতী দশ দণ্ড যাবৎ ভীষ্মের সর্ব্বশরীরে শুঁড়ের আঘাত করিলে, তবে তাঁহার নিদ্রা হইত। বিচিত্রবীর্য্য পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণপালঙ্কে শয়ন করিলেন এবং পাশে একটি সোনার ঘণ্টা দেখিয়া, তাহা বাজাইয়া নিদ্রিত হইলেন। ঘণ্টার শব্দ শ্রবণে পূর্ব্বোক্ত হাতী আসিয়া, ভীষ্মজ্ঞানে রাজার শরীরে শুঁড়ের আঘাত করিতে লাগিল এবং সেই আঘাতেই তাঁহার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। এদিকে রাজার কোন সন্ধান না পাওয়ায়, প্রচার হইয়া গেল যে, গন্ধর্ব্বেরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

শান্তনুর জন্ম সম্বন্ধেও এইরূপ নূতনত্ব আছে। মহাভিষ নামে রাজা ব্রহ্মলোকে বসিয়া, গঙ্গার প্রতি মনুষ্যসুলভ দৃষ্টিপাত করায়, ব্রহ্মার শাপে তিনি শান্তনু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং গঙ্গা তাঁহার পত্নী হন। ইহাই মহাভারতের উপাখ্যান। কিন্তু সঞ্জয় বলেন, মহাভিষ ব্রহ্মার শাপে বানর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবের আরাধনা করিয়া গঙ্গাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন। গঙ্গা, প্রকারান্তরে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে বানরকে নিক্ষেপ করিয়া বধ করেন। ক্রমশঃ অগ্নিকুণ্ড হইতে জল উঠিয়া তাহা একটি হ্রদরূপে পরিণত হয় এবং বানরের মৃতদেহ তাহাতে ভাসিতে থাকে। সেই পথে আটাশ হাজার মুনি যাইতেছিলেন। তাঁহারা বেদমন্ত্র পড়িয়া সেই বানরকে বাঁচাইয়া শান্তনু করিয়া দিলেন।

—-০—-

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৫এ অগ্রহায়ণ, ১১ই ডিসেম্বর ১৯২১, রবিবার অপরাহ্ণ ৫।৹ টা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত সূর্য্যমূর্ত্তি, ৫। পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়-লিখিত 'বৌদ্ধ গান ও

দোহা' আলোচনা (পূর্ব্বানুবৃত্তি), ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) কিরণকুমার বসু এম্ এ, বি এল্। কলিকাতা); (খ) তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ (ময়মনসিংহ), (গ) ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায় (মেহেরপুর), (ঘ) হৃষীকেশ দত্ত (বেলেঘাটা), (ঙ) ডাঃ নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী এল্ এম্ এস্ (টেঞ্চা), (চ) অমৃতলাল বসু (ছোট জাগুলিয়া) এবং (ছ) সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল (কলিকাতা), মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৮। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল এবং দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। "বৌদ্ধগান ও দোহা আলোচনা" প্রবন্ধের লেখক মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায়, সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর, প্রবন্ধের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলেন। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এই আলোচনা উহার সহিত প্রকাশিত হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে এবং প্রবন্ধপাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়প্রদত্ত একটি প্রস্তরে খোদিত সূর্য্যমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। বরিশাল জেলায় গৌরনদী থানার অন্তর্গত ধামুরা গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে উহা পাওয়া যায়। ধামুরা কোটালীপাড়া পরগণার উত্তরপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। পরিষদের পুঁথিশালার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

মূর্ত্তিটির দৈর্ঘ্য ১—১০", ইঞ্চি প্রস্থ ৯"। এই মূর্ত্তিটিতে অনেক বিশেষত্ব রহিয়াছে। সাধারণতঃ সূর্য্যমূর্ত্তিতে আভামণ্ডল বা দীপ্তিমণ্ডল থাকে, এই মূর্ত্তিতে তাহা নাই। অন্যান্য সূর্য্যমূর্ত্তির ন্যায় এই মূর্ত্তির হাতে কেয়ূর নাই। আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইঁহার সারথি একটি হংসের উপর বসিয়া আছেন। এই হাঁসের কল্পনা কোথা হইতে আসিল, তাহা

বুঝা যায় না। ভারতবর্ষের আর কোন মিউজিয়মে এই রূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূর্ত্তি দেখা যায় না। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পূজা হইত—ক্রমে ব্রহ্মার পূজা লোপ হইয়া সূর্য্যপূজা আরম্ভ হইল। এই ভাবের মূর্ত্তি ইলোরাতে কৈলাস মধ্যে রহিয়াছে। ইহাকে ত্রৈপুরুষ মূর্ত্তি বলে। কুম্ভাতেও এই রকমের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিতে অকণ আছে—পৈতা নাই। অন্ত মূর্ত্তিতে চাল থাকে—ইহাতে নাই। ১২শ বা ১৩শ শতাব্দীতে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিল্পের সংমিশ্রণ এই মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রথামত এই মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট ও পদে পাদুকা রহিয়াছে। সূর্য্যমূর্ত্তির দুই ধারে দুইটি মূর্ত্তি আছে—তন্মধ্যে একটি মূর্ত্তির দাড়ি আছে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'আর্কিওলজি অব ময়ূরভঞ্জ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই দুইটি মূর্ত্তির একটির নাম 'দণ্ড' ও অপরটীর নাম 'পিঙ্গল'। গোপীনাথ রাও ও কৃষ্ণশাস্ত্রী দণ্ড অর্থে যম বুঝিয়াছেন। দণ্ডনায়ক অর্থে Commander-in-chief, যেমন কার্ত্তিক। এই মূর্ত্তি দণ্ড নহে—পিঙ্গল অর্থাৎ অগ্নি। হলদে ও নীল মিশে পিঙ্গল রং অর্থাৎ অগ্নিশিখার রং। পাদপীঠের নীচে ৭টি অশ্ব রহিয়াছে। বলয়, বাহুকিরীট, কুণ্ডল কিরীটমুকুট, শিরোবন্ধ, পুবিত প্রভৃতি অঙ্গাভরণ ও শিরোভূষণ রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত পুথিগুলির মধ্যে কাশীদাসী মহাভারত ও সঞ্জয় কবীন্দ্রকৃত মহাভারত মধ্যে যে সব মূল ও অবান্তর পার্থক্য আছে, তাহার কতকগুলি উদাহরণ পাঠ করিলেন। পঠিত অংশ গ—পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, এই মহাভারতের আলোচনায় জৈমিনীকৃত মহাভারতেরও উদাহরণ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৭। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

(ক) কিরণকুমার বসু এম্ এ, বি এল্ (খ) ভাবাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, (গ) ললিত-গোপাল মুখোপাধ্যায়, (ঘ) অমৃতলাল বসু, (ঙ) ডাঃ নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী এল্ এম্ এস, (চ) সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইলেন যে, সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল মহাশয় পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তিনি একজন পুরাতন সদস্য। কলিকাতার এক উচ্চ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল সদস্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সহকারী সভাপতি।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত এস্ পি সর্ব্বাধিকারী সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, পোষ্ট অফিস্, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৬,১১ চৌধুরী লেন, শ্যামবাজার। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মজুমদার বি এল্, উকীল হাইকোর্ট, ৩২ বীডন রো, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র মিত্র, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র মিত্র, ১৯ শ্যামপুকুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দে, এটর্নী, ২৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত নিবদবরণ রায়, ৪০ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গঙ্গাগতি সিংহ হিন্দীভাষার অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৫ হ্যারিসন্ রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম্ এ সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৫০।এ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট, ভার্ণাকিউলার ডিপার্টমেণ্ট—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা রিভিউ আফিস, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, ৯৪ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত এ এন্ চৌধুরী বার-এট্-ল, বার লাইব্রেরী, হাইকোর্ট। শ্রীযুক্ত যদুনাথ মণ্ডল, পোষ্ট অপিসের ইন্স্পেক্টর, ৩ কালীতারা বসু লেন, বেলেঘাটা। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু বার-এট্-ল, ১৪ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত এ, কে, রায় বার-এট্-ল, ভবানীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ১৪৪ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল দে, ৯৯ গ্রে ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্ ডি সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সদঃ—শ্রীযুক্ত রায় বিজয়কৃষ্ণ বসু বাহাদুর, চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধারক শিবপুর। প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি এ, এফ আর হিষ্ট, এস্ পাটনা কলেজ, মোরাদপুর, পাটনা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—মৌলবী মহম্মদ কফিলুদ্দিন চৌধুরী, ৬৭ বৈঠকখানা রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু ৬৪ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্ এ সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু, ১০ ওল্ড পোষ্টাপিস্ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কামখ্যাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ,

সদঃ—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এল্, এড্‌ভোকেট জেনারেল, বর্ম্মা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ পাল, ১৮ গোয়ালাপাড়া লেন, (নাড়াজোল)। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস, ১৯ ঘোষের লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, উপহৃত পুস্তক—(১) ভাগ্যলেখা বা লালা গোলকচাঁদ। শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা [শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত] (২) ভারত-পরিচয়, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ—(৩) মাষ্টার মহাশয়ের খোস গল্প (১ম ভাগ), রাজপুতানা-মধ্যভারত-সভার মন্ত্রী—(৪) রাজপুতানা-মধ্যভারত-সভার বার্ষিক রিপোর্ট ১৯২০-২১, (৫) ঐ নিয়মাপনিয়ম, শ্রীযুক্ত নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়—(৬) বস্ত্র সমস্যা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র—(৭) বৈদিক শক্তিরহস্যম্, (৮) রত্নাবলী (সংস্কৃত নাটক) (৯) শুভ-অভিষেক, শ্রীযুক্ত রামবৃন্দ দেব—(১০) বিশ্বসংহিতা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু—(১১) নির্ম্মলা, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর—(১২) বৌমা; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশ্বাস—(১৩) আফগান-অমির চরিত (১ম ভাগ), (১৪) স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্ম-জীবনচরিত, (১৫) শকুন্তলা, (১৬) জাতিতত্ত্ব ১ম ভাগ, (বঙ্গে ব্রাহ্মণ,) (১৭) আর্য্যনীতি বিজ্ঞান, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(১৮) চিত্রদীপ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৯) ওপারে, শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—(২০) জয়লক্ষ্মী, (২১) ক্ষণাদেবী, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত—(২২) দেশের ছেলে (২৩) পল্লীর প্রাণ, (২৪) পল্লব, শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ তত্ত্বরত্ন—(২৫) সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রবেশম্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(২৬) আগমনী (১৩২৬)। Office of the Special Officer, Primary Education, Bengal—(২৭) বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার, Offier-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot—২৮। Resolution reviewing the reports on the working of Municipalities in Bengal during 1919-20. ২৯। Report on the Administration of the Salt Department in Bengal during the year 1920-21, ৩০। Annual Report of the Bengal Veternary College and of the Civil Veternary Department, Bengal, for the year 1920-21, The Superintendent, Government Printing, India—৩১। Statistics of British India, Vol. III. (Public Health), ৩২। Report of the Chief Inspector of Mines in India for the year ending 31st December, 1020, ৩৩। Memoirs of the Archaeological Survey of India No. 7, [Excavation at Taxila,] ৩৪। Memoirs of the Archaeological Survey of India No. 9, Mosque of

Shaikh Abdun Nabi, ৩৫। Patent Office Journal, July to September, 1921. The Registrar, Calcutta University—৩৬। Journal of the Department of Letters. Vols VI and VII. The first outlines of a Systematic Anthropology of Asia, The Secretary, Smithsonian Institution, Washington—৩৭। Diagnoses of some new genera of birds,—৩৮। New Selaginellas from the Western United States, ৩৯ Neoabbottia, a new Cactus Genus from Hispaniola. ৪০। The Owl Sacred Pack of the Fox Indians, Le Editeur, Librairie Ancienne Honore Champion, Paris—৪১। L'emploi Du Duel Chez Homere et L' elimination Du Duel [Memoires De La' Societe De Linguistique De Paris], The Superintendent, Archæological Survey of India, Frontier Circle, Peshawar—৪২। Annual Report of the Archælogical Survey of India, Frontier Circle for 1920-21, The Surveyor General of India—৪৩। Two sheets of Map of India, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ—৪৪। On Classification of Books in our Libaries, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র—৪৫। Notes on Ratnavali with English and Bengali Translation, Director-General of Observatories Alipure—৪৬। Report on the Administration of the Meteorological Department of the Government of India 1920-21, The Superintendent, Government Press, Madras—৪৭। Annual Report of the Archæological Department, Southern Circle, Madras, for the year 1920-21. শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু—৪৮। Conrad and Leonoria (an opera) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৯। A Historical Note on the Shanwar Palace ৫০ Guide Book to the Prince of Wales Museum. The Superintendent, Government Press, Madras, ৫১ Annual Report on Epigraphy for the year ending 31st March 1921. শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার—৫২। A Mid-Victorian Hindu.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদ্ পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত এবং সঞ্জয় কবীন্দ্র কৃত মহাভারত, এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে আখ্যানগত যে সকল মূল ও অবান্তর পার্থক্য আছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ গত মাসিক অধিবেশনে দেখাইয়াছি। আজও সেইরূপ কয়েকটি উদাহরণ আপনাদিগকে

শুনাইব। বাঙ্গালী কবিদের হস্তস্পর্শে মূল মহাভারতের আখ্যানগুলি কিরূপ অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, ইহাতে তাহা জানিতে পারা যাইবে। আজকার আলোচনার বিষয় বসুগণ কর্ত্তৃক বশিষ্ঠ ঋষির কামধেনু হরণ এবং তাঁহার অভিশাপে গঙ্গার গর্ভে বসুগণের নরলোকে জন্মগ্রহণ।

কাশীদাসী মহাভারত

১। হিমালয় পর্ব্বতের পাশে বশিষ্ঠের আশ্রম। একদিন ভার্য্যাগণের সহিত অষ্টবসু তথায় গমন করিলেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

অষ্টবসু মন্ত্রিগণের সহিত সুমেরু পর্ব্বতের নিকট বশিষ্ঠের আশ্রম দেখিতে পান।

মূল মহাভারত

সুমেরু পর্ব্বতে বশিষ্ঠের আশ্রম। বসুগণ তথায় সস্ত্রীক গমন করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

২। উশীনর নামে এক রাজা—তাঁর জিতবতী নামে একটি কন্যা ছিল। অষ্টবসুর অন্যতম দিব্যবসুর স্ত্রী এই কন্যার সখী ছিলেন। ভার্য্যার অনুরোধে জিতবতীকে দিবার জন্য দিব্যবসু বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

বসুগণ, বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করিয়া, উর্ব্বশীকে দান করেন (৫৪।১ পত্র)। অন্য এক স্থানে উল্লেখ আছে যে, কামধেনুর দুগ্ধ পান করিলে রূপ ও যৌবন বৃদ্ধি হয় বলিয়া বসুগণ নিজ নিজ স্ত্রীর জন্য উক্ত গাভী হরণ করিয়া লয়েন (৫৩।১ পত্র)।

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায়, তবে 'দিব্যবসু' স্থানে 'দ্যু বসু' নাম আছে।

কাশীদাসী মহাভারত

৩। রাজা শান্তনু সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর, একদিন গঙ্গাতীরে মৃগয়া করিতে গিয়া গঙ্গার সাক্ষাৎলাভ করেন। রাজা তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, তিনি বলেন যে, আপনি আমার কোনও কার্য্যে বাধা দিবেন না এবং যদি কখনও বাধা দেন, তবে সেই দিনই আমি চলিয়া যাইব, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারি। রাজা ইহাতে সম্মত হইলে, উভয়ে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

সপ্তয়ী মহাভারত

শান্তনুর পিতা রাজসভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একখানিমাত্র কাপড় পরিয়া গঙ্গাদেবী তথায় উপস্থিত হইলেন। সভাসদেরা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমার নাম অমোঘা। আমি শান্তনুকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি"

রাজা এবং সভাসদেরা এই কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং রাজার আদেশে যুবরাজ শান্তনু তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। (৫৫ পত্র)

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪। যথাকালে পূর্ণচন্দ্রের মত গঙ্গার একটি পুত্র হইল। রাজা আনন্দিত হইয়া নানাবিধ যজ্ঞ ও দান করিতে লাগিলেন। এদিকে গঙ্গা পুত্রটিকে লইয়া গঙ্গাজলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। শান্তনু ইহা দেখিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু গঙ্গার ভয়ে তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সাত পুত্র হইল এবং প্রত্যেককেই গঙ্গা ঐরূপভাবে মারিয়া ফেলিলেন। পুত্রশোকে রাজার শরীর দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

যথাসময়ে গঙ্গা একটি পুত্র প্রসব করিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র শিশুটিকে তিনি গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন। পরে মৃত পুত্রকে শান্তনুর কোলে দিয়া, উহাকে জলে ভাসাইয়া দিতে বলিলে, রাজা রাত্রিকালে উহাকে জলে ভাসাইয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে সাতটি পুত্র হইল। গঙ্গা উহাদের সকলকেই গলা টিপিয়া মারিলেন এবং রাজা জলে ফেলিয়া দিলেন। (৫৫ পত্র)

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫। ক্রমে অষ্টম পুত্র হইল। ইহাকেও যখন গঙ্গা জলে ভাসাইতে উদ্যত হইলেন, তখন রাজা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। গঙ্গার নিকট হইতে তিনি শিশুটিকে কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিলেন। তখন গঙ্গা পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া, নিজের পরিচয় দান করিলেন এবং রাজার নিকট বসুগণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, বসুগণের জন্যই আমি তোমার স্ত্রী হইয়াছিলাম। আমার সে কার্য্য সমাধা হইয়াছে। এই শিশু দিব্যবসু। আমি ইহাকে লইয়া চলিলাম। যথাসময়ে তোমার নিকট ইহাকে পাঠাইয়া দিব। এই বলিয়া গঙ্গা চলিয়া গেলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

গঙ্গার অষ্টম পুত্র হইল। এই শিশুটিকে তিনি জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়া, একখানি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাজার নিকট দিলেন। রাজা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিশুর ন্যায় ইহাকেও মৃত মনে করিয়া, অবিচারিতচিত্তে জলে ফেলিয়া দিলেন, শিশুটিকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য গঙ্গা, সমুদ্রকে আদেশ করিলেন। এইরূপে কিছুদিন গেলে, গঙ্গা একদিন শান্তনুর নিকট নিজের পরিচয় দিয়া, বিদায় চাহিলেন, রাজা নিজের পুত্রহীনতার বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহাতে আপত্তি করিলেন। তিনি তখন রাজাকে লইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন এবং জলমধ্য

-হইতে ভীষ্মকে তুলিয়া আনিয়া বলিলেন,—এই নিন আপনার পুত্র। তখন রাজা বলিলেন, একটি পুত্র থাকা, আর অপুত্রক অবস্থা—এ উভয়ই সমান। তখন গঙ্গা একগাছি শাঁখা রাজাকে দিয়া বলিলেন, এই শাঁখা যে স্ত্রীলোকের হাতে লাগিবে, আপনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন। এই বলিয়া গঙ্গা অন্তর্ধান করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায়, তবে মূলে পুত্র কাড়িয়া লইবার কথা নাই।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২রা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২১, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্—সভাপতি।

পরিষদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজো-লিখিত 'ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুকে সভাপতি মহাশয় ধন্যবাদ দান করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার　　　　শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

৮ই মাঘ, ২২এ জানুয়ারী ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০টা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষৎ-পুঁথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর" নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ (কালকাতা), (খ) যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(কলিকাতা), (গ) মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্ (ভাগলপুর) এবং শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালনা) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের ও তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

এই প্রসঙ্গে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্, ও শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি মহাশয় কতকগুলি মুদ্রা উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া কতকগুলি মুদ্রা, ৫টি প্রস্তরমূর্ত্তি ও কতকগুলি পুথি উপহার দিয়াছেন। আগামী অধিবেশনে এই সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে। পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার লিখিত "বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে, সেই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইবে। তৎপরে তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, বঙ্গভাষায় ইহার আলোচনা এই প্রথম।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে এবং প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৬। নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল—

(ক) ৺জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্,—রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পণ্ডিত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন প্রতিভাবান্ পণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

(খ) ৺যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের একজন পুরাতন সদস্য ছিলেন। মূক ও বধির বিদ্যালয় তাঁহার অভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(গ) ৺মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্—ভাগলপুর শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মণীন্দ্র বাবু পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের আয়োজন প্রভৃতির জন্য ইনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের শাখা-পরিষৎ তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি মূল পরিষদের চিত্রশালার জন্য প্রস্তরমূর্ত্তি, প্রাচীন পুথি ও কতিপয় ঐতিহাসিক স্থানের ফটো উপহার দিয়াছিলেন।

(ঘ) ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কাল্না শাখা-পরিষদের সম্পাদক কাল্না 'পল্লীবাসী'-সম্পাদক শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের একজন পুরাতন সদস্য ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি "পল্লীবাসীতে" বহু বৈষ্ণব সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাল্নার শাখা-পরিষদের তিনিই প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং স্থির হইল যে, তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরিত হউক।

৭। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আয়-ব্যয়-সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার	শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক
সহকারী সম্পাদক	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদস্য—শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্লভ হাজরা বি এ, এডিশন্যাল ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড্, ভবানীপুর। প্রঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বিশারদ ভিষগ্‌ভূষণ, ২ হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার, তালতলা, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন বি এ সাব-ডিবিশনাল অফিসার, ফরিদপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পান্নালাল চৌধুরী, ৩০ গৌড়ীবেঁড়ে লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন ধর বি এস্‌সি (লণ্ডন) বার-এট্-ল, বার লাইব্রেরী, হাইকোর্ট, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত অনীলকৃষ্ণ দে, ৩ শ্যামচাঁদ মিত্রের লেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ রিসড়া, দেওয়ানগাজী ষ্ট্রীট, হুগলী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী ৯।৬।১ বি প্যারীমোহন সুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সব-ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, পোঃ এবং ক্যাম্প ভদ্রপুর, ভায়া লোহাপুর (ই, আই, আর,) বীরভূম, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ, বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ২০।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র আঢ্য, ৪০ সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৩০ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ বি, সহকারী রসায়ন পরীক্ষক, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ। প্রঃ—মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বি এল্, সঃ—ঐ, সদঃ—মৌলবী আহম্মদ গনি, ৯ হাল্সীবাগান রোড, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস, ১৪৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ৮।১ কালু ঘোষ লেন, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—The Superintendent, Government Printing, India—(১) Review of the Trade of India in 1920 21, (২) Annual Report of the Director General of Archaeology in India, 1918-19, Part I. (৩) Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pussa, 1920-21. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(৪) Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1920, (৫) Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1921 (৬) Report on Working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1920, (৭) Report on Operations of the Department of Agriculture, Bengal for the year 1920-21, (৮) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa for the year ending 31st March, 1921, (৯) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. II, (১০) Do. Vol. III, (১১) Do. Vol. IV. (১২) Report on the Administration of the Wards' Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1327 B.S. (1920-21.) (১৩) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1920-21. The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A.—(১৪) The Circulatory System in Bone, (১৫) A Review of the Inter-relationships of the Cetacea, (১৬) The Echinoderms as Aberrant Arthropods, (১৭) Contents of Smithsonian Miscellaneous Collections, Vols. 69, 70 and 71, The Curator, Watson Museum of Antiquities, Rajkot—(১৮) Annual Report of the Watson Museum of Rajkot, for the year

1920-21, The Registrar, Calcutta University—(১৯) Journal of the Department of Letters, Vols. VI. and VII. Le Editeur, Librairie Ancienne Honore Champion, Paris—(২০) Memoires de La Societe de Linguistique de Paris [De Quelques Noms Anaryens en Indo-Aryen]· (২১) Bulletin De La Societe de Linguistique de Paris No. 69. শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(২২) নির্ব্বাসিতের আত্ম-কথা, (২৩) সিন্-ফিন্ (২৪) বর্ত্তমান-সমস্যা, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—(২৫) দ্বীপান্তরের কথা, (২৬) মিলনের পথে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী—(২৭) বেহার চিত্র, ১ম খণ্ড, শ্রীযুক্ত জয় সুখরাম পুরুষোত্তম রায় যোশীপুরা, বরোদা রাজের বিদ্যাধিকারী—(২৮) সয়াজী বৈজ্ঞানিক শব্দ-সংগ্রহ (হিন্দী), শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—(২৯) সীতানাথ, শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(৩০) আলোচনা (১ম খণ্ড)। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র—(৩১) ললিত-গাথা, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ—(শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত)—(৩২) সিদ্ধান্তশিরোমণি; গোলাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—(৩৩) গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, (৩৪) গান্ধী না অরবিন্দ ?, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা—(৩৫) পরমার্থ-বিজ্ঞান-রত্নাকর (১ম ভাগ, ২ খানি), শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—(৩৬) সবুজ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—(৩৭) ভণ্ড, শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকার—(৩৮) শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত সারাংশ বক্তৃতা ও উপদেশ, ২য় ভাগ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—(৩৯) শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ-চরিত, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী—(৪০) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত, শ্রীযুক্ত সুরনাথ ভট্টাচার্য্য—(৪১) শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতকথা, শ্রীযুক্তা মহামায়া চৌধুরাণী—(৪২) হিমালয়-দর্শন, (৪৩) পঞ্চামৃতম্, (৪৪) আমার মা, (৪৫) মনের কথা, (৪৬) সাবিত্রী-চরিত, (৪৭) কৃষ্ণভক্তি-রসামৃত, (৪৮) রত্নাবলী, (৪৯) তারা মা।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৬। গঙ্গা শান্তনুকে বলিতেছেন যে, এই পুত্র (ভীষ্ম) বশিষ্ঠের নিকট অস্ত্র ও শস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। (৬৭ পৃঃ)।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পিতার আজ্ঞা লইয়া, ভীষ্ম ভৃগুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।

মূল মহাভারত

ভীষ্ম বশিষ্ঠের নিকট হইতে বেদ এবং পরশুরাম ও আরও অনেকের নিকট হইতে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৭। শান্তনু ভীষ্মকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নিশ্চিন্তমনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন তিনি যমুনাতীরে মৃগয়া করিতে যাইয়া দেখেন যে, একটি পরমাসুন্দরী কন্যা জলে নৌকা বাহিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে দেখিয়া শান্তনু কামপরবশ হইলেন এবং পরিচয়ে তাহাকে দাশরাজের কন্যা জানিয়া, সেই দাশরাজের নিকট গমন করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

শান্তনুর পিতা শান্তনুর প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু শান্তনুর "পাটেশ্বরী" নাই—তিনি রাজা হইবেন কি করিয়া? তখন শান্তনু গঙ্গার প্রদত্ত শঙ্খ ও ভীষ্মকে সঙ্গে লইয়া সারা পৃথিবী ঘুরিলেন; কিন্তু কোথাও কন্যা না পাইয়া, হতাশ-মনে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় নারদমুনি আসিয়া বলিলেন,—ধীবরের ঘরে সত্যবতী নামে এক কন্যা আছে, তাহার হাতে এই শঙ্খ লাগিবে এবং তাহাকেই তোমার বিবাহ করিতে হইবে। নারদ মুনির এই কথা শুনিয়া, শান্তনু ও ভীষ্ম দাশরাজের আশ্রমে গেলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৮। শান্তনু দাশরাজের নিকট কন্যা প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন,—আমার এই কন্যাকে ধর্মপত্নী করিতে হইবে এবং ইহার গর্ভে সন্তান হইলে, সে রাজ্যের অধিকারী হইবে, আপনি এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। শান্তনু বলিলেন,—আমার রাজ্যের ন্যায়তঃ উত্তরাধিকারী দেবব্রত। সুতরাং আমি এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে পারি না। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে দেবব্রত পিতাকে সর্ব্বদাই বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া মন্ত্রিগণের নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, শান্তনু মৃগয়ায় গিয়া একটি সুন্দরী কন্যা দেখিয়া আসিয়াছেন। কন্যার পিতার নিকট তাহাকে প্রার্থনা করায়, দেবব্রতের জন্যই সে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই। মন্ত্রিগণের মুখে এই কথা শুনিয়া, দেবব্রত ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ দাশরাজের নিকট গমন করিলেন এবং তিনি রাজ্য গ্রহণ বা বিবাহ কিছুই করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পিতার জন্য কন্যা আনয়ন করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

৮। নারদমুনির সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া শান্তনু ও ভীষ্ম দাশরাজের ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—তোমার কন্যার হাতে অঘোষার প্রদত্ত শঙ্খ ঠিক লাগিয়াছে। অতএব তুমি তাহাকে আমায় সম্প্রদান কর। দাশরাজ বলিলেন,—আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আমার দৌহিত্রকে সিংহাসন দান করিবেন, তবে আমি আপনাকে কন্যা দিতে

বিবাহ করিলেন।

মূল মহাভারত

৮। কাশীদাসের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

পরিচর নামে এক রাজার কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া, ইন্দ্র তাঁহাকে নানাবিধ বং চেদি রাজ্য দান করিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। মৃগমাংসে পিতৃশ্রাদ্ধ বলিয়া এই রাজা, মহিষীর ঋতুস্নানের দিন মৃগয়া করিতে গেলেন। অনুক্ষণ স্মরণ করিতে করিতে কামবশতঃ ইঁহার বীর্য্যপাত হইলে, সেই বীর্য্য একটি মুড়িয়া, শীকারের জন্য হস্তে ধৃত একটি বাজপক্ষীকে দিলেন; বলিলেন,—ইহা লইয়া দাও। বাজপক্ষী তাহা লইয়া আকাশে উড়িলে, অন্য এক বাজপক্ষী খাদ্যদ্রব্য তাহাকে আক্রমণ করিল এবং উভয়ের যুদ্ধে উক্ত পর্ণপুট যমুনার জলে পড়িয়া গেল। জলে দীর্ঘিকা নামে এক স্বর্গবিদ্যাধরী কোনও মুনির শাপে শফরী অর্থাৎ পুঁটিমাছ ছিল। সে উহা পান করিয়া গর্ভবতী হইল এবং দশ মাস পরে ধীবরেরা তাহাকে জালে তুলিলে, সে একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসবান্তে মুক্ত হইয়া গেল। পরিচর রাজাকে পুত্রটি দিয়া, কন্যাটিকে ধীবররাজ পালন করিতে লাগিল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১। প্রদীপ (প্রতীপ ?) নামে এক পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী রাজা সসৈন্যে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার "মুখ্য পাটেশ্বরী" ঋতুমতী হইয়া, একটি চক্রবাককে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চক্রবাক রাজার নিকট রাণীর প্রার্থনা নিবেদন করিলে, তিনি বলিলেন,—যাইবার উপায় নাই। আমার এই বীর্য্য লইয়া যাও, রাণীকে পান করিতে দিও। পথে যাইবার সময় চক্রবাকের মুখ হইতে উক্ত বীর্য্য জলে পড়িয়া গেল এবং একটি মাছ উহা পান করিয়া গর্ভবতী হইল। কিছুকাল পরে ধীবরেরা সেই মাছটিকে ধরিয়া, দাশরাজকে উপহার দেয় এবং মাছের পেট কাটিয়া তিনি একটি কন্যা প্রাপ্ত হন "মৎস্যগন্ধা।"

মূল মহাভারত

৯। কাশীদাসের ন্যায়। অপ্সরার নাম অদ্রিকা।

কাশীদাসী মহাভারত

কন্যাটি বড় হইলে, মুনিগণকে যমুনায় পার করিবার জন্য দাশরাজ কদিন পরাশর মুনি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সেখানে উপস্থি অবগত হইয়া, তাহাকে অভিলাষ করিলেন

আমি অবিবাহিতা। কিরূপে আপনার কামনা পূরণ করি? মুনি বলিলেন,—আমি বর দিতেছি, তোমার শরীরে পদ্মগন্ধ হইবে; কুমারীধর্ম্মের হানি হইবে না এবং এক মহারাজা তোমাকে বিবাহ করিবেন। তখন মুনির অভিলাষে যমুনায় একটি দ্বীপ উত্থিত হইল এবং তাহা কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইল। সেইখানে পরাশরের ঔরসে এবং কন্যা সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১০। ক্রমে কন্যা বড় হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। ইতিমধ্যে একদিন তপোবনে যাইবার জন্য নদীতীরে আসিয়া, পরাশর মুনি দাশরাজকে ডাকিতে লাগিলেন এবং 'তাঁহাকে নদী পার করাইয়া না দিলে অভিশাপ দিবেন' বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। দাশরাজ ভয়ে কোন উত্তর দিলেন না; কন্যাকে বলিলেন,—তুমি গিয়া "মহাচণ্ড ঋষিকে" পার করিয়া দাও। কন্যা পিতৃ-আজ্ঞায় মুনিকে নৌকায় তুলিয়া বাহিয়া চলিয়াছে, এমন সময় তাহার গায়ের দুর্গন্ধে আকুল হইয়া মুনি তাহাকে পদ্মগন্ধ হইবার জন্য বর দিলেন। কন্যার সেই পদ্মগন্ধ এবং অপরূপ রূপে মোহিত হইয়া পরাশর মুনি শৃঙ্গার প্রার্থনা করিলেন। সমুদ্র তাঁহাদিগকে স্থল প্রদান করিলে, সেইখানে বেদব্যাস আবির্ভূত হইলেন।

মূল মহাভারত

১০। কাশীদাসের ন্যায়।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন *

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী ১৯২২, শনিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

আলোচ্য বিষয়।—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের নবম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ।

অনুবাদক ও পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

উপযুক্ত-সংখ্যক সদস্যের উপস্থিত না হওয়ায়, অদ্য বিশেষ অধিবেশন স্থগিত রাখা হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।
৫।১২।২৮

* পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন ২০এ মাঘ হয়। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি মহাশয় "নেপালের শিল্প" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

চতুর্থ (স্থগিত) ও ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

২৮এ মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়।—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের নবম ও দশম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ। অনুবাদক ও পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের দশম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন। এই পুস্তকের নবম অধ্যায়ের অনুবাদ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

বক্তা ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।
৫।১২।২৮

—o—

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৮এ ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রদর্শন—(ক) ৺জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্-এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া-প্রদত্ত পাঁচটি প্রস্তরমূর্ত্তি ও কতকগুলি মুদ্রা, (খ) শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-ডি, এম্-এস্ সি, মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় মুদ্রা ও একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি এবং (গ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয়-লিখিত "অর্থশাস্ত্রে

সমাজ-চিত্র বা মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস" (দ্বিতীয় অধ্যায়) এবং (খ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়-লিখিত "জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব," ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার, (খ) পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক, (গ) দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, (ঘ) কালিদাস মিত্র বি-এল্ এবং (ঙ) হেমেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে এবং ৮। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। এই বিবরণ গ— পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

৫। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র বা মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার লিখিত "জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে ও শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয়কে তাঁহাদের প্রবন্ধের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে এবং পরিষদের ইতিহাস-শাখার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে তিনি উক্ত প্রবন্ধ দুইটির বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেন, এবং শেষোক্ত প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৬। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(ক) ৺রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার

(খ) ৺পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক

(গ) ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

(ঘ) ৺কালিদাস মিত্র বি এল্

(ঙ) ৺ হেমেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় ৺রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিবার প্রস্তাব করিলে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, স্বর্গীয় বিহারিলাল বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী এবং পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ও কয়েক বৎসর পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন, তাঁহার জন্য এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করা হউক। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, স্থির হইল যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভার দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক মহাশয় বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়া বঙ্গভাষার একটি বড় অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে প্রায় ৪৫ বৎসর কাল বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কৃতী ছাত্র—যেমন, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষৎ হইতে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, এই বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।

৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রদর্শন করিলেন—

(ক) ৺জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া-প্রদত্ত ৫টি প্রস্তরমূর্ত্তি এবং ৬০টি মুদ্রা; (খ) শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রস্তরমূর্ত্তি ও ১২টি মুদ্রা এবং (গ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রদত্ত ২২৪টি মুদ্রা।

এই সকল মূর্ত্তি ও মুদ্রা প্রদানের জন্য চিত্রশালার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।
৫।১২।২৮

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদস্য—শ্রীযুক্ত রাজা গোপাল রাও বি এ, সম্পাদক, "সাউথ ইণ্ডিয়ান রিসার্চ," ভেপারী, মাদ্রাস। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী, সঃ—ঐ, সদঃ—

শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালীর' সহঃ সম্পাদক, গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল কাব্যতীর্থ, হেড পণ্ডিত, টি সি একাডেমী, ১৩ শিমলা ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত জহরলাল চক্রবর্ত্তী, ১ ডাফ্ ষ্ট্রীট; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কাব্যতীর্থ, সেকেণ্ড পণ্ডিত, বিদ্যাসাগর কলেজ; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী ডেস্প্যাচ ক্লার্ক, বিডন স্কোয়ার পোষ্ট আফিস। প্রঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত অরুণকুমার দাস, ১৬ শ্রীনাথ দাস লেন, বহুবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ, সঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদঃ—শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার, ১।২ নারসিং লেন; শ্রীযুক্তা সরোজিনী বসু, শ্রীযুক্ত নিশানাথ বসুর বাটী, সৈদপুর, টাকী (২৪পং); অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এল্ এল্ বি, ১৮ রায় ষ্ট্রীট্, ভবানীপুর, প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ ডি, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক, ১৩২।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এফ্; কিংস হাস্পাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন, ১৯১ দর্মাহাট্টা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ, সঃ—ঐ, সদঃ শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফীডার রোড, বাঁকুড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, ১৯৪ আপার সার্কুলার রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ ব্যারিষ্টার বি এ, আসিষ্টাণ্ট জজ, আলিপুর, (২৪ পং)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদঃ—শ্রীযুক্ত হীরালাল গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়—(১) যুবরাজ সম্বর্দ্ধনী কাব্য, শ্রীযুক্ত রামবৃন্দ দেব—(২) বিশ্বসংহিতা বা খৃঃ বিংশ শতাব্দীর মানবসমাজ-বিধি, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—(৩) বসন্তকুমারী (জীবনী), শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(৪) শ্রীশ্রী চিত্রগুপ্ত-পূজাপদ্ধতি, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেববর্ম্মা—(৫) উনকোটী তীর্থ (২ খানি), শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ—(৬) যাদব-জীবন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়—(৭) পল্লীকথা, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন—(৮) স্বরাজ, শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম্ এ—(৯) সিদ্ধান্তকৌমুদী, ২য় ভাগ, (কারকপ্রকরণম্), (১০) ঐ ঐ, সমাসপ্রকরণম্, (১১) রত্নাবলী, (১২) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ,—(১৩) ব্যাকরণ-কৌমুদী ১ম ভাগ, (১৪) ঐ—৪র্থ ভাগ, (১৫) প্রবন্ধপাঠ, (১৬) মোহমুদ্গর ও মোহকুঠার, শ্রীযুক্ত পদ্মচন্দ্র নাগ—(১৭) বল্লালচরিতম্, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় (১৮) বরেন্দ্ররঞ্জন, শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়—(১৯) Purport in English of Yubaraj

Sambardhani Kabya, The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(20) Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, during the year 1920, (২১) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year, 1920-21, (২২) Report on the working of the Co-operative Societies in Bengal, 1920-21, The Chief Inspector of Explosives in India,—(২৩) Twenty-second Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1921. শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—(২৪) Smithsonian Meteorological Tables (4th Revised Edition), (২৫) Uganda Mosses collected by R. Dümmer, (২৬) Cambrian Geology and Paleontology—IV, (২৭) The Smithsonian Eclipse Expeditions of June 8, 1918, (২৮) The Reflecting Power of clouds, (২৯) The Races of Russia, (৩০) Begoniaceae Centrali—Americanae et Ecuadorenses, (৩১) A Lower Cambrian Edrioasterid, (৩২) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1918, (৩৩) Archaeological Investigation at Paragonah—Utah, (৩৪) A Review of the Internationalship of the Cetacea, (৩৫) The Echinoderms as Aberrant Arthropods. (৩৬) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1915, (৩৭) Do Do 1916, (৩৮) Proceedings of the Burdwan Divisional Conference, শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় (৩৯) The Soma Plant, The Secretary, Smithsonian Institution—(৪০) Thirty fifth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1913-14, Part I, The Officer-in-charge, Indian Museum, Archaeological Section—(৪১) Indian Museum, Archaeological Section, The Superintendent, Government Printing, India—(৪২) Statistical Tables relating to Banks in India, 1920.

উপহারপ্রাপ্ত পুথি

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুথিগুলির প্রাপ্তি স্বীকার ভ্রমক্রমে যথাস্থানে করা হয় নাই,—

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র, বাবচর, যশোহর—(১)রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসকদম্ব, শ্রীযুক্ত তারকনাথ চন্দ, কলিকাতা—(২) বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী, (৩)মৃগলুব্ধ, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন, লালগোলা—(৪) দেবীমাহাত্ম্য, শ্রীযুক্ত শশধর মুখোপাধ্যায়, টাকী—(৫) গঙ্গার উপাখ্যান, (৬) যজ্ঞ-রক্ষার পালা।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

১১। কাশী নগরীতে কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন, এই সংবাদ শুনিয়া ভীষ্ম তথায় গমন করিলেন। সেখানে গিয়া ভীষ্ম দেখিতে পাইলেন, পৃথিবীর বড় বড় রাজারা স্বয়ংবর-সভায় বসিয়া আছেন। তিনি তখন কাশীরাজ এবং উপস্থিত রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য এই তিনটি কন্যাকে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব। আপনাদের মধ্যে যাঁহার সামর্থ্য থাকে, তিনি আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুন। তাঁহার আহ্বানে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া সমস্ত রাজগণ এবং অবশেষে শাম্ব নৃপতি পরাভূত হইলেন। ভীষ্ম, কন্যা লইয়া হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১১। কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন। তদুপলক্ষে কাশীরাজের দূত আসিয়া ভীষ্মকে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি কাশীধামে যাত্রা করিলেন। ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এবং পৃথিবীর বিক্রমশালী রাজারা সেই সভায় আসিয়াছিলেন। ভীষ্ম তাঁহাদের সমক্ষে তিনটি কন্যাকেই রথে তুলিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া দেবতারা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভীষ্মের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ক্রমে দেবতারা পলায়ন করিলে, ইন্দ্র ভীষ্মের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। অমোঘানন্দন ভীষ্ম, ভৃগু অস্ত্র দ্বারা বজ্র ব্যর্থ করিলে ইন্দ্রও পলাইয়া গেলেন। ভীষ্ম, দেবগণকে পরাজিত করিয়া রাজগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু রাজারা কেহই উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া, ভীষ্ম কন্যা লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন কাশীরাজ নৃপতিমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে,—আপনারা সব মহা মহা বীর উপস্থিত থাকিতে একজন নপুংসক আমার কন্যা হরণ করিয়া লইল? রাজারা বলিলেন—কাশীরাজ, তুমি ভীষ্মকে জান না। তাঁহার নিকট মরিবার জন্য কে যাইবে?

মূল মহাভারত

১১। কাশীদাসের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১২। ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্যের সহিত উক্ত তিনটী কন্যার বিবাহ দিবেন। বিবাহ-সভায় পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণগণ উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় অম্বা নামে কন্যা ভীষ্মকে বলিল,—আমি মনে মনে শাম্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি; আমার পিতারও এ বিষয়ে সম্মতি আছে। অতএব আপনি শাম্বকে আনিয়া, তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিন। এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, সেই কন্যা শাম্বের নিকট গমন করিল। কিন্তু শাম্বরাজ তাহাকে গ্রহণ না করায়, সে পুনরায় ভীষ্মের নিকট আসিলে, ভীষ্মও তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। তখন সেই কন্যা এক অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া, পরজন্মে যেন সে

ভীষ্মকে বধ করিতে পারে, এই সংকল্প করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিল। অম্বিকা ও অম্বালিকা—এই দুই ভগিনীর সহিত ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন।

সপ্তরী মহাভারত

১২। অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে দুই কন্যার সহিত রাজার বিবাহ হইল। কিন্তু অম্বা নামে অপর কন্যা রাজাকে বরণ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, ভীষ্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন সে ভীষ্মকে বলিল যে, আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি; তুমি আমাকে বিবাহ কর। ভীষ্ম বলিলেন,—আমি রাজ্য ও স্ত্রী, কিছুই গ্রহণ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া, নপুংসক হইয়াছি; সুতরাং তোমাকে আমি বিবাহ করিতে পারি না। কন্যা অনেক অনুরোধ করিল। কিন্তু ভীষ্ম কিছুতেই সম্মত না হওয়ায়, তখন সে ভৃগুরামের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহাকে নিবেদন করিল যে, আপনার মুখ্য শিষ্য দুরাচার ভীষ্মকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি। অতএব ধর্ম্মতঃ সে আমার পতি। আপনি ভীষ্মকে আমার স্বামী করিয়া দিউন। কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরশুরাম তাহাকে সান্ত্বনা-দানপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট আসিয়া, সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম কিছুতেই বিবাহ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, পরশুরাম তের দিন ধরিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়াও, যখন কিছু করিতে পারিলেন না, তখন কন্যা পরজন্মে ভীষ্মকে বধ করিবার সংকল্প করিয়া, অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করিল। পরশুরামও ভীষ্মকে অভিশাপ দিলেন,—তুমি সত্য রক্ষার জন্য রাজকন্যাকে উপেক্ষা করিলে, অতএব ইহার হাতে তোমার মৃত্যু হইবে।

মূল মহাভারত

শাম্বকে মনে মনে পতি বরণ করিয়াছি, এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম তাহাকে ত্যাগ করেন। তার পর এসম্বন্ধে আর কোনও কথা মূলে নাই।

নবম মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র, ১৯এ মার্চ্চ, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন-পুথির বিবরণ-পাঠ, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রাচীন রৌপ্য-মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের লিখিত "বুদ্ধঘোষের টীকা" নামক প্রবন্ধ এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ—পরিশিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৫। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয়-লিখিত "বুদ্ধঘোষের টীকা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একটি দুষ্প্রাপ্য রৌপ্য 'পুরাণ' মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন ও প্রদাতাকে ধন্যবাদ দিলেন।

৭। নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরলোকগত সাহিত্যিকগণের নাম পাঠ করিলেন—

(ক) কুমার হরিপ্রসাদ রায় (পোস্তা রাজবাটী, কলিকাতা)

(খ) অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ (বৈদ্যনাথ)

(গ) দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (কলিকাতা)

(ঘ) জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (চট্টগ্রাম)

(ঙ) কুলদাকান্ত ঘোষ (দিনাজপুর)

(চ) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, (হাওড়া)

(ছ) শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং পরলোকগত মহাত্মাগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণ যে ভোট পাইবেন, তাহা পরীক্ষার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদস্য—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩৩ শিবপুর রোড, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩৮।৪।১ বেণেটোলা লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্ সি, ইউনিভারসিটি কলেজ অব সায়ান্স, ৯২ আপার সার্কুলার রোড, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত, ইঞ্জিনিয়ার, ২২।১ রায়বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন এম্ এ, বি এল্ ব্যারিষ্টার, ১৬ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, ৯.১ কুমারটুলী ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন, ৫০ চক্রবেড়ে রোড, নর্থ, ভবানীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সলিসিটার, ১০৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন, পোষ্টমাষ্টার, শিমলা ডাকঘর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রভাতচন্দ্র মিত্র এম্ বি, ২২৩ বৌবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী, ৩ কেদারদাস লেন, দমদম জংসন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন মজুমদার বি এ, ১২।১ নিকাশীপাড়া লেন, শ্যামবাজার।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর, উপহৃত পুস্তক—(১) The Bhela Samhita (Samskrit Text). শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(২) ব্রহ্মর্ষির উপদেশ-মালা ও সেবকের পুষ্পাঞ্জলি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু—(৩) ধর্ম্ম বা রত্নপুরী, শ্রীযুক্ত মতিলাল লাহা—(৪) সচিত্র কার্পাস।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

১৩। বিবাহের কিছুকাল পরে যক্ষ্মারোগে বিচিত্রবীর্য্য দেহত্যাগ করিলে, বধূদ্বয়ের সহিত সত্যবতী শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। পরে যথাবিধি প্রেতকর্ম্ম সমাধার পর, সত্যবতী পুত্র উৎপাদন এবং রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্ত ভীষ্মকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা অটল। তিনি বলিলেন,—সূর্য্য তেজ, চন্দ্র শৈত্য এবং ধর্ম্মরাজ যদি সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি গঙ্গার নন্দন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। তবে আমি উপায় বলিয়া দিতে পারি। পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিলে, ক্ষত্রিয়-কামিনীরা ব্রাহ্মণের ঔরসে নিজ নিজ বংশ রক্ষা করিয়াছিলেন। উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা, মহাশূর বলির ক্ষেত্রে পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। আপৎকালে এইরূপ নীতি পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অতএব পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, যথাকর্ত্তব্য স্থির করুন। এই সময় সত্যবতী ভীষ্মকে জানাইলেন যে, তাঁহার কুমারী অবস্থায় ব্যাসদেব তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভীষ্মের অনুরোধে সত্যবতী ব্যাসকে আহ্বান করেন এবং ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু ও দাসীর গর্ভে মহামতি বিদুর জন্মগ্রহণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১৩। ভীষ্ম, সত্যবতীর নিকট বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু-সংবাদ জানাইলে, তিনি অনেক কাঁদা-কাটা করিয়া, শাস্ত্রানুসারে পিণ্ডাদি দান করাইলেন। পরে তিনি ভীষ্মকে রাজা হইবার জন্য অনুরোধ করিলে, ভীষ্ম বলিলেন,—আপনি সব জানিয়া শুনিয়া কেন আমাকে অনুরোধ করিতেছেন? আমি জীবিত থাকিতে কখনই রাজত্ব গ্রহণ বা বিবাহ, কিছুই করিব না। ঠিক এই সময় সেখানে নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, তিনি বলিলেন,—ভীষ্ম যে রাজ্য গ্রহণ করিবে না, তাহা ত সকলেই জানে। তুমি তোমার পুত্র ব্যাসকে ডাকিয়া আনাও। তাঁহার ঔরসে তোমার পুত্রবধূর গর্ভে "গোলক" পুত্র উৎপন্ন হইলে, শাস্ত্রানুসারে সেই পুত্রই রাজ্যের অধিকারী হইবে। নারদের উপদেশ অনুসারে সত্যবতী ব্যাসদেবকে আহ্বান করিলে, তাঁহার ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর জন্মগ্রহণ করেন।

মূল মহাভারত

১৩। কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী ও মূল মহাভারতে

১৪। ইহার পর মাণ্ডব্য উপাখ্যান আছে।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১৪। মাণ্ডব্য উপাখ্যান নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

১৫। নানাবিধ অস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার পর, কুমারগণের যৌবনকাল দেখিয়া, ভীষ্ম তাহাদের বিবাহের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভীষ্ম জানিতে পারিলেন যে, বহুনন্দী সুবল রাজার গান্ধারী নামে একটি কন্যা আছে। তখন ভীষ্ম, সুবলের নিকট দূত পাঠাইয়া, ধৃতরাষ্ট্রের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ স্থির করিলেন। সুবল, জ্যেষ্ঠপুত্র শকুনির সহিত গান্ধারীকে হস্তিনায় পাঠাইয়া দিলে, ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল।

সপ্তমী মহাভারত

১৫। কুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, ভীষ্ম ব্যাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—কুমারগণের এখন বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। অতএব কাহার ঘরে কন্যা আছে, আপনি বলুন। আমি নিজের বাহুবলে তাহাদিগকে হরণ করিয়া আনিব। ব্যাসদেব সুবল রাজার কন্যা গান্ধারীর নাম করিলে, ভীষ্ম একাকী রথে চড়িয়া গিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন এবং গান্ধারীকে আনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিবাহ দিলেন।

মূল মহাভারত

১৫। কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১৬। যদুবংশে শূর নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অপুত্রক কুন্তিভোজ নৃপতিকে নিজের পৃথা নাম্নী কন্যা পুত্রিকারূপে দান করেন। এই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, স্বয়ংবর-সভায় অন্যান্য রাজগণের সমক্ষে পাণ্ডুকে বরণ করিলে, ভোজরাজ পাণ্ডুর সহিত ইহার বিবাহ দেন।

সপ্তমী মহাভারত

১৬। ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের পর ভীষ্ম, ধনু হাতে লইয়া, ভোজরাজ পৃথুর নিকট গেলেন। পৃথু তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভীষ্ম বলিলেন,—তোমার কুন্তী নামে এক কন্যা আছে। পাণ্ডুর সহিত তুমি তাহার বিবাহ দাও। পাণ্ডুকে কন্যাদান করিতে রাজার মনে মনে ইচ্ছা ছিল; তাহার উপর ভীষ্মকেও তিনি আবার ভয় করেন। এই দুই কারণে তিনি কন্যাটিকে আনিয়া ভীষ্মের নিকট দিলেন। হস্তিনায় আসিয়া ভীষ্ম, উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন করিলেন।

মূল মহাভারত

১৬। কাশীদাসীর ন্যায়।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

[রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার-সাহিত্য-সুধাকর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের জন্য আহূত।]

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২১এ মে, রবিবার অপরাহ্ণ ৫½টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার উদ্বোধনে সভাপতি মহাশয়, স্বর্গীয় রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের বহু সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিলেন এবং পরিষদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ এবং স্নেহের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং জানাইলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে তিনি পরিষদের বহুদিন সেবা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কালিদাস-সমিতির পক্ষ হইতে ৺বিহারী বাবুর জন্য অন্যত্র অনুষ্ঠিত শোক-সভায় গীত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়-রচিত "শোক-সঙ্গীত" গান করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিলেন, "স্বর্গীয় বিহারী বাবুর সহিত আমার প্রায় ৩৮ বৎসরের আলাপ। তিনি গান-বাজনার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রথের সময় কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম গান লেখেন। তাহার পর বিহারী বাবু সেই ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রথম প্লেগের সময় আমাদের সংকীর্ত্তন-সম্মেলনের জন্য বহু গান রচনা করিয়া দেন। ২০০ লোক লইয়া এই সম্মেলনে সঙ্গীত হইত; ৮টা সম্প্রদায় গান করিত। তিনি থিয়েটারে অভিনয় করিতে শিক্ষা দিতেন। পরিষদের অনেক কাজে, অনেক অনুষ্ঠানে— সাহিত্য-সম্মিলনে, সাহিত্য-সভায় গান রচনা করিয়া দিতেন। তিনি চৌকাবন্দী গান রচনা করিতেন। আমাদের একটা কুস্তীর আখড়া ছিল। বেণী ওস্তাদজী গুরু ছিলেন। সেখানে তিনিও কুস্তি করিতেন। রবীন্দ্রবাবু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার গানের সম্পদ্ নিজস্ব ছিল। গান বাঁধিয়া তাল মানের জন্য প্রায় রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথের নিকট দেখাইতে যাইতেন। গান রচনায় ও তাহাতে সুর যোজনায় তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও সিদ্ধহস্ততা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তিনি ইংরেজিতেও বক্তৃতা করিতেন।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—

"বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক, বঙ্গভাষায় বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার সাহিত্যসুধাকর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, "বিহারী বাবু নবীন লেখকদের গ্রন্থাদি সমালোচনা করিয়া উৎসাহ দিতেন। ধর্ম্মের কথা ও আলোচনায় তিনি ভাবাবিষ্ট হইতেন। স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর বলিতেন, বিহারী বাবু সমসাময়িক গান ও ভক্তিরসের গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগরচরিতে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনায় সমালোচনায় তিনি সৎসাহস, নির্ভিকতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যাত্রা শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন—এমন কি সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় বসিয়া শুনিতেন।"

ঢাকুরিয়া পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় এই প্রস্তাব

লাইব্রেরীতে বক্তৃতাদি দিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল—কোন সময়ে তাঁহার র্জ...তার ...শ্বাস দেখিয়াও তাঁহাকে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের জন্ত মনোনিবেশ করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে ও লেখায় ফুটিয়া উঠিত। সমাজের দৌর্ব্বল্য দেখিলে তিনি 'বঙ্গবাসী'তে তাহার সমালোচনা করিতেন, কিন্তু সে সমালোচনায় বিদ্বেষের চিহ্ন থাকিত না। তিনি তাঁহার বিধবা কন্তাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং নিজ গৃহখানিকে আদর্শ হিন্দুগৃহের মতই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্ত ছিলেন; এবং তিনি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল রকম আলোচনা করিতেন। স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন ও স্বর্গীয় মহারাজ স্তর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতিসভায়—টাউন-হলে তিনি ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

'বঙ্গবাসী'র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় বিহারী বাবু বঙ্গসাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইহলোক জয় করিয়াছেন—যেহেতু নানা সভা-সমিতিতে তাঁহার অশেষ গুণরাশির কীর্ত্তন হইতেছে; তিনি পরলোকও জয় করিয়াছেন—কেন না তিনি ৺ কাশীতে পরলোক গমন করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, বিহারী বাবু বিশেষ প্রভুভক্ত ছিলেন। তিনি গবমেণ্ট কর্ত্তৃক 'রায় সাহেব' খেতাব পাইলে পর, তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্ত এক সভা হয়। সেই সভায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই সম্মান তাঁহার প্রাপ্য নয়—যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রাপ্য, কেন না 'বঙ্গবাসীর' প্রাণস্বরূপ যোগেন্দ্রচন্দ্রের কৃপায় এই 'বঙ্গবাসী' পত্রের সম্পাদন-ভার থাকায় গবর্মেণ্ট তাঁহাকে এই রাজসম্মান দান করিয়াছেন।
তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—"এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, স্বর্গীয় বিহারী বাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। তিনি ভক্তিমান্, ভাবুক ও সুকবি ছিলেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি যাহা-কিছু চিত্তাকর্ষক দেখিতেন, তাহার সম্বন্ধেই ভাবাবেশে গান রচনা করিতেন। ধর্ম্মব্যাখ্যাদি শ্রবণে তিনি ভক্তি-গদ্গদ-ভাবে কাঁদিয়া উঠিতেন।

অতঃপর এই দ্বিতীয় প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—"সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য ও বন্ধু 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র রক্ষিত হউক এবং তজ্জন্ত যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, বিহারী বাবু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই, নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তিনি একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী দেখিলেই তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তাঁহার জীবন একটা Object Lesson.

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, বিহারিলালের বক্তৃতায় ভাবুকতা যথেষ্ট ছিল এবং তাহা দেশীয় ভাবপূর্ণ ছিল।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, বিহারী বাবু আদর্শ হিন্দুপরিবারের মত নিজ বাড়ীখানি গড়িয়াছিলেন। বাড়ীর সকলকেই সেই-ভাবেই শিক্ষা দীক্ষা দিতেন। হিন্দুসমাজের মুখপত্ররূপে তিনি 'বঙ্গবাসীর' সুর বজায় রাখিয়াছিলেন। 'বঙ্গবাসী'র মত সুরের কাগজ একখানিও নাই। পরিষদের বহু অনুষ্ঠানের জন্য তিনি গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি একজন নিরভিমান ব্যক্তি ছিলেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"৺বিহারিলাল ধর্ম্মাত্মা পুরুষ ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। জীবনে তিনি অনেক শোক তাপ পাইয়াছেন। সুখের বিষয়, তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র ও আমার ছাত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ সরকারকে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া গিয়াছেন।"

অতঃপর এই সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

অষ্টাবিংশ ভাগের সূচীপত্র

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ

ভাষা-পাটিগণিত

গৌহাটি কমিশনর অফিসে জ্যোতিষচূড়ামণি, কিতাপতমঞ্জরী ও ধীরমোহিনী অঙ্কার্য্যা নামক তিনখানি ভাষাগণিত-গ্রন্থ (পুথি) পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে। উদ্ধৃত অংশসমূহে বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করা হয় নাই।

১। জ্যোতিষচূড়ামণি

গ্রন্থখানি গৌহাটিবাসী শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদত্ত চৌধুরী মহাশয় দান করিয়াছেন। গ্রন্থের পত্র-সংখ্যা [illegible]। গ্রন্থ পদ্যে ও প্রতি পত্রের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত। প্রতি চারি পঙ্‌ক্তিতে ১ শ্লোক; [illegible] ১৭৮টি শ্লোক ঐ গ্রন্থে রহিয়াছে। পত্রের আকার ১০″ × ৪″। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ.—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। * পদ।

জয় জয় অনাদি ঈশ্বর ভগবন্ত।
[illegible] ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস সেবন্ত॥
হেন কৃষ্ণক [illegible] প্রণতি সর্ব্বথা
বিরচিলে চুড়ামণি কিতাপ[illegible] কথা। ১

* * * *

বকুল হৃদয়ানন্দ কিচো মান পাইলা।
শবা সবে আনি কিছু প্রচার করিলা॥
তাকে দেখি মতি পদ করিবাক চাও।
অভয় চরণে [illegible] আজ্ঞা কিচো পা[illegible]॥ ৫

* পুথি হইতে অবিকল নকল করা হইয়াছে। উদ্ধৃত অংশের মধ্যে বানান প্রভৃতি বিষয়ে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।—লেখক।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, গ্রন্থের নাম চূড়ামণি। গ্রন্থের উপরে নাম জ্যোতিষচূড়ামণি রহিয়াছে। গ্রন্থকার এখানে স্বীকার করিতেছেন যে, বকুল হৃদয়ানন্দ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গণিতগ্রন্থপ্রণেতা এবং তিনি বকুলের নিকট স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়নবিষয়ে ঋণী। গ্রন্থকারের নাম হয় ত রঘুপতি। ২৭শ পত্রে একটি অঙ্কের শেষে এই নামটি পাইলাম; যথা—"কণ্ঠহার অঙ্কবুল জানিব নিশ্চয়। রঘুপতি কহে আজ নাহিক সংসয়।" হয় ত এই রঘুপতি গ্রন্থকার নাও হইতে পারেন, ঐ অঙ্কটির মাত্র ইনি রচয়িতা হইতে পারেন। প্রতি গানের শেষে গান-রচয়িতার নাম-যোজনা আমাদের পরিচিত; ঐরূপ প্রাচীন কালে অঙ্কের পদরচয়িতারাও অঙ্কের শেষে নিজ নিজ নাম যোজনা করিয়া দিতেন। এই রঘুপতিও ঐরূপ অঙ্কবিশেষের রচয়িতা হওয়াই অধিকতর সম্ভব। গ্রন্থকার নিজের নাম গ্রন্থমধ্যে দিতে ইচ্ছা করিলে, গ্রন্থ-প্রারম্ভে বা গ্রন্থশেষে উহা হয় ত দিতেন। অনেক অঙ্কই ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকসমূহ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই সঙ্গে আমরা বকুল হৃদয়ানন্দের গ্রন্থেরও পরিচয় দিব। তাঁহার গ্রন্থের অনেক অঙ্ক বর্ত্তমান গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। বকুলের গ্রন্থেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেক গণিতজ্ঞের রচিত অঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ,—

আঙ্গুল পিয়াল জাত হৈয়ো একমত।
কিতাপত চায় আর বুজিয়ো সম্ভত॥

সক ১৭৩০ সকাব্দ।

পুস পাসে চৌবি অঙ্ককে গুরুয়ে বাসরে পঞ্চমি তিথো দিবা তিনি প্রহরে গতে কায়াথলি আর্জ্জা সমপ্তং। জথা দষ্টং তথা লেখিতং লেখকু নাস্তি দুসানং ভিমে চাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। শ্রীগুরুদেব চরণক, সমাপ্ত পুস্তক সমাপতং। তাং ২১ আসিনস্ত।

সুতরাং গ্রন্থখানি ১৭৩০ শকের অনুলিপি। কাজেই গ্রন্থকার ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। এখানে দেখা যাইতেছে, গ্রন্থখানির আর এক নাম—কায়াথলি আর্য্যা।

গ্রন্থমধ্যে মিশ্র ও অমিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক ও বহুরাশিক বহু অঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। পুথির ভাষা ও অঙ্কের নমুনা নিম্নে কিছু প্রদত্ত হইল।

তিনি কণ্ঠে করা হোয়ে জানিবাহা সারে।
চারি করায়ে গণ্ড হয়ে বুঝিবা সত্বরে॥
পাচ গণ্ডায়ে বুড়ি জানিবা নিশ্চয়।
কুড়ি গণ্ডায়ে পুন নাহিকে সংসয়॥
চোক কাওন চাহি জান এহিরূপে।
দশ ভাগে অঙ্ক আরে জানিবা স্বরূপে॥

চারি পুন এক চোক জানা নিষ্ট করি।
সোল্ল পুনে এক কায়ন বুঝা শিঘ্র করি॥

অর্থাৎ তিন ক্রান্তি—১ কড়া,　　চারি কড়া—১ গণ্ডা,
পাঁচ গণ্ডা—১ বুড়ি,　　কুড়ি গণ্ডা=১ পোণ,
চারি পোণ—১ চোক,　　ষোল পোণ=১ কাহণ।

একে কিনে তিন মিন।　　তিনে কিনে পাঁচ হরিণ॥
পাচে কিনে সাত ছাগ।　　সাতে কিনে এক বাঘ॥—শ্লোক-সং ১৭৭।
রূপ দিলা এক সত।　　জন্তু সংখ্যা এক সত॥
তার সংখ্যা কহিয়োক　　মহাজনে বুঝিবেক॥ ১৭৮
পঞ্চ রস সপ্ত রস।　　মধ্যে দিয়া তাক কস॥
মাহিকে সংসর আত　　কহিঅছে কিতাপত॥ ১৭৯
দক্ষিণে জন্তুক চায়া।　　বামে রূপ চুকি কায়া॥
দুয়ো ফালে পুরিয়োক।　　ধন জন্তু জানিয়োক॥ ১৮০

এই অঙ্কের প্রথম দুই শ্লোকে অঙ্ক ও পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে উহার উপপত্তি দেওয়া হইয়াছে। অঙ্কটি এই,—এক টাকায় তিনটি মাছ, তিন টাকায় পাঁচটি হরিণ, পাঁচ টাকায় সাতটি ছাগল ও সাত টাকায় একটি বাঘ পাওয়া যায়। ১০০৲ টাকায় ১০০টি জন্তু কিনিতে হইবে। কোন্ জন্তু কয়টি? উপপত্তি এইরূপ,—

মোট টাকা		টাকা　জন্তু		মোট জন্তু
৫	—	১×৫×৩	—	১৫ মাছ
১৮	—	৩×৬×৫	—	৩০ হরিণ
৩৫	—	৫×৭×৭	—	৪৯ ছাগল
৪২	—	৭×৬×১	=	৬ বাঘ
১০০ টাকা				১০০ জন্তু

হুকর কাকর তিনি করার নিম
করার জে চারি জাম
কুড়ি করা করি কুরি গো ফন
দিয়য়ো কথার নিয়ম॥

কায়স্থে বোলয়ে শুনিয়ো × আর
ভাঙ্গনি কহে চুকাই—
মনত ভাবিআ প্রমাণ গয়োক
কিতাপত সাস্ত্র চাই। ১৮৬

উঃ—১৪ কড়া ৭ কাঞ্চন
৩ " ১ নিম
৩ " ১২ আম
২০ ২০

এক সদাগরর ধনর সংখ্যা নাই।
মরিবার কাল আসি মিলিল নিশ্চয়॥
পুত্রেত কহিলে সিতো ধনর কাহিনি।
ছয়ান্নই হরিলে রহিবেক তিনি॥ ২০০
পৃঞ্চান্নই হরিলে ত দুই রহিবেক।
চোয়ান্নই হরিলেত রহিবেক এক॥
এহি বুলি সদাগর জমঘরে গৈলা।
টাকার কাহিনি সিতো গুপতে রহিলা॥ ২০১

সদাগরর পুত্র ছয়ান্নই অঙ্ক লৈলা।
পঞ্চান্নই চরান্নই তাহাতে পুরিলা॥
শেষে তিরান্নই এড়ি জত অঙ্ক রৈল।
সদাগরর জত ধন তাতে লেখা পাইল। ২০২

আট লাখ সাতান হাজার এক শত।
আরো চারি কুড়ি সাত জানিবা তাহাত॥
এহিখানি ধন বুলি জানিবা নিশ্চয়।
কিতাপত বুঝি লয়া নাহিক সংসয়॥ ২০৩

ইহার প্রথম দুই শ্লোকে অঙ্ক ও শেষের দুই শ্লোকে উহার উপপত্তি ও উত্তর দেওয়া হইয়াছে। অঙ্ক,—সদাগরের ধনসংখ্যাকে ৯৬ দিয়া ভাগ করিলে, অবশিষ্ট ৩, ৯৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ২, ও ৯৪ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট দুই থাকে। ধনের পরিমাণ কত? উপপত্তি,—৯৬×৯৫×৯৪—৯৩। উত্তর,—৮৫৭১৮৭—টাকা।

চারি চোরে টেঁটয়ানে কিচো ধন পাইল।
সেহিখানি ধন বুড়ির ঘরে থৈল॥ ৩১৫

বোলে আমি জেতিয়া আসিঞা নাঞ ধন।
একরূপ তোক দিম বুলিলো বচন ॥
এহি বুলি চারি চোরে গৃহে গৈলন্ত।
পাছে এক চোর তার আসিয়া ভৈলন্ত ॥ ৩১৬
সেহিরূপ খানিক জে চারি ভাগ করি।
তিনি ভাগ থৈলা তাতে একত্র জে করি ॥
বাঢ়া এক ভৈলা এক বুড়িক দিলন্ত।
পাছে আরো এক চোর আসিয়া ভৈলন্ত ॥ ৩১৭
সেহিমতে সিয়ো ভাগ করিআ মে থৈলা।
অধিক রূপক সিতো বুড়িক জে দিলা ॥
এহি মতে চারি আনি চারি দিন ভৈল।
চারি জনে চারিরূপ বুড়িকে জে দিল ॥ ৩১৮
পাছে চারি জনে একে সগে আসিলন্ত।
সম করি চারি জনে ভগাই নিলন্ত ॥
তাতে একরূপ আদি ওধি জে ভৈলা।
বুড়িক জে দিআ সবে ঘড়াঘড়ি গৈলা ॥ ৩১৯
কহিয়োক বিচারিয়া ইহার কারণ।
কতখানি আছিলেক তাহার জে ধন ॥

এই অঙ্কের উপপত্তি সম্পূর্ণ দেওয়া নাই, ইহার পরে পুথি খণ্ডিত। ৩০ ও ৩১ সংখ্যক পত্র ইহাতে নাই। অঙ্কটি এই,—চারি জন চোরে কিছু টাকা চুরি করিয়া আনিয়া এক বুড়ীর নিকট গচ্ছিত রাখে; ভাগ করিয়া লইবার সময় তাহারা বুড়ীকে একটি টাকা দিবে, এইরূপ কথা রহিল। কয়েক দিন পরে উহাদের মধ্যে একজন চোর একাকী আসিয়া, ঐ টাকা চারি ভাগে ভাগ করিয়া দেখিল, এক টাকা বেশী হয়। ঐ অতিরিক্ত টাকাটি বুড়ীকে দিয়া, নিজে উক্ত চারি ভাগের এক ভাগ টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। কয় দিন পরে উহাদের মধ্যে অন্য এক চোর আসিয়া প্রথম চোরের ন্যায় বর্ত্তমান টাকাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিল, এক টাকা অধিক হয়; ঐ অতিরিক্ত টাকা বুড়ীকে দিয়া নিজে এক ভাগ লইয়া গমন করিল। তৃতীয় ও চতুর্থ চোরও ঐরূপ করিল; তাহারাও প্রত্যেকে বুড়ীকে উদ্বৃত্ত এক টাকা করিয়া দিল। পরে সকলে এক দিন একত্র আসিয়া অবশিষ্ট টাকা চারি ভাগ করিয়া দেখিল, আবার এক টাকা অধিক হয়। ঐ অতিরিক্ত টাকা বুড়ীকে দিয়া নিজেরা এক এক ভাগ লইয়া প্রস্থান করিল। চোরেরা প্রথমে কত টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিল ?

উত্তর—১০২১৲ টাকা। (নির্দিষ্ট সংখ্যা)।

ইহার উপপত্তি এইরূপ,—

যদি প্রথম গচ্ছিত টাকা ক হয় ও শেষ বিভাগে প্রতি অংশে খ হয়, তাহা হইলে—

$(ক - ১)\frac{৩}{৪} - ১\}\frac{৩}{৪} - ১]\frac{৩}{৪} - ১)\frac{৩}{৪} - ১\}\frac{১}{৪} = খ$

$\frac{৮১ক}{১০২৪} - \frac{৭৮১}{১০২৪} = খ$

$ক = \frac{১০২৪খ + ৭৮১}{৮১}$

ক ও খ দুইটিই পূর্ণসংখ্যা, কোনটি ভগ্নাংশ নয়।

সুতরাং $\frac{১০২৪খ + ৭৮১}{৮১}$ পূর্ণসংখ্যা

$\therefore \frac{(৮১ \times ১২ + ৫২)খ + ৯ \times ৮১ + ৫২}{৮১}$ পূর্ণসংখ্যা

$\therefore \frac{৫২খ + ৫২}{৮১}$ পূর্ণসংখ্যা

$\therefore \frac{৫২(খ + ১)}{৮১}$ পূর্ণসংখ্যা

$\therefore$ খএর লঘিষ্ঠমান ৮০

$\therefore$ ক = ১০২১

গ্রন্থমধ্যে চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণ ভূমির কালি কসিবার নিয়ম ও অঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে ত্রিকোণ ভূমির কালি নির্ণয় করিবার আর্য্যাটি প্রদত্ত হইল,—

ত্রিকোণ ভূমির শুনা কারণ। দুই কালে জুখি করা সমান্॥
এক কালে আনি অর্দ্ধেক লৈবা। প্রাপ্ত অঙ্ক করি তাক জানিবা॥
দীর্ঘ অঙ্ক লৈয়া প্রস্ত দি পুরি। উভয়ঙ্ক একুন করি॥

ইহার অর্থ হয় ত এইরূপ,—ত্রিভুজের কোন একটি বাহুর অর্দ্ধেক প্রস্থ এবং ঐ বাহুর উপর সম্মুখস্থ কৌণিক বিন্দু হইতে পাতিত লম্ব দীর্ঘ—ইহাদের পূরণ-ফল ত্রিভুজের নক্ষত্রফল।

২। কিতাপতমঞ্জরি

গ্রন্থের পত্রসংখ্যা—৭৭ ও আকার ১০″ × ২½″। পত্রের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত। গ্রন্থ গদ্য-পদ্যময়; পদ্যই অধিক। গৌহাটীবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয় ইহা দান করিয়াছেন। গ্রন্থকার বকুল হৃদয়ানন্দ কায়স্থ।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে,—

বকুল কায়স্থে বোলে কায়স্থ জিবা জন।
সিআগত এড়ি আনে লেখিবা কদাচন॥
বুদ্ধিবান আপোন ইছা মোহন করা ভঙ্গ।
কদাচিত জান ন পাই শুদ্ধ সঙ্গ॥
কিতাবত শাস্ত্রখান পরম গহন।
আক আরম্ভিলো আমি হয়া অল্পজন॥

দোস না দী খেমী করা মুর্খ হেন জানি।
বকুলে বর্ণনা সিব বন্দিয়া ভবানি ॥ ৩২ পাতা

ইতি কিতাপত সাস্ত্র পরম সম্পতি পাও পরগণাতি খণ্ড সমাপত॥

কায়স্থ বকুলে কহে ভাগের নির্ণয়।
এক পোন দশ বটে পিণ্ডক পুরয় ॥ ৩৩ পাতা
দীর্ঘ প্রস্ত পুরি কালি সেসা দুই ভাগ কাটি।
অঙ্ক জত কণ্ঠ তত দিবা বাটি বাটি ॥
বকুলর বোলখানি না করিবা হেলা।
চৌক নিয়া কণ্ঠ লাগে সময়র বেলা ॥
জত তত পঞ্চক করি পুরিবা বতিশে।
একুন করিয়া অঙ্কর বুন্দা দিবা সেসে ॥
জামা অঙ্কে পুরিলে গণ্ডা যন্তে রয়।
হৃদয়া কায়স্থে কহে ন কর সংসয় ॥ ৩৪—৩৫ পাতা
চন্দ্র আমোর আর জামা ভাগ করি।
বকুলা কায়স্থর কৃত্য কিতাপতমঞ্জরি ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রন্থকারের নাম বকুল এবং উঁহার অপর নাম হৃদয়া। জ্যোতিষচূড়ামণিতে বকুল হৃদয়ানন্দের নাম আছে। এই জন্য মনে হয়, কিতাপতমঞ্জরির প্রণেতা—বকুল হৃদয়ানন্দ।

বকুল নিজ গ্রন্থে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বহু প্রাচীন গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রণীত অঙ্কের পদ সঙ্কলন করিয়াছেন।

৭ম পত্রে—উমাপতি সিংহ—

একমনে সুনা থাক লিখক সকল।
আতি বিচক্ষণ বিস্তালয় উজল।
উমাপতি সিংহে কহে মনে কতুহল ॥

৮ম পত্রে—শ্রীনারায়ণ দাস—

উত্তম সোভন বিদ্যা ভাবিয়া মমত।
শ্রীনারায়ণ দাসে কহে গুরুচরণত ॥

৫৩ পত্রে—এই দুই পঙ্‌ক্তির পুনরুক্তি মাত্র।

৫৫ পাতা—জদুনন্দন চান্দ—

এতধিক নাহি আর বিদিত সংসার—
জদুনন্দন চান্দে কহে সিসু বুঝিবার ॥

৩৮ পাতা—শুভঙ্কর

কহে শুভঙ্করে বুঝহ পাক।
সংস্কাথান পুনি ভাগ ভাগক॥

৪১ পাতা—গৌরদাস শুভঙ্কর।

কহে শুভঙ্কর গৌরদাস।
পুরানা অঙ্ক ভাঙ্গিলো ভাস॥

এই গৌরদাস শুভঙ্করই কি শুভঙ্করী আর্য্যার প্রণেতা? প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, বিশ্বকোষে শুভঙ্করীপ্রণেতার নাম শুভঙ্কর দাস বলিয়াছেন। হয় ত শুভঙ্কর* তাঁহার উপাধি ছিল এবং প্রকৃত নাম গৌরদাসই ছিল।

৺সাধিরাম কাকতি-প্রণীত সচিত্র পাটিগণিত আসামে নিম্নশ্রেণীতে অধীত হয়। ইহার ১২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে;—

"ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত সংস্কৃত পাটিগণিত ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত সকলে ব্যবহার করিছেলে। কিন্তু সেই পাটিগণিত সংস্কৃত ভাষাত লিখা থকার কারণে সাধারণে তাক বুঝিব নোবারিছিল। অঙ্কশাস্ত্রত পণ্ডিত ভৃগুরাম দাস নামে এজনে সেই সংস্কৃত পাটিগণিতর পরা সদাই কামত লগা কিছু মান নিয়ম দেশী ভাষাত পদ বান্ধি প্রচার করিছেলে তেওর লিখা সেই পদ বিলাকর শুভঙ্করর আর্য্যা বোলে। শুভঙ্করর আর্য্যার সহায়েরে উলিয়ার পরা অঙ্কক শুভঙ্করী বোলে।

"৺বকুল কায়স্থে ভাস্করাচার্য্যের সংস্কৃত লীলাবতী পুথির মূল পরা উদাহরণেরে সৈতে উক্ত অসমীয়া ভাঙ্গনি লিখা প্রমাণ পোৱা যায়। এই পুথি শিবসাগরের কোনো কাকতীয় ঘরত দেখিছোঁ। পুথিখনির অস্তিত্ব রক্ষার উপায় ন করিলে কালর কবলত এই অমূল্য রত্ন অতি শীঘ্রে লয় পাব।

"ইয়াত বাজে ৺হৃদয়ানন্দ কায়স্থে ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক সংস্কৃতর পরা জ্যোতিষচূড়ামণি নামে অসমীয়া ভাঙ্গনি উলিয়াই ছিলে। এই জ্যোতিষচূড়ামণি পুথিয়ে কায়েণবালী নামে প্রসিদ্ধ।"

৺সাধিরাম কাকতি মহাশয় শুভঙ্করের নাম ভৃগুরাম দাস বলিয়াছেন। কোথা হইতে তিনি এ নাম পাইলেন, তাহা জানিতে পারি নাই। বকুল কায়স্থ-প্রণীত অন্য কোন গ্রন্থ আছে কি না, জানি না। কিতাপতমঞ্জরির সহিত ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীর কোন সম্বন্ধ নাই। কাকতী মহাশয় লিখিয়াছেন, বকুল লীলাবতীর অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং

---

* শুভঙ্করনামধেয় এক ব্যক্তির প্রণীত শ্রীহস্তমুক্তাবলী নামক নাট্যকলাসম্বন্ধীয় একখানি অতি উপাদেয় প্রাচীন সানুবাদ সংস্কৃত গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। অনুবাদ অংশ গদ্যে। গণিতজ্ঞ শুভঙ্করের সহিত ইহাঁর কোন সম্বন্ধ আছে কি না, বলিতে পারি না।—লেখক

ঐ অনুবাদ-গ্রন্থ শিবসাগরের কোন কাকতীর ঘরে আছে। এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি দেখিতে পাইলে ইহার মীমাংসা হইত। কাকতী মহাশয়ের অপর মীমাংসা, জ্যোতিষচূড়ামণি গ্রন্থখানি ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণির অনুবাদ এবং উহার গ্রন্থকার—হৃদয়ানন্দ। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। জ্যোতিষচূড়ামণি গ্রন্থে গ্রন্থকার, হৃদয়ানন্দের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং জ্যোতিষচূড়ামণিগ্রন্থকার হৃদয়ানন্দ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। বকুল ও হৃদয়ানন্দ যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

বকুল হৃদয়ানন্দের সময় জানিতে পারি নাই। কিতাপতমঞ্জরির হস্ত-লিপির সময় ১৬৫২ শক। গ্রন্থশেষে এইরূপ আছে;—

সন ১৬৫২ সক তারিখ পুহুর ১৫ গতে মঙ্গলবার শ্রীশ্রীরঘুদেব মহন্ত। সাধুমেধির সেবক তেক্তাবাৰ্চি পুত্র—শ্রীরামবলভ কাকতি লিখনং ইস্তি। সমাপতং। সন ১৬৫২ সক তারিখ পুহ ১৫ গতে রোজ মঙ্গলবার।

সুতরাং বকুল যে ১৬৫২ শকের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নিঃসন্দেহ। গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে (৪১ সংখ্যক পত্রে) এইরূপ পাইলাম;—

বাণ সপ্তনেত্রে সসাঙ্কেন সাকফট
স্বর্গ নারায়নো দেব ॥ স্বর্গ দেব তরণ ভূমিঃ

হয় ত ইহার অর্থ—স্বর্গনারায়ণদেব ১৩৭৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রন্থমধ্যে ইহার সন্নিবেশের বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আসামের অহোম রাজা চুহুমুঙ্গ সর্ব্বপ্রথম স্বর্গনারায়ণ দেব উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি ১৪১৯ শক হইতে ১৪৬১ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং ১৩৭৫ শক ইঁহার জন্মাব্দ হওয়া অসম্ভব নয়। যদি উদ্ধৃত শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তবে বলিতে হয়—গ্রন্থকার ১৩৭৫ শকের পরবর্ত্তী; সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয়, ১৩৭৫ শক হইতে ১৬৫২ শকের মধ্যে কোন সময়ে বকুল কায়স্থ বর্ত্তমান ছিলেন। *

বকুল কায়স্থ শুভঙ্করের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে শুভঙ্করেরও সময় কতকটা পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ শুভঙ্কর যে অন্তত ২০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

* হয় ত বকুল উক্ত রাজা স্বর্গনারায়ণ দেবের সমসাময়িক। তিনি গ্রন্থমধ্যে রাজকীয় নানা বিভাগে কিরূপে কাগজ-পত্র রাখিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ইহাও হয় ত অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, বকুল স্বর্গনারায়ণ দেবের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। এরূপ বলিলে বকুলকে প্রায় চারি শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিতে হয়।

গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ,—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

জয় নমো কৃষ্ণ দেবতার আদি দেব।
ব্রহ্মা আদি করে জার চরণত সেব॥
গুরুর চরণে সত করো নমঃস্কার।
জাহার কৃপাত জ্ঞান হরয় অপার॥
জয় নমো তৃনয়ন দেবি ভগবতি॥
শ্রীআদিত গনেশ্বরে নমো সরস্বতি॥
এ সব্বার চরণত করি সত নতি।
বিরচিবো কিতাবত মঞ্জরি সাবধান
আছে সংসারত সাস্ত্র বিদ্যা জত জত
সব দেসে কহিব কে কাহার সকতি॥
তার মাঝে এতিক বিদ্যা কিতাবত।
পরম সোভন বিদ্যা নানা সাস্ত্র মত।

গ্রন্থারম্ভের পরেই রাজসরকারে কিরূপে কাগজ-পত্র ও হিসাবাদি রাখিতে হয়, তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। লেখার মধ্যে অনেক উর্দ্দু ও পারিভাষিক শব্দ থাকায় অর্থ সম্যক্ বোধগম্য হইল না। লেখার নমুনাস্বরূপ তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইল। অভিজ্ঞগণ ইহার অর্থ করিবেন।

"মুসধর হর কথা রোদ ফাত করত।
ব্রগুনাম মোহল জে কেদার তলত॥
জিলা রেকনানি মরে কণাত তলত।
ইসব মোহলে কিতাব হেন জান॥
জিথান ত করে জিবা মোহল বসতি।
কহো সভাসদকে স্থনা একমতি॥
ওরথ ভাঙ্গিয়া চারি ভাগ করিবেক।
সমে এক ভাগ মুসধর লেখিবেক॥
পুনরপি আন্ত ভাগ করি চারিখান।
সথে এক ভাগ চারি হরফের স্থান॥
আন্ত অর্দ্ধ এড়ি তপা দফাতেরে গতি।
তৃভাগ ছাড়িআ করত বসতি॥
মধ্যে দুই ভাগ লম্বা বুগু বসব।
তার মধ্য দুই ভাগ কেদার জে কর॥

ছোট বড় কেদার কেদার নাম দুই।
দুইক দুই মপসল অন্যা অন্যে হৈই ॥
ওরথর অর্দ্ধ ভাগত নিমরেক না বৈসব।
তার মপসল ভুজির্লা করে গতি ॥
জিলার অর্দ্ধেক ভাগ রেকনার স্থিতি॥
আন্ত অর্দ্ধ ভাগত নিমরেক না বৈসয়।
তার মপসলগুলি হেকনা জোয় ॥
এহি সবে মোহলে লেখিবে কিতাবত।
গ্রন্থে গ্রন্থে কাগজ ছব হয়ে নানা মত ॥
জত ইতি কাগজ সদর মুসধর।
আপুনি স্বতন্তর জদি হয় এঠাকুর।
মুসর্দ্ধরে লিখি তাক সঙ্কা করা দুর ॥
মুসর্দ্ধর তলে জদি দুই কার্জ্জ হয়।
হরফে লেখিয়া তগা অঙ্ক সমুচয় ॥
তিনি করি দি করি জদি বহু কার্জ্জ হয়।
বৃত্তি তলে লেখিব তথা না করি সংসয় ॥
হরফর তলে জদি দুই কার্য্য দেখি।
দফাত মোহলে তাক সমুরিব লেখি ॥
তিনি আদি কার্যা তাতে বৃত্তি করে গতি।
দফার তলে জদি দুই কার্জ্জ হয়।
কবতে লেখিব তাক ন করি সংসয় ॥
তিনি আদি কার্যা তথা ব্রত্তির বসতি ॥
জদি কার্যা থাকিবেক কবতর তলে।
বৃত্তিতলে লেখি তাক আতি অবিকলে ॥
বৃত্তিতলে কার্জ্জা স্থিবা লেখিব কেদারে ॥
বৃত্তিতলে বহু কার্যা জদি হয়।
মুসধরে লেখিবেক ন করি সংসয় ॥
মুসধর বৃত্ত দুই মোহলর পতি।
অন্যা অন্যে মোপসল হয়া করে গতি ॥
জিলা তবে রেকনা লেখিবা সম্প্রতি ॥
রেকনার তলে নিমরেক না চলয়।
তার মপসল মুনা হেকনা হুতয় ॥

কেদার মোহল অন্তাঅন্তে মোপসল।
লেখিতে দেখিতে অতি কতুহল ॥
কেদারের তলে সদা রেকনার গতি।
বৃত্তিতলে দুই কার্যা লেখিবা সম্প্রতি॥
নাহিকে সংসয় তত হবক ছলয়।
সমস্ত মোহল তলে গর্ভান্ত চলয়।
হাসোতে রাখিবা অঙ্ক কার্জ্জ সমুরয় ॥
পুনু কার্জ্জ করিতে কতো আস্তাক করিব।
বাদ বাকি বুলি কতুকে লেখিব ॥
এমতে লেখিবেক নাহি অথবথা।
প্রস্তে প্রস্তে কাগজক করিবারে ওবা ॥
প্রথমে উপর্ণ লেখি হয়া সাবধান।
রাজ ঘরে জে দিব সে হয়ে অবিধান ॥
তহসিল তহবিল দুইয়ো নাম লেখিবা কাগজত।
আমলক্ক নাম লেখি করি সতকার।
পরগণতি দেখি লেখি তার নাম ॥
চান্দ মাহ দিন ব্রগু লেখি তাত পরে।
দিন আমো করা লেখি মুসর্দ্ধরে ॥
নগদ জিনিস দুই তার মপসলে ॥
রূপ আমুরাদি কড়ি নগদ রতন ॥"

ইহার পরে রাজসম্পত্তির হিসাবাদি রাখিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ বহিয়াছে।

"সোনারূপা আদি জানিবা তোল সার।
সাবধানে লেখিবেক রতি তোলা মাসা ॥
নিরিখ জানিআ তার মোকরা লেখিব।
নগদর তলে নিক্রা একুন করিব ॥
জিনিস লেখিবেক জানি থানে থান।
ধাতু আদি দির্ব্বচয় জিনিসের তল।
লোহা সিহা সেতু রাঙ্গ তামা কাংসা জে পিতল।
জত তোলা লেখিবেক ইসব সকল ॥
সুগড়ি সকল লেখি নিরিথক জানি।
কুটি ধাতু সকলক জানা জে হেন প্রমান ॥
নরমিলা পসমিনা রেসমি সকল।
ই সকল দির্ব্ব জত জিনিসের তল ॥

জরি নামে বস্ত্রচয় সুবর্ণর কাম।
সুবর্ণনির্ম্মিত জানি বুলি জরি নাম ॥
কপাসিনির্ম্মিত জত নরমিলা নাম।
রেসমি সুত্রের গড় বুলিয়া রেসম ॥
থানে মূল্যে লেখিবেক করিয়া বিচার।
নিরিখ জানিয়া মূল্য লিখিবেক তার ॥
আগর কস্তুরি আদি করিআ জতন।
ভিন্নে ভিন্নে লেখিবেক জত হাথিআর ॥
থকু চর্ম্মজ মধর পরসু কুঠার ॥
কামঠা কামান তির বন্দুক জতেক।
বরসা সুল পিচন্দ বান লেখিবেক ॥
লেখিবেক আনো জত হাথিআর।
অনন্তরে লেখিবাক লাগে জিউধার ॥
অস্ব মহিস গরু ছাগল সমস্ত।
বর্ণাবর্ণ লেখিবেক ন হইব অন্তর ॥
হংস আদি করি পক্ষি জতেক আছয়।
পবিত্র বুলিআ তাক লেখিবা নির্চ্চয় ॥
ধান্য আদি করি জত মস্য আদি কিছো দেখি।
রসঅন আদি জত মোল্যে সত লেখি ॥
খরিদ কি আরো জত রায়তি সক।
দুই ভাগে লেখিবেক তেজিআ সংসয়
খরিদে কি ছাল দ্রব্য মোল্য লয়।
খরিদে লিখিবেক তেজিআ সংসয় ॥
রায়তি যতেক পরগণতি বোলয়।
তবে গপসল্ল দুই মাফিক সেআই ॥
মাফিকর তলে মাল সারর লেখিব।
জামার মাফিকে রোজনামা আরম্ভিব ॥
রায়তি পাইক লআ বেবরগ মোহল।
ই সব জানিবা লেখিবা মাফিকর তল ॥
হাট ঘাট ধুল ইট চৌকি জলকর।
ই সব সকল জানো বুলিয়ে স্তায়র ॥
সেয়াইর তলে লেখিবেক সেলামি পেসকোস।
ধুমুসি ছিলালা ভণ্ড বুলি জত দোস ॥

এই মতে উতপন্ন´ লেখিবেক জেবে।
অনন্তর খরচক লেখিবেক তেবে॥
উতপন্ন´ সুনিতে মন আনন্দিত হয়।
খরচ সুনিতে হয় দুখিত হৃদয়॥
এতেক খরচ লেখি করি সব সাজ।
রুজু গুজার দিআ মাফিকের তল।
খরচর লস বাকি অঙ্ক কৌতুকে লেখিব।
ভণ্ডারি সবক আনি রুজু করি দিব॥
এহি মতে ত্যস দিনে পাতিব মহোড়া।
প্রতিষ্ঠক নাম তার লেখিব বেওঁড়া॥

১৬ সংখ্যক পত্রে আমিনের প্রতি জমি জরিপসম্বন্ধীয় কিছু উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল। পাঠক ইহাতে লক্ষ্য করিবেন, গ্রন্থকারের সময় নানাবিধ গজ (unit of length) প্রচলিত ছিল। ইহাদের মধ্যে একটির নাম আকবরি গজ। এই আকবরি গজ যদি প্রসিদ্ধ বাদসাহ আকবরের নামানুসারে হইয়া থাকে, তবে গ্রন্থকার যে আকবরের পরবর্ত্তী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

"প্রথমে আমিন জাইবা হাকিমর তল।
জমিদারে বুঝি লৈব কাগজ সকল॥
কানগুইর হস্তর মধ্য পর্ব্ব নি অঙ্গুলি।
চবিশ আঙ্গুলিক জানা এক হস্ত বুলি॥
তে* দুই হস্ত চারি অঙ্গুলি অধিক।
সেকেন্দরি গজ বুলি নাগি কেনি *ক॥
অষ্ট আঙ্গুল আরো লৈব দুই হাত।
আকবরী গজ জানা জগতে প্রখ্যাত॥
দুই হাতে হয় আর দ্বাদশ অঙ্গুলি।
পূর্ব্ব* কমুরি গজ ইহাকে সে বুলি॥
সতেক হাতর বসি করিবেক জাত।
গজে গজে ফড়িঙ্গাক বান্ধিবেক তাত॥
পেসানি শ্রীরামনাম সক পরগণা।
মুসর্দ্ধির দিনায় আম্মুল´ লেখিবা সাবধানা॥
ওওআ-মোল্ল হাকিমর নাম লেখি।
তার উদ্ধে চান্দ মাহারাজ দেখি॥
চন্দ্র আমোল্ল আর জানা ভাগ করি।
বকুল কায়স্থব জুত্য কিতাব তমঞ্জরি॥

ক্রমশঃ

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

প্রতিবাদ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ষড়্‌বিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বাবুর "সমতটের পূর্ব্বে" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে বুঝা যায়, তিনি আপনার জন্মভূমি সিলেটকে "শিহ-লি-চ-ট-লো" বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্যই যেন এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার দেশবৎসলতার পরিচায়ক হইলেও তাঁহার লেখার দ্বারা কিন্তু তদ্‌বিপরীত সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয়। আমরা তাহার আলোচনা করিব। আধুনিক "বিবরণী"-লেখকদিগের পুস্তকে খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে চট্টল বা চট্টগ্রাম নামক কোনও রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, এমন কথা মুদ্রিত না দেখিয়া তিনি চট্টলের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন অস্বীকার করিতে চাহেন এবং টিপ্পনী কাটিয়া সম্ভবতঃ উহা তখন মগদের অধীনে ছিল বলেন। পদ্মনাথ বাবু জানেন কি—সমুদয় আসাম, কাছাড়, শ্রীহট্ট, মণিপুর প্রভৃতি এক সময়ে মগরাজ্যের অন্তর্গত ছিল? (See Burmes History by Mr. Cook, Page 148)। তিনি আরও লিখিয়াছেন,—খৃঃ নবম শতাব্দীতে "চাটিগাঁ" এই নামে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ-জগতে খ্যাত ছিল। তাহাতে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের দোহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন; চাটিগাঁ শব্দ যে অনেক পরবর্ত্তী সময়ের নাম, এ কথা বলা বাহুল্য। পদ্মনাথ বাবু বলেন, "চট্টল শব্দটি আধুনিক কোন কোন তন্ত্রে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা চাটিগাম শব্দের সংস্কৃতীকরণ বলিয়া বোধ হয়।" তিনি সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও কিরূপে এইরূপ বোধ করিলেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় বটে। চট্টল হইতে চাটিগ্রাম, তদপভ্রংশে চাটিগাঁ হওয়াই স্বাভাবিক, চাটিগাঁ হইতে চট্টল হওয়া একেবারে অসম্ভব। যোগিনী-তন্ত্রে চট্টল শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। সেই যোগিনীতন্ত্রেই কামরূপের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বায়ুপুরাণ, গণেশ-বিমর্ষিণী তন্ত্র ও চৈত্রমাহাত্ম্য পুরাণ প্রভৃতিতে চট্টল শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে।

চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী-তত্র দেবতা॥—চূড়ামণি তন্ত্র।
চট্টলে দক্ষিণো বাহুর্ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
যস্ত্যৈব কটিদেশস্থো বিরূপাক্ষো মহেশ্বরঃ॥—বারাহীতন্ত্র।
কলৌ স্থানঞ্চ সর্ব্বেষাং দেবানাং চট্টলে শুভে।—বারাহীতন্ত্র।
সার্দ্ধত্রিকোটিদেবানাং বসতিশ্চট্টলে শুভে।—যোগিনীতন্ত্র।
কলৌ দেবা বসন্ত্যেব বঙ্গস্থে পূর্ব্বচট্টলে।
চন্দ্রনাথঃ স্থিতস্তত্র স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংযুতঃ॥—বায়ুপুরাণ।
দেবাভিলষিতং ক্ষেত্রং প্রাগঙ্গে চাস্তি শৈলজে।
অতিগুহ্যতমং পুণ্যং চট্টলে চন্দ্রশেখরে॥—আদিপুরাণ।

এতদ্ভিন্ন অনেক প্রাচীন কুলজীতেও শ্রীচট্টল শব্দ আছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ এখনও গ্রন্থাদিতে শ্রীচট্টল শব্দ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন।

এই সব প্রমাণ কি ময়নামতীর কেচ্ছা হইতে অপ্রামাণিক কিংবা আধুনিক? চাটিগাঁ হইতে চট্টল হইয়াছে, তিনি বোধ করিলে, শ্রীহট্ট শব্দটি সিলেটের সংস্কৃতীকরণ বলিয়া বোধ করিতে বাধা কি? আমরা বলিতেছি—সিলেট শব্দই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময় হইতে বৈষ্ণব পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া শ্রীহট্ট হইয়াছে।

শ্রীহট্ট শব্দ কোন্ পুরাণে বা প্রাচীন তন্ত্রে আছে, তাহা পদ্মনাথ বাবু দেখাইতে পারেন কি? তিনি চট্টল শব্দের পূর্ব্বে শ্রী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন এবং শ্রীহট্টকে "মহালক্ষ্মীর" অধিষ্ঠান হেতু শ্রীহট্ট বা শ্রীক্ষেত্র বলিয়া যেন-তেন-প্রকারেণ আপনার স্বার্থরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন। অধিষ্ঠাত্রী দেবী "লক্ষ্মীকে" ছাড়িয়া "শ্রী" করার কি প্রয়োজন ছিল? লক্ষ্মীহট্ট বা লক্ষ্মীক্ষেত্র নাম ত হইতে পারিত? লক্ষ্মীপুর, লক্ষ্মীপুরা প্রভৃতি নামের ও ত অসদ্ভাব নাই। কামরূপের তখনকার পরিধি চতুর্দ্দিকে ২০০০ মাইল ছিল; বর্ত্তমান সিলেট উক্ত কামরূপেরই অন্তর্গত ছিল। উৎকলে যেমন পুরুষোত্তম মহাতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, বঙ্গে তেমন চট্টলাধিষ্ঠিত চন্দ্রশেখর মহাতীর্থ। সাধু সন্ন্যাসী মহলে মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন ছিল না, তথাপি চন্দ্রনাথ, বাড়বা কুণ্ড নাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অবিদিত ছিল না। চট্টলে বুদ্ধদেব আগমন করিয়াছিলেন; সুতরাং বৌদ্ধ জগতে ইহার নাম প্রকাশিত না থাকারও কারণাভাব। এখন সভ্যতালোকে আলোকিত অনেকে আপনাদের শ্রীলোপ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; নামের পূর্ব্বে শ্রী ব্যবহার করিতে চাহেন না, ইহা নাকি একরূপ অসভ্যতা। হায়! কালের গতি! কিন্তু তখনকার দিনে তীর্থস্থান, গুরুধাম ও আপনার নাম উল্লেখের সময় সকলে শ্রী ব্যবহার শিষ্টাচারসম্মত প্রথা মনে করিতেন, না করাটাই বেয়াদবি হইত। শ্রীক্ষেত্র, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীশ্রীকাশীধাম, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি এই কারণে শ্রীযুক্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, চট্টল বৌদ্ধতীর্থও বটে, এই হেতুতে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণের তীর্থাস্পদ ভূমি চট্টল—শ্রীচট্টল হইয়াছে।

হিউএন-সঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখা যায়, শ্রীচট্টল বৌদ্ধচৈত্যসমন্বিত, সমুদ্র-তীরবর্ত্তী, পর্ব্বত-বহুল স্থান। শ্রীহট্টে কোন বৌদ্ধ চৈত্যের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? চট্টলে যে স্থানে বুদ্ধদেব "ধর্ম্মচক্র" প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা "চক্রশালা" নামে অতি প্রাচীন কাল হইতে দেশবিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখনও চক্রশালা হস্তিগ্রামে এক অতি প্রাচীন বৌদ্ধচৈত্য আছে; তাহাতে বৌদ্ধগণ প্রতি বিষুবসংক্রান্তিতে নানা স্থান হইতে আসিয়া বুদ্ধপদে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। ইহার নিকটে বিহারা ও আস্রগ্রাম অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এই হস্তিগ্রাম (হাইদগাঁও) হইতে বুদ্ধদেব জলপথে তিন মাসে কুশীনগরে পৌঁছিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

এখন আর একটি কথা এই যে, এত বড় বৈদেশিক ভ্রমণকারীর চেবা, তোবা বা "হাওরকে" সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, এ কথা শ্রীহট্টবাসী অর্থাৎ যাঁহারা কখনও সমুদ্র দেখেন নাই, তাঁহারা বলিতে পারেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা পারেন না। বৃষ্টির জলে দেশ মগ্ন হইলেই যদি তাহাকে সমুদ্র বলিতে হয়, পদ্মনাথ বাবু তবে ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলাকেও সমুদ্র বলিবেন কি? সমুদ্রের কূলে ও পর্ব্বতের মধ্যে চট্টগ্রামের অবস্থান; এ বিষয় বঙ্গদেশের মানচিত্র খুলিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। কুমিল্লাও সাগরের শাখার উপরে দৃষ্ট হইবে। কিন্তু শ্রীহট্টই বা কোথায়, আর সমুদ্রই বা কোথায়? সমুদ্রের সহিত শ্রীহট্টের দূরত্বই বা কত? কুমিল্লা সমুদ্রের কূলে হইলে, কুমিল্লা ত্রিপুরা ডিঙ্গাইয়া আবার শ্রীহট্টের নিকট সমুদ্রের অস্তিত্ব কল্পনা করাও যাইতে পারে না। কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট কোন্ গুণে হিউএন্‌সঙের উল্লেখযোগ্য হইল, আর কি দোষে চট্টল উল্লেখযোগ্য হইল না, তাহা পদ্মনাথ বাবু বলিবেন কি? দক্ষিণ দিকে পরিব্রাজক দৃক্‌পাতও করেন নাই—এ কথা প্রবন্ধের উপসংহারে পদ্মনাথ বাবুর লিখিবার হেতু আমরা এইমাত্র উপলব্ধি করিতে পারি যে, পাছে চট্টলের প্রতি ইঙ্গিত পড়ে। চট্টলে বুদ্ধদেব আগমন করিয়াছিলেন। আরাকানে সেলুইন নদীর তীর পর্য্যন্ত যে তিনি গমন করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। হিউএন্‌সঙ্ স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, বুদ্ধ সম্বন্ধে গবেষণার জন্যই তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের পদাঙ্কপূত চট্টল দেশে আসা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে কি? বিশেষতঃ তিনি ও অন্য চৈনিক পরিব্রাজক সমুদ্র উপকূল দিয়াই গমন করিয়া পর্ব্বত পার হইয়া স্বদেশের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অনেক গিরিসঙ্কট বা ঢালা (পার্ব্বত্য রাস্তা) দৃষ্ট হয়; যথা,—আলিখাঁ, গর্জ্জনীয়া, চুনতীর ঢালা প্রভৃতি। পদ্মনাথ বাবু ওয়াটার্‌স্ সাহেবের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই ওয়াটার্‌স্ সাহেব স্বয়ং অনেক প্রাচীন মত উপেক্ষা করিয়া, নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। "তিন নকলে আসল খাস্তা"। চৈনিক ভাষা ইংরাজিতে অনুবাদ করিতে গিয়া অনুবাদকেরা অনেক স্থানে ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; এ কথা পদ্মনাথ বাবুও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনিও তাঁহার উপজীব্য ওয়াটার্‌স্ সাহেবকে ও ই-শং-ন-পু-লো প্রভৃতির স্থান নির্দ্দেশগুলিকে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—যে অনুবাদকের অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রবন্ধে তিনি তাঁহার সেই লেখাকে ভ্রমশূন্য মনে করিতে পারেন নাই। যদি তাঁহার একটি দেশের অবস্থানই এত ভ্রমপূর্ণ হয়, তবে অন্য বিষয়েও তাঁহার দিগ্‌ভ্রম হইতে পারে, এই সামান্য ভ্রম স্বীকার করিলে সব গোল চুকিয়া যায়। গোষ্পদকে যাঁহার সমুদ্র ভ্রম হইতে পারে, এক দেশকে আর এক দেশ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে দিগ্‌ভ্রম হইয়াছিল, এই কথা অবিশ্বাস করিতে পারা যায় কি? বাস্তবিক পরিব্রাজক ভুল না করিতেও পারেন, ওয়াটার্‌স্ সাহেব প্রভৃতি ভুল অনুবাদ করিয়াছেন।

এক্ষণে "বিহ্-লি-ত-ট-লো সঙ্ঘতটের "উত্তর"-পূর্ব্ব পর্ব্বত-মধ্যে সমুদ্র-পার্শ্বে অবস্থিত

ছিল।” সেই লেখার মধ্যে সমতটের “দক্ষিণ”-পূর্ব্বে ছিল, এইরূপ হইলে এবং “ক-ম-লাং-কে”র পরেও তদ্রূপ “দক্ষিণ”-পূর্ব্ব স্থলে “উত্তর”-পূর্ব্ব বলিলে শিহ্-লি-চ-ট-লো চট্টগ্রাম হইবার পক্ষে কোন বাধা হইতে পারে না। বস্তুতঃ চৈনিক ভাষায় উত্তর-পূর্ব্ব, কি দক্ষিণ-পূর্ব্ব ছিল, এ বিষয়ে পদ্মনাথ বাবু নিজে কিছু দেখেন নাই। ওয়াটার্স্ সাহেবও নানা মতের ভিতর দিয়া আপন মত অর্থাৎ শিহ্-লি-চ-ট-লো সমতটের উত্তর-পূর্ব্ব ও কমলাঙ্ককে তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব, এইরূপ লিখিয়াছেন। একটির স্থলে অপরটি লিখা হইয়াছে, এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য-ভ্রম হওয়ার বিচিত্রতা নাই। বিশেষতঃ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এক অতিকায় পুস্তক। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ বীল্ হিউএন্‌সঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছিলেন, রিস্ ডেভিড্‌স্ সাহেব তাহা অশুদ্ধ বলেন। ওয়াটার্স্ তাহা শুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুবাদে অনেক ভুল থাকিলে ওয়াটার্স্ সাহেবের অনুবাদেও যে কিছু ভুল থাকিয়া যায় নাই, কে বলিবে? কারণ, মানুষমাত্রেই ভ্রম-প্রমাদের অধীন। কিন্তু দিকের ভুল হইয়া থাকিলেও বৌদ্ধচৈত্যসমন্বিত পর্ব্বতমধ্যস্থান প্রভৃতি সমুদ্রের কূল ও সমুদ্রের কূল দিয়া কিয়দ্দূর গমনের পর পর্ব্বতপথে গমন করা অকাট্য প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

রাজা গন্ধর্ব্বসেন ও রাজা ভর্ত্তৃহরি

অবন্তি দেশে শিপ্রা নদীতীরে উজ্জয়িনী নামে এক পুরী আছে। এখানে ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্রসেনের পুত্র চন্দ্রসেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে মুদ্রিত হিন্দী বড়া ভরথরীচরিত্রে,—

দেশ উজৈন জগজাহির জাকো বড়ী বিস্তার।
বহাংকে রাজা ইন্দ্রসেন হৈং সব রাজাকে মহরাজ॥
তিনকে পুত্র চন্দ্রসেন হৈঁ জগমে জাহির হৈ নাম।

রাজা চন্দ্রসেন অবন্তিকা পুরী হইতে নির্গত হইয়া রাঢ় দেশে গমন করেন এবং অজয় নদের তীরে এক পুরী নিবেশিত করিয়া, তাহার নাম রাখেন—উজ্জয়িনী।১ ইন্দ্রসেনের আর এক পুত্র গন্ধর্ব্বসেন। গন্ধর্ব্বসেনের রাণী—রূপদেঈ। গন্ধর্ব্বসেনের ঔরসে রূপদেঈর গর্ভে বিক্রমাজীত বা বিক্রমাদিত্য ও ভর্ত্তৃহরি, এই দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মেন। গন্ধর্ব্বসেন উজ্জয়িনী হইতে নির্গত হইয়া মৎস্যদেশে গমন করেন এবং তথায় তাম্রবতী২ নামে পুরী নির্ম্মাণ করেন। গন্ধর্ব্বসেন, কোন অজ্ঞাত কারণে পরিবারদের সহিত তাম্রবতী হইতে নির্গত হইয়া, ভ্রাতা চন্দ্রসেনের রাঢ় দেশস্থিত উজ্জয়িনীতে আসিয়া কিছু কাল বাস করেন। তাঁহার পুত্র বিক্রমাজীত বা বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রসেনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজা হইয়াছিলেন। বিক্রম দেশান্তরে প্রস্থান করিলে, ভর্ত্তৃহরি 'গড় উজৈন' বা উজানীতে রাজা হইয়াছিলেন।

১। সুবর্ণবণিকদের কুলজীতে ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ইহাকে উজ্জয়িনী ও বাঙ্গালা চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে উজানী বলা হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া বিভাগের অন্তর্গত ও অজয়নদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণস্থ বর্ত্তমান মঙ্গলকোট, কোগ্রাম, আড়াল (আড়ওয়াল) গ্রামগুলি যে ভূভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সেই স্থানে চন্দ্রসেন রাজার উজ্জয়িনী বর্ত্তমান ছিল। উজানীর বড়বাজার বা নূতন হাট মসজিদ মধ্যে চন্দ্রসেন নৃপতির নামাঙ্কিত একখানি প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে (উত্তর রাঢ়ভ্রমণ প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২০শ ভাগ)। "রাঢ়ে সেন রাজধানী" প্রবন্ধলেখক বলেন—"চন্দ্রপাহাড়ির নিকট চন্দ্রপাড়া নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে, তথায় চন্দ্রসেন রাজা রাজত্ব করিতেন (ভারতবর্ষ, সন ১৩২৬)।

২। Archaeological Survey of India (Tour in Eastern Rajputana) vol. VI. পুস্তকে লিখিত আছে,—It (Chatsu)—about 25 miles south of Jaipur was originaly first called Tambavati Nagara and is said to have been founded by Gandharp Sen, whom the local traditions of the place make to have been the father of Vikramaditya of Ujain and also of another son called Bhatri.......The city is said to have been at that early period surrounded by a wall of copper, whence its name of Tambavati." p. 116.

উক্ত ভর্থরীচরিত্রকর্ত্তা বলেন, গন্ধর্ব্বসেনের কন্তার নাম—মৈনাবতী। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মুদ্রিত হিন্দী ভরথরীচরিত্রে লিখিত আছে,—ভরথরী ও বিক্রমাজীতের ভগিনী মৈনাবতী। লক্ষ্ণৌ নগরে মুদ্রিত লক্ষ্মণরাম সুপিরিকৃত হিন্দী 'গোপীচন্দ ভরথরী' পুস্তকে লিখিত আছে,—তিলকচন্দ ও ময়নাবতীর পুত্র—গোপীচন্দ ও কন্তা 'চম্পাবতী' বা 'চম্পাদে'। গোপীচন্দের নানা (মাতামহ) গন্ধর্ব্বসেন ও মামা—ভরথরী।

লক্ষ্মণরাম সুপ্রিরি ভুল করিয়াছেন। তিলকচন্দ, গোপীচন্দের পিতা নহেন—মাতামহ ছিলেন। আর ভর্তৃহরির ভগিনী যদি মৈনাবতী, মৈনাবন্তী বা ময়নাবতী হন, তাহা হইলে তিনি গোপীচন্দ্রের মাতা 'ময়নামতী', 'ময়নামন্ত্রী' বা 'মৈনামতী' হইতে পৃথক্ ব্যক্তি—বিমলচন্দ্র তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লামা তারানাথের গ্রন্থানুসারে—সিংহচন্দ্রের পুত্র—বালচন্দ্র, তৎপুত্র—বিমলচন্দ্র। বিমলচন্দ্র, তীরভুক্তি (তীরহুত), বঙ্গাল ও কামরূপ—এই দেশত্রয়ে প্রভাব বিস্তার করেন। চন্দ্রদিগের শেষ রাজা—বিমলচন্দ্র, যিনি মালব শাসন করিতেছিলেন, তিনি ভর্তৃহরির ভগিনীকে বিবাহ করেন। বিমলচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র। রাজা ভর্তৃহরি, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, ললিতচন্দ্র তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যকালে চাটিগ্রামে রাজপাট ছিল৩।

মন্তব্য—লামা তারানাথ পঞ্চদশ শাক শতকের শেষভাগে ও ষোড়শ শাক শতকের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি হিমবন্ত (তিব্বত) দেশে থাকিয়া সম্ভবতঃ জনশ্রুতি অবলম্বনে ললিতচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রকে বিমলচন্দ্রের পুত্র বলিয়াছেন। গোপীচন্দ্র,৪ বিমলচন্দ্রের পুত্র নহেন এবং ললিতচন্দ্র সম্ভবতঃ গোপীচন্দ্রের অগ্রজ ও শ্রীচন্দ্রের অনুজ ভ্রাতা ছিলেন।

গন্ধর্ব্বসেনের কন্তা যদি মৈনাবতী নহেন, তবে তাঁহার কন্তা কে? তাঁহার কন্তা বিপুলা বা বেহুলা। অগ্রে বলিয়াছি, মনসার কবিগণ, গন্ধর্ব্বসেনকে শাহরাজা, শাহেরাজা, শাহবেণে, শাহসওদাগির, সায়বেণে ও মুক্তসাহ বলিয়া জানিতেন, তাঁহার আসল নাম জানিতেন না। নারায়ণদেব, এক স্থানে তাঁহাকে 'গন্ধর্ব্ব বর্ণিক'৫ বলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান হয়, তিনি গন্ধর্ব্ববণিক্ বা গন্ধর্ব্ববেণে নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। দ্বিজ হৃদয় ব্রাহ্মণের মনসায়৬ চাঁদের চম্পক হইতে উজানী যাত্রার পথে গঙ্গা (গাঙ্গুর) ও দামোদর পার হওয়া ও নারায়ণদেবের মনসায়৭ উজানী হইতে চম্পকে প্রত্যাগমন-পথে দামোদর ও গঙ্গা (গাঙ্গুর) পার হওয়ার বিবরণ

৩। See Sarat Chandra Dass, 'A note on the Antiquity of Chittagang' (J. A. S. B., 1878).

৪। গোপীচন্দ্র, রাজা মাণিকচন্দ্রের পুত্র। গত সন ১৩২৩, চৈত্রের 'সুবর্ণবণিক্‌সমাচারে' আমার 'বণিক্ ইতিহাসের কিয়দংশ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫। বাইশ কবি মনসা, ২৫২ পৃঃ।

৬—৭। ঐ ঐ। ২৩৩।২৩৬ পৃঃ।

দৃষ্টে বোধ হইতেছে, গন্ধর্ব্বসেন, লখিন্দরকে স্বীয় কন্যা বিপুলা বা বেহুলা সম্প্রদানের পর, রাঢ়দেশের অজয়তীরস্থ উজ্জয়িনী হইতে নির্গত হইয়া, সপরিবারে পূর্ব্ববঙ্গে যান এবং সেখানে উজানী নগরী (ত্রিপুরা জেলা) নিবেশিত করেন। গন্ধর্ব্বসেন, সে দেশে অবস্থানকালে পূর্ব্বোক্ত শাহরাজা প্রভৃতি নামে এবং গন্ধর্ব্ববণিক্[৮] ও গন্ধর্ব্বরাজা নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। গন্ধর্ব্বসেন যে সশরীরে ঐ দেশে বর্ত্তমান ছিলেন, গোরক্ষবিজয় গ্রন্থেও তাহার নিদর্শন পাইতেছি। উক্ত গ্রন্থকার, তাঁহার আদর্শ—পূর্ব্বগত কোনও কবির কাব্যে নিশ্চয়ই "গন্ধর্ব্বরাজা" পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি স্বীয় গ্রন্থে গোরক্ষনাথের প্রভাব বর্ণনাকল্পে 'বিরহিণী' নাম্নী গন্ধর্ব্বরাজার কন্যার[৯] প্রসঙ্গ করিয়া একটি আজগুবি কাহিনী দিয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরি সিংহলপট্টনের রাজকন্যা 'সামদেঈ' বা 'শ্যামাদে'কে[১০] বিবাহ করেন। সিংহলপট্টন কোথায়? সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৫শ ভাগে প্রকাশিত আমার 'রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ' প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে, আমার নির্ণয় অনুসারে বণিক্‌রাজ সিংহবাহুর রাজধানী সিংহপুরের বর্ত্তমান নাম—সিঙ্গুর (তারকেশ্বর রেলওয়ে)। সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ হইতে তাম্রপর্ণি (লঙ্কা) দ্বীপের নাম হয়,—সিংহল দ্বীপ। 'কারণ্ডব্যূহে' বিজয়সিংহ 'সিংহলরাজ' ও তাঁহার সহচরগণ 'বণিক্‌পুত্র' কথিত হইয়াছেন। কারণ্ডব্যূহ ও মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থানুসারে ইঁহাদের সংখ্যা ৫০০ এবং মহাবংশ নামক সিংহলের ইতিহাস অনুসারে ৭০০ ছিল। সিঙ্গুরের তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব সরস্বতী নদীতীরে সিংহপুরের সিংহরাজাদের সিংহলপট্টন নামক এক বন্দর ছিল। বিজয়সিংহ, এই বন্দর হইতেই জাহাজে উঠিয়া তাম্রপার্ণী দ্বীপে যান। এই সিংহলপট্টনই চণ্ডীকাব্য ও মনসামঙ্গলকর্ত্তা কবিদের—সিংহল পাটন ও সিংহল দ্বীপ। এ কালে উহার নাম হইয়াছে—সিঙের ভেরি। বঙ্গ ভরথরীচরিত্র-কর্ত্তা, ইহাকেই আপন গ্রন্থের সর্ব্বত্র—'সংগলদ্বীপ' ও ১২৭ পৃষ্ঠায় 'সিংহলদ্বীপ' করিয়াছেন।

৮। নারায়ণদেব, গন্ধর্ব্ববণিক্, জাতিবাচক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি চাঁদকে ছদ্মবেশী গন্ধর্ব্ববণিক্ সাজাইয়া তাঁহার মুখে পরিচয় দান স্থলে 'গন্ধর্ব্ববণিক্' (২৫২পৃঃ) এবং বিপুলার পরিচয় দানকালে তাঁহার মুখেও—'গন্ধর্ব্ববণিক্' (৩৩৮ পৃঃ) বলাইয়াছেন। কিন্তু গন্ধর্ব্ববণিক্ নামে কোনও বণিক্‌জাতির অস্তিত্ব না থাকায়, উত্তরকালে দ্বিজ বংশীদাস—গন্ধর্ব্ববণিক্ স্থলে, চাঁদের—'গন্ধবণিক্ পদ্ধতি'র (১৯২ পৃ) কল্পনা করেন। পাঙ্খিক, পাঙ্খি বা পঙ্খি একটি প্রাচীন জাতি, নানা শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশী কোশল দেশে ইঁহারা আগরবাল প্রভৃতি বণিক্‌দিগের অন্তর্গত নহেন। Sherring's Hindu Tribes and Castes গ্রন্থে ইঁহাদিগকে শিল্পিক জাতির অন্তর্গত দেখা যায় এবং কাণপুর প্রভৃতি বড় বড় নগরে বৎসর বৎসর যে বৈশ্যমহাসভা (Conference) বসিয়া থাকে, তাহাতে পঙ্খির স্থান নাই।

৯। গোরক্ষবিজয় ৩৫ পৃষ্ঠায় ৫ সংখ্যক পাঠান্তর দ্রষ্টব্য। 'গর্ব্বত্তর রাজছত্রা', 'গার্ত্তসের রাজছত্রা' (৩৫ পৃঃ) ও 'গর্ব্বহ্রাজছত্রা' (পরিশিষ্ট ক) (১৬ পৃ) পাঠান্তর হইতে গন্ধর্ব্বসেন রাজছত্রা ও গন্ধর্ব্ব-রাজছত্রা পাওয়া যাইতেছে।

১০। কলিকাতায় মুদ্রিত হিন্দী ভরথরীচরিত্র দ্রষ্টব্য।

ঐ পুস্তক হইতে ভর্তৃহরির পুত্রের নাম জানিতে পারি নাই। তাঁহার পুত্রবধূ রাণী ফুলবা। পশ্চাৎ "রাজা বিক্রমকেশরী ও ধনপতি সদাগর" প্রবন্ধে প্রমাণের সহিত দেখাইব, ভর্তৃহরির পুত্র—রাজা সুরথ বা সুরথাদিত্য। ইনি উজানীর অনতিদূরস্থ সুপুর নামক নগরে রাজত্ব করিতেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, "চুণার চরণাদ্রি" প্রবন্ধে[১১] লিখিয়াছেন,—"ভর্তৃহরি, উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা" এবং "উজ্জয়িনী হইতে এক ক্রোশ উত্তরে শিপ্রানদীতীরে ভূগর্ভস্থ অট্টালিকামধ্যে ধ্যানস্থ ভর্তৃহরি ও তাঁহার গুরু গোরক্ষনাথ, রাণী পিঙ্গলার মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।"

নিখিল বাবুর মত খণ্ডন

মন্তব্য—উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিতে মালবীয় জনগণের অব্দের সংবৎ নামদাতা, নবরত্ন-সভাধিষ্ঠিত উজ্জয়িনী-পতি বিক্রমাদিত্যকে বুঝাইতেছে। গোরক্ষনাথ—ভর্তৃহরি ও ময়নামতীর গুরু ছিলেন, তিনি ঐ শকারি বীর বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্তৃহরির গুরু হইতে পারেন না। রাজ্ঞী পিঙ্গলা কে? ভরথরীচরিত্র হইতে জানি, উনি রাণী সামাদেঈর ভগিনী ও ভর্তৃহরির শ্যালী। রাণী পিংগলার সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছিল। আর চুণারে নিখিল বাবুর উক্ত যে ভর্তৃহরির আশ্রম ছিল, তিনিও পূর্ব্বোক্ত বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া বোধ হয় না। কেল্লার যে অংশ ভর্তৃহরির প্রাসাদ নামে প্রসিদ্ধ আছে, সেই স্থানে বসুরাতের শিষ্য, বৈরাগ্যশতককর্ত্তা ভর্তৃহরির আশ্রম ছিল। অযোধ্যা প্রদেশের রঞ্চি নামক নগর, বোধ হয় ইনিই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[১২]। এই ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতক ব্যতীত শৃঙ্গারশতকং ও নীতিশতকং লিখিয়াছিলেন এবং তিনি একজন বৈয়াকরণ ছিলেন। স্বর্গীয় ভট্ট মোক্ষমূলর, অমিতায়ুর্ধ্যান-সূত্রের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—ইৎসিং, ভর্তৃহরির মৃত্যুকাল ৬৫০ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। ইৎসিং খৃঃ ৬৭১—৬৯০ অব্দে ভারতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ভরথরীচরিত্রে লেখা আছে, ভর্তৃহরি, যোগিবেশে 'সংগলদীপে' যাইয়া গোরক্ষনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে 'কামরূ(প) দেশে ও তৎপরে 'কনকামে' বা 'কনকোঁমে' (আমাদের কনকক্ষেত্রে?) গমন করেন এবং আবার 'সংগলদীপে' যাইয়া গোরক্ষনাথের চেলা হন। শুনিয়াছি, গুরুমুখী পঞ্জাবী ভাষায় লিখিত 'গোরক্ষ অবদেশ' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, গোরক্ষনাথ কামাখ্যায় গিয়া অনেক শিষ্য করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত আছে,—'কদলীর বন', 'কদলীসহর' বা 'কদলি'তে আবদ্ধ স্বীয় গুরু মীননাথকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত. গোরক্ষনাথকে তথায় যাইতে হইয়াছিল। ঐ কদলীর বন যে কামরূপের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত, তাহা ঐ পুস্তকের টীকায় দেখাইয়াছি। মীনচেতন ও গোরক্ষবিজয় পুস্তকেও

১১। ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ—সন ১৩২৪।

১২। Gazetteer of the Provinces of Oudh, Rai Barelei, Distrit, P.220.

মীননাথকে উদ্ধার করিতে গোরক্ষনাথের 'কদলি'তে যাওয়ার ও সেখানকার সবিস্তর বর্ণনা আছে।

ভর্ত্তৃহরি, এক শৈব যোগিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। সেই যোগিসম্প্রদায়ের নাম—ভর্ত্তৃহরি। তাহারা ভর্ত্তৃহরিকে স্বীয় সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বলিয়া অঙ্গীকার করে১৩। শ্রীযুক্ত নিখিল বাবু লিখিয়াছেন,—"ভর্ত্তৃহরি হইতে এক যোগিসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা বাদ্যযন্ত্র হস্তে ভর্ত্তৃহরির গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে। কাশীধাম তাহাদের প্রধান স্থান।" মলয় গিরির পশ্চিমে—'মল্লার দেশ' (ত্রিবাঙ্কুর, দক্ষিণ মলবর)। মহাপ্রভু ঐ দেশে "ভট্টমারী" সম্প্রদায় দেখিয়াছিলেন। ইহারা পরিবার ও পশুপাল সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করে। কোনও লেখক ভট্টমারী ও ভর্ত্তৃহরি অভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়াছেন।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল

পরিশিষ্ট

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়-লিখিত 'চন্দ্রসেন রাজার শিবলিঙ্গ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ফাল্গুন মাসের (সন ১৩২৭) ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক, মঙ্গলকোটের প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমকেশরীকে, রাজা চন্দ্রসেনের বংশধর বলিয়াছেন। রাজা চন্দ্রসেনের নিকট অনেক রাজা মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। মঙ্গলকোট থানার অধীন একটি গ্রামের নাম—নিগনগ্রাম। এই গ্রামে বি, কে, রেলওয়ের একটি ষ্টেশন হইয়াছে। নিগন গ্রামের পশ্চিম পাড়াটি জগদীশপুর নামে কথিত। বহু পূর্ব্বে জগদীশপুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল, তাহা প্রাচীন পার্শী ভাষায় লিখিত দলিল হইতে জানা যায়। এই গ্রামের দিকে ব্রাহ্মণী নামে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। এই নদীতীরে মঙ্গলকোট উজানীর গৌরবরবি চন্দ্রসেন রাজার রাজবাটী ছিল। এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। চন্দ্রসেনকে লোকে "চাঁইরাজা" বলিয়া থাকে এবং তাঁহার খানিত সরোবরকে "চাঁইদিঘী" বলে। লেখকের গৃহস্থিত একখানি পুঁথির নাম—"চন্দ্রেশ্বর-মাহাত্ম্য"। আরম্ভ এই,—

"নত্বা হরপদাম্ভোজং কলিকল্মষনাশনং।
লিঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যং হি বর্ণ্যতে শিবশর্ম্মণা॥
সুহ্মদেশ মধ্যে এক উজানী নগর।
চন্দ্রসেন নামে তথা ছিল নরবর॥

১৩। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ১৪১ পৃঃ।

শেষ,—

"দ্বিজ শিবশর্ম্মা ভণে ভাবি একমনে।
মহাদেব বিনা নাহি অন্য কারে জানে॥
বাৎসবগোত্রকুলোদ্ভবেন শিবগুপ্তেন শর্ম্মণা।
বর্ণ্যতে হি মাহাত্ম্যং যৎ শ্রুতং ময়ানুলোকতঃ॥"

"এই কবিতার লেখক এই নিগনগ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম শিবশর্ম্মা, বাৎসব গোত্রের অনেক ব্রাহ্মণ উক্ত গ্রামে বাস করেন।" লেখক আরও বলেন, "মঙ্গলকোটের সকল রাজাই শৈব ছিলেন।"

লিঙ্গেশ্বর-মাহাত্ম্য-কর্ত্তা উজানীকে সুহ্মদেশের অন্তর্গত বলিয়াছেন। Geographical Dictionary-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে এম এ, বি এল দেখাইয়াছেন, দশকুমারচরিতের মতে দামলিপ্ত (তাম্রলিপ্তের নামান্তর দামলিপ্ত, ইতি হেমচন্দ্র) সুহ্মদেশের প্রধান নগর। বীরভূম-বিবরণকার, ত্রিষষ্টিগড় (শ্যামারূপার গড়) সুহ্মের রাজধানী ছিল, মনে করেন। ত্রিষষ্টিগড়ের অদূরে ইলাম বাজারের নিকটবর্ত্তী দেবপুর নামক গ্রামের পার্শ্বে সুহ্মেশ্বরী নামক দেবীমূর্ত্তি যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ছবি বীরভূম-বিবরণে প্রকাশিত আছে।

মানভূম-বরাহভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা

যে দ্বাদশটি তাম্রমুদ্রার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল, সে কয়টি মানভূম জেলার বরাহভূম পরগণাস্থিত বেলডি গ্রামে আমি ২০শে মে, ১৯১৯ তারিখে পাই। তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে পুরুলিয়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবচন্দ্র সরকার মহাশয় ঐ জাতীয় একটি মুদ্রা আমাকে দেখান। সেটি দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, ইহা কোন তাম্রপাত্রের ভগ্ন অংশ, মুদ্রা নহে। এইরূপ মনে করিবার প্রধান কারণ এই যে, সেটির পরিধি বেশ গোল না হইয়া, এক পার্শ্বে খানিকটা হাতলের মত বাহির হইয়াছিল, যাহা দেখিলে মনে হয় যে, বড় কোন একটা জিনিষ ভাঙ্গিয়া এরূপ আকারে দাঁড়াইয়াছে। এ দেশে ধান মাপিবার পয়লা (যাহাকে আমাদের দেশে খুঁচি অথবা শলি অথবা কুনকে বলে) অনেক সময় পিত্তল, তামা অথবা অন্য ধাতুনির্ম্মিত হয় ও তাহার গাত্রে অনেক সময় চিত্র অঙ্কিত থাকে। এরূপ তাম্র-নির্ম্মিত পয়লা ভাঙ্গিয়া গেলে অনেকটা এইরূপই জিনিষ হইবে; এবং আমার মনে হইয়াছিল যে, ভূদেব বাবু যাহাকে তাম্রমুদ্রা বলিতেছেন, তাহা কোন পুরাতন যুগের পয়লার ভগ্নাংশ মাত্র।

কিন্তু ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসের বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটির পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ পড়িয়া ও ঐ প্রবন্ধের শেষে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, আমারই ভুল হইয়াছে। মাননীয় ই, এচ, সি, ওয়াল্‌স সাহেবের "পুরীকুষাণ কয়েন্‌স্"-শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে যে বারটি তাম্রমুদ্রার চিত্র ছিল, তাহার মধ্যে ছয়টিতে (৪, ৫, ৬, ১০, ১১. ও ১২ সংখ্যা) ঐরূপ হাতলের মত বর্দ্ধিত ভাগ ছিল ও দুই সংখ্যক ব্যতীত অপর সকলগুলিতেই যে চিত্র ছিল, সেগুলি ভূদেব বাবুর সেই তাম্রমুদ্রারই ঠিক অনুরূপ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত Notes on Indian Numismatics প্রবন্ধের তিন সংখ্যক চিত্রেরও এক পৃষ্ঠের ছবি ঐ জাতীয়; এটিতে কিন্তু ঐরূপ হাতল নাই। চিত্র মিলাইয়া দেখিলে, ভূদেব বাবুর প্রদত্ত মুদ্রাটি যে পুরীকুষাণজাতীয় মুদ্রা, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ রহিল না।

কার্য্যব্যপদেশে বরাহভূম পরগণাস্থ বলরামপুর বাজারে আমাকে যাইতে হয়; তথা হইতে সন্ধান লইয়া সাত মাইল দূরস্থিত বেলডি গ্রামপ্রান্তে স্থিত শ্মশানটাঁড় নামক শ্মশানভূমি হইতে কয়েকটি এই জাতীয় মুদ্রা প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে ছয়টি (১, ২, ৩, ৫, ৮ ও ১০ সংখ্যক) পাটনা মিউজিয়মের কিউরেটর মহাশয়কে দিয়াছি ও অপর ছয়টি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় লোকে এগুলিকে 'গেঁড়ি পয়সা' নামে অভিহিত করে।

এই মুদ্রাগুলি কোন্ কালের ও কিরূপে এখানে আসিল, আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে

পাওয়া যায় যে, যে স্থান হইতে এগুলি পাওয়া যায়, তাহার একটি বিশিষ্টতা আছে। ইহা হইতে তাম্রমুদ্রাগুলির ইতিহাস সম্বন্ধে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থানটির নাম শ্মশানটাঁড় ; এরূপ নামের কারণ হইতেছে যে, তাহার পার্শ্বেই ভূমিজ জাতির একটি সমাধিস্থল রহিয়াছে। প্রত্যেক ভূমিজ-পরিবারের এক একটি নির্দ্দিষ্ট সমাধিস্থল থাকে, সে স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও অস্থি বা ভস্মাবশেষ প্রোথিত করে না। এক গোত্রের সমাধিস্থলে অন্য গোত্রের সমাধি হইতে পারে না। বেলডির শ্মশানটি কাউরি-গোত্রীয়দের সমাধিস্থল।

ভূমিজদিগের সমাধিস্থলে জমির উপর বড় বড় পাথর সারবন্দি করিয়া সাজান থাকে। এক একখানি পাথর এক একটি সমাধি। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, শায়িত এক একটি বড় পাথরের তিনটি কিংবা চারিটি ছোট ছোট পাথরের খুঁটার মত আছে। কিন্তু খুঁটাগুলি প্রায়ই মৃত্তিকায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। যদি মৃত্তিকা সরাইয়া সেই খুঁটাগুলি বাহির করা যায়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ইতিহাসে ব্রিটনদের সমাধিস্থলে যে কমলেকের বিবরণ থাকে, অনেকটা সেইরূপই প্রতীয়মান হয়।

এরূপ সমাধিস্থল অনেক গ্রামেই আছে, কিন্তু বেলডির শ্মশান-ভূমিতে একটি জিনিষ দেখিলাম, যাহা আর কোথায়ও দেখি নাই। এ দেশে অনেক জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে ও এই সকল মন্দিরের নিকট প্রায়ই পাথরের ছোট ছোট প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের প্রতিকৃতিগুলিকে কি বলে, জানি না ; কোনও কোনও পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি যে, আমরা যেমন ঠাকুরের নিকট মানত করি, জৈনেরা সেরূপ মন্দিরের প্রতিকৃতি বসাইবার জন্য মানত করিতেন। ঠিক এই জাতীয় একটি জিনিষ বেলডির শ্মশানের মধ্যস্থলে বিরাজমান। নিকটে কোন জৈনমন্দির ছিল বলিয়া জানি না ; ভূমিজের সমাধিস্থলে এইরূপ জৈনমন্দিরের প্রতিকৃতি কোথা হইতে আসিল, কেহ বলিতে পারিল না। এইমাত্র শুনিলাম যে, বেলডির লোকেরা এই মন্দির-প্রতিকৃতিটিকে নিশান বলে ও ভূলাগ্রামে (এ স্থান হইতে আন্দাজ বার মাইল দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে) কাহনগোত্রীয় ভূমিজদের সমাধিস্থলে এরূপ আর একটি নিশান আছে। ভূলাগ্রামে যাইবার আমার কখনও সুযোগ হয় নাই। বেলডির শ্মশান-ভূমির একটি ফটোগ্রাফ গৃহীত হইয়াছে ও মন্দির-প্রতিকৃতিটিরও একটি পৃথক্ ফটো লওয়া হয় ; সেই দুইটি এখানে দিলাম। সমস্ত শ্মশানভূমির চিত্রটিতে মন্দির-প্রতিকৃতিটি ততটা স্পষ্ট উঠে নাই, একটু খুঁজিয়া দেখিতে হয় ; সুবিধার জন্য তাহার উপরিভাগে "ক" চিহ্ন দিয়া দিলাম।

শুনিয়াছি, প্রাচীন কালে অনেক জাতির মধ্যে, মৃত ব্যক্তির সমাধির নিকট পাত্রবিশেষে করিয়া চলিত মুদ্রা কিছু কিছু রাখিয়া দিবার প্রথা ছিল। এইরূপ কোন প্রথা এই "পুরীকুষাণ" মুদ্রাগুলির বেলডির শ্মশানভূমির নিকটস্থ স্থানে আসিবার কারণ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু

পাওয়া গিয়াছে, এরূপ কথা কেহই বলিতে পারিল না। আমি এ সম্বন্ধে বেলডির লোকদিগকে বারবার প্রশ্ন করিয়াছিলাম।

ভূদেব বাবুর নিকট যে গ্রীক অক্ষর-লিখিত তাম্রমুদ্রাটি পাইয়াছিলাম, সেটি আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট দিয়াছি। সেটির সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীচুণীলাল রায়

পুরীকুষাণ মুদ্রা সম্বন্ধে মন্তব্য

(১)

চুণীবাবু যেরূপ মুদ্রা পাইয়াছেন, ঐরূপ ৫৪৮টি মুদ্রা পুরী জেলায় ১৮৯৩ সালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ডাক্তার হর্ণলে ১৮৯৫ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যবিবরণীতে সেগুলির বিবরণ দিয়াছেন। তাহারও পূর্ব্বে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে গঞ্জাম জেলায় ঐ ধরণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। ওয়ালটার ইলিয়ট্ নামক একজন সাহেব ঐ বৎসরের মাদ্রাজ জর্ণ্যাল অফ্ লিটারেচার ও সায়েন্স পত্রিকায় সেগুলির বিবরণ দিয়াছেন। ১৯১৭ সালে বাঁকিপুরের ওয়াল্‌স্ সাহেব সিংহভূম জেলায় রাখা পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে ৩৭০টি এই ধরণের মুদ্রা পাইয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের বিহার এবং উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটির জর্ণ্যালে তিনি তাহার মধ্য হইতে কতকগুলির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর চুণীবাবুর এইগুলি।

এইরূপ মুদ্রা কোথায় কোথায় পাওয়া গিয়াছে।

কণিষ্কের যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার সোজা দিকে কণিষ্কের দণ্ডায়মান প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং অপর দিকে চন্দ্রদেবের দণ্ডায়মান প্রতিমূর্ত্তি আছে। কণিষ্কের দাড়ি আছে, মাথায় টোপরের মত টুপি আছে। গায়ে কোট, পরিধানে পেন্‌টুলেন, কোমরে তরবারির খাপের মধ্যে তরবারি। পায়ে শিকারীদের বুট জুতার ন্যায় বুট জুতা। চন্দ্রদেবের গায়ে চাপকান। তাঁহার বাম হস্ত কোমরে ও দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত। একটি অর্দ্ধচন্দ্র দুই স্কন্ধের দুই পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছে। তাঁহার এক ধারে একখানি তরবারিও আছে।

এই মুদ্রাগুলিকে কি নামে অভিহিত করা হয়।

যে সকল মুদ্রার কথা বলিতেছি, ইহারও মধ্যে অধিকাংশের সহিত কণিষ্কের মুদ্রার সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া এই মুদ্রাগুলির নাম "কুষাণ মুদ্রা" রাখা হইয়াছে। হর্ণলে সাহেব পুরী জেলায় বহুসংখ্যক কুষাণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া উহাদিগকে "পুরীকুষাণ" মুদ্রা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব আমরাও চুণীবাবুর মুদ্রাগুলিকে ঐ নামে অভিহিত করিব।

এই সকল মুদ্রা দেখিতে অত্যন্ত অসমতল, ধারগুলি ভাল করিয়া কাটাও হয় নাই। এমন কি, ছাঁচে ঢালাই করিবার সময় এক দিকে হাতলের মত একটু যাহা বাহির হইয়া থাকে, তাহাও ইহাতে আছে। ওয়াল্‌স্‌ সাহেব রাখা পর্ব্বতের অনতিদূরে তামা প্রস্তুত করিবার পুরাতন একটি কারখানার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, নিকটে একটি টাঁকশাল ছিল। মুদ্রাগুলি কাটাছাঁটা ও পালিস হইবার পূর্ব্বেই হয় ত টাঁকশাল উঠিয়া গিয়াছিল। যদি তাঁহার কথা ঠিক হয় এবং যদি ভাল করিয়া খোঁজ করা যায়, তাহা হইলে যে যে স্থান হইতে পুরীকুষাণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানে টাঁকশালের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বত্র সেইরূপ ভগ্নাবশেষ পাইবার কোন খবর পাওয়া যায় নাই। আরব ও পারস্যের কোন কোন স্থানে পরজন্মে পয়সার দরকার হইবে বলিয়া, মৃত ব্যক্তির গোরস্থানে পয়সার ভাঁড় পুতিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল শুনিয়াছি। ওয়াল্‌স্‌ সাহেব মুদ্রাগুলির নিকটে ভাঁড়ের টুকরা পাইয়াছিলেন, চুণীবাবুও পাইয়াছেন। চুণীবাবুর জায়গার নাম শ্মশানটাঁড়। বলা যায় না, হয় ত আমাদের দেশেও মৃত ব্যক্তির সহিত পরলোকে পয়সা পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল। আমার যত দূর বিশ্বাস, এই মুদ্রাগুলি টাঁকশালের প্রত্যাহৃত পয়সা এবং সেই জন্য সস্তাও ছিল। কিন্তু বাজারে চলিত না বলিয়া, মৃত ব্যক্তির সহিত পরজন্মের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইত।

পুরীকুষাণ মুদ্রার উৎপত্তি ও ব্যবহার।

প্রফেসার র‍্যাপসন্‌ মুদ্রাগুলির সময় খৃষ্টীয় অব্দের প্রথম তিন শতকের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট্‌ স্মিথ্‌ খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে ঐগুলির সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ মতভেদের প্রধান কারণ এই যে, উভয়ে কেহই মুদ্রাগুলিতে অক্ষর পান নাই। কিন্তু সম্প্রতি একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে "টংকা" কথাটি স্পষ্ট গুপ্তাক্ষরে লিখিত আছে। রাখালবাবু ভাল করিয়া অক্ষর দুইটি অপর শিলালিপির অক্ষরের সহিত মিলাইয়াছেন। তাঁহার মতে এইরূপ সমস্ত মুদ্রা খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগের পূর্ব্বে তৈয়ারী হইয়াছিল, হয় ত ষষ্ঠ শতকেও ঐগুলি প্রচলিত ছিল। তিনি বলেন, সে সময়ে অন্যান্য মুদ্রার সহিত কণিষ্কের মুদ্রাও প্রচলিত ছিল এবং তাহারই নকল করিতে গিয়া "পুরীকুষাণ" মুদ্রার উৎপত্তি হইয়াছিল।

সময় নির্দ্দেশ।

মুদ্রার বিবরণ

সংখ্যা	সোজা	উল্টা
১।	দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্ত উপর দিকে বাঁকান। বাম হস্ত প্রসারিত। পরিধানে চাপ্‌কান, পায়ে বুট। বুটের অগ্রভাগ	দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্ত উপর দিকে বাঁকান। বাম হস্ত নাই। বাম স্কন্ধের বাম দিকে

সংখ্যা	সোজা	উল্টা
	অনেকটা নাগরা জুতার ন্যায়। জুতা লম্বা-লম্বি প্রসারিত।	অর্দ্ধচন্দ্র। পরিধানে চাপকান। জুতা সোজা দিকের ন্যায়।
২।	প্রথম সংখ্যার ন্যায়। ইহাতে কেবল বুটজুতার অগ্রভাগ নাগরা জুতার মত বাঁকান নহে—সোজা।	প্রথম সংখ্যার ন্যায়। ইহাতে বুটজুতা সোজাদিকের মত।
৩।	দ্বিতীয় সংখ্যার ন্যায়।	দ্বিতীয় সংখ্যার ন্যায়।
৪।	তৃতীয় সংখ্যার ন্যায়। কেবল বুট অপেক্ষাকৃত ছোট।	তৃতীয় সংখ্যার ন্যায়। কেবল জুতা সোজা দিকে যেরূপ।
৫।	১ সংখ্যার ন্যায়। ছাঁচের দোষে পেটের খানিকটা খাইয়া গিয়াছে।	১ সংখ্যার ন্যায়।
৬।	৪ সংখ্যার ন্যায়। কোমর ভারি সরু।	৪ সংখ্যার ন্যায়।
৭।	২ সংখ্যার ন্যায়।	২ সংখ্যার ন্যায়।
৮।	২ সংখ্যার ন্যায়। বড়ই বসা। বাম পায়ের খানিকটা খাইয়া গিয়াছে।	২ সংখ্যার ন্যায়।
৯।	২ সংখ্যার ন্যায়। কিন্তু বুঝিবার উপায় নাই। অতিশয় ঘসিয়া গিয়াছে। কাঁধের কাছে খানিকটা খাইয়া গিয়াছে।	২ সংখ্যার ন্যায়। কিন্তু অতিশয় ঘসিয়া গিয়াছে। মাথার জায়গায় একটা গর্ত্ত।
১০।	৬ সংখ্যার ন্যায়। বাম হস্তের নীচে খানিকটা খাইয়া গিয়াছে। মাথায় যেন একটা চূড়া।	৪ সংখ্যার ন্যায়। মাথাটা বাম দিকে একটু হেলা।
১১।	৪ সংখ্যার ন্যায়। মাথাটা বাম দিকে একটু হেলা।	৪ সংখ্যার ন্যায়।
১২।	বড়ই ঘসিয়া গিয়াছে। প্রায় কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। যেটুকু দেখা যায়, তাহাতে ১ সংখ্যার মত বলিয়া বোধ হয়।	ইহাও খুব ঘসা। যত দূর বুঝা যায় তাহাতে ৪ নম্বরের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

(২)

ইতিহাস-শাখার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষ্যে বলিলেন যে, এরূপ মুদ্রা পূর্ব্বে অনেকগুলি পাওয়া যাইলেও পরিষৎ-চিত্রশালায় একটির অধিক রক্ষিত হয় নাই। শুদ্ধ এই কারণেই

শ্রীযুক্ত চুণীবাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ। এগুলি দ্বারা মুদ্রাবিভাগের এক অধ্যায়ের ইতিহাস আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। এ সম্বন্ধে জর্ণ্যাল্ অফ্ দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটির পত্রিকায় ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসের খণ্ডে ওয়াল্‌স্ সাহেব সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ বাবু তাহা হইতে সারসংগ্রহ করিয়া দিলেও অল্প কথার মধ্যে বিষয়টি বিশেষ দক্ষতার সহিত বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "পুরীকুষাণ" মুদ্রা সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত পত্রিকায় ওয়াল্‌স্ সাহেবের প্রবন্ধের সহিত একই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। একই মুদ্রার সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে দুই জনে ঠিক একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। লিপিতত্ত্ব হইতে দুই জনই বিচার করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর মতে ইহার প্রচারকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী, ওয়াল্‌স্ সাহেবের মতে সপ্তম শতাব্দী। আমাদের আলোচ্য মুদ্রাগুলির একটিতেও অক্ষর বা কোন লিখা নাই।

কুষাণ মুদ্রার চিত্রগুলির সহিত "পুরীকুষাণ" শাখাস্থ মুদ্রাগুলির চিত্রের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়াই উভয়কেই "কুষাণ" আখ্যায় অভিহিত করা হয়। পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাস্থ কণিষ্ক ও চন্দ্রদেবের মূর্ত্তি "পুরীকুষাণ" মুদ্রায় দৃষ্ট হয়; ইঁহাদের বেশভূষা ও দণ্ডায়মান হইবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত একপ্রকারের। এ প্রকার হয় কেন? যে দুর্ব্বল; সে পরাক্রান্তের অনুকরণ করে। কুষাণ সম্রাটেরা আর্য্যাবর্ত্তে একচ্ছত্রেশ্বর ছিলেন; তাঁহারা শিল্পে ও রাষ্ট্রনীতিতে নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়া অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন; সুতরাং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বস্তু ও বিষয়গুলি যে অনুকরণীয় হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে বিস্ময় কি? গ্রীসের পেরিক্লিসের সময়কার শিল্পের বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য পরবর্ত্তী যুগে, এমন কি, অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়। ইহা না হইয়া যাইতে পারে না। কুষাণ সম্রাট্‌দিগের শিল্পের ধারা সে সময় ও পরবর্ত্তী যুগেও অনুকৃত হইয়াছিল। আমি কুষাণ ভাস্কর্য্য ও গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া ইহা বুঝিয়াছি। এই কারণেই প্রবলপরাক্রান্ত কুষাণ সম্রাট্‌দিগের মুদ্রার রীতি তৎপরবর্ত্তী ও অল্প পরে গুপ্ত রাজাদিগের মুদ্রাতেও দৃষ্ট হয়।

পুরীকুষাণ নামের সার্থকতা।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ স্থির করিয়াছিলেন যে, এ মুদ্রাগুলি পুরীর মন্দিরে পূজা ও প্রণামী প্রভৃতি হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এ সিদ্ধান্ত আদৌ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কোন মন্দির-বিশেষের জন্য কোন মুদ্রাবিশেষের প্রবর্ত্তনার কথা শুনা যায় না। আর তাহা যদি হইবে, তবে দেবদেবীমূর্ত্তি না দেখিয়া, জুতা ও তরবারিযুক্ত রাজমূর্ত্তি দেখা যায় কেন? এবং রাঁচি, সিংহভূম, বরাহভূম প্রভৃতি স্থান—যেখানে মন্দির দৃষ্ট হয় না, সেখানেই বা ইহাদের প্রচলন কেন? এ মুদ্রাগুলি সম্বন্ধে আর একটি মত আছে; সেটি এই যে, অলঙ্কার হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হইত; এটি অধ্যাপক র‍্যাপসন্ সাহেবের মত। এ মতও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মুদ্রা অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত করিতে হইলে গ্রন্থন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই; গ্রন্থন করিতে হইলে বহির্ব্বর্দ্ধিতাংশের

মুদ্রাগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে মতামত।

বা ছিদ্রের প্রয়োজন। সে সব কিছুই দৃষ্ট হয় না। আধুনিক যুগে মুদ্রা প্রভৃতি যে ভাবে অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়, তখনও হয় ত সেরূপভাবে হইত; কিন্তু তাহা বলিয়া শুদ্ধ যে অলঙ্কার হিসাবে এগুলি প্রস্তুত হইত, এরূপ মনে করিবার কোন কারণই নাই।

ওয়াল্‌স্ সাহেব ও রাখাল বাবু "টংকা" শব্দযুক্ত যে মুদ্রাটির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেই সপ্রমাণ হয় যে, এ মুদ্রাগুলি মন্দির-পূজা বা প্রণামীর জন্য, কিংবা অলঙ্কার হিসাবে প্রস্তুত হইত না; মুদ্রা হিসাবেই এগুলির সার্থকতা ছিল। এ স্থলে আমার আর একটি কথা মনে হইতেছে, তাহা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। ইহা মুদ্রাগুলির সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে।

সময় নির্দ্দেশ।

অদ্যাবধি যতগুলি পুরীকুষাণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি ভিন্ন কোনটিরই গাত্রে অক্ষর বা লিপি দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে এই অনুমিত হয় যে, সামান্যতঃ লিপি বা অক্ষরবিহীন মুদ্রাই প্রচলিত হইত, পরে পরীক্ষা ও প্রয়োজন হিসাবে অক্ষর যোজনার চেষ্টা করিয়া দেখা হইয়াছিল; হইতে পারে যে, এ বিষয়ে অসুবিধা ঘটায় বা অন্য কোন কারণে এরূপ মুদ্রা অধিক প্রচারিত হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহা হইতে আমরা একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তাহা এই যে, অক্ষর বা লিপিযুক্ত মুদ্রাগুলি হইতে অক্ষরবিহীন মুদ্রাগুলি প্রাচীনতর। পাটনা চিত্রশালায় রক্ষিত অক্ষরযুক্ত মুদ্রাটি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু যে সময় নির্দ্দেশ (ষষ্ঠ শতাব্দী) করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে সাধারণ মুদ্রাগুলি ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রাচীনতর হইয়া দাঁড়ায়।

এ স্থলে আর একটি কথার উল্লেখের প্রয়োজন; ইহা মুদ্রাগুলির ওজন সম্বন্ধে। আমি

মুদ্রাগুলির ওজন।

চুণীবাবুর প্রদত্ত মুদ্রাগুলি ওজন করাইয়াছি; ওজনাঙ্কগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) ৪৫·৫ গ্রেণ
(খ) ৫৯ ঐ
(গ) ৬০ ঐ
(ঘ) ৬৪·৫ ঐ
(ঙ) ৮২ ঐ

ওয়াল্‌স্ সাহেব সিংহভূমিস্থ রাখা পর্ব্বতে প্রাপ্ত পুরীকুষাণ মুদ্রাগুলির যে ওজন লিখিয়াছেন, তাহার সহিত এগুলির অনেকটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে; কিন্তু পুরীর নিকটে ডাঃ হর্ণলে যে এইজাতীয় মুদ্রাগুলি পাইয়াছিলেন, তাহার ওজন ২১১ গ্রেণ হইতে ১০৬ গ্রেণ। পয়সা ও ডবল পয়সায় যে সম্বন্ধ, শেষোক্তের সহিত আলোচ্য মুদ্রার যেন অনেকটা সেই সম্বন্ধ। এ স্থলে ১৩১৮ অব্দে শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে কর্ত্তৃক উপহার-প্রদত্ত পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষিত এ জাতীয় যে মুদ্রাটি আছে, তাহার ওজনটিও বলিয়া রাখা উচিত মনে করি; ইহা ৭৫ গ্রেণ। কিন্তু ইহার ব্যাস মাপিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা আলোচ্য মুদ্রাগুলি অপেক্ষা বৃহত্তর। শেষোক্ত মুদ্রাগুলির ব্যাস গড়ে '৭৫" হইতে '৮" ইঞ্চি; আর পূর্ব্বোক্তের ব্যাস $\frac{৭"}{৮}$ বা '৮৭"।

এ মুদ্রাগুলির মধ্যে দুইটির আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে ; যেটির ওজন ৮২ গ্রেণ, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·৭৫, এবং যেটি ৪৫·৫ গ্রেণ, সেটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·৭।

আপেক্ষিক গুরুত্ব।

এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, ঢালাই তাম্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·৭৮। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে তাম্র দ্বারা মুদ্রাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা অবিমিশ্র ; এত প্রাচীন কালে যে ভারতবর্ষে অবিমিশ্র তাম্র প্রস্তুত হইত, তাহা আনন্দ ও বিস্ময়ের বিষয়। এ সম্বন্ধে যদি কোন ইতিহাসজ্ঞ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। পরিষদে যে আর একটি এই জাতীয় বৃহত্তর মুদ্রা রক্ষিত আছে বলিয়াছি, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·৩। মুদ্রাটি হস্তে ধারণ করিয়াই এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছিল ; আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া সে সন্দেহ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে। মুদ্রাগুলির বিপরীত দিকে চন্দ্রদেবের যে মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার সহিত চন্দ্রকলার আপেক্ষিক অবস্থান হিসাবে ডাঃ হর্ণলে এগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য মুদ্রাগুলির সমস্তই তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত, অর্থাৎ চন্দ্রকলা চন্দ্রদেবের প্রতিমূর্ত্তির বাম দিকে অবস্থিত।

মুদ্রাগুলির শ্রেণী-বিভাগ।

একটি মুদ্রা ব্যতীত ওয়াল্‌স্ সাহেবের ৭৬৩টি মুদ্রার সকলগুলিই ডাঃ হর্ণলের তৃতীয় শাখার অন্তর্গত, অর্থাৎ চন্দ্রকলার অবস্থান চন্দ্রদেবের দক্ষিণে ; এই তৃতীয় শাখান্তর্গত মুদ্রাই অধিক লক্ষিত হয়। ডাঃ হর্ণলে পুরীর সন্নিকটে এই জাতীয় যে ৫৭৮টি মুদ্রা পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৩০৯টি তৃতীয় শাখার ও ৪২টি দ্বিতীয় শাখান্তর্গত। পরিষৎ মন্দিরে যে এই জাতীয় একটি মাত্র রক্ষিত মুদ্রার কথা বলিয়াছি, তাহা তৃতীয় শাখান্তর্গত। এই শাখার মুদ্রাগুলি প্রায়ই অধিকতর দৃষ্ট হয় ও দ্বিতীয় শাখার মুদ্রাগুলি বিরল। এই হিসাবে চুণীবাবুর প্রদত্ত মুদ্রাগুলির বিশিষ্টতা আছে, স্বীকার করিতে হইবে।

এ স্থানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি ; সিংহভূমিস্থ রাখা পর্ব্বতে প্রাপ্ত এই জাতীয় মুদ্রাগুলির আলোচনা-প্রসঙ্গে ওয়াল্‌স্ সাহেব বলিয়াছেন (J. B. O. R. S., পৃঃ ৭৬) যে, এগুলির ধার ছাঁটা নয় বলিয়া ও বহির্ব্বর্দ্ধিতাংশ দৃষ্ট হয় বলিয়া তিনি মনে করেন যে, এগুলি প্রচলিত ছিল না ও প্রাপ্তিস্থানের নিকটে নিশ্চয়ই টাঁকশাল ছিল। এ যুক্তিটি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। প্রায়ই দৃষ্ট হয় যে, এ মুদ্রাগুলির ধার কাটা-ছাঁটা নহে। ওয়াল্‌স্ সাহেবের

ওয়াল্‌স্ সাহেবের মত ও তাহার খণ্ডন।

মুদ্রার ন্যায় চুণীবাবুর মুদ্রাগুলির মধ্যে অনেকগুলি কাটা-ছাঁটা নহে। তাহা হইলে এ স্থলেও কি স্বীকার করিতে হইবে যে, নিকটে টাঁকশাল ছিল ও এ মুদ্রাগুলি প্রচলিত মুদ্রা নহে? মূল কথাটা এই যে, অল্প মূল্যের মুদ্রা বলিয়া ও কাটা-ছাঁটা প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য বলিয়া, এ বিষয়ে তত মনোযোগ দেওয়া হইত না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির ধার বেশ ছাঁটা।

মুদ্রাগুলির বিবরণ দিতে গিয়া গৌণভাবে বেল্‌ডির ভূমিজদিগের সমাধি-স্থলের বর্ণনা

দেওয়া হইয়াছে ; ইহা হইতে নরতত্ত্ববিদের কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া যাইলেও শিল্প সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। শ্মশানভূমিতে যে শায়িত প্রস্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সহিত আয়ারল্যাণ্ড, উত্তরফ্রান্স, ইটালি দেশে দৃষ্ট ডল্‌মেনের (Dolmen) বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতে এই প্রকারের ডল্‌মেন্ যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। Report of the Ethnological Committee of the Central Province পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মধ্যভারতের ভূমিজদের সমাধি-স্থানের উপরও এই প্রকার প্রস্তর রক্ষিত হয়।

ডল্‌মেন্।

অনেকেই বিদিত আছেন যে, সাঁওতাল পরগণার যে সব স্থানে জৈন-মন্দির প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে পুরুলিয়া জিলা সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। এখানকার জৈন কীর্ত্তিগুলির বিশেষত্ব এই যে, নদীতীরবর্ত্তী স্থানে এগুলি সচরাচর দৃষ্ট হয়। বেল্‌ডির শ্মশানটাঁড়ও নদীতীরবর্ত্তী ; সুতরাং এরূপ স্থলে পূর্ব্বে যে জৈনমন্দির প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে বিস্ময় কি ? কালক্রমে সে মন্দির লোপ পাইয়াছে ; আর যে দেশে কত কত মন্দির ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রাস্তা মেরামত করিবার জন্য, কিংবা বাটী নির্ম্মাণ ও সংস্কারের জন্য চিরকাল ধরিয়া উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে, সে দেশে মন্দির বা সৌধের তিরোধান ব্যাপার অতি সহজেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্যই মূল জৈন-মন্দিরটি নয়ন-গোচর হয় না ; কিন্তু কোন অজ্ঞাত, অখ্যাত ভক্তপ্রদত্ত মন্দির-প্রতিকৃতিটি রহিয়া গিয়াছে। ইহাকে ইংরাজিতে Votive Temple বলে। এ প্রতিকৃতির চিত্রটির গাত্রে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি যেন দেখা যাইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে ; ইহা ব্যতিরিক্ত ইহার আকৃতিটি দর্শন করিলে, জৈনমন্দির বলিয়া নিশ্চয় করিবার বিপক্ষে কোন কারণই দেখা যায় না। নির্ম্মাণের ধারা আর্য্যাবর্ত্তীয় রীত্যনুযায়ী হইলেও কয়েকটি বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। মন্দিরটি ত্রিরথ-সংজ্ঞক। যদিও অনেক ব্রাহ্মণ্য-মন্দির ত্রিরথ-প্রণালীতে নির্ম্মিত, আমি বিশেষ-ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরের রীতিই ত্রিরথ। যে সকল ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে এ রীতি লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে বৌদ্ধ বা জৈন প্রভাবান্বিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর একটি বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। শেখরের চারি কোণে যে "ভূমি"-সংজ্ঞক অঙ্গ দৃষ্ট হয়, সেগুলি পরস্পর হইতে আমলক-প্রস্তর দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ইহাই আর্য্যাবর্ত্তীয় বা চালুক্যীয় শাখান্তর্গত ব্রাহ্মণ্য-মন্দিরের বিশেষত্ব ; কিন্তু এ স্থলে আমলক-প্রস্তর নয়নগোচর হয় না। এগুলির আপেক্ষিক পরিমাণ সম্বন্ধেও নিয়ম আছে ; সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। জৈন নিশানটির শেখরের উচ্চতার তন্নিম্নস্থ চতুরস্র অংশের দৈর্ঘ্যের সহিত সম্বন্ধ সাধারণ নিয়মানুযায়ী নহে।

জৈন নিশান।

জৈন স্থাপত্য-শিল্প।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

আলোকচিত্র সাহায্যে স্বরের রূপ পরীক্ষা

প্রস্তাবনা

আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগরাগিণীর নানাবিধ রূপবর্ণনা আছে। প্রত্যেক স্বরের এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। স্বর-সাধন-কালে অনুরূপ দেবতার স্বরূপ মনন করিতে হয়; যথা—

ষড়্জ	স্বরের	অধিষ্ঠাত্রী	দেবতা	অগ্নি,
ঋষভ	„	„	„	ব্রহ্মা,
গান্ধার	„	„	„	সরস্বতী,
মধ্যম	„	„	„	মহাদেব,
পঞ্চম	„	„	„	দ্বিভুজ বিষ্ণু,
ধৈবত	„	„	„	গণেশ,
নিষাদ	„	„	„	সূর্য্য।

যেমন প্রত্যেক স্বরের রূপ আছে, তেমনি প্রত্যেক রাগেরও রূপ আছে; এবং ঐ রাগের আলাপ সময়ে ঐ রূপের আবির্ভাব হয়। আমি এই প্রবন্ধে স্বর-জনিত বায়বীয় পদার্থের রূপ-বিকৃতি, উহাদের আলোকচিত্রের উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করিব; আমি পুরাণ তত্ত্বই নূতনভাবে আলোচনা করিতেছি।

শাস্ত্রবর্ণিত রূপ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে সর্ব্ববাদিসম্মত বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে একটা কথা মানিতে হয় যে, প্রত্যেক স্বরের এক একটি অনুরূপ মূর্ত্তি আছে। অঙ্গার বাষ্পের (coal gas) জ্বলন্ত অগ্নিশিখা-সাহায্যে কুনিগ্ সাহেব (Kœnig) প্রথমে ঐ রূপ প্রত্যক্ষ করেন এবং আমরা ঐ স্পন্দিত শিখাকে Manometric Flame বলিয়া আসিতেছি। উহা Manometric capsule এর রবারের পাতের স্পন্দনেই স্পন্দিত হয় বলিয়া উক্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এ বিষয় আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু ঐ স্পন্দন-রহস্য Kœnig সাহেবের পরে আর কেহই বিশদভাবে পরীক্ষা করেন নাই। বিজ্ঞানের পুস্তকে স্পন্দিত শিখার নানাপ্রকার প্রতিকৃতি দেওয়া আছে, কিন্তু উহা মনগড়া, হাতে আঁকা চিত্র মাত্র; কোনটাই আলোকচিত্র নহে। সকল পুস্তকেই, এই স্পন্দিত-শিখার উপরিভাগের পরিবর্ত্তন ও আকারভেদ বর্ণিত আছে; শিখার 'জিহ্বাংশের'

(tongues) দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা হইয়াছে (যথা ১, ২, ৩, ৪,......১ম চিত্র), কিন্তু উহার তলদেশের (ক, খ, গ,···) প্রক্রিয়ার একেবারেই উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে আমি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, বাস্তবিক উপরের "জিহ্বাংশ"টা স্পন্দিত শিখার আসল ব্যাপার নহে ; যথার্থ স্পন্দনটা শিখার তলদেশের ব্যাপার, এবং উহা কেবল আলোকচিত্র সাহায্যেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।
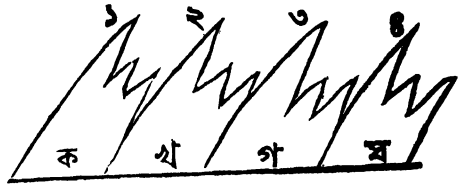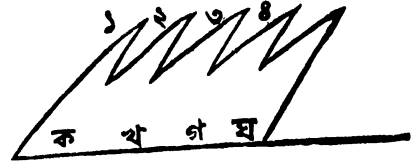
প্রথম চিত্র।

১। স্পন্দিত শিখার আলোকচিত্র

এই আলোকচিত্র লইবার প্রণালী আমি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। Coal gas-এর অগ্নিশিখায় আলোকচিত্র লওয়া অসম্ভব, কাজেই acetelyn gas লওয়া আবশ্যক। যে সুরের স্পন্দন পরীক্ষা করিতে হইবে, উহা যদি Tuning Fork হয়, তাহা হইলে উহার সুরবর্দ্ধক বাক্স (resonance box) অথবা সুরবর্দ্ধক গোলক (resonator) আবশ্যক। কারণ, Manometric Capsule-নিঃসৃত রবারের নলটি resonance box অথবা resonator-এর ভিতর না রাখিলে শিখার উপর সুরের পূর্ণ শক্তির বিকাশ পাওয়া যায় না। এখন Camera সাহায্যে ঐ acetelyn শিখার স্পন্দন photograph করিতে হইলে সাধারণ Cameraকে কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে। আমি ইংরাজি অক্ষর "T" র মত একটি বাক্স ব্যবহার করিয়াছি (২য় চিত্র)। যদি 'ক' স্থানে স্পন্দিত শিখা থাকে, তাহা হইলে Photographic Lens সাহায্যে উহার প্রতিকৃতি 'খ' স্থানে পড়িবে। কিন্তু ঐ সময়ে sensitive plate খানি দুইটি তারের মধ্যে 'প'
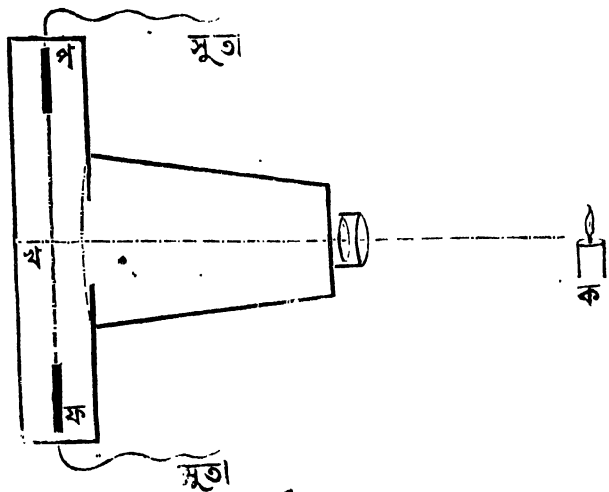
২য় চিত্র।

অথবা 'ফ' স্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। উহাকে ইচ্ছামত সুতার সাহায্যে, 'ফ' হইতে 'প' অথবা 'প' হইতে 'ফ' অবধি অতিক্রুতভাবে টানিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং টানিবার কালীন plate এর প্রত্যেক অংশই যখন 'খ' স্থান দিয়া যাইবে, তখন শিখার প্রত্যেক অবস্থাই অঙ্কিত হইয়া যাইবে। যে দিকে টানা হইবে, তাহার উল্টাদিকেই 'জিহ্বা 'বাঁকিয়া থাকে (৩য় চিত্র)। শিখাটি কিছু ঊর্দ্ধে উঠাইয়া অথবা কিছু নীচে নামাইয়া দিলেই একখানি Sensitive plate এই পর পর বিভিন্ন-তানুসারে আলোকচিত্র লওয়া যায়।

৩য় চিত্র।

২। স্পন্দন পরীক্ষা
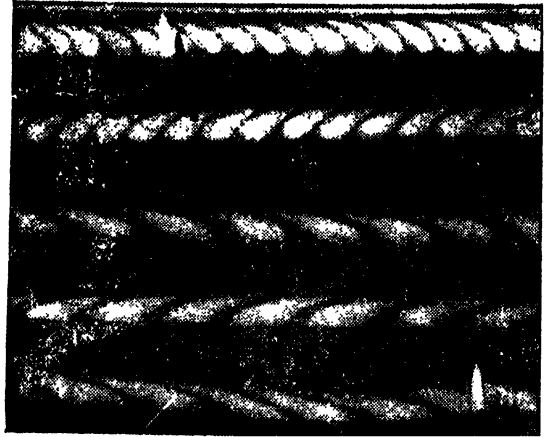
শিখার একটি সম্পূর্ণ স্পন্দন-চিত্র, যথা (ক, খ গ, ঘ, ঙ, ... ৪র্থ চিত্র), স্পন্দিত শিখার বিভিন্ন অবস্থার সমাবেশ মাত্র; শিখাটি যে অবস্থার পর যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আলোক-চিত্র তাহা ধারা বাহিকরূপে চিত্রিত করিয়া লয়। এইখানে একটি পুরাণ কথার উল্লেখ আবশ্যক। স্পন্দিত পদার্থের কোনও অংশ অথবা কোনও বিন্দু যদি সমভাবে টানিয়া
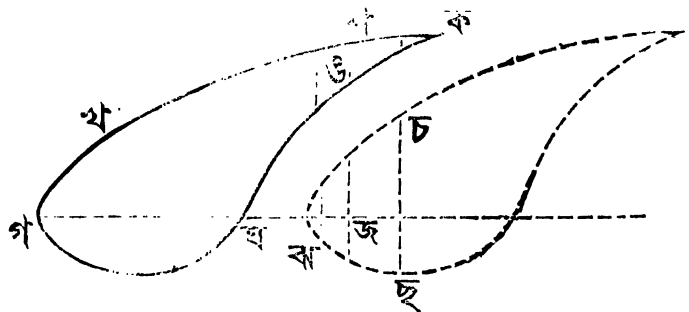
৪র্থ চিত্র।

লওয়া যায় এবং ঐ সময়ে যদি পদার্থটি সমভাবে স্পন্দন করিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ স্পন্দিত অংশ অথবা বিন্দুটি একটি তরঙ্গরেখা (harmonic curve) অঙ্কিত করিবে। আমাদের শিখাটি একটি স্পন্দিত পদার্থ, এবং শিখাটি না সরিয়া তৎপরিবর্ত্তে

অংশেই তাহার নিজ নিজ তরঙ্গরেখা (harmonic curve) অঙ্কিত করা উচিত। কিন্তু বাস্তবপক্ষে, সকল অংশ হইতেই আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না। পুস্তকে যে সকল চিত্র দেওয়া আছে, তাহার কোন অংশই শাস্ত্রমত তরঙ্গাকার (harmonic curve) নহে। আমাদের ৩য় চিত্রস্থ খণ্ডচিত্রের তলদেশগুলি কিন্তু তরঙ্গাকার। যে অংশ তরঙ্গাকার, তাহাই স্পন্দনসম্ভূত, যাহা তরঙ্গাকার নহে, তাহা কখনই স্বাধীনভাবে স্পন্দনসম্ভূত নহে। সুতরাং প্রত্যেক স্পন্দনচিত্রটিকে আমি দুই ভাগে ভাগ করিয়াছি, (১) নিম্নাংশ অথবা স্পন্দিতাংশ (critical flame)* ; (২) জিহ্বাংশ অথবা সহকারী শিখা (auxiliary flame). ৫ম চিত্রে critical flame টি রক্তবর্ণ ও auxiliary flame টি ধূসরবর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছে।

আর এক কথা। যদি ক খ গ .. (৫ম চিত্র) প্রথম স্পন্দন নির্দ্দেশ করে, এবং চ জ ছ···দ্বিতীয় স্পন্দন নির্দ্দেশ করে, তাহা হইলে, আলোকচিত্রের উপরই নির্ভর করিয়া আমাদের স্বীকার করিতে হয় যে, প্রথম স্পন্দন শেষ হইবার অনেক পূর্ব্বেই দ্বিতীয় স্পন্দন আরম্ভ হইয়া থাকে। কারণ, প্রথম স্পন্দনের জিহ্বাংশের খানিকটা দ্বিতীয় স্পন্দনের উপরে
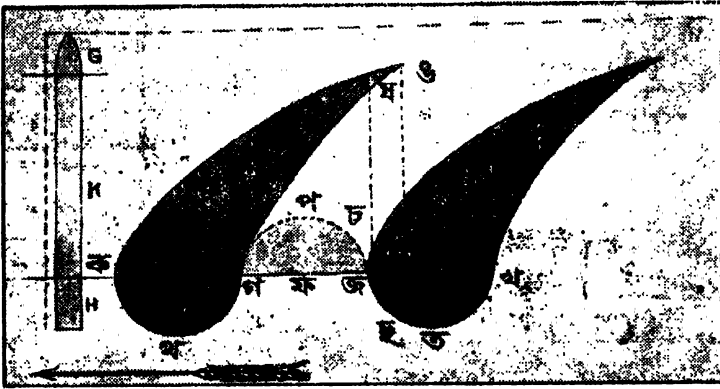
আলোকচিত্র-ফলকের গতি।　　৫ম চিত্র।

আসিয়া পড়িয়াছে। প্রথম স্পন্দনের "ক" (৪র্থ চিত্র) ও দ্বিতীয় স্পন্দনের "চ ছ" একই সময়ে চিত্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ যখন "চ ছ" অংশ চিত্রিত হয়, তখন 'ক' অংশ বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু শব্দ-বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুসারে পর পর দুইটি স্পন্দনের একই সময়ে অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। প্রথম স্পন্দন একেবারে শেষ না করিলে দ্বিতীয় স্পন্দন আরম্ভই করিতে পারে না। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে আমরা আরও কয়েকখানি আলোকচিত্র পরীক্ষা করিব।
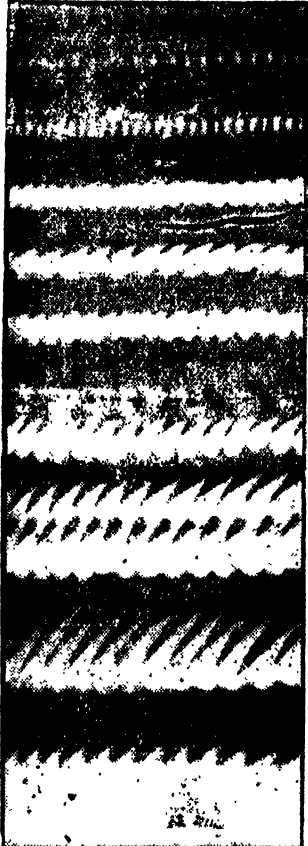
* শিখার যে দৈর্ঘ্য অবধি ঠিক ঠিক তরঙ্গাকার হয়, সেই দৈর্ঘ্যকে আমি critical height বলিয়াছি তাহার উপরের অংশকে auxiliary height বলিয়াছি।

কারণ, উহা না করিলে নীচেকার critical flame-এর সহিত উপরকার auxiliary flame-এর সম্পর্ক ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে না।

৩। আলোকচিত্রের পরিবর্ত্তন

আমরা যদি স্পন্দিত শিখার দৈর্ঘ্য পরিবর্ত্তিত করিতে থাকি, তাহা হইলে চিত্রের আকার ও রূপ উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। নিম্নের চারি খানি আলোকচিত্রে ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের এসিটেলিন শিখার স্পন্দন-প্রণালী চিত্রিত হইয়াছে—

সুর 'C' Organ-pipe... ... ... শিখার দৈর্ঘ্য

	মিলিমিটার
(১)	২·৫
(২)	৫·০
(৩)	৭·৫
(৪)	১০·০
(৫)	১২·৫
(৬)	১৫·০
(৭)	১৭·৫
(৮)	২০·০
(৯)	২২·৫
(১০)	২২·৫

৬ষ্ঠ চিত্র।

৭ম চিত্র।

এসিটেলিন গ্যাস হ্রাসবৃদ্ধি করিবার চাবি (stop-cock) পূর্ণভাবে খুলিয়া দিলে যে "চেপ্‌টা" সাধারণ (batswing) শিখা হয়, ৬ষ্ঠ ও ৭ম চিত্রে (১০) ও (৯) দ্বারাই তাহাই দেখান হইয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য ২২·৫ মিলিমিটার; উহাতে স্পন্দনকৃত বিশেষ বিশ্লেষণ নাই, অল্পমাত্র "জিহ্বার" উন্মেষ আছে মাত্র। এই প্রকার স্পন্দন আমরা সাধারণ হারিকেন লণ্ঠনের শিখায় সময়ে সময়ে দেখিয়া থাকি, তবে চক্ষু নাড়িয়া উহার বিশ্লেষণ দেখিতে হয়।

গ্যাসের গতি আরও কতকটা রোধ করিলে মোচার মত (tapering) শিখা হয়, অথচ ২২·৫ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যই থাকে; উহার উপর ও নীচে, দুই দিকেই বিশ্লেষণ আছে। photographic plate-খানি খুব জোরে টানিলে দুইটি পর পর স্পন্দন একেবারেই পৃথক হইয়া যায় (৩য় চিত্র), দুই স্পন্দনের মধ্যে কেবল অন্ধকার ব্যবধান থাকে; অর্থাৎ ১ম ও ২য় স্পন্দনের মধ্যে কিয়ৎকাল কোনও আলোক থাকে না। অনেকে বলেন যে,

থাকে, অর্থাৎ তলদেশ হইতে আলোকশূন্যাবস্থা (non-luminosity) ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে, এবং আমরা ক্রমশঃ ১, ২, ৩, ৪...দৈর্ঘ্যের শিখাচিত্র প্রাপ্ত হই। যখন পাতখানি সাধারণ 'ক খ' অবস্থায় (৯ম চিত্র) আইসে, তখন শিখা 'ভ' চিহ্নিত দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হয়। ইহার পর হইতে আলোকাংশ এতই কমিয়া যায় যে, শিখা একেবারেই non-luminous অবস্থায় রহিয়া যায় (যথা, ৬, ৭, ৮ .....)। এই ভাবের স্পন্দনকে আমরা শিখার দৈহিক স্পন্দন (bodily vibration) বলিতে পারি না, তবে periodic change of luminosity অথবা non-luminosity বলা যাইতে পারে।

'ভ' স্থানে শিখার দৈর্ঘ্য অতিশয় অল্প, আবার ঐ সময়েই পাতের সাধারণ অবস্থা— ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে; কারণ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্পন্দন হইবামাত্রই শিখার কতকটা অংশ আলোকশূন্য হইয়া যায়, কাজে-কাজেই পাতের সাধারণ অবস্থা হইলেও শিখার দৈর্ঘ্য 'ভ' স্থানে অল্প হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার নহে।

৫। জিহ্বা-রহস্য

যে নিয়মে নীচেকার critical flame স্পন্দিত হয়, যদি ঠিক সেই নিয়মে জিহ্বাংশ অথবা সহকারী শিখাটি স্পন্দিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহার উভয় পার্শ্বের সৌষ্ঠবের সামঞ্জস্য থাকিত; যে গতি যে ভাবে উপরে উঠিয়া যায়, তাহা পুনরায় নীচে নামিয়া আসিলে, ঐ সামঞ্জস্য রক্ষা হইত। কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন নিশ্চয়ই সহকারী শিখায় "স্পন্দন গতি" উপরে উঠিয়া যায় এবং উহা আর নামিয়া আসেনা; উহাতে কেবল একটা ঊর্দ্ধগতি বর্ত্তমান। উহা কিসের ঊর্দ্ধগতি?
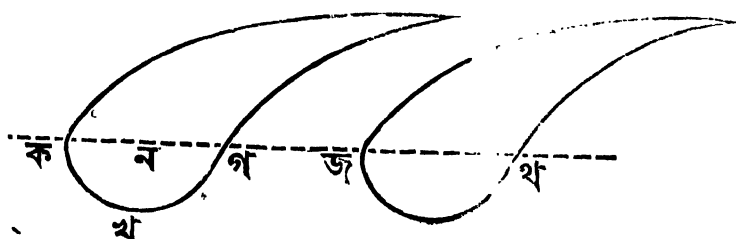
১১শ চিত্র।

ধরিয়া লওয়া যাউক, আমরা 'খ' স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছি। এ স্থানটি gasএর পূর্ণ ঘনীভূত অবস্থা (point of max^m. condensation). ইহার পর হইতেই আলোকাংশ কমিতে থাকিবে, অর্থাৎ অন্ধকার অবস্থার (non-luminous region) বৃদ্ধি হইবে; এবং এইরূপে আমরা খ...গ, অবস্থা প্রাপ্ত হই। উহার পরে আলোকাবস্থা একেবারেই মিলাইয়া যাইবে। যদি ক, গ, জ, থ... critical flameএর সীমা হয়,

অর্থাৎ স্পন্দন-শক্তির বিকাশ ঐখানেই শেষ হয়, তাহা হইলে যে যে অবস্থার স্পন্দন ঐ সীমায় আসিয়া পড়ে, সেই স্পন্দনভাবটি কেবল উপর দিকেই চালিত হয়। যথা:—

যে স্পন্দন 'ন' সীমায় আসে, উহা পূর্ণ আলোকবৃদ্ধির স্পন্দন বা ধাক্কা; উহার উপর দিকে এই আলোকবৃদ্ধিকারী ধাক্কা চালিত হইবে এবং যতক্ষণ না উহা শিখার সীমায় আইসে, ততক্ষণ চলিতে থাকিবে। কিন্তু Sensitive plate ঐ সময় মধ্যে বাম দিকে সরিয়া গিয়াছে; কাজেই 'উহা' 'ঙ'-স্থানে চিত্রিত হইবে। আবার 'গ' স্থানের স্পন্দনটি অন্ধকারবৃদ্ধিকারী ধাক্কা (pulse of non-luminosity), উহা অন্ধকারবৃদ্ধিকারক অবস্থাতেই চালিত হইবে, অর্থাৎ ঐ ধাক্কা যখন ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে, তখন সহকারী শিখাটি ক্রমশঃই অন্ধকারময় হইতে থাকে, কাজেই 'গ' এর উপরিভাগে আলোক নাই। সহকারী শিখায় যে গতিতে ধাক্কা চালিত হয়, তাহা বড় বেশী নহে; উহা সেকণ্ডে ২ বা ২·৫ মিটার মাত্র। একটি পূর্ণ স্পন্দন হইতে যদি $\frac{১}{২৫৬}$ সেকেণ্ড সময় লাগে, তাহা হইলে ইহার তুলনায় উক্ত শিখার ভিতরের ধাক্কার গতি অতি সামান্য মাত্র। যখন সহকারী শিখার ভিতরে ঐ ধাক্কা আস্তে আস্তে উঠিতেছে, তখন হয় ত দ্বিতীয় স্পন্দনের সময় আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই দ্বিতীয় স্পন্দন "ক···গ···থ" সীমাতেই হইবে; কাজেই যখন দ্বিতীয় স্পন্দন (Second puff)-জনিত "জ···থ" অংশ পাই, তখনও প্রথম ধাক্কার ফল সহকারী শিখায় বর্ত্তমান থাকাতে উহারা উভয়ই একই সময়ে চিত্রিত হয়।

'জ'-চিহ্নিত স্থানটি আলোকবৃদ্ধিকারী অবস্থার প্রারম্ভ, অর্থাৎ ইহার পর হইতেই আলোকাংশ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে, কাজেই 'জ' এর উপরিস্থিত সহকারী শিখায় আলোক-বৃদ্ধিকারী ধাক্কাই চালিত হইবে।

শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্পন্দিত শিখার সাহায্যে

মাধ্যাকর্ষণের ('g') শক্তি নির্ণয়

এইবার যে বিষয় আলোচিত হইবে, তাহা যে একেবারেই খাঁটি মৌলিক গবেষণা, এরূপ নহে, তবে যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, সেটাতে কতকটা মৌলিকতা আছে বলিয়া মনে হয়।

শব্দ-বিজ্ঞানে উল্লেখ আছে যে, একখানি লম্বা কাচফলকে ভুষা পাড়াইয়া উর্দ্ধে ঝুলাইলে এবং উহার নিম্নে একটি স্পন্দিত কাটা (Style সংযোজিত Tuning-Fork

বাজাইলে ঐ কাচফলকে, উহা পড়িবার কালীন, কাঁটার স্পন্দন দ্বারা তরঙ্গরেখা অঙ্কিত হয়। কাচফলকটি মাধ্যাকর্ষণশক্তি-প্রভাবে পতিত হয় এবং Tuning Fork এর স্পন্দন-সংখ্যা (frequency) জানা থাকিলে মাধ্যাকর্ষণশক্তিজনিত সম বেগগতির পরিমাণ (acceleration due to gravity) জানা যায়। কিন্তু এ প্রণালী অবলম্বনে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা নির্ভুল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্পন্দিত কাটাটি সর্ব্বদাই কাচফলকের সহিত ঘর্ষিত হইতে থাকে এবং ইহার দ্বারা কাচফলকের পতনের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। আরও অল্পবিস্তর ভুল হইবার কারণ আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

কার্য্য-প্রণালী সামান্যভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেই আমরা উপরোক্ত সংখ্যা (value of 'g') ভ্রম-প্রমাদ-রহিত অবস্থায় পাইতে পারি।

কাচফলকের পরিবর্ত্তে acetelyn gas জ্বলিবার একটি ছোট নল লওয়া হইয়াছে এবং উহার নীচে শিশক দ্বারা ভারাক্রান্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তরঙ্গরেখা যেমন কাচফলকে ভুষার উপর অঙ্কিত হইত, এখানে তেমনি acetelyn gas এর শিখার স্পন্দন উহা পড়িবার কালীন photographic plate এর উপর চিত্রিত হইবে এবং ঐ চিত্র হইতেই আমরা 'g' এর ফল জানিতে পারিব।

বাতাসের সংঘর্ষণ-জনিত যে প্রমাদ উপস্থিত হয়, তাহা এ স্থলে অতি অল্প। এ সম্বন্ধে আমি ফরাসী দেশের বিজ্ঞানবিৎ মারি (Marey) সাহেবের মত উদ্ধৃত করিতেছি। Marey সাহেব "L' Mouvement"-নামক পুস্তকে এ বিষয় বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, গতিশীল পদার্থের আলোকচিত্র লইতে তাঁহার অদ্বিতীয় শক্তি এবং তিনি Bioscope যন্ত্রের অন্যতম আবিষ্কারক। একটি রবারের গোলকের পতনকালে তিনি উহার আলোকচিত্র লইয়া, উহা হইতেই উহার গতির হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপিত করিয়াছিলেন। Marey সাহেব আরও বলেন যে, "একটি রবারের গোলক যাহার ব্যাস ১১ সেণ্টিমিটার মাত্র এবং ভার ৩০ গ্রাম, তাহা সাধারণ গতিশূন্য বাতাসের মধ্য দিয়া পড়িবার সময়, বাতাসের সংঘর্ষণ-জনিত বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক পায় না"—এ বিষয় G. A. Niewenglowski তাঁহার "Applications Scientifiques de la Photographie" পুস্তকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিলাম,—

"Dans cette Experience, faite par M. Marey, avec une boule de Cautchouc de 11 Cms, de diametre pesant 30 grs. la resistance de l'air ne diminue pas sensiblement l' acceleration; it n'en serait pas de meme avec une boule plus legere et plus voluminouse" p. 43. (ইহার ভাবার্থ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে), কিন্তু উহা অপেক্ষা হাল্কা ও আয়তন বেশী হইলেই প্রমাদ উপস্থিত হয়। ইহা যদি স্বীকার করা যায়,

তাহা হইলে একটি লোহার ছোট নল, প্রায় এক সের ওজনের শিশক দ্বারা ভারাক্রান্ত হইলে নিশ্চয়ই বাতাসের সংঘর্ষণ অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিবে। মারি সাহেবের প্রক্রিয়াতে রবারের গোলকটি একখানি কাল মখমলের পরদার সম্মুখে পড়িতেছে এবং পার্শ্বে একটি Chronographএর কাঁটা। এই দুইটি পদার্থেরই আলোকচিত্র একই সময়ে একই sensitive plateএ লওয়া হইয়াছে। তবে exposure একেবারে দেওয়া হয় নাই; উহা থাকিয়া থাকিয়া, (rotating diaphragm) দ্বারা দেওয়া হইয়াছে; কাজেই গোলকেরও chronographic কাঁটার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকৃতি উঠিয়াছে।

১ম চিত্র।

প্রথম চিত্রে উপরোক্ত শিশক-ভারাক্রান্ত নলটি দেখান হইয়াছে। উহাকে তাড়িত-চুম্বকের মুখে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। তাড়িত-চুম্বকের আকর্ষণে উহাকে আটকাইয়া রাখিতে হইবে বলিয়াই, উহাতে লোহার নল লওয়া হইয়াছে এবং উহার নিম্নের ছিদ্রের সহিত খুব লম্বা সরু রবারের নল সংযোজিত করা হইয়াছে ; এই নলের আর এক মুখ Manometric capsuleএর সহিত যুক্ত আছে। capsuleএর পার্শ্বের আর একটি মুখের সহিত acetelyn gas এর generator সহিত যোগ করিতে হইবে এবং নীচেকার মুখের সহিত সুর-উত্থানকারী বাক্সের (Resonating source) যোগ থাকিবে।

তাড়িত-চুম্বকে current বন্ধ করিলেই উপরোক্ত নলনিঃসৃত শিখা ঠিক পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে পড়িতে থাকিবে। ইহার বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য জ্বলন্ত শিখার ঠিক পশ্চাতে একটি লম্বমান দোলক (pendulum) ঝুলাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কার্য্যগুলি পূর্ণ অন্ধকার ঘরেই করিতে হইবে। শিখাটি তাড়িত-চুম্বকে বদ্ধ

ঠিক নিয়মিতরূপে আটকান হয়, তাহা হইলে উহা পড়িবার কালীন, দোলকের লম্বিত সূতাটি বরাবরই সমভাবে উহার পশ্চাতে দেখা যাইবে ও এই ভাবেই photograph লওয়া যাইতে পারে। দোলকের সূতাটি দেখিবার জন্য শিখার আলোক বেশী চাই। খুব ছোট শিখা হইলে উহা photograph এ উঠে না (যে চিত্রে আমি দোলকের সূতাটি পাইয়াছিলাম, তাহার negative দুর্ভাগ্যবশতঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছে)।

স্পন্দিত শিখার দৈর্ঘ্য যেন critical height এর সীমা অতিক্রম না করে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে 'জিহ্বা' রহিয়া যাইবে, এবং দ্বিতীয় স্পন্দনের সময়ও যখন জিহ্বাংশের আলোক থাকিবে, তখন দুইটি পর পর স্পন্দনের মধ্যে অন্ধকার ব্যবধান থাকিবে না; কারণ, এ স্থলে স্পন্দনচিত্র পাশাপাশি হইতেছে না। নীচে নীচেই পড়িতেছে (২য় চিত্র ও ২য় (ক) চিত্র দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শিখার দৈর্ঘ্য critical height এর কম হইলে, দুইটি স্পন্দনের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্ধকার ব্যবধান থাকে এবং আমরা আলোকবিন্দু প্রাপ্ত হই (যথা, ৩য় চিত্র)।
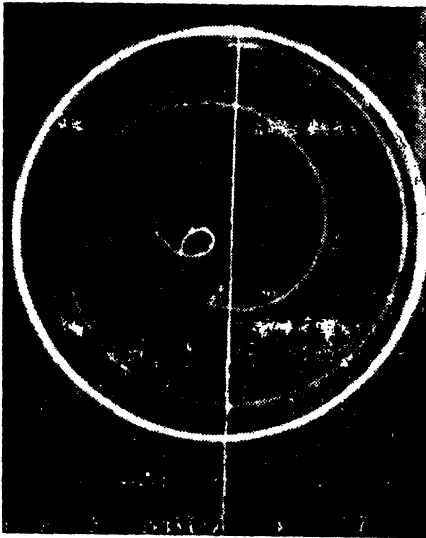
২য় (ক) চিত্র।
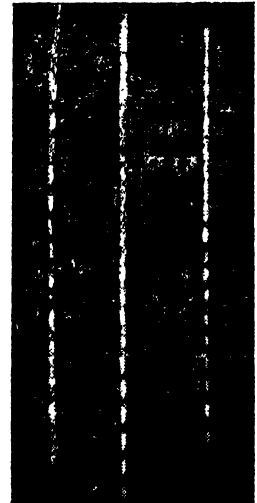
৩য় চিত্র

২য় চিত্র।

এক্ষণে এই চিত্রের (৩য় চিত্র) কোন্ দুইটি আলোকবিন্দুর ব্যবধান মাপিতে হইবে এবং ঐ মাপ হইতেই বাহিরের স্পন্দিত শিখাটি ঐ দুই বিন্দু চিত্রিত করিতে কতখানি সময় লইয়াছে, তাহা জানিতে হইবে। ইহা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার নহে। কোন বিন্দুর উপর অথবা তলদেশ হইতে উহার নীচেকার বিন্দুর উপর অথবা তলদেশ অবধি একটি সম্পূর্ণ স্পন্দন-সময় (period) নির্দ্দেশিত হয়। ইহা আমাদের জানা আছে (=period of the certified tuning fork) কিন্তু ঐটুকু সময়ে স্পন্দিত শিখাটি বাহিরে কতখানি পড়িল, তাহা কেমন করিয়া জানিব? স্পন্দিত শিখাটি cameraর ভিতরে

পড়ে নাই, উহা বাহিরেই পড়িয়াছে; আলোকচিত্রে যাহা ১ ইঞ্চি পরিমিত দেখায়, হয় ত বাস্তবিক উহা ১ ফুট পরিমিত পদার্থের চিত্র। আলোকচিত্রের মাপ হইতেই বাহিরের পতনের মাপ অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমি নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়াছি।

ঠিক যেখানে তাড়িত-চুম্বক সাহায্যে লোহার নল আটকান আছে, ঠিক সেইখানেই একটি গজ (Meter-stick) খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে এবং camera অথবা photographic lens, কিছুই পরিবর্ত্তিত না করিয়া উক্ত গজের একখানি চিত্র তুলিতে হইবে। এই চিত্র process plate সাহায্যেই তুলিলে ভাল হয় এবং গজখানি ২।১ acetelyn আলোক দ্বারা আলোকিত করা চাই। এক্ষণে ঐ চিত্রিত মাপ কাঠির সাহায্যেই, পূর্ব্বোক্ত চিত্রিত আলোকবিন্দুর ব্যবধান মাপিতে হইবে; কারণ বিন্দু-চিত্র যে ভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে meter-stick এর চিত্রও ঠিক সেইভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিন্দু-চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে উহার অনুরূপ গজকাঠির চিত্র লওয়া আবশ্যক।

যে অঙ্ক সাহায্যে ভুষা মাখান কাচফলকের তরঙ্গরেখা হইতে মাধ্যাকর্ষণশক্তি-জনিত সমবেগগতির পরিমাণ নির্ণীত হয়, আমরা এখানেও ঠিক ঐ অঙ্ক ব্যবহার করিব। তবে উক্ত তরঙ্গরেখা সাধারণ গজকাঠি দিয়া মাপিতে হয়, আমাদের বিন্দু-চিত্র, কেবল আমাদের চিত্রিত মাপকাঠি অথবা উহার negative দিয়া মাপিতে হইবে।

এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন আলোকচিত্র ও উহার অনুরূপ গজকাঠি চিত্র সাহায্যে যে সমবেগ-গতির ফল (acceleration-value) পাইয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Plate No..			accn. due to gravity in $\frac{cm.}{sec^2}$	
'A'	...	...	৯৭৭·৮০	
'B'	...	...	৯৭৭·৮৮	
'B¹'	...	...	৯৭৮·৭৪	
'B₂'	...	...	৯৭৮·৭৭	
'D'	...	...	৯৭৮·৭২	
'D₁'	...	...	৩২·১৩	$\frac{\text{ফুট}}{\text{সেকেণ্ড}^2}$
কলিকাতার সঠিক সংখ্যা		...	৯৭৮·৮২	$\frac{cm.}{sec.^2}$
অথবা	...	...	৩২·১১৫	$\frac{\text{ফুট}}{\text{সেকেণ্ড}^2}$

ঘূর্ণায়মান চিত্র

কেমেরার বাক্সের ভিতরে Sensitive plateখানিকে একটি Electric motor দ্বারা ঘুরাণ হইয়াছে (৪র্থ ও ৫ম চিত্র) এবং এইরূপে আমরা যে আলোকচিত্র পাই, তদ্দ্বারাও

উপরোক্ত সংখ্যা নিরূপিত হয়। ঠিক পতনকালের পূর্ব্বেই plateখানি ঘুরাইয়া বাহিরের গোলাকার আলোকরেখা তুলিতে হইবে, কারণ উহা দ্বারা আমরা কেন্দ্র-স্থান নিরূপণ করিব।

৪র্থ চিত্র।

৫ম চিত্র।
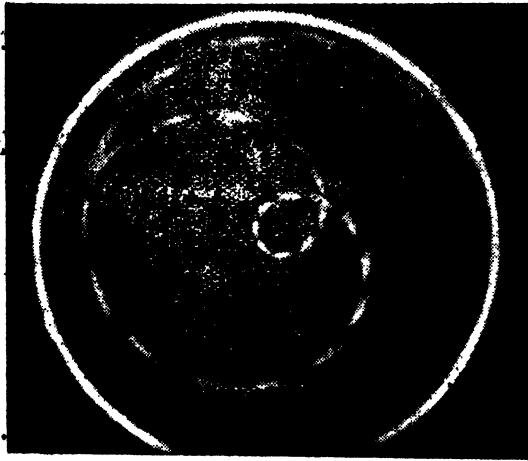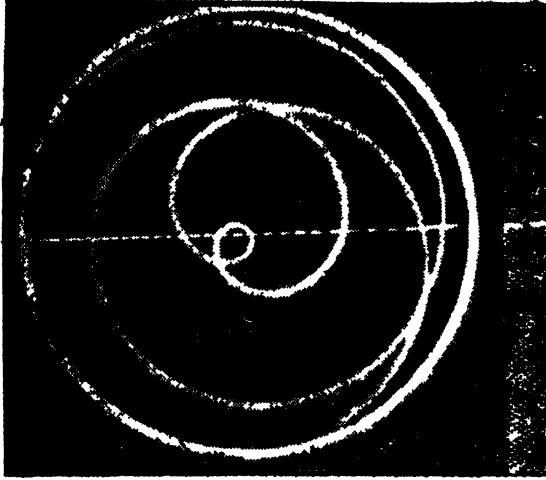
এই কেন্দ্র হইতে যে কোন দুইটি অনুরূপ স্পন্দন-চিহ্ন-স্থানের ব্যবধান মাপা যায় এবং ঐ মাপ হইতে আমরা 'g' এর সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারি।

উপরিস্থিত দুইটি চিত্র যে curve দেখাইতেছে, উহাকে আমি acceleration spiral নাম দিয়াছি; ইহা—

$r - a - K.\ \theta^2$ দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়।

শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(ক)

বেলডির শ্মশানভূমি ও তন্মধ্যস্থ জৈন-নিশান।

পুরাকুষাণ মুদ্রা।

ময়নামতীর পুঁথির গোবিন্দচন্দ্র

ও

নাথগুরুগণ*
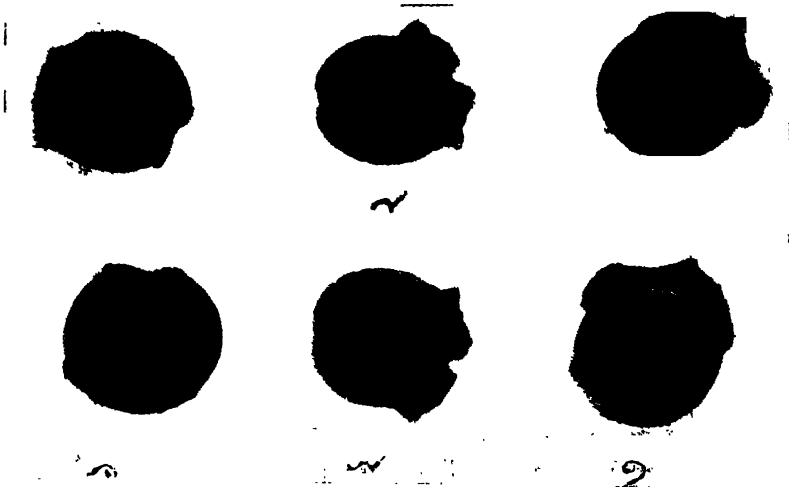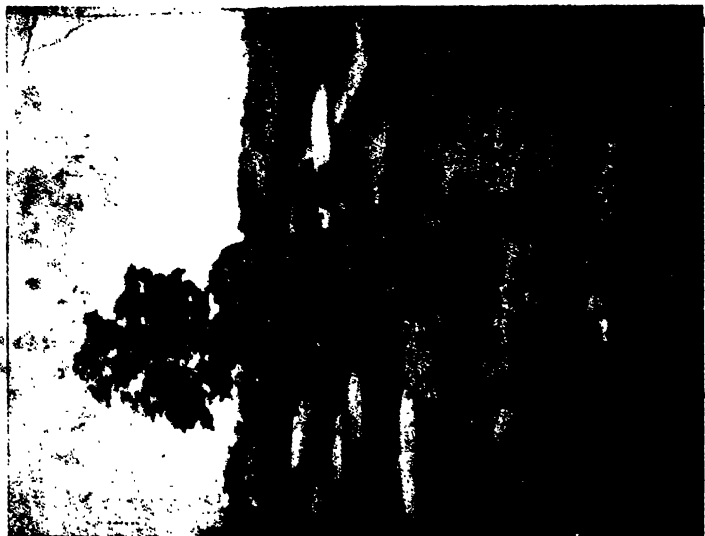
ডা° গ্রীয়ারসন সংগৃহীত 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত 'ময়নামতীর গান' বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৯২০-২১ সালের পাঠ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধপাঠের প্রারম্ভে একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভাষা ও সাহিত্যের সমুচিত অনুশীলন এবং পরিপুষ্টি ব্যতীত কখন কোন জাতি বড় হয় না। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অনেকটা সুযোগ করিয়া দিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বঙ্গ-সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই শুভানুষ্ঠানের জন্য স্যার আশুতোষ চিরকাল আমাদের অন্তরের পূজা পাইবেন। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালা-ভাষা উচ্চতম শিক্ষার বাহনরূপে গণ্য হইবে। গ্রীয়ারসন সাহেব ও নলিনীকান্ত বাবু গাথা দুইটি তথা রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও নাথগুরুদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া এই সম্পর্কে অপরে কোথায় কে কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আলোচনার সুবিধার জন্য অল্পকথায় তাহারই একটা সারসঙ্কলন করিয়া দিবার এই ক্ষীণ প্রয়াস। ইহাতে মৌলিক অনুসন্ধানের মত কিছু পাইবার প্রত্যাশা কেহ যেন না রাখেন।

'ময়নামতীর গান' এর ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "চৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায় যে, 'মহীপাল যোগীপাল গোপীপাল গীত। ইহা শুনিয়া যত লোক আনন্দিত॥' এই গোপী-পালের গীত যে আমাদের আলোচ্য গোপীচাঁদের গাথা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই" (পৃ° ২)। কিন্তু চৈতন্যভাগবতের প্রচলিত সংস্করণগুলিতে এবং প্রাচীন পুঁথিতে 'যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত। ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥' এইরূপ পাঠই পাওয়া যায়। † কাজেই প্রথমোদ্ধৃত পাঠ গ্রহণ করিতে স্বভাবতই একটু সঙ্কোচ-বোধ হয়। বিক্রমপুর-রাজ শ্রীচন্দ্রদেবের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ‡ তাহা

---

* পরিষদের, ১৩২৮ তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† অপর একখানি পুঁথি,—
যোগীপাল মহীপাল নানামত গীত। ইহা শুনিতে সে সর্ব্বলোক আনন্দিত।
—অন্ত্য°, ৪র্থ প°।

‡ সাহিত্য, ১৩২০ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা, Dacca Review, 1912, p. 250. ইহার পর কেদারপুরে শ্রীচন্দ্রদেবের আর একখানি তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রতিভা, ১৩২৩ আশ্বিন ও Dacca Review Vol., 9, No. 2 & 3 (1919).

হইতে জানা যায়, তাঁহারা পালবংশীয় ছিলেন না। তাম্রশাসনে ব্যবহৃত রাজমুদ্রা দেখিয়া তাঁহাদিগকে পালরাজগণের সামন্ত রাজা বলিয়াই মনে হয়। আবার চন্দ্ররাজগণের এবং 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' এর মাণিকচন্দ্র রাজার বংশলতা মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা একই বংশসম্ভূত। সুতরাং গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র কখনই 'গোপীপাল' হইতে পারেন না। 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান,' 'গোবিন্দচন্দ্র গীত', 'ময়নামতীর গান' 'মীনচেতন' বা 'গোরক্ষবিজয়' এক শ্রেণীর গাথা। প্রথম তিনটি গাথা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনে রচিত হইলেও উহাদের মূলে শিব-শক্তির উপাসক কণ্‌ফট্‌ যোগীদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের প্রযত্ন পরিলক্ষিত হয়। পালরাজাদের গান এই শ্রেণীর কি না, তাহা না দেখিয়া কোন মতামত প্রকট করা দুঃসাহসের কাজ। শুনিয়াছি, উত্তরবঙ্গে অনুসন্ধান করিলে এখনও 'মহীপালের গীত' সংগৃহীত হইতে পারে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'শূন্যপুরাণ' এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "আজও দিনাজপুর ও রঙ্গপুর অঞ্চলে যোগীজাতির মধ্যে মহীপালের গান প্রচলিত" (পৃ° ১৸/০)। কামরূপ অঞ্চলের 'শিবের গীত'-এ গোপীচন্দ্রের বিষয়-বিরাগ ও তাঁহার শত-স্ত্রীর খেদোক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। * 'ধান ভানিতে মহীপালের গীত' প্রবাদবাক্য বহুল প্রচলিত। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে মহীপালের গীত না বলিয়া শিবের গীত বলা হয়। এই মহীপালের গীতও কোন সিদ্ধার কীর্ত্তি-কাহিনীর বিষয়ীভূত হওয়া বিচিত্র নহে। আর, একবংশোদ্ভূত না হইলে যে একধর্ম্মাবলম্বী হওয়ার পক্ষে কোন বাধা আছে, তাহাও নহে। মহীপাল দেবের রাজ্যকাল ৯৮০-১০৩৬ খ্রী°, মতান্তরে ৯৭৫-১০২৬ খ্রী° (গৌড়ের ইতিহাস, পৃ° ১২১)। তিনি পরম সৌগত ছিলেন। পৌরাণিক ধর্ম্মেও তাঁহার নিষ্ঠার অভাব ছিল না। তখন বৌদ্ধ ও পৌরাণিক ধর্ম্ম মিশিয়া যাইতেছিল।

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস তখনকার সহজবোধ্য মর্ম্মস্পর্শী গ্রাম্যভাষায় রচিত বলিয়া 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান', 'ময়নামতীর গান', প্রভৃতি গীত লোকের হৃদয়-মন অল্পেই অধিকার করিতে পারিয়াছিল। গ্রাম্য-সাহিত্যে এই সমুদায় গাথার স্থান অতি উচ্চে। যে কেহ উহাদের পাঠে কাব্যরসাস্বাদনের বিমল আনন্দ পাইতে পারেন। গোবিন্দচন্দ্রের গৃহত্যাগ সংসারীর চক্ষে একটা হৃদয়-বিদারক কাণ্ড। তিনি অষ্টাদশবর্ষীয় নবীন যুবক, রূপবান্‌, অতুল ভোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী, রাজ্যেশ্বর রাজা, অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী মহিষীগণে ও অসংখ্য পরিকরসমূহে পরিবৃত। ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হেন সৌভাগ্যশালী পুরুষের সন্ন্যাস শুনিলে কাহার প্রাণ না কাঁদিয়া উঠে? তাহার পর রাণীগণের খেদোক্তি ততোধিক করুণা-ব্যঞ্জক। বিষয়গুণেও গোপীচাঁদের গান এতটা লোক-প্রিয় হইয়াছিল। অলৌকিক ও অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ গানগুলির জন-প্রিয়তার অন্যতম কারণ। নাথগুরুদের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপের

* J. A. S. B., 1838, p. 5.

যথা ঐ সমস্ত গাথার অন্তীভূত বলিয়া তৎ-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নীত ও সেই সেই দেশের ভাষায় প্রচারিত হইয়া থাকিবে। ভিক্ষোপজীবী যোগীরা এই কাজে কম সহায়তা করে নাই।

ডা° গ্রীয়ারসন-প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে মলিক মুহম্মদ-বিরচিত 'পদুমাবতি' হিন্দীভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ *। তাহাতে রাজা গোপীচন্দ্র, গুরু গোরক্ষনাথ প্রভৃতির উল্লেখ আছে; যথা—

ওঁ রাজা জস বিকরম আদী।
ওঁ হরিচন্দ বইহু সতবাদী॥
গোপিচন্দ তুহঁ জীতা জোগা।
অউ ভরথরী ন পুজ বিওগা॥
গোরখ সিদ্ধি দীনহ তোহি হাথ্‌।
তারী গুরু মচ্ছন্দর-নাথ্‌॥
জীতা পেম তেঁ পুহুমি অকাসু।
দিসিটি পরা সিংঘল কবিলাসু॥

সিংঘল-দীপ-ভাউ-খণ্ড, পৃ° ৩৪৮।

শুক বলে শুন নৃপ ভাগ্য অখণ্ডিত।
সাহসে জিনিলা তুমি বিক্রম আদিত্য॥
গোপীচন্দ্র নৃপতি জিনিলা তুমি যোগে।
সত্য হরিশ্চন্দ্র নহে তোমার সংযোগে॥
গোরক্ষে আসিয়া তোমা সিদ্ধি দিল হাতে।
তোমারে না পারে জ্ঞানে মচ্ছন্দর নাথে॥
প্রেমেতে জিনিলা তুমি পৃথিবী আকাশ।
এহি দেখ সম্মুখে সিংহল কৈলাস॥

—সৈয়দ আলাওল।

বঙ্গের বাহিরে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যান নানা আকারে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ একটি,—

"বঙ্গালে কে এক রাজা থে, ভর্তৃহরি কী বহিন মৈনাবতী ইন কী মাতা থী; ইস প্রকার ভর্তৃহরি কে ভৈনে গোপীচন্দ হুএ। গোরখ-নাথ নে জিস সময় ভর্তৃহরি কো জ্ঞানোপদেশ দিয়া থা, উসী সময় মৈনামতী ভী গোরখ-নাথ সে দীক্ষা লী থী, ঔর গোরখ-নাথ কে অনুগ্রহ সে সমঝ লিয়া থা, কি সংসার কী বিষয়-বাসনা মেঁ ফঁসনে সে ইস

* Padumawati's Introduction, p. 1.

জীব কা নিস্তার নহীঁ হো সকতা। মৈনাবতী বঙ্গালে কে রাজা সে ব্যাহী গঈ থী, ঔর ইস কো এক পুত্র গোপী-চন্দ ঔর এক কন্যা চন্দ্রাবলী য়ে দো সন্তান হুএ থে। চন্দ্রাবলী কা বিবাহ সিংহল-দ্বীপ কা রাজা উগ্র-সেন সে হুআ থা। পিতা কে মর জানে পর গোপী-চন্দ বঙ্গালে কা রাজা হুআ; ঔর সুখ বিলাস করনে লগা। এক দিন পুত্র কে শরীর কী শোভা নিরখ, মৈনাবতী নে সোচা, কি সংসার কী বিষয়-বাসনা মেঁ ধঁস জানে সে মেরে পুত্র কী যহ কান্তিমান্ শরীর ইস কে পিতাকে শরীর কী নাঈঁ নষ্ট ভ্রষ্ট হো জায়গী। সো পুত্র কো বুলা কর, জ্ঞানোপদেশ দিয়া, কি বেটা, যদি অমর হো কর জীবন-মুক্ত হুআ চাহে, তো জলন্ধর-নাথ সে, জো ইস সময় রমতে রমতে ভাগ্যবশ তেরী বাটিকা মেঁ আ উতরে হৈঁ, শিষ্য হো, যোগ সাধন করো। ইস পর গোপী-চন্দ কো জ্ঞান হুআ, ঔর রাজ-পাট ছোড় কর, জলন্ধর-নাথ সে দীক্ষা লে যোগ সাধন কে লিয়ে কজ্জলি-বন (কদলী-বন) চলা গয়া, ঔর সিদ্ধ হো গয়া, ঔর পিছে সে অপনী বহিন চন্দ্রাবলী কী অতি বিনতী সে উসে ভী দীক্ষা দে কর, যোগিন বনায়া।" (৺সুধাকর দ্বিবেদী)

লক্ষ্মণদাস-রচিত হিন্দী গাথাতে তিলকচন্দ্র গোপীচাঁদের পিতা, ময়নামতী মাতা এবং চম্পাদেবী ভগ্নী। ধারনগরের রাজা গন্ধর্ব্বসেন গোপীচাঁদের মাতামহ হইতেন (পৃ° ২৪)।

স্থানীয় প্রবাদমূলক বৃত্তান্ত :—

ডা° বুকানন হ্যামিল্টন (Dr. Buchanan Hamilton) প্রভৃতি সাহেবগণের মতে মাণিকচন্দ্র ধর্ম্মপালের ভ্রাতা। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন লইয়া ধর্ম্মপালের সহিত রাণী ময়নামতীর যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে ধর্ম্মপাল পরাজিত ও নিহত হন। * গ্লেজিয়ার (E. E. Glazier) সাহেব মাণিকচন্দ্র ও ধর্ম্মপালের মধ্যে একটা মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু এই ধর্ম্মপালকে কামরূপপতি বলিয়া মনে করেন। †

স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

'প্রবাদ অনুসারে গোপীচাঁদ নামক জনৈক নরপতি এই পর্ব্বতে (লালমাই পাহাড়ে) বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর ময়নামতী এবং কন্যার নাম লালময়ী ছিল, তদনুসারে এই পর্ব্বত লালময়ী-ময়নামতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।' ‡ পুনশ্চ,—'প্রবাদ অনুসারে আধুনিক চৌদ্দগ্রাম ও সন্নিহিতস্থানে ভবচন্দ্র নামে এক নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উক্ত নরপতি সম্বন্ধে বহুবিধ অলৌকিক গল্প শ্রুত হওয়া যায়।' §

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের লেখক মহাশয় জলপাইগুড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতরগড়ে

---

* J. A. S. B., 1838, p. 5.

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, কএকটী বক্তব্য, পৃ° [২]।

‡ রাজমালা, পৃ° ৪২০–২১।

§ রাজমালা, পৃ° ৬।

রাজা ভবচন্দ্রের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * জনশ্রুতি ভবচন্দ্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র। ইঁহার অপর নাম উদয়চন্দ্র। †

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বাবুর সংগৃহীত উত্তর-বঙ্গের একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গাথায় মাণিকচন্দ্র কদলীসহরের রাজা। ইনি মৌপালের (মহীপাল) পুত্র এবং ধর্ম্মপালের পৌত্র। ‡

এই শ্রেণীর বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য বড় বেশী মনে হয় না।

তিব্বতীয় গ্রন্থে গোপীচন্দ্রের উল্লেখ ;—

স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের 'চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ §-পাঠে জানা যায় যে, বঙ্গাল দেশে সিংহচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তৎপুত্র বালচন্দ্র সুদূর তীরভুক্তি এবং কামরূপে আধিপত্য বিস্তার করেন। বালচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। [তখন রাজা শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠপুত্র মগধ শাসন করিতে ছিলেন।] বিমলের পুত্র গোপীচন্দ্র পরে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। চাটিগ্রামে তাঁহার রাজপাট ছিল। রাজধানীতে বহুসংখ্যক তৈর্থিক মন্দির ও বৌদ্ধ-বিহার থাকার প্রসঙ্গ আছে। তথাকার বৌদ্ধেরা তান্ত্রিক মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সময়ে সিন্ধুপ্রদেশস্থ নগরথটনিবাসী বৌদ্ধ যতি বালপাদ বা হাড়ীসিদ্ধা তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া চাটিগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজমাতা সিদ্ধার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃতা হন। এবং দীর্ঘজীবন-লাভের নিমিত্ত পুত্রকে সিদ্ধার নিকট 'মহাজ্ঞান' শিখিতে বলেন। সন্ন্যাসীও গোপীচাঁদকে শূন্য-মন্ত্র উপদেশ করেন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বালপাদকে তপ্ত ঠাওয়ান ; এবং তাঁহার জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করেন। দ্বাদশ বৎসর পরে জলন্ধরীর শিষ্য কৃষ্ণাচার্য্য কদলী-ক্ষেত্র যাত্রাকালে চাটিগ্রামে আগমন করেন। রাজার মুখে গুরুর পরিণামের বিষয় অবগত হইয়া ভূগর্ভ হইতে সমাধির অবস্থায় গুরুকে উত্তোলন করেন। গোপীচন্দ্র স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করেন। রাজা সন্ন্যাসগ্রহণে স্বীকৃত হইলে হাড়ীসিদ্ধার প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্ন হইতেছে চাটিগ্রামের রাজা গোপীচন্দ্রই কি ময়নামতীর গানের গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র? কিন্তু মাণিকচন্দ্র ত ইঁহার পিতা নহেন। ইহার সমাধান করিতে হইলে গোপীচন্দ্রের পিতা-পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণের প্রত্যেকেরই দুইটি করিয়া নাম ছিল, এইরূপ

* সামাজিক ইতিহাস, পৃ° ১৪৭।

† Rangpur District Gazetteer, 1909.

‡ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৪শ ভাগ—২য় সংখ্যা, পৃ° ৯২ এবং প্রবাসী ৯ম ভাগ—৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃ° ৪১৪-১৫।

§ J. A. S. B., Vol. LXVII; Part I, No. 1, pp. 21-24.

একটা কিছু কল্পনা করিতে হয়। অথবা বলিতে হয়, রাজাদের নামের তালিকায় গলৎ আছে।

শেখ ফয়জুল্লা মরহুম-প্রণীত গোরক্ষবিজয়ের বর্ণনার সহিত প্রাগুক্ত সিদ্ধার জীবন্ত সমাধি-বিষয়ক ঘটনার অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

কাহ্নার বচন শুনি গোর্খে বোলিলেক রোষে।
আপনা না জান তুহ্মি মোকে বোল কিসে॥
তোর গুরু বন্দী হইছে মেহারকুল দেশ।
নিশ্চই জানম মুই তাহার উদ্দেশ॥
মেহারকুলেত আছে জ্ঞানী এক জানি।
মৈনামতি নাম তার রাজার ঘরণী॥
ঈশ্বরের হোতে সেই পাইল মহাজ্ঞান।
জ্ঞানী নাহি পৃথিবীতে তাহার সমান॥
বিধবা জে নারী পুত্র রাজরাজেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িফা বঞ্চএ তার ঘর॥
তার পুত্রে গুরু তোর বান্ধিয়া রাখিল।
মাটির করিয়া ঘর তাহারে থুইল॥
হস্তী যেন বান্ধি রাখে তাহার উপর।
নিরন্তর থাকে সিদ্ধা মাটির ভিতর॥ (পৃ° ৪৩-৪৪)

গোবিন্দচন্দ্র গীতের বর্ণনাটি একটু ভিন্নরূপ। উহাতে গোবিন্দচন্দ্রের রাণী উদুনা, পুদুনা প্রভৃতির আজ্ঞায় হাড়িফাকে মাটিতে গাড়িয়া ফেলা হয়।

হাড়ি বলে জোগতর্ত্ত শিখার নৃপবর।
আমার সঙ্গেতে রাজা চল দেসান্তর॥
আজ্ঞা দিল উদুনা পুদুনা জত নারি।
গাড়িয়া পেলাও চণ্ডাল জলন্ধরি॥
রাজার আজ্ঞায় দুত গওভর করিয়া।
হেট উপরে কাটা পেলিল গাড়িয়া॥
মহাসিদ্ধা হাড়ি পুতিলে নাই মরে।
জোগেন্তে রহিল বসী গওভর ভিতরে॥ (পৃ° ১২১-১২২)
মাটীর ভিতর হাড়ি দ্বাদস বৎসর। (পৃ° ১২৩)

ঐতিহাসিক প্রমাণ :—

চন্দ্ররাজগণের যে দুইটি (পৃ° ৪৯ ‡ চিহ্নিত পাদটীকা দ্রষ্টব্য) তাম্রশাসনের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাদের বংশলতা নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া যায় :—
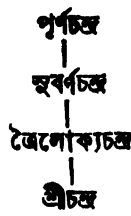
দুর্লভ মল্লিককৃত 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' এ আছে,—

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ পিতা।
তার পুত্র মানিকচন্দ শুন তার কথা॥ (পৃ: ৬৩)

অর্থাৎ মহারাজা সুবর্ণচন্দ্রের পিতা ছিলেন ধাড়ীচন্দ্র এবং পুত্র হইতেছেন মাণিকচন্দ্র। ধাড়ী শব্দে প্রধান বা প্রথম; চন্দ্রদের মধ্যে যিনি অগ্রণী বা আদি তিনি 'ধাড়ীচন্দ্র'। [বন-বিষ্ণুপুরে 'ধাড়ী হাম্বীর' নামে এক রাজা ছিলেন।] পূর্ণচন্দ্রও চন্দ্ররাজগণের আদিপুরুষ। সুতরাং পূর্ণচন্দ্র ও ধাড়ীচন্দ্রকে অভিন্ন মনে করিতে পারি। তাহা হইলে, চন্দ্ররাজগণ এবং গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।
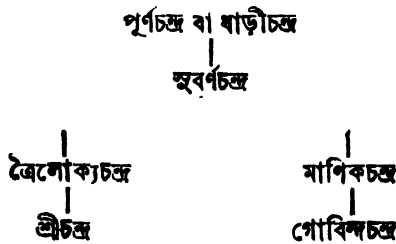
১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ তিরুমলয়ের শিলালিপিতে রাজেন্দ্র চোড় বঙ্গাল দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। * 'শব্দ-প্রদীপ'-রচয়িতা সুরেশ্বর স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, তিনি ভীমপাল নৃপতির রাজ-বৈদ্য এবং তৎপিতা ভদ্রেশ্বর রাজা রামপাল দেবের সভাকবি ও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ভদ্রেশ্বরের পিতামহ দেবগণ বঙ্গাল দেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভায় 'বৈদ্যগণাগ্রণী' ছিলেন। † সম্ভবতঃ সুরেশ্বর একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন। ‡ এবং সুরেশ্বরের প্রপিতামহ দেবগণ দশম শতাব্দীর শেষপাদে অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। রামচরিতের ভূমিকায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,— " The grandfather of Bhadreśvara, Devagaṅa by name was the court physician of that Govinda Chandra, contemporary of Mahīpāla and

* South Indian Inscription, Hultzsch, Vol. 1, p. 99.

† ঢাকার ইতিহাস ২য় খণ্ড পৃ° ২৪৪-৪৫ (India Office Catalogue, No. 2739, Vol. v.)

‡ Chronology of Indian Authors, J. A. S. B. 1907, p. 206.

Rājendra Coda, so wellknown in Bengali songs" * কিন্তু শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র, 'শব্দ-প্রদীপ' এর গোবিন্দচন্দ্র এবং 'ময়নামতীর গান' এর গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দ-চন্দ্র এই তিন গোবিন্দচন্দ্রের একত্ব ও অভিন্নত্ব সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

গৌড়ের ইতিহাসে, "গোবিন্দচন্দ্র যে সময়ে বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করেন। গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হন (১০১২ খৃ°)। গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম মাণিকচন্দ্র, ইনি ৯৭০ হইতে ৯৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মাণিকচন্দ্রের পিতার নাম সুবর্ণচন্দ্র (৯৫০ হইতে ৯৭০ খৃষ্টাব্দ), পিতামহের নাম ধাড়িচন্দ্র (৯২০-৯৫০ খৃ° অ°)।

"গোবিন্দচন্দ্র ১০০৫ হইতে ১০৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গোবিন্দচন্দ্রের পর ভবচন্দ্র রাজা হন। ভবচন্দ্র ১০৩৯ হইতে ১০৫০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভবচন্দ্রের মন্ত্রীর নাম গবচন্দ্র। রাজাও মন্ত্রী নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য প্রসিদ্ধ আছেন। পাটিকা নগরে গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহা রঙ্গপুর জেলায় ডিমলা থানার অন্তর্গত। ইহার বর্ত্তমান নাম পাটিকাপাড়া।" † ইত্যাদি।

কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার উক্তির সমর্থনোপযোগী কোন প্রমাণই উপস্থিত করেন নাই।

ইঁহারা জাতিতে ক্ষেত্রীকুলের বেণিয়া ছিলেন।

বেণিয়া জাতি ক্ষেত্রীকুল হেলাতে হারায়।

(মাণিক, ব° সা° প°, পৃ° ৫০)

ক্ষেত্রী—ক্ষেত্রপতি অর্থাৎ ভূস্বামী বা রাজা। ক্ষেত্রীদের বণিকবৃত্তি ছিল, এখনও আছে।

মনসা-মঙ্গলের চাঁদবেনে (চন্দ্রধর) এবং তৎপুত্র লখিন্দর (লক্ষ্মীধর) গোপীচন্দ্রের আত্মীয় ছিলেন, অনুমান হয়।

চোয়া চন্দন ছিটাইল চন্দ্রসদাগর। (ব° সা° প° পৃ° ৪২)
ছোট জ্ঞাস্তা উঠে বলে বড় জ্ঞাস্তা-ভাই।
চান্দের বরাবর চল চলিয়া যাই॥
ছোট হৈতে জান তোরা চাঁদ সদাগর।
কি জোয়াব দেয় আমার বরাবর॥ (ব° সা° প° পৃ° ৪৩)
পূর্ব্ব দরবারে বৈসে চাঁদসদাগর। (ঐ, পৃ° ৯৭)
দক্ষিণ দরবারে বৈসে বালা লক্ষ্মীন্দর॥ (ঐ, ঐ)
আর সাক্ষী আছে রাজা সাউদ লক্ষ্মীধর।

(ময়নামতী° পৃ° ১৫)

* Memoirs of A. S. B., Vol., III, p. 15.

† গৌড়ের ইতিহাস, পৃ° ২৯।

মাধাই তাম্বুলী গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

বড় ভাই আছে মোর মধাই তাম্বরী।

(ময়নামতী' পৃ' ১৬)

মাধবচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভাই হইবেন। কারণ, জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার সম্ভবে না। উদ্ধৃত অংশে 'সদাগর', 'বাজা', 'সাউদ' (সাধু), 'তাম্বরী' শব্দও তাঁহাদের ক্ষেত্রীকুলের বণিকত্ব সূচিত করিতেছে।

স্বর্গীয় ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় গোপীচন্দ্রকে ব্রাহ্মণরাজা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মল্লভূম, শিখরভূম, ও সিংহভূমের রাজাদিগকেও বাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন! অভিপ্রায়, রাজা মহারাজা হইলেই যেন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। পূর্ব্বে একাধিক বার গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র রাজা ভবচন্দ্রের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় জাত্যংশে ইঁহাদিগকে রাজবংশী স্থির করিয়াছেন। *

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের একস্থানে আছে,—

মর্ত্তলোকে আছিল মাণিকচাঁদ ভূপ।

বেশ্যার অন্ন খেয়ে হল শ্বানরূপ॥ (পৃ' ৯৫)

রাজা মাণিকচন্দ্র কখন বেশ্যার ভাত খাইয়া কুকুর হইয়াছিলেন, জানা যায় না। 'গোবিন্দচন্দ্র-গীত'এ আমরা গোপীচন্দ্রকে হীরা নটী ভেড়া বানাইয়াছিল, দেখিতে পাই। †

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (৯৪৫-৯৭৫খ্রী'; পুনঃ পুন বহিঃশত্রুর আক্রমণে পাল-সাম্রাজ্যের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। আপৎকালে পালবংশের কএক শাখা গৌড়-দেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ‡ অদুনা পদুনার পিতা এবং গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর রাজা হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র ইঁহাদেরই কেহ হইবেন। কথিত আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র অন্যত্র (রাঢ় ?) হইতে আসিয়া বংশাবতী-তীরবর্ত্তী সাভারে রাজধানী স্থাপন করেন। এতদঞ্চলে বহুপ্রচলিত একটি প্রবাদ,—

বংশাবতী পূর্ব্বতীরে সর্ব্বেশ্বর নগরী।

বৈসে রাজা হরিচন্দ্র জিনি সুরপুরী॥

এই সর্ব্বেশ্বরই আধুনিক সাভার, ঢাকা নগরীর বার মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধলেশ্বরী ও বংশাই নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। কেহ কেহ সাভারকে সম্ভার নামেও অভিহিত করেন। 'পূর্ব্ববঙ্গের পাল রাজগণ'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র

* বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, পৃ' ১৪৭।

† গোবিন্দচন্দ্র গীত, পৃ' ১০৩।

‡ ঢাকার ইতিহাস, পৃ' ৪৫৩।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সাভারের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। * সাভারে প্রাপ্ত ইষ্টকলিপিতে হরিশ্চন্দ্রের 'পাল' উপাধি আছে। উহার অক্ষরও দশম শতাব্দীর শেষ পাদ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ। † শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় 'সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা'-শীর্ষক প্রবন্ধে ‡ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া কএকটি সংস্কৃত শ্লোক উঠাইয়াছেন; কোথা হইতে তুলিয়াছেন, তাহা অব্যক্ত। শ্লোক কয়টি হইতে জানা যায় যে, ধীমন্ত-পুত্র রণধীর সেন সম্ভারে বাস করিতেন। ভীমসেন হইতে ধীমন্তের জন্ম হয়। হরিশ্চন্দ্র রণধীরের পুত্র। তিনি ধর্ম্মাত্মা এবং কুবের-সদৃশ সমৃদ্ধ ছিলেন। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র যমুনা-নদীতীরে বুদ্ধমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে (মঠে) ধর্ম্মার্থ বিজন-বাস করিতেন। 'সেন' শব্দ নামের অংশ না হইয়া উপাধি হইলে সমন্বয়ের প্রয়াস বৃথা। বিজয়কুমার সেন মহাশয় তাঁহার 'সাভারের প্রাচীন কীর্ত্তি' প্রবন্ধে § লিখিয়াছেন, 'বংশ পত্রিকা মতে হরিশ্চন্দ্র হইতে বর্ত্তমানে ৩৮ পুরুষ চলিতেছে।' ২৪।২৫ বৎসরে এক এক পুরুষ ধরিলে আমরা ধীরেন্দ্র বাবুর নির্দ্দিষ্ট কালে উপনীত হইতে পারি।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে রাজা হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মপূজার বিবরণ আছে; ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে উহা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত।

মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, জলন্ধরনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাগণ সকলেই অল্প-বিস্তর তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা এক একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইঁহাদের প্রকৃত ধর্ম্মমত কি ছিল আজও জানা যায় নাই। তবে যোগাচারে সিদ্ধিলাভ করাই যে ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। হজসন সাহেব (B. H. Hodgson) J. R. A. S., ১৮শ খণ্ডে মৎস্যেন্দ্রনাথের একটি এবং গোরক্ষনাথের তিনটি চিত্র দিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথের আকৃতি চতুর্থ ধ্যানী বোধিসত্ত্বের অনুরূপ। পঞ্চরক্ষা গ্রন্থের আলোচনায় ইঁহার অনেকটা শৈবভাব লক্ষিত। উড়িষ্যায় জগন্নাথদেবের ন্যায় নেপালে মহাসমারোহের সহিত ইঁহার (মৎস্যেন্দ্রনাথের) রথযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইত্যাদি ইত্যাদি। ¶ কেহ কেহ অনুমান করেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় নরেন্দ্রদেব কর্ত্তৃক নেপালে আহূত হইয়াছিলেন। কথিত হইয়া থাকে, ইনি আদিবুদ্ধের (নামান্তর আদিনাথ) আজ্ঞায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ

* পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ, পৃ° ৮৬।

† ঢাকার ইতিহাস, পৃ° ৪৫৯। ঢাকার ষ্টেপেলটন সাহেব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে ঐ ইষ্টকলিপির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন।

‡ ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলনী, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২১।

§ প্রতিভা, কার্ত্তিক ১৩১৯, পৃ° ৪২০।

¶ J. R. A. S., Vol. XVIII (1860-61), p. 394.

হইয়া পার্ব্বতীর প্রশ্নে হরনিগদিত যোগরহস্য শুনিবার নিমিত্ত মৎস্যগর্ভে লুকাইয়াছিলেন। গোরক্ষবিজয়ে এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

তুহ্মি কেনে ভব গোসাঞি আহ্মি কেনে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি॥
দেবীর বচন শুনি কহে মহেশ্বর।
সত্বরে চলহ গৌরী ক্ষীরোদ সাগর॥
সেই সাগরেতে আছে টঙ্গি মনোহর।
এ বলিয়া দুই জনে চলিলা সত্বর॥
মৎস্যরূপ ধরি তথা মীন মোচন্দর।
টঙ্গির লামাতে রহে বোগাল সুন্দর॥ (পৃ° ১২-১৩)

প্রবাদ, কবীরের (খ্রী° ১৫শ শতক) সহিত গোরক্ষনাথের বিচার-বিতর্ক হইয়াছিল; আবার মহম্মদের সহিতও নাকি হইয়াছিল। *

অপুত্রক শেয়ালকোটরাজ শালবান ব্রাহ্মণ-যতি গোরক্ষনাথের কৃপায় কুমার রসালুকে লাভ করেন। † রাজা রাসালুই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রীশাল্যপতি দেব। ‡

বাগর দেশের (রাজপুতনার মরুময় প্রদেশ) রাজা বৎস (চৌহান) ঐরূপে গুরু গোরক্ষনাথের প্রসাদে পুত্র গুগাকে প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন, গুগা খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকের মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। মতান্তরে ইনি পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক। § অপরে কহেন, বীরবর গুগা গজনবীরাজ মামুদের সহিত যুদ্ধে সপুত্র নিহত হন (১০২৪)। ¶

মরাঠী ভাষায় লিখিত গীতার টীকা 'জ্ঞানেশ্বরী'তে পাওয়া যায়, টীকাকার জ্ঞানদেব (খ্রী° ১৩শ শতক) শিষ্যপরম্পরায় গোরক্ষনাথ হইতে চতুর্থ।

এদেশের প্রচলিত গাথাতে গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য এবং আমাদের ময়নামতীর গুরু। নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে গোরক্ষনাথের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইলেও অনেকে তাঁহার পূজা করেন। তিব্বতেও তাঁহার পূজা হয়। ‖ গোরক্ষনাথের কএকজন নির্ব্বোধ শিষ্য শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। $ হজসন সাহেব লিখিয়াছেন, গোরক্ষের ধর্ম্ম (Saintism)

* Wilson's Religious Sects of the Hindus, p. 78.

† Hartland's Primitive Paternity, Vol. 1, pp. 5-6.

‡ Temple's Punj. Leg., 1.

§ Eliots' N. W. Prov. 1., 250; Crooke's Popular Religion & Folk Lore of N. I., p. 211.

¶ Indian Antiquary, Vol. XI pp. 33-43.

‖ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা; ২১শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ° ২৬৪।

$ J. A. S, B., Vol. XLVII (1898), p-25.

ব্রাহ্মণ্য ও সৌগত সম্প্রদায়ের সংযোজক সেতুস্বরূপ। * বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথকে বৌদ্ধ এবং শৈবেরা তাঁহাকে শৈব মনে করিতেন। ভক্তমালে মীননাথ ও গোরক্ষনাথ উভয়েই পরম বৈষ্ণব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। † গোরক্ষপন্থীদের ধারণীয় দ্রব্যাদি—কাচ, প্রস্তর, বা গণ্ডারশৃঙ্গনির্ম্মিত কুণ্ডল, ঊর্ণাসূত্রগ্রথিত নাদ (কৃষ্ণবর্ণ বস্তুবিশেষ), মেখলা (কটীবন্ধ), শিলা, ধঁধারী-চক্র (গোরক্ষধন্ধা), আসা, জোগোটা, কন্থা, দণ্ড, কমণ্ডলু বাঘাম্বর, পাদুকা, ভস্ম প্রভৃতি। বিবাহিত হইলে দীক্ষাকালে নবীন যোগী গৃহে গিয়া পত্নীকে 'মা ভিক্ষা দাও' বলিবেন এবং উত্তরে পত্নী 'পুত্র গ্রহণ কর' বলিয়া ভিক্ষা দিবেন। ঐ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য শিষ্য গুরুকে সমর্পণ করিবেন। তখন গুরুর প্রত্যয় হইবে, শিষ্য যোগসাধনে সমর্থ। সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় ইঁহাদিগকেও নানাগুরু স্বীকার করিতে হয়। কণ্‌ফট্ যোগীদের মধ্যে জ্যোৎমার্গে প্রবেশপূর্ব্বক মদ্যমাংস ব্যবহারের রীতি আছে। ‡ এই জ্যোৎমার্গপ্রবেশ কতকটা তন্ত্রোক্ত চক্রসাধনার সদৃশ। §

মহারাষ্ট্র কবি মহীপতি (১৮শ শতক) কৃত সন্তলীলামৃতে মৎস্যেন্দ্র কৈলাসবাসী এবং গোরক্ষ ক্ষীরোদসাগরবিলাসী বিষ্ণু বলিয়া বর্ণিত। গোরক্ষ গুরুকে স্ত্রীরাজ্য (দক্ষিণদেশ) হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। স্ত্রীরাজ্যের রাণী, প্রেমলা এবং কুমার, মীননাথ। মৎস্যেন্দ্র শিষ্যের মহিমা বাড়াইবার জন্য স্বয়ং মায়াবদ্ধের অভিনয় করেন। ভারতদেশে গোরক্ষের সহিত কানফার সাক্ষাৎ হয়। ¶

উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত একটি ছড়া হইতে জানা যায়, ধর্ম্মঠাকুরের বরে এক গোপকুমারীর গর্ভে গোরক্ষনাথের জন্ম হয়। $

গোবিন্দচন্দ্রের গুরু হাড়ীপা শূদ্রজাতীয় ধনী ব্যবসায়ীর সন্তান। হাড়ীপা বা বালপাদ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিখ্যাত স্থবিরগণের নিকট বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনন্তর পবিত্র সম্প্রদায়ের ভিক্ষু হইয়া উদ্যানে (বর্ত্তমান সোয়াট ও চিত্রল) যান' এবং তথায় যোগাভ্যাসে যুক্ত হন। সেখান হইতে জলন্ধরে আসিয়া দীর্ঘকাল বাস করেন এবং সেই জন্য জলন্ধরের সিদ্ধ, এই নামে প্রসিদ্ধ হন। ইহার পর নেপালে সিদ্ধাই-প্রভাবে তত্রত্য প্রধান শিবলিঙ্গ

* J. R. A. S., Vol. XVIII (1860-1861), p. 394.

† ভক্তমাল, ১৪শ মালা।

‡ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃঃ ১২৭।

§ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ° ৭৬।

¶ সন্তলীলামৃতের সেই সেই অংশ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমায় শুনাইয়া এবং ব্যাখ্যাদি করিয়া দিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

$ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩১৭), ১ম সংখ্যা।

ভগ্ন করিয়া ফেলেন ও বহু নেপালীকে স্বীয় মতে আনয়ন করেন।* কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য্য ইঁহারই শিষ্য। এই সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা অধুনা শিব-যোগী বলিয়া পরিচিত। এ দেশে ইঁহারা 'যুগী' এবং সংসারী। ইঁহাদের উপাধি নাথ; মৃতের মাটি দেওয়া রীতি, অশৌচকাল দশ দিন। পুরোহিতের আখ্যা গোসাঞি। জীবনোপায় বস্ত্র-বয়ন, কেহ কেহ চাস-আবাদ করেন, অবস্থা মোটের উপর ভালই। জনসংখ্যা (গত ১৯১১ সালের আদম সুমারিতে) ৩৬১,০০০। হাজারকরা লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ১৩০।

শ্রীবসন্ত রায়

"ময়নামতীর পুঁথি" সম্বন্ধে আলোচনা

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর অধিবেশনের সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্ মহাশয় বলিলেন, "আমরা আজ অনেক নূতন কথা শুনিলাম। এই প্রসঙ্গে আমার একটা ধারণা হইয়াছে যে, আমাদের প্রাচীন কবিদিগের সঠিক বিবরণ, তাঁহাদের প্রাদুর্ভাবের কাল, দেশের তৎকালীন প্রকৃত অবস্থা, বিভিন্ন জাতির সামাজিক বিবরণ, দেশের সমসাময়িক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া সুকঠিন। ভারতের নানা স্থানে ইহার আলোচনা হইতেছে। চৈতন্যদেবের পর হইতে কাব্য ও কবিগণের যে বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য। এই সকল বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এই আলোচনায় ভাষার ইতিহাস গঠনের পক্ষে সুফল ফলিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। বসন্ত বাবু এই বিষয়ে দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতামত আলোচনা করিয়া, তাহা এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই জন্য অনেকের পক্ষে এই আলোচনাও উপাদেয় হইবে। বর্ত্তমান সময়ে দেশে যোগিগণের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের পুরাতন ইতিহাস হইতে এই বিষয়-সংক্রান্ত অনেক উপকরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বি এস্-সি, এম এ মহাশয় বলিলেন, "আমার একটি প্রশ্ন আছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিয়াছেন যে, চাঁদ সদাগর—রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর সামসাময়িক। তিনি আভ্যন্তরীণ প্রমাণও উপস্থিত করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয়ের মতে "বৌদ্ধগান ও দোঁহা" দশম শতাব্দীর কথা এবং তাহাতে বৌদ্ধমতের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সম্ভবতঃ আরও কিছু দিন পরে

* J. A. S. B., Vol. LXVII. (1898) p. 22.

ময়নামতীর গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি রচনায় তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল ও ইহাতে শৈব সাধনার পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর ও কথা-সাহিত্যের অন্যান্য কাহিনী আরও অনেক পরে রচিত হইয়াছে, বলিয়াই সাধারণ বিশ্বাস। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ মহাশয়ও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সত্য-নারায়ণ, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেবতাগণের উপাখ্যানে বৌদ্ধ, তান্ত্রিক বা শৈব সাধনা অপেক্ষা শক্তি-সাধনার প্রভাবই অধিক লক্ষিত হয়। এই সকল লৌকিক দেবতার উৎপত্তি কোন্ সময়ে? বাংলা সাহিত্যে ইঁহারা কবে প্রথম প্রবেশ করিলেন? লৌকিক দেবতাগণের সহিত ময়নামতীর গানের বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধনার কি কোনও সম্বন্ধ আছে?

"আরও একটি প্রশ্ন এই যে, ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের গানের পুঁথি কোন্ সময়ের? যদি চাঁদ সদাগরের পরে হয়, তবে চাঁদ সদাগরের কথা প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় আশ্চর্য্য নয়।"

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় বলিলেন যে, চণ্ডী ও মনসা একই সময়ে—১০ম শতাব্দীতে বঙ্গ-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন, "বেনিয়া ক্ষেত্রি জাতির যে উল্লেখ বসন্ত বাবু করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এখনও আলোচনা শেষ হয় নাই। ঢাকার এগ্রিকাল-চারাল ফার্ম্মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় বলেন যে, তিনি কায়স্থ, ময়মনসিংহে তাঁহার নিবাস। সেখানকার কায়স্থগণের সহিত তাঁহাদের চলন নাই, সরাইয়ের বৈদ্যদের সঙ্গে তাঁহাদের বিবাহাদি হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে, বহু দিন পূর্ব্বে তাঁহারা বর্দ্ধমানের উজানি-মঙ্গলকোট হইতে আসিয়াছিলেন। চাঁদ সদাগরের উপাখ্যানে ধনপতি দত্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা জাতিতে বেণে। দ্বিজদাস বাবুর নিকট অনেক পুরাতন কাগজ-পত্র রহিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহাকে আমি সেগুলির জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম, কোন জবাব পাই নাই। পরিষৎ হইতে এই জন্য পত্র লিখিতে আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।"

তৎপরে অধ্যাপক মহলানবীশ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন,—"চাঁদ সদা-গরের উপাখ্যান পৌরাণিক কথা নহে। মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেবতা। কোন কোন কবি—যেমন, মুকুন্দরাম, বাঙ্গালায় পুরাণের হিসাবে চণ্ডীকাব্য লিখিয়াছিলেন। মনসামঙ্গলে কাব্যাকারে পুরাণ লিখিত হইয়াছিল; তাহাতে পুরাণের সকল লক্ষণই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু ভাষা সংস্কৃত না হইয়া বাঙ্গালা, এইমাত্র প্রভেদ। মহলানবীশ মহাশয়ের সর্ব্বশেষ প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের গানের পুঁথি কোন্ সময়ের, তাহা বলা সম্ভবপর নহে। বসন্ত বাবু দেখাইয়াছেন যে, গোবিন্দচন্দ্র একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ময়নামতীর পুঁথি নিশ্চয়ই তাহার পরে রচিত হইয়া থাকিবে; কত পরে, তাহা বলা যায় না। অনুমানে দ্বাদশ শতাব্দী এই পুঁথির রচনা-কাল বলিয়া ধরিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। এখন মনসামঙ্গলের কথা আলোচনা করা যাউক। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল

হোসেন সাহের রাজত্ব-কালে রচিত হইয়াছিল। ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা। ইহার পূর্ব্বে কাণা হরিদত্ত ও নারায়ণদেব মনসামঙ্গল রচনা করেন। এই সম্বন্ধে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—'বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, হুসেন সাহার রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে যে গীতি বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা।' অতএব প্রথম মনসামঙ্গলের পুঁথির রচনার কাল আমরা দ্বাদশ, কি ত্রয়োদশ শতাব্দ পাইতেছি। দীনেশ বাবু আরও লিখিয়াছেন,—'সুতরাং কাণা হরিদত্ত মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।' ১১৯৯ খৃঃ বঙ্গদেশ বিজিত হয়; এতএব কাণা হরিদত্ত দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, এবং তাঁহার মনসার পুঁথিও এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। অতএব মনসামঙ্গল ও ময়নামতীর পুঁথি প্রায় একই সময়ে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আরও একটী ভাবিবার বিষয় আছে। মনসা লৌকিক দেবতা, তাঁহার উপাখ্যান ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে প্রচলিত ছিল; আমাদের বিশ্বাস, ময়নামতীর পুঁথি রচিত হইবার কালে চাঁদ সদাগরের বিবরণ "ময়নামতীর" কবির অজ্ঞাত ছিল না। হয় তিনি প্রচলিত গাথা হইতে চাঁদ সদাগরের কথা লিখিয়াছেন, নতুবা কোন মনসামঙ্গলের পুঁথি দেখিয়াও লিখিতে পারেন। অতএব চাঁদ সদাগরের কথা প্রক্ষিপ্ত নাও হইতে পারে।

"লৌকিক দেবতার উৎপত্তি কোন্ সময়ে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার সময় আসিয়াছে কি? উল্লিখিত বিবরণ হইতে যাহা জানা যায়, আমাদিগকে এখন তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—"শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু তাঁহার প্রবন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের যত কিছু মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার এম্-এ ক্লাসের ছাত্রগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, হয় ত আমরা শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুর মুখেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন দিন না কোন দিন বিশেষ আলোচনা শুনিতে পাইব। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বকালের কবিদিগের ও কাব্যের আলোচনার জন্য যথেষ্ট উপকরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। নাথ-সম্প্রদায়, যোগি-সম্প্রদায় প্রভৃতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ ও ইতিহাস এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। যোগি-সম্প্রদায় নিজদের ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভক্তমালে দেখা যায়, গোরক্ষনাথ মহাবৈষ্ণব। ভগবানের কৃপায়, এক্ষণে অতীতের অন্ধকার ক্রমশঃ কাটিয়া গিয়া উষার আবির্ভাবের সূচনা দেখা যাইতেছে—এই সময় এই দেশের, সমাজের এবং সাহিত্যের অতীত যুগ-সংক্রান্ত ইতিহাসের যাহা কিছু উপকরণাদি পাওয়া যাইবে, তাহা সংগৃহীত করা

কর্ত্তব্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যদি এক একটি যুগ বিভাগ করিয়া, তদ্বিষয়ে ইতিবৃত্তাদি সংগ্রহ করা সম্বন্ধে রীতিমত ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করেন তবে কার্য্য-সিদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা হইবে। অধ্যাপক মহলানবীশ মহাশয় যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহার সম্যক্ আলোচনা এ যাবৎ শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে হয় নাই। বৌদ্ধযুগের পরে ময়নামতীর গান প্রভৃতি কখন রচিত হয় এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান যখন ঘটে, তখন যে সমস্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পুস্তকাদি রচিত হয়, তাহাই বা কোন্ সময়ের, এই সকল সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমাদের জ্ঞান যেন এলোমেলো রকমের। ঐ সকল বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিতে হইলে এখনও অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান আবশ্যক। উহা না হইলে বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুর অদ্যকার প্রবন্ধটিকে এ বিষয়ের আলোচনার সূচক বা দ্যোতক বলিতে পারা যায়।"

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—"আমরা আমাদের দেশে, বসিরহাট মহকুমায় ছেলেবেলায় ময়নামতীর অনেক গান শুনিয়াছি। পরে কুমিল্লায় ময়নামতীর পাহাড়, পুকুর, মাঠ, চড়কডাঙ্গা দেখিয়াছি। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এই উপাখ্যানের বর্ণিত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ডায়মণ্ডহারবারের মগরাহাটে চাঁদসদাগরের পোতা ও লখিন্দরের ভিটে দেখা যায়।"

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার আর বক্তব্য কিছুই নাই। সমস্তই শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, সুখের বিষয়, যোগি-সম্প্রদায় "যোগী-সখা" নামক মাসিক পত্রিকায় তাঁহাদের সমাজের কথার বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিতেছেন।

নালিতা*

পাট বর্ত্তমান বঙ্গদেশের প্রধান কৃষি-সম্পদ। বঙ্গদেশ হইতে বিদেশীয় পণ্যদ্রব্যের জন্য প্রতি বৎসর যে বহুসংখ্যক টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, এক পাটই তাহার কিয়দংশ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। লোকে বলে যে, পাটের চাষ বঙ্গদেশে এত অধিক হওয়াই বঙ্গের বর্ত্তমান অন্নকষ্টের একটি কারণ। এই কথার মূলে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহার ভার কৃষি-বিভাগের সরকারী রিপোর্টের উপর দিয়া, আমরা সাহসের সহিত বলিতে চাই যে, পূর্ব্ব, মধ্য ও উত্তরবঙ্গে যদি পাটের আবাদ একবারে বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে লোকের অন্নকষ্ট কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হইলেও তাহাদের ঘরে নগদ টাকা একেবারে থাকিবে না। চাষারা পাট বিক্রয় করিয়াই অধিকাংশ স্থলে ধনী ও মহাজনের ঋণ শোধ করে, ভূস্বামীর খাজানা দেয়। যে বৎসর পাটের দর কম থাকে, অথবা পাট হয় না, সে বৎসর তাহারা মহাজনের দেনা এবং ভূস্বামীর খাজানা দিতে পারে না। বর্ত্তমান বঙ্গের ধনী ও নির্ধন, তাহাদের ঘরের নগদ টাকার জন্য, পাটের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে।

পাটকাঠি বেশ পাতলা জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশে বিলাতি দেশলাই আগমন করিবার পূর্ব্বে, গলিত-গন্ধকাগ্র পাটকাঠি-দেশলাই প্রায় প্রতি গৃহস্থের ঘরেই ব্যবহৃত হইত। পাট ও পাটকাঠি ছাড়া আরও একটি জিনিষ পাটগাছে পাওয়া যায়, সেটা পাটপাতা। পাটপাতার উপকারিতা সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত লোক অনভিজ্ঞ হইলেও প্রাচীন লোকেরা ইহার উপকারিতা বিশেষরূপে জানিতেন। এখনও গ্রামদেশে অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে শুষ্ক পাটপাতা সঞ্চিত ও রক্ষিত দেখা যায়। ইহা নালিতা বা শুখ্তা পাতা নামে ব্যবহৃত হয়। ইহার শীতল জল-নির্য্যাস কৃমিঘ্ন, কুষ্ঠনাশক এবং পিত্ত-নিঃসারক; যথা,—

* * *

"রক্তপিত্তহরং তিক্তং ক্রিমিকুষ্ঠবিনাশনম্॥" ইতি রাজবল্লভঃ।

পট্টশাকঃ অস্য গুণাঃ—

"রক্তপিত্তনাশিত্বং, বিষ্টম্ভিত্বং, বাতকোপনঞ্চ॥" ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

এই গুণান্বিত বলিয়াই কচি পাটপাতা গ্রামদেশে, বিশেষতঃ গরীব লোকের মধ্যে শাক-রূপে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক পাটপাতা বোধ হয়, এই জন্যই লোকে ভাজা খাইয়া থাকে। চাষীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে, পাটপাতা কোন কোন গোজাতীর পীড়ায়ও

* পরিষদের ১৩২৮ প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ফলদায়ক। পাটপাতা এই প্রকার নানারূপে সুব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া, প্রায় প্রতিগৃহেই বৃদ্ধারা ইহা সযত্নে রক্ষা করেন এবং সহরে বাজারে ইহা কিনিতে পাওয়া যায়।

পাটপাতার জলীয় নির্য্যাস তিক্তস্বাদ-বিশিষ্ট। তিক্ত বলিয়াই বোধ হয়, ইহা ভেষজ-রূপে ব্যবহৃত হয়। কারণ, অনেক তিক্ত জিনিষ রোগঘ্ন। এই তিক্ত পদার্থটিকে পাটপাতার অন্যান্য উপাদান হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া, তাহার রাসায়নিক প্রকৃতি আলোচনার জন্য ঢাকা কলেজের রসায়নাগারে আমরা একটি ক্ষুদ্র গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া, যে ফল পাইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসের পরিপক্ক পাটপাতা উত্তমরূপে রৌদ্রে শুখাইয়া, আমরা ব্যবহার করিয়াছি। এই শুষ্ক পাতা চূর্ণ করিয়া, ফুটন্ত পরিস্রুত জলে ২৪ ঘণ্টাকাল রাখিয়া, কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইলে, নাতিতরল কৃষ্ণবর্ণ ক্বাথ পাওয়া যায়। এই ক্বাথে সীসশর্করা (Lead acitate) মিশ্রিত করিলে এক ভস্মাভ গুরুপদার্থ অধঃস্থ হয়। এই গুরুপদার্থ শোষণীয় কাগজদ্বারা ছাঁকিয়া লইলে, এক নির্ম্মল পীতাভ ক্বাথ পাওয়া যায়। তৎপর এই ক্বাথ হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড (H_2S) যোগে অতিরিক্ত সীস হইতে পৃথক্ করিয়া, অল্প এমোনিয়া (Ammonia) মিশ্রণানন্তর, অগ্নির উত্তাপে ঘনীভূত করিলে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ক্বাথ প্রস্তুত হয়। এই ক্বাথে ট্যানিক এসিড্ মিশ্রিত করিলে, গ্লুকোজাইড্ নামক পাটপত্রস্থ তিক্ত পদার্থ ইহার সঙ্গে মিলিত হইয়া, একটি নূতন পদার্থে পরিণত হইয়া, ক্বাথস্থ অন্যান্য উপাদান হইতে পৃথক্ হইয়া অধঃস্থ হয়। এই অধঃস্থ জিনিষটিকে ছাঁকিয়া, বেরিয়াম হাইড্রেটের জলের সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা বা ততোধিক কাল রাখিয়া দিলে, ট্যানিক এসিড্, তিক্ত-পদার্থ গ্লুকোজাইড্ সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, বেরিয়ামের সঙ্গে একত্রিত হইয়া, জলে অগলিত, নীলাভ নূতন পদার্থে পরিণত হয় এবং তিক্ত জিনিষটি স্বাবস্থায় পৃথক্ হইয়া জলে গলিতভাবে বিদ্যমান থাকে। অতিরিক্ত বেরিয়াম, কার্ব্বলিক এসিড্ যোগে অধঃস্থ করণান্তর পৃথক্ করিয়া গ্লুকোজাইড্-পূর্ণ জলে, জলীয় বাষ্পের উত্তাপে (১০০° C) শুখাইয়া, পুনরায় অল্প গরমজলে গালাইয়া, বায়ুস্পর্শে রাখিয়া দিলে, অতি উৎকৃষ্ট দানাদার হইয়া পাটপাতার তিক্ত জিনিষটি পৃথক্ হয়, দানাগুলি দেখিতে সূচের ন্যায় (needles); ইহা কুইনাইনের মত শাদা এবং তিক্তস্বাদবিশিষ্ট ; কিন্তু এইটি জ্বরঘ্ন কুইনাইনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কিছু কম তিক্ত। কুইনাইন যে জাতীয় জিনিষ, ইহা সে জাতীয় নহে। কুইনাইন যবক্ষারজানবিশিষ্ট এলকালয়েড্-শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু পাটপাতার এই তিক্ত জিনিষটিতে যবক্ষারজান নাই। এই জাতীয় জিনিষ, সাধারণতঃ দ্রাক্ষাশর্করা (Glucose) এবং অন্যান্য জাতীয় জিনিষের সঙ্গে, রাসায়নিক সংযোগে গঠিত হয় বলিয়া, এই জাতীয় জিনিষ-গুলিকে গ্লুকোজাইড্ আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা জলে, সুরাসারে এবং এসিটোন্ নামক পদার্থে গলে। কিন্তু ইথার, বেনজিল্ ইত্যাদি তরলপদার্থে ইহা গলে না। এই নূতন পদার্থ-মিশ্রিত জল আলোড়নে ফেনিল হইয়া উঠে। অগ্নির উত্তাপে ইহা ১৭৫°—১৭৬°

ডিগ্রিতে দ্রব হয়। ভঙ্গী-ভঙ্গ আলোক তরঙ্গকে (Polarised light) ইহা বাম দিকে আবর্ত্তন করে। গন্ধকদ্রাবকে ইহা সুন্দর সবুজাভ লালবর্ণ ধারণ করে। যে জাতীয় পাট হইতে এই জিনিষটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার ল্যাটিন নাম করকরাস্ ক্যাপসুলারিস্ (Corchorus Capsularis) বলিয়া ইহাকে করকরিন্ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। করকরিন্ জলের সঙ্গে একত্রীভূত হইয়া দানার আকার ধারণ করে বলিয়া বোধ হয়। কেন না, জলীয় বাষ্পাগারে ইহা ১০০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলে, ইহার গুরুত্ব কমিয়া যায়। শতভাগ জলের সহিত দুইভাগ গন্ধকদ্রাবক অথবা লৌহদ্রাবক মিশ্রিত করিয়া, সেই জলের সঙ্গে করকরিন্, ৩৪ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিলে, ইহা দুইটী পদার্থে বিযুক্ত হইয়া যায়; একটি দ্রাক্ষাশর্করা, ইহা জলে গলিত অবস্থায় থাকে ; অপরটি, সুরাসারজাতীয় জিনিষ, ইহা জলে অদ্রব বলিয়া, কাচপাত্রের গায়ে, আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকে। দ্বিতীয় পদার্থটী সুরাসার এবং ইথারে বেশ গলে। যদিও নানাপ্রকার রাসায়নিক পরীক্ষা-প্রয়োগে প্রথম পদার্থটী দ্রাক্ষাশর্করা বলিয়া নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইয়াছে; দ্বিতীয়টী যে সুরাসারজাতীয় জিনিষ, তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করা যায় নাই।

সাধারণতঃ দ্রাক্ষাশর্করা, ভঙ্গী-ভঙ্গ আলোক-তরঙ্গকে দক্ষিণদিকে আবর্ত্তন করে। কিন্তু, যে দ্রাক্ষাশর্করা, করকরিন্ হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ঐ আলোককে কোন দিকেই আবর্ত্তন করে না। কৃত্রিম উপায়ে দ্রাক্ষাশর্করা তৈয়ার হইলে, অনেক সময়েই এইরূপ দেখা যায়। ভঙ্গী ভঙ্গ আলোকতরঙ্গ সম্বন্ধে বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী দ্রাক্ষাশর্করা সমপরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়াই, এইরূপ হয়। ঐ আলোককে বামদিকে ঘূর্ণিত করে, এরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত দ্রাক্ষাশর্করাও প্রস্তুত হইয়াছে। কোন প্রকার রাসায়নিক পরীক্ষা-প্রয়োগে এই দুই জাতীয় দ্রাক্ষাশর্করার বিশেষত্ব নির্দ্ধারণ করা যায় না। মাত্র উপরোক্ত আলোক-সাহায্যেই ইহাদের বিশেষত্ব সহজে নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু যখন দুইটি সমভাবে একত্র থাকে, তখন এই আলোক-পরীক্ষাও নিস্ফল। ইষ্ট নামক একটি উদ্ভিজ্জাণু তালের তাড়িতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই উদ্ভিজ্জাণুই সাধারণতঃ দ্রাক্ষাশর্করাকে সুরাসারে পরিণত করে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, দক্ষিণাবর্ত্তনকারী দ্রাক্ষাশর্করাই এই ইষ্ট দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু, ইহার বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী, বামাবর্ত্তনকারী, দ্রাক্ষাশর্করা ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয় না। করকরিন্ হইতে প্রস্তুত দ্রাক্ষাশর্করা, এই ইষ্ট-সংসর্গে ৪।৫ দিন রাখিয়া দিলে পর, উপরোক্ত আলোককে বামাবর্ত্তন করিয়া থাকে।

শ্রীহরিদাস সাহা

"নালিতা" সম্বন্ধে আলোচনা

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে অধিবেশনের সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন যে, আয়ুর্ব্বেদে অসংখ্য গাছ-গাছড়া ও ভেষজদ্রব্যের গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল দ্রব্যের অধিকাংশই বিশুদ্ধভাবে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত হয় নাই। যেগুলি পরীক্ষিত হইয়াছে, সেগুলি আজকাল ডাক্তারগণ ব্যবহার করিতেছেন ও ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যেমন কুরচি, বেল, পুনর্ণবা, অর্জ্জুন, বাকস ইত্যাদি। যে সকলের পরীক্ষা বাকী রহিয়াছে, তাহাদের পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক গাছ-গাছড়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া কবিরাজগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; তাহাদের সার অংশ নিষ্কাষিত হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে; লোকের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসেবনে কষ্ট হইবে না এবং আয়ুর্ব্বেদের প্রতি বিদেশী চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষিত হইবে। তাহাদের কেমিকাল্, ক্লিনিকাল্ ও ফার্ম্মাকোলজিকাল্ পরীক্ষা হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বে এই কাজের জন্য গবর্ণমেণ্টের Indigenous Drugs Committee নামে একটি সমিতি ছিল। তিনি এই সমিতির সভ্যরূপে কাজ করিয়াছেন। এই সমিতির চেষ্টায় অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ British Pharmacopiaতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আজকাল Bengal Chemical and Pharmaceutical Works এই বিষয়ে অনেক কাজ করিতেছেন। এখন উক্ত সমিতি উঠিয়া গিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি আর একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি যাহাতে এদেশে ঔষধের গাছ-গাছড়ার চাষ হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক ঔষধ বিদেশ হইতে আমদানী হয়, অথচ সেই সকল ঔষধ যে সকল দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা এদেশেও রহিয়াছে। এদেশের ভেষজদ্রব্যগুলি দেশবাসীর পক্ষে জলবায়ুর গুণে যে সুফলপ্রদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাজারে যে সকল দ্রব্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধরূপে বিক্রীত হয়—কবিরাজগণ নিঃসঙ্কোচে সে সকল ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন। তাহাদের মধ্যে অনেক বাজে জিনিষ মিশিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই জন্য ঔষধের ফল আশানুরূপ পাওয়া যায় না। নিম্নোক্ত তিনটি কারণে আয়ুর্ব্বেদোক্ত উদ্ভিজ্জ ঔষধগুলি বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরীক্ষিত হওয়া উচিত—(১) দেশের জলবায়ুর গুণে দেশীয় দ্রব্যে প্রস্তুত ঔষধ দেশের লোকের প্রকৃতির উপর বেশী কাজ করিবে, (২) বিদেশ হইতে সমগুণসম্পন্ন এই সকল ঔষধ আমদানী করিতে যে ব্যয় হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে, ও (৩) আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের

সত্য-প্রতিষ্ঠা হইবে। অস্মকার আলোচ্য নালিতা (পাটের শুষ্ক পাতা) বাঙ্গালা ছাড়া অন্যত্র জন্মায় না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার উপকারিতার কথা অনেকেই জানেন, মোট কথায় ইহা যকৃতের ক্রিয়ার উত্তেজক—যাঁহাদের "পৈত্তিকের" ধাত, ইহা ব্যবহার করিয়া তাঁহারা সুফল লাভ করেন। হরিদাস বাবু এই প্রয়োজনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি আরো অনেক দেশী ঔষধ সম্বন্ধে রাসায়নিক পরীক্ষা করিবেন।

পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের

পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ*

জীবন-সংগ্রামের জন্য খাদ্যসংগ্রহই প্রধান কার্য্য। নিম্নশ্রেণীর জীবদের মধ্যে খাদ্যসংগ্রহই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কি করিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং দ্রব্যাদি হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিতে হয়, তাহাদের জীবনের সকল চেষ্টা প্রথমতঃ তাহারই জন্য নিযুক্ত হয়। সুসভ্য মনুষ্য-সমাজে ব্যক্তিগতভাবে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে হয় না, প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের জন্য কিংবা সমষ্টির জন্য কার্য্য করে। তাহাদের প্রয়োজনীয় আহারাদির উপকরণ পাইবার পক্ষে সমাজের অপর লোকের সাহায্য পাইবার অনেক সুবিধা আছে। সভ্য-সমাজে কোন ব্যক্তির কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিলে, সেই অর্থ দ্বারা তাহাদের ইচ্ছামত ও সুবিধানুযায়ী সকলপ্রকার আহার্য্য বস্তু কিনিতে পারে। ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা নিম্নশ্রেণীর জীবগণের মত তাহাদের প্রত্যেকটি আহার্য্য বস্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে সংগ্রহ করিতে হয় না। এইটি সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান সুবিধা, কিন্তু অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য মনুষ্যদের মধ্যে এইরূপ সুবিধার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের আহার্য্য-বিষয়ের উপকরণগুলির মধ্যে অনেকগুলিকে নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়।

আজকালকার পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসিগণকে অসভ্যজাতি বলা যায় না। কিন্তু তাহাদের খাদ্যাদির উপকরণ-সংগ্রহ-বিষয়ে সমভূমির অধিবাসিগণের যতটা সুবিধা আছে, ততটা নয়। সমভূমির লোকেরা যেরূপ সুবিধামত দেশলাই কিনিতে পারে, এই পাহাড়ি-জাতির পক্ষে সেরূপ সহজে দেশলাই ক্রয় করা সম্ভবপর নয়। এই সব পাহাড়ে চকমকি পাথরের অভাব। কারণ, পাহাড়গুলি প্রধানতঃ কর্দ্দম হইতে উৎপন্ন (Clay-stone)। সেই জন্য তাহারা চকমকি ঠুকিয়া আগুন উৎপাদন করিতে পারে না। এই সব অসুবিধার মধ্যে তাহারা আগুন উৎপাদন করিবার জন্য বাঁশে বাঁশে ঘসিয়া একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। এইরূপে আগুন উৎপাদন করিবার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় † লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা রন্ধনের জন্য দগ্ধ মৃৎপাত্র (যেমন হাঁড়ি ইত্যাদি) প্রস্তুত করিতে পারে না। মাটীর হাঁড়ি, বদনা, গেলাস প্রভৃতি অজস্র পরিমাণে চট্টগ্রাম হইতে পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। পাহাড়িদের মধ্যে যাহারা সমৃদ্ধিশালী তাহারা ধাতুপাত্র (যেমন—কড়াই, বগ্‌নো প্রভৃতি) কিনিয়া থাকে। পুরাকালে যখন চট্টগ্রাম প্রভৃতির

---

* পরিষদের ১৩২৮ দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† ২৬শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা।

সহিত পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের বাণিজ্য-ব্যবসা আদান-প্রদান এত প্রচলিত ছিল না, তখনও পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামবাসীরা দগ্ধ-মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিয়া রন্ধন করিত না। বোধ হয়, কঙ্কর-মিশ্রিত মৃত্তিকা কুমারের ব্যবসায় উপযোগী ছিল না। সে জন্য পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামবাসীদিগকে রন্ধনের পাত্রের জন্য অন্য উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল—তাহাও বাঁশ। এই বাঁশ দ্বারাই পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামবাসীদের ঘরকন্নার অধিকাংশ কাজই চলে। তাহাদের গৃহের প্রত্যেক উপকরণ বাঁশ হইতে নির্ম্মিত এবং ব্যবহার্য্য প্রত্যেক দ্রব্যই, এমন কি রন্ধনের পাত্র পর্য্যন্ত বাঁশ হইতে প্রস্তুত।

এখানে নানাপ্রকার বাঁশ জন্মে, তাহার মধ্যে ডলুবাঁশ নামে একপ্রকার বাঁশ আছে। ঐ বাঁশ খুব ফাঁপা এবং ইহাদের গিটগুলি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত ও চটা খুব পাতলা। এই বাঁশের এক একটি গিট কাটিয়া অনেকস্থলে তাহারা রন্ধনের পাত্রস্বরূপ ব্যবহার করে। অন্য বাঁশের গিটে রাঁধিলে খাদ্য কিছু তিক্ত বা কিছু বিস্বাদ হয়—এইরূপ তাহারা বলিয়া থাকে। কিন্তু ডলু বাঁশের গিটে রাঁধিলে তাহা হয় না।

লবণ আহারের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। আজকাল পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম-বাসীরা প্রায়ই বাজারের লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে। পাহাড়ে 'মুনিয়া' নামে একপ্রকার গাছ আছে। পূর্ব্বে পাহাড়িরা তাহা পোড়াইয়া, ছাই জলে গুলিত; পরে বাঁশের চুঙ্গিতে ছেঁদা করিয়া সেই ছেঁদা তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিত। তাহা হইতে যে পরিষ্কার জল বাহির হইয়া আসিত, সেই জল জ্বাল দিয়া শুখাইয়া লইলে, পরিষ্কার লবণ পাওয়া যাইত। একপ্রকার সিমগাছের ছাই এবং একরকম বাঁশের ছাই হইতেও লবণ পাওয়া যাইত। এখন সরকারের আইনে এ সব উপায়ে লবণ তৈয়ারী বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পাহাড়ে একপ্রকার কলাগাছ পাওয়া যায়—তাহার বাকলের রসের আস্বাদ ঠিক লবণের মত। এই রস তরকারিতে দিলে তরকারি বেশ লবণাস্বাদ হইয়া যায়।

যদিও পাহাড়ি-জাতি সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করে, তথাপি অনেকগুলি জাতির মধ্যে পোকা, ফড়িং হইতে হস্তী পর্য্যন্ত অধিকাংশ জীব আহার করিবার তাহাদের কোনও বাধা নাই। এই সব মাংস তাহাদের রন্ধন করিয়া বা পোড়াইয়া খাইতে হয়।

বঙ্গদেশীয় জনসাধারণের মত ভাতই তাহাদের খাদ্যের উপকরণ। কিন্তু, সমতল-ভূমিতে আমরা যেরূপে লাঙ্গল দিয়া ভূমিকর্ষণ করিতে পারি, পাহাড়ে সেইভাবে কর্ষণ করার সুবিধা নাই। ঐ স্থানে পাহাড়িদের জমি কর্ষণ করিবার নিয়ম এইরূপ :—যে সব পাহাড়ে বড় বড় গাছ জন্মে, তাহাতে ঘাস কিংবা আগাছা জন্মে না। পাহাড়িরা এইরূপ পাহাড় বাছিয়া লয়। তাহারা বড় গাছগুলি কাটিয়া পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। পরে সেই জমিতে যে শুষ্কপত্রাদি থাকে, তাহা অগ্নির দ্বারা পোড়াইয়া দেয়। পরে দা দিয়া খুড়িয়া খুড়িয়া ধান, কাপাস, তিল, মরিচ প্রভৃতি বুনিয়া দেয়। ইহাতে ধান্য প্রভৃতি বেশ জন্মে। পাহাড়ের উপরের এই ক্ষেতকে পাহাড়ীরা 'জুম' বলিয়া থাকে।

পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের কয়েকটী তরকারী প্রসিদ্ধ। যেমন—কচু, কুমড়া, সারক (একরূপ ফুটি) ও চিনার (একরূপ কাঁকুড়); ইহা ছাড়া ঢেরষ, চালতা, পুঁইশাক—এই তরকারীগুলিও ও অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়। এই সবগুলি পুরাতনকালের তরকারী। আজকাল কপি, গাজর, সালগম প্রভৃতি অনেক প্রকার নূতন তরকারীর চাষ সভ্য-পল্লীতে আরব্ধ হইয়া থাকে।

পাহাড়িরা ভ্রমণশীল জাতি এবং তাহাদের অন্যত্র ভ্রমণকালে খাদ্যদ্রব্য নিজে যাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা ছাড়া অন্য কিছু লইবার সুবিধা নাই। কোনও স্থানে যাইতে হইলে, আহারের উপকরণের মধ্যে শুধু চাউল লয় এবং একখানি ছোট কাটারি সঙ্গে রাখে। তরকারী, হলুদ, লঙ্কা, প্রভৃতি পথেই সংগ্রহ করে। কাটারি দ্বারা প্যায়া বাঁশ কাটিয়া তদ্দ্বারা আগুন জ্বালায় এবং ডলু বাঁশের গিট কাটিয়া তাহার একটির মধ্যে চাউল ও জল দেয় ও অন্য একটি লইয়া তাহার ভিতর তরকারী, হলুদ, লঙ্কা, ও জল দিয়া এবং পাতা দিয়া বাঁশের চোঙ্গার মুখ বন্ধ করিয়া, আগুনের মধ্যে চতুর্দ্দিকে ছাই দিয়া ঘিরিয়া, বাঁশগুলি বসাইয়া এরূপভাবে জ্বাল দিতে থাকে যে, ভাত ও তরকারী বাঁশের চোঙ্গার মধ্যে সিদ্ধ হয়। এই বাঁশের চোঙ্গা আগুনের তাপে ঠিক থাকে, পুড়িয়া কয়লা হইয়া যায় না।

শ্রীসরসীলাল সরকার

"পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ" সম্বন্ধে আলোচনা

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় এই প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তিনি একবার পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানকার ভূমির অধিকাংশই পর্ব্বত-সমাচ্ছন্ন। সমতলভূমির সর্ব্বত্রই প্রায় বাঁশের জঙ্গলে আবৃত। তথাকার (রাঙ্গামাটীর) অধিবাসীরা কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য বর্ষার প্রাক্কালে পর্ব্বতের সানুদেশগুলিতে সঞ্চিত বাঁশের পাতা ও কঞ্চিতে আগুন ধরাইয়া দিয়া, সমস্ত আবর্জ্জনা পুড়াইয়া ফেলে; পরিশেষে তাহাতে ধান্যাদি শস্যের বীজ বপন করে। ঐ ভাবে ২।৩টী পাহাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। পার্ব্বত্য-প্রদেশবাসীরা গৃহনির্ম্মাণাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে বাঁশের ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঁশের মাচা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই শয়ন করে। বাঁশের নির্ম্মিত একপ্রকার তাঁতে তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রও বয়ন করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই মাংসাশী। সর্ব্ববিধ জান্তব খাদ্য তাহারা অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারে। তন্মধ্যে বন্য কুক্কুটের মাংসেরই প্রচলন অধিক। ঐ জাতি অতিশয় সত্যপরায়ণ ও অতিথিপ্রিয়। অসময়ে ঋণ করিলে, নূতন ধান্য উৎপন্ন হইবামাত্রই তাহা পরিশোধ করে।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, "পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামে পার্ব্বত্য অধিবাসীদের অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তথাপি তাহারা সকলেই মাংসভুক্। তাহারা সাধারণতঃ দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) খিউংথা, (২) তুংথা। খিউংথাদের সকলেই মগ; পুরাতন আরাকান ভাষায় কথা বলে। তুংথা জাতিরা অত্যন্ত মাংসাশী; প্রায় সকল প্রাণীর মাংসই তাহারা খাইয়া থাকে, তবে বন্যশূকরের মাংসভক্ষণ তাহাদের নিষিদ্ধ। মাছ খায় বটে, কিন্তু তাহা টাট্কা অবস্থায় খায় না। শুক্‌নো বা পচাইয়া খায়। খিউংথা জাতীয়েরা মাছ আদৌ খায় না।"

তৎপরে তিনি তাহাদের অবলম্বিত "জুম" প্রণালীর কৃষিকার্য্য ও তাহাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় বুঝাইয়া দিলেন।

অনন্তর সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তিনি ব্রহ্মদেশের পার্ব্বত্য-জাতির সহিত এই জাতির আচার-ব্যবহারের তুলনা করিলেন। ব্রহ্মদেশের লোকেরা বৌদ্ধ হইলেও প্রায় সকলেই মাংসাশী। পূর্ব্বকালে তাহারা কোন প্রাণিহত্যা করিয়া মাংস ভক্ষণ করিত না, এখন তাহা করে। পুঙ্গিরা সভ্য ব্রহ্মবাসীদিগের পুরোহিত ও শিক্ষক; অধিকাংশ ব্রহ্মবাসী বালকেরা বিদ্যার্থী হইয়া পুঙ্গিদের গৃহে অবস্থান করে। এই প্রকারে তাহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নির্ব্বাহিত হয়। পার্ব্বত্য-জাতিদিগের মধ্যে বিদ্যার আলোক এখনো প্রবেশ করে নাই। তাহাদের স্বভাব সাধারণ ব্রহ্মবাসী অপেক্ষা উগ্র এবং তাহারা অতিথি-বৎসল হইলেও প্রতিহিংসা-পরায়ণ। তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকাংশে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগের অনুরূপ।

মানভূম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি*

মানভূম জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে পাতকুম পরগণা অবস্থিত। পাতকুম পরগণার জমীদার (বা রাজা) আপনাকে বিক্রমাদিত্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইছাগড় গ্রামে জমীদারের বাস। এই রাজবংশে এই প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য ইছাগড় হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী ছলমি গ্রামে একটি গড় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কালক্রমে উজ্জয়িনী-রাজবংশের একটি শাখা প্রথমতঃ ছলমিতে ও পরে ইছাগড়ে আসিয়া বসে করেন। ছলমি গ্রামে অদ্যাবধি বিস্তর প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইছাগড় (ইচ্ছাগড়) গ্রামের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজবাটী হইতে অর্দ্ধ মাইলের অনধিক দূরে এক চতুর্ম্মুখ শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। চতুর্ম্মুখের কোন মন্দির নাই; উত্তর ও পশ্চিম দিকে মৃত্তিকা ও প্রস্তরের স্তূপ রহিয়াছে।

গত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পূজাবকাশে আমি ইছাগড় গ্রামে গিয়া জমীদারের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রামগোপাল আদিত্যদেবের সাহায্যে চতুর্ম্মুখের পশ্চিম দিকে যে স্তূপ আছে, তাহার কতকাংশ খনন করাইয়াছিলাম। ঐ স্তূপের কতকাংশের উপরিভাগ হইতে বিস্তর প্রস্তর ও একটি প্রস্তরনির্ম্মিত ফটকের কতকাংশ পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রস্তরের ভিতর দুই খানি উৎকীর্ণ-লিপিযুক্ত প্রস্তর পাইয়াছিলাম। তাহা রায়সাহেব শ্রীযুক্ত চুণীলাল রায় মহাশয়ের যত্নে Archaeological Societyর বিহার শাখায় প্রেরিত হইয়াছে। সেই উৎকীর্ণ লিপি এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল।

চতুর্ম্মুখের ছায়াচিত্র লইয়া মুখগুলি সম্বন্ধে বিচার হওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ আমরা যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া থাকি, এই মুখ তদপেক্ষা অনেকাংশে পৃথক্। পরন্তু যে ফটকের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার উপরেও চতুর্ম্মুখের মুখের অনুরূপ ক্ষুদ্রতর মুখ খোদিত আছে। ঐ সকল প্রস্তর আমি স্তূপের অনতিদূরে রাখিয়া আসিয়াছিলাম এবং শুনিতেছি এখনও সেগুলি ঐ স্থানে রক্ষিত আছে।

অবস্থা দেখিয়া আমার অনুমান হয় যে, যে প্রস্তর ও ফটকের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বে চতুর্ম্মুখের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ঐ স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি দ্বারা চতুর্ম্মুখের নাম ঐ মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কালক্রমে মন্দির ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইলে, তাহার উপকরণ সকল সন্নিহিত স্তূপের একাংশে রক্ষিত হইয়াছিল।

যে স্তূপের একাংশে ঐ সকল প্রস্তর রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাও একটি অভিনব পদার্থ। লৌহ-শলাকায় গ্রথিত প্রস্তরের দেওয়াল ঐ স্তূপের চারিদিকে আছে এবং ক্রমশঃ ঐ দেওয়াল ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। দেওয়ালের মধ্যদেশ পাটে পাটে টালি ইষ্টকের দ্বারা গ্রথিত। এই স্থানের তলদেশ পর্য্যন্ত খনিত না হইলে, ঐ স্তূপের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না।

শ্রীহরিনাথ ঘোষ

* ১৩২৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৭শ বার্ষিক ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

মানভূম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠ

প্রথম শিলালিপি

মাদ্রাজের মিউজিয়মে রক্ষিত শশাঙ্করাজের তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত ইহার অক্ষর মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, অক্ষরতত্ত্ব অনুসারে শশাঙ্করাজের সময়ে চলিত অক্ষর এই শিলা-লিপির অক্ষর হইতে প্রাচীনতর। তাঁহার তাম্রশাসনের সময় গোপ্তাব্দ ৩০০, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬১৯-২০ অব্দ। এই শিলালিপি অন্ততঃ তাহার ৫০ বৎসর পরে উৎকীর্ণ বলিয়া অনুমান হয়।

পাঠোদ্ধার—(প্রথম ছত্র) শ্রী ব ল ব রা হ

(দ্বিতীয় ছত্র) ম হা ব্জ ব (ণ) নঃ।

অর্থ—একটি নাম। নামের অর্থ—বৃহৎ পদ্মবনের বলবান্ বরাহ [-স্বরূপ]

দ্বিতীয় শিলালিপি

পাঠোদ্ধার—গ ম র র ল

ইহার অক্ষরগুলি পূর্ব্ব শিলালিপির অনুরূপ। প্রায় একসঙ্গেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু ইহার "র" দুইটি দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা পূর্ব্ব শিলালিপির পরে খোদা হইয়াছিল।

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

মানভূম—ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি

প্রথম শিলালিপি।

দ্বিতীয় শিলালিপি।
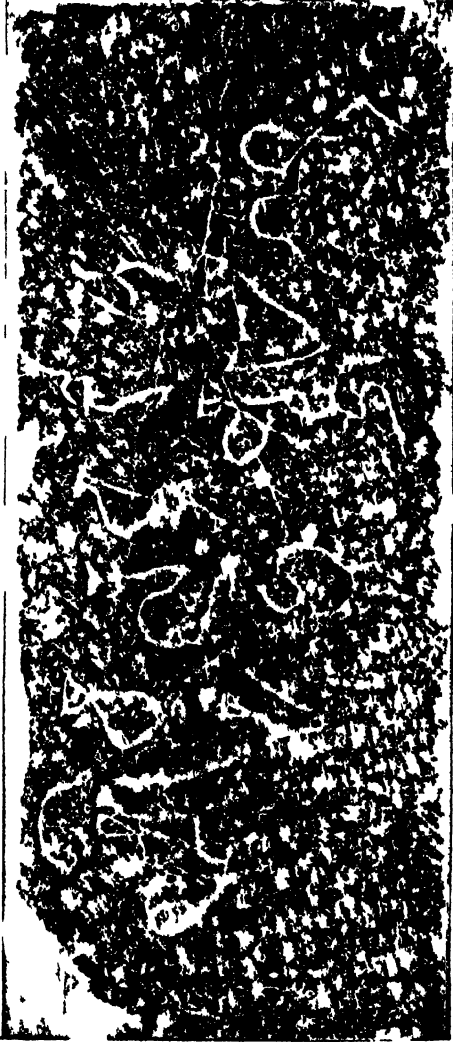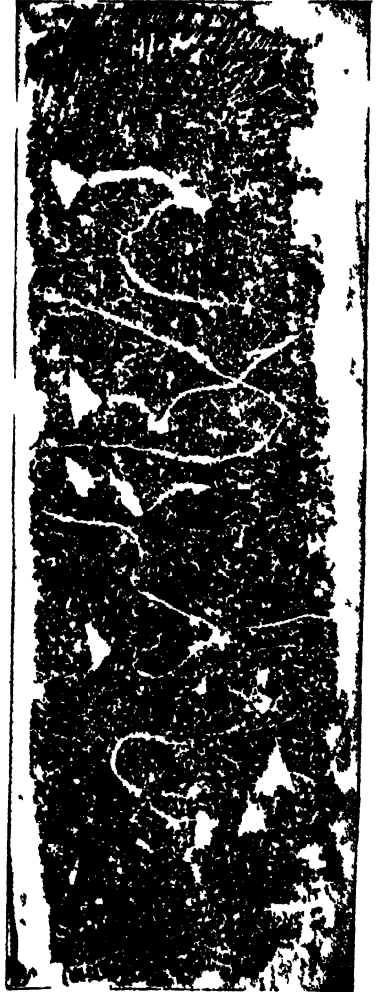
খনিবিদ্যার পরিভাষা

বিজ্ঞান-বিষয়ক ইংরাজী শব্দের পরিভাষা প্রণয়ন অত্যন্ত দুরূহ। সাহিত্য-পরিষদ্ কর্তৃক বহু বিজ্ঞান-বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু খনিবিদ্যার পরিভাষা এ পর্য্যন্ত গঠিত হয় নাই। অধুনা মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকায় খনি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ছয় বৎসর হইল, রাণিগঞ্জের কয়লাভূমিতে (Coal field) বাঙ্গালা ভাষায় খনিবিষয়ে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব ঐ বিদ্যার পরিভাষা প্রণয়নের সময় আসিয়াছে। নতুবা ভবিষ্যতে আমরা উহার নানাবিধ পারিভাষিক শব্দ দেখিতে পাইব।

বিষয়টি কঠিন বলিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সম্প্রতি শিবপুর কলেজের খনিবিদ্যার অধ্যাপক ই এইচ্ রবার্টন্ একখানি খনিজরিপের পুস্তক লিখিয়াছেন। উহার বাঙ্গালা অনুবাদ সরকারী ব্যয়ে ছাপা হইতেছে। উহাতে যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইগুলি, ও তাহা ব্যতীত আরও কতকগুলি শব্দ প্রবন্ধের শেষে দেওয়া হইল। পুস্তকে পরিভাষা চতুর্ব্বিধ উপায়ে সঙ্কলিত হইয়াছে।

১। কয়লাভূমিতে স্থানীয় লোকে যে পরিভাষা ব্যবহার করে, তাহা যথাসম্ভব গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন শব্দ অপভাষাবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে, যেমন—"কম্পাস বাবু।" কয়লাভূমিতে জরিপকারীকে (Surveyor) কম্পাস বাবু বলে। ম্যানেজার হইতে মালকাটা (Miners) পর্য্যন্ত সকলেই ঐরূপ কহে। জরিপকারী অপেক্ষা যিনি বয়সে ছোট, তিনি তাঁহাকে "কম্পাস-দা" বলেন। দূর হইতে তাঁহাকে ডাকিতে হইলে "ওহে কম্পাস" বলা হয়। তাঁহার স্ত্রী "কম্পাস-গিন্নি" বলিয়া অভিহিতা হন। তথাপি পুস্তকে "কম্পাস বাবু" ব্যবহার করা যায় না।

প্রচলিত শব্দসংগ্রহ এক ব্যক্তি দ্বারা হওয়া সময়-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও বিহারের বিভিন্ন কয়লাভূমিতে কোন কোন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ইংলণ্ডেও ঐরূপ আছে। একই দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ নামগুলি সংগ্রহ করিতে না পারিলে তালিকা অসম্পূর্ণ থাকিবে। রাণিগঞ্জ, ঝরিয়া ও গিরিডির প্রায় প্রত্যেক খনিতে শিবপুরের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র আছেন। তাঁহারা উদ্‌যোগী হইলে প্রচলিত শব্দ সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়।

২। কতকগুলি ইংরাজী শব্দ সুখোচ্চার্য্য, অথচ উহার দেশীয় পরিভাষা সঙ্কলন করিলে শব্দগুলি বড় হইবে, এবং সহজে উচ্চারণ করা যাইবে না। এই হেতু তাদৃশ

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৮শ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শব্দের পরিভাষা গঠিত হয় নাই, অক্ষরান্তরিত করিয়াই রাখা হইয়াছে। যেমন, ডাইক (Dyke), কম্পাস (Compass), ডায়াল (Dial), গীয়ার (Gear), লিঙ্ক (Link) ইত্যাদি।

মাতৃভাষার উপর অন্য ভাষার প্রভাব বঙ্গের বাহিরে বিশেষ লক্ষিত হয়। জব্বলপুরে বাঙ্গালী বালকদিগকে আপনাদের মধ্যে হিন্দিতে কথা কহিতে দেখিয়া তাহাদের অভিভাবকগণকে অনুযোগ করাতে, তাঁহারা বলেন, ছেলেরা ইস্কুলে হিন্দি পড়ে, পাড়ার ছেলেদের সহিত সর্ব্বদাই ঐ ভাষায় কথা বলে; সেই হেতু বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দিতে উহারা অধিক অভ্যস্ত। কাজেই আপনাদের মধ্যেও হিন্দি ব্যবহার করে। বাঙ্গালার ভিতরে দেশীয় ভাষার উপর ইংরাজীর প্রভাব কম নহে। ইংরাজ আমাদের রাজা। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই আমরা ইংরাজী শিক্ষা করি, এবং ক্রমে উহা এরূপ অভ্যাস হইয়া যায় যে, বন্ধু-বান্ধবের সহিত কথোপকথন করিবার সময় অনেক ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি; ইচ্ছা করিয়া নহে, অভ্যাসের দোষে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারাও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতে ভাল বাসেন। সেই কারণে অনেক ইংরাজী শব্দ অলক্ষিতে ধীরে ধীরে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিতেছে। কাহারও সাধ্য নাই—বাধা দেয়। তাদৃশ শব্দসমূহ অক্ষরান্তরিতভাবে গৃহীত হইয়াছে। যেমন, ম্যানেজার (Manager), লীস্ (Lease), অফিস (Office) ইত্যাদি। এই শব্দগুলির পুস্তকে প্রচলিত পরিভাষা গ্রহণ করিলে পুস্তকেই থাকিবে; লোকে আর ব্যবহার করিবে বলিয়া বোধ হয় না। এক সময়ে এইরূপে অনেক আর্ব্বী ও পার্সী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল; তন্মধ্যে কতকগুলি অদ্যাপি রহিয়া গিয়াছে। যেমন, আমীন্ খত, জরিপ ইত্যাদি। কোন জরিপের পুস্তকে Survey শব্দের পরিভাষা "সারবে" লিখিত হইয়াছে। আর একখানিতে Well conditioned triangle, Penciling, Inking ইত্যাদি কথাগুলির পরিবর্ত্তে "ওয়েল কণ্ডিসণ্ড ট্রায়াঙ্গল", "পেন্‌সিলিং", "ইঙ্কিং" ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া পরিভাষা প্রণয়ন পণ্ডশ্রম মনে হয়।

৩। নূতন শব্দ-প্রণয়নের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া কতকগুলি প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কোন কোন ইংরাজী শব্দের পুস্তকে প্রচলিত পরিভাষা ব্যবহার করা হয় নাই। যথা, আমীন্। প্রায় প্রত্যেক অভিধানে Surveyor শব্দের বাঙ্গালা আমীন্ লিখিত আছে। Surveyor ও আমীন্ ভিন্নশ্রেণীর ব্যক্তি। কোন Surveyor নিজকে আমীন্ বলিয়া পরিচয় দিতে রাজি হইবেন না। অতএব Surveyor শব্দের অর্থে আমীনের পরিবর্ত্তে জরিপকারী ব্যবহৃত হইল। হিন্দিকোষে Horizontal plane এর পরিভাষা 'ক্ষিতিজ ধরাতল' দেওয়া আছে। শব্দটী বড়। কেহ সমতল, কেহ ধরাতল, এবং কেহ ক্ষিতিজতল করিয়াছেন। প্রত্যেক জ্যামিতির পুস্তকে plane অর্থে সমতল শব্দটী দৃষ্ট হয়। plane বলিলেই সমতল বুঝায়। অতএব Horizontal planeকেও সমতল

বলিলে গোলযোগ ঘটিবে। ভূপৃষ্ঠকে ধরাতল বলা হয়। সুতরাং Horizontal plane-এর পরিভাষা ক্ষিতিজতল করাই শ্রেয়ঃ।

৪। অবশিষ্ট শব্দের পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে। গঠিত শব্দগুলি যাহাতে ক্ষুদ্র হয়, এবং সহজে উচ্চারণ করা যায়, অপিচ দ্রব্যের অর্থ প্রকাশ করে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দ সংস্কৃত-মূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সংস্কৃত ভাষাতে খনিবিদ্যার কোন গ্রন্থ আছে কি না, জ্ঞাত নহি; এবং আমি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তন্নিমিত্ত শব্দগুলি সংস্কৃত-মূলক করিতে চেষ্টা করি নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত তুলসীদাস কর এই অধ্যাপকত্রয় অনুগ্রহপূর্ব্বক কতকগুলি শব্দ সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। অবশিষ্ট শব্দগুলি স্বরচিত। সেগুলির প্রত্যেকটি ঠিক হইয়াছে, বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে পরিভাষা-প্রণেতৃগণ ও খনিবিদ্‌গণ ভুল সংশোধন করিয়া দিলে ভবিষ্যতে সাবধান হইব। কারণ, খনিবিদ্যারও একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইবে। তখন পরিভাষার তালিকা সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা রহিল।

যন্ত্রপূর্ত্তবিদ্যার (Mechanical Engineering) পরিভাষা-প্রণয়ণ আরও কঠিন। কারণ, এতকাল এদেশে কেবল মিস্ত্রিশ্রেণীর লোকেরাই কলকব্জা (Machinery) লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। ভদ্রসন্তানগণ কেরাণী, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক এবং বড় জোর সাধারণ পূর্ত্তবিদ্‌ (Civil Engineer) হইবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। হাওয়া একটু ফিরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভদ্রসন্তানেরা শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে আর ততটা লজ্জিত হন না। শিবপুর কলেজে যন্ত্র ও খনিবিদ্যার দুইটী বিভাগে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করে। এখন ঝরিয়া ও রাণিগঞ্জের প্রায় প্রত্যেক কয়লাখনিতে শিবপুরের ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

মিস্ত্রিগণ কলকব্জার ইংরাজী নামের মধ্যে যেগুলির উচ্চারণগত অসুবিধা নাই, সেইগুলির ইংরাজী নামই বলে। যেমন, ভাইস (Vice), পুলি (Pulley), রেঞ্চ (Wrench) ইত্যাদি; কোন কোন শব্দকে সহজে উচ্চারণ করিবার জন্য সামান্য পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছে। যেমন, কুসবিল (Crucible), বোল্টু (Bolt), ব্যাল (Value), ডিরিল (Drill), হাম্বর (Sledge Hammer), বাইলট (Boiler), রিপিট (Rivet), ইস্‌কুরুপ (Screw), দরবার (Draw bar), ইত্যাদি; আবার কতকগুলি অত্যন্ত বিকৃত করিয়া বলে। যেমন, হরি নারাণ বোল্টু (Holding down bolt), বেড়ী কম্পাস (Outside callipers), হুইল (Lathe) ইত্যাদি। এখন কি উপায়ে পরিভাষা সঙ্কলিত হইবে, তাহাই বিচার্য্য। কোনও ম্যানেজার সমস্ত ইংরাজী শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন; অন্য একজনের মত,—মিস্ত্রিরা যাহা ব্যবহার করে, তাহাই লওয়া। সমস্ত নূতন শব্দ প্রণয়ণ করিলে, তাহা পুস্তকেই থাকিবে, লোকে ব্যবহার করিবে না। বোধ হয়,-খনিবিদ্যার ন্যায় যন্ত্রপূর্ত্তবিদ্যার পরিভাষা চতুর্ব্বিধ উপায়ে সঙ্কলন করিতে হইবে—(১) মিস্ত্রিদের

সহজোচ্চার্য্য শব্দগুলি গ্রহণ করা, (২) উহারা যেগুলি অত্যন্ত বিকৃত করিয়া বলে, সেগুলি সংশোধন করা, (৩) সুখোচ্চার্য্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজী শব্দসমূহ অক্ষরান্তরিত করিয়া রাখা, (৪) বাকীর পরিভাষা গঠন করা। কিন্তু ইস্‌কুরুপ, বোল্টু, ডিরিল, বাইলট, রিপিট, লেখা উচিত, না ইংরাজী কথা স্ক্রু, বোল্ট, ড্রিল, বয়লার, রিভেট লওয়া উচিত? এ বিষয়ে পরিভাষা প্রণেতাদের এবং যন্ত্রপূর্ত্তবিদ্‌গণের মত জানিতে পারিলে, ঐ বিস্তার পরিভাষা প্রণীত হইবে। নিম্নে যন্ত্রপূর্ত্তবিস্তারও কয়েকটি পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে।

কয়লাভূমিতে স্থানীয় লোকে যে পরিভাষা ব্যবহার করে, তাহার পার্শ্বে * চিহ্ন এবং স্বরচিত শব্দের পার্শ্বে † চিহ্ন দেওয়া হইল।

Acetylene lamp—* গ্যাসবাতি।
Adjustment of instrument—† যন্ত্রের ব্যবস্থাপন।
Adjustment, permanent—† স্থায়ী ব্যবস্থাপন।
Air shaft—† বায়ুচানক।
Angle of depresion—অবনতাংশ।
" " elevation—উন্নতাংশ।
Arrows or dart—* সূয়া বা সূজা।
Asbestos packing—* গরম প্যাকিং।
Auxiliary tripod—অতিরিক্ত ত্রেপায়া।
Back reading—† পশ্চাৎপাঠ।
Back sight—† পশ্চাদ্দর্শন।
Balance—সমতুল করা।
Base line—ভূমিরেখা।
Base line, original—আদি ভূমিরেখা।
Bearing—বিয়ারিং।
Bearing, circular—চাপীয় বিয়ারিং।
Bearing of an instrument—নিধানস্থান।
Bench mark—† বেঞ্চি-চিহ্ন।
Blasting—* আওয়াজ করা।
Blow out—* ফুঁকে দেওয়া।
Boiler, horizontal—* পষ্ট-বয়লার।
Bord—† স্বচ্ছন্দগামী সুঁদ।
Bard and pillar working—† সুঁদ ও কাঁথির কার্য্য।
Bottom canch—নিম্নান্তর।
Bubble tube—বুদ্বুদ্‌যুক্ত নল।
Button hole, making—* ডুঙ্গি মারা।
Cage—* ডুলি।
Capping, rope—* লুস।
Chain line—শিকলরেখা।
Chain survey—শিকলজরিপ।
Check line—পরীক্ষারেখা।
Circular measure—চাপীয় মান।
Clamping screw—আবদ্ধকারী স্ক্রু।
Clinometer—প্রবণতা-মাপক যন্ত্র।
Coal—কয়লা।
Coal, dust—* ধূলা।
Coal, rubble—* রবল।
Coal, slack—* ময়লা।
Coal, smithy—* মিস্ত্রিচুর।
Coal, face—কয়লার মুখ।
Coal field—† কয়লাভূমি।
Coal tub—* টব-গাড়ী।
Common distance—সাধারণ-ব্যবধান।
Contour map—সমোচ্চরেখমানচিত্র।
Coolie huts—* ধাওড়া।

Co-ordinates—ভুজযুগ্ম।
Cross headings—† আনুপ্রস্থিক অগ্রগামী রাস্তা।
Cross staff—† ক্রুশ-ঝাণ্ডি।
Cross wire—† ক্রুশ-কেশ।
Culmination—যাম্যোত্তর অতিক্রম বা মধ্যলগ্ন।
Culminating point—যাম্যোত্তর অতিক্রম বিন্দু বা মধ্যলগ্নবিন্দু।
Culminating point, lower—অধঃস্থ মধ্যলগ্নবিন্দু।
Culminating point, upper—উচ্চস্থ মধ্যলগ্নবিন্দু।
Curve—বক্ররেখা।
Curve, composite—মিশ্র বক্ররেখা।
Curve, setting out—বক্ররেখা পাত করণ।
Cutting—* কাটান।
Datum line—ডেটম্ রেখা।
Declination—চৌম্বক বলন।
Departure—প্রস্থান।
Depôt—* ডিপো।
Derrick—* গাছ।
Detonator—* টুপি।
Diaphragm—ঝিল্লি।
Dip—নতি।
Dip, angle of—নতির কোণ।
Dotted line—বিন্দুচিহ্নিত রেখা।
Double ranging method—দ্বিশ্রেণীবদ্ধ উপায়।
Down hill—* উৎরাই।
Draw bar—*দরবার।
Dressing—* ছাঁটা।
Drift or drivage—† রন্ধ্র।
Drift, dip—নতরন্ধ্র।
Drift, rise—চড়াই রন্ধ্র।
Dump—কয়লাস্তূপ, * কয়লার গাদা।
Dyke—ডাইক।
Dynamite —* ডায়নামাটী।
Earth excavator—* বেলদার।
Edge, to place on—* আঁশে রাখা।
Elongation point, eastern—প্রাগন্তর বিন্দু।
Elongation point western—পরান্তর বিন্দু।
Embankment— বাঁধ।
Exploder—* ইঞ্জিন।
Eye piece—উপনেত্র খণ্ড।
Eye piece, reflecting—প্রতিফলক উপনেত্র খণ্ড।
Fall—পতন।
Fault—† স্থানচ্যুতি
Fault, downthrow —† অধঃক্ষিপ্ত স্থানচ্যুতি।
Fault, upthrow—† উৎক্ষিপ্ত স্থানচ্যুতি।
Fault, throw of—† স্থানচ্যুতির ক্ষেপ।
Fault, hade of—† স্থানচ্যুতির হেলন।
Field-book—ক্ষেত্র-পুস্তক।
Filling in details—ভিতরের বিস্তারিত নক্সা।
Fine adjusting screw—সূক্ষ্মগতিদায়ক স্ক্রু।
Fixed needle compass—বদ্ধশলাকা কম্পাস।
Fixed needle survey—বদ্ধশলাকা জরিপ।
Flagman—ঝাণ্ডিকুলি।
Floor—* তলি।

Flying check survey—সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা-জরিপ।
Follower—অনুগামী কুলি।
Foot-screw—পাদ-স্ক্রু।
Fore place—পুরোস্থান।
Fore reading—পুরোপাঠ।
Fore sight—পুরোদর্শন।
Frame—ফ্রেম।
Friction roller—* ঘড়ঘড়ি।
Front elevation—† সম্মুখ-চিত্র।
Frontis piece—পুরশ্চিত্র।
Fulcrum আলম্ব।
Fuse—* পলিতা
Gallery—* সুঁদ।
Gallery, dip—† নত সুঁদ।
Gallery, level—* পুর্ব্বাসুঁদ বা জলসম সুঁদ।
Gallery, main—*মূল সুঁদ।
Gallery, transverse—আনুপ্রস্থিক সুঁদ।
Gear—গীয়ার।
Gnomon—শঙ্কু
Goaf—* চাঁদনি।
Graduated circle of an instrument—† বিভক্ত বৃত্ত।
Gradient—প্রবণতা।
Great circle—মহদ্বৃত্ত।
Guide rope—* গাইরসা।
Hammer—* মার্তুল।
Haulage engine—হলেজ এঞ্জিন।
Haulage road—হলেজ রাস্তা।
Head gear—* পাল্লা।
Height of place—স্থানের উচ্চতা।
Hoffman joint—হ্যপম্যানের জয়েন।
Holing—† ভেদকরণ।
Horizontal circle of an instrument—চক্রবালীয় বৃত্ত।
Horizontal equivalent—ক্ষিতিজতলে তুল্যমান।
Horizontal hair—ক্ষিতিজ কেশ।
Horizontal line—ক্ষিতিজতলগত রেখা।
Horizontal measurements—ক্ষিতিজতলে মাপ।
Horizontal plane—ক্ষিতিজতল।
Horizontal projection or plan—নক্সা, পাতিত চিত্র।
Horizontal scale—ক্ষিতিজমান।
Incline—* সিঁড়িখাদ।
Inclined plane—প্রবণতল।
Infinity—অনন্ত।
Injector—* রঞ্জক।
Intermediate sight—মধ্যদর্শন।
Intermediate reading—মধ্যপাঠ।
Iron bar—পাটিলোহ।
Jig—* জিগ।
Jim crow—* জনকুরুপ।
Latitude—নিরক্ষান্তর।
Lead—* চোলাই।
Leader—অগ্রগামী কুলি।
Lead plug—* সীসা।
Lease—* লীস্, পাট্টা।
Left handed instrument—বামাবর্ত্ত যন্ত্র।
Level ground—চৌরস ভূমি।
Level plane—জলসমতল।
Levelling—জলসমীকরণ।
Levelling check—পরীক্ষা জলসমীকরণ।

Levelling, fly—† সংক্ষিপ্ত জলসমীকরণ।
Levelling staff—*জলসমীকরণ গজ।
Level section—জলসমীকরণ ছেদ।
Lever—† উত্তোলক দণ্ড।
Line of collimation—একাক্ষরেখা।
Line of sight—দৃষ্টিরেখা।
Link—লিঙ্ক।
Local time—স্থানীয় সময়।
Long wall method—দীর্ঘ প্রাচীর নামক উপায়।
Loose needle survey—মুক্তশলাকা জরিপ।
Lugs—† আশ্রয়স্থান।
Magnetic dip—চৌম্বকাবনতি।
Manager—* ম্যানেজার।
Mathematical table—অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তালিকা পুস্তক।
Mean sea level—সমুদ্রের মধ্যম জলপৃষ্ঠ।
Measuring wheel—মাপচক্র।
Meridian, magnetic—চৌম্বক মধ্যরেখা।
Meridian, true—প্রকৃত মধ্যরেখা।
Meridian, geographical—ভৌগোলিক মধ্যরেখা।
Mica peridotite—অভ্র-পারিদত্ত।
Micrometer gauge—স্বল্প দূরতা-মাপক যন্ত্র।
Mine surveying—খনিজরিপ।
Miner—* মালকাটা বা খনক।
Mineral substance—খনিজ পদার্থ।
Miner's compass—খনির কম্পাস।
Miner's dial—খনির ডায়াল।
Mother gate—† মূল প্রবেশ-পথ।
Nautical almanac—নাবিকপঞ্জিকা।
North seeking end—উত্তরাবেষী প্রান্ত।
Notes—স্মারক-লিপি।
Offset—† শাখাদূরত্ব।
Offset, oblique—† অসমকোণে শাখাদূরত্ব।
Origin—উৎপত্তিবিন্দু।
Outcrop—স্তরোদ্গম।
Packings—বোঝাই।
Pack wall—উপপ্রাচীর।
Panel—চৌখোপ।
Pantagraph—সর্ব্বলিখন যন্ত্র।
Parallax error—স্থিতিবৈলক্ষণ্য-জনিত ভ্রম।
Peg—* খুঁটা।
Pillar—* কাঁথি।
Pin point feet—সূচ্যগ্র পায়া।
Pivot—বিবর্ত্তন কীলক।
Plane table—সমতল টেবিল।
Planemeter—† বর্গমান যন্ত্র।
Plotting—জরিপ নক্সা।
Plug—গুঁজি।
Plumb line—ওলন-রশি।
Plumb, in—অবলম্বসূত্রে।
Pressure gauge—* ঘড়ি।
Prismoid—কলকাস্তাস।
Projection—নম্বচ্ছায়া বা প্রক্ষেপ।
Prop—* খুঁটা।
Prop, lid of a—* খুঁটে পাটা।
Prop, head peice or collar of a—*বাজি
Prospecting heading—† অনুসন্ধানকারী মূল সুঁড়।
Prospector—অনুসন্ধানকারী।
Protractor—অঙ্কন যন্ত্র।
Protractor, angular—কোণ-অঙ্কন যন্ত্র।
Pratractor, circular—বৃত্তাকার কোণ-অঙ্কন যন্ত্র।
Pulley—* কপি।

Quadrant—বৃত্তপাদ।
Quarry—*পুকুরে খাদ।
Radial arms—অংশুল বাহু।
Ranging—শ্রেণীবদ্ধ করা।
Reciprocal—ব্যুৎক্রম।
Reduced level—† গণিত উচ্চতা।
Refraction—বক্রীভবন।
Right handed instrumet—দক্ষিণাবর্ত্ত যন্ত্র।
Rise—উত্থান।
Rod—* সিক।
Roof—* চাল।
Roof giving wieght—* চাল ওজন দিতেছে।
Rough sketch—মোটামুটি নক্সা।
Safety lamp—* আঁধাবাতি বা † নিরাপদ বাতি।
Sector of a circle—সেক্টর।
Scale—মানদণ্ড বা মানযষ্টি।
Scale, diagonal—কর্ণমানদণ্ড।
Scale, linear—রেখামানদণ্ড।
Sectional elevation—ছেদচিত্র।
Self-acting incline—স্বয়ং চালিত রাস্তা।
Shaded portion—মলিন অংশ।
Shaft—* চানক।
Sheet iron—* লোহের চাদর।
Shock in pump—* বাড়ি।
Shovel—* বিলাতি।
Side elevation—পার্শ্ব-চিত্র।
Sights—† দৃষ্টিপথ।
Sight vane—† দৃষ্টিফলক।
Signal—* ঘটি।
Span yarn—* ইস্পাইন।
Spirit level—থামাল যন্ত্র।
Splicing, rope—রসা পালিস করা।
Square—সমচতুরস্র।
Squared paper—বর্গক্ষেত্রযুক্ত কাগজ।
Stadia wire—ষ্টাডিয়া-তার।
Staff—* ঝাণ্ডি।
Standard time—† সর্ব্বগৃহীত সময়।
Station—ষ্টেসন্।
Stentons—† যোজক রাস্তা।
Strike line—মিলন রেখা।
Surface marks—উপরিস্থ চিহ্ন।
Surveyor—জরিপকারী।
Survey, underground—নিম্নস্থ জরিপ।
Survey, surface—উপরিস্থ জরিপ।
Survey connection—† জরিপের সম্বন্ধ-স্থাপন।
Swally—† স্ফীতি
Swamp—* চোবা।
Swivel joint—সুইভেল জয়েন।
Table—তালিকা।
Tally—পদক।
Tangent screw—স্পর্শিনী স্ক্রু।
Telescopic sight—দূরবীক্ষণ দৃষ্টিফলক।
Theodolite—থিয়োডোলাইট।
Tie line—বন্ধনরেখা।
Top canch—উপরাস্তর।
Tracing cloth or paper—মোম-কাপড় বা কাগজ।
Tracing point—তীক্ষ্ণাগ্র অনুসরণ-শলাকা।
Transit instrument—যাম্যোত্তরযন্ত্র।
Under cutting—* জোল দেওয়া।

Up hill—* চড়াই।

Vanishing line—ক্রমলুপ্তরেখা।

Variation, magnetic—বলনবিকার।

Variation, diurnal—দৈনিক বলনবিকার।

Variation, secular—যুগব্যাপি বলনবিকার।

Vernier—ভার্ণিয়ার।

Vernier index—ভার্ণিয়ার-সূচী।

Vernier, principal scale of—ভার্ণিয়ারের মূলমান।

Vernier, subsidiary scale—ভার্ণিয়ারের সহকারিমান।

Vertical angle—ঊর্দ্ধাধঃ কোণ।

Vertical plane—ঊর্দ্ধাধঃ তল।

Vertical scale—ঊর্দ্ধাধঃ মান।

Visible coal—দৃশ্যমান কয়লা।

Wall—† কষ্টগামী সুঁদ

Wash out—ধৌত।

Water gauge—* গেলাস।

Wedge—* কুণী।

Wharf wall—ডিপোর দেওয়াল।

Wimble—* বোমা।

Winding engine—† উত্তোলক এন্‌জিন।

Workings—† নিঃশোষিত স্থান।

Working a mine—† খনি নিঃশেষ করা।

Working face—* আওতান বা † কার্য্যমুখ।

Zero line—শূন্যরেখা।

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল্

"খনিবিদ্যার পরিভাষা" সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল্ মহাশয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল মহাশয়-লিখিত "খনিবিদ্যার পরিভাষা" প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে,—আজকাল বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় যে, অনেক বিষয়ে কিছুই উন্নতি হয় নাই। সরকারী কাজের জন্য অনেক ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ-সংগ্রহ-কার্য্যে তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইয়াছে। Non Ferrus Metals Actএর অনুবাদকালে শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহায়তা সত্ত্বেও অনেক পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা করা যায় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে এ সকল বিষয়ে খুব উপকার হইবে। এই প্রবন্ধে পরিভাষা-সঙ্কলনে খনির কার্য্যে ব্যাপৃত লোকদের মধ্যে প্রচলিত শব্দ-সংগ্রহরূপ যে রীতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা সমীচীন বোধ হয়। কারণ, ভাষায় প্রচলিত না হইলে পরিভাষা-সঙ্কলন বৃথা হয়। Co-operative Credit Societies' Actএর সরকারী অনুবাদে 'কো-অপারেটিভ' এর প্রতিশব্দ-স্বরূপ 'সম্ভূয়কারী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু এই শব্দ প্রচলিত হয় নাই, 'সমবায়-সমিতি' ব্যবহৃত হইলেও আপত্তি-শূন্য নহে; এ সকল স্থানে ইংরাজী শব্দ রাখিয়া দেওয়াই ভাল বোধ হয়।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন, "যে সকল পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু বাদ দিয়া যে সকল শব্দের মূল সংস্কৃত, সেই সকল শব্দই রাখা উচিত।"

অধিবেশনের সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় বলিলেন যে,—ভাষার উন্নতি করিতে হইলে পরিভাষার বিশেষ প্রয়োজন। আজকাল বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়া উচ্চশিক্ষাদানের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এই প্রণালী মতে বিজ্ঞান-বিষয়ের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক পুস্তক প্রণয়ণের আবশ্যক হইবে, সুতরাং সেই সকল বিষয়ের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হইবে। ইংরাজির অনেক শব্দের জন্য সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। অনেকে অনেক পারিভাষিক শব্দ গঠন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যেগুলি দ্বারা ভাব ও ভাবের মর্য্যাদা রক্ষা হয়, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক সেইগুলি গ্রহণ করা উচিত। একবার ঐ শব্দগুলি গৃহীত হইলে, তাহাদের বিস্তৃত প্রচারের প্রতিবন্ধকতা হইবে না। যে সকল ইংরাজি ও বিদেশী শব্দের সংস্কৃত পরিভাষা পাওয়া যাইবে না, সেগুলি যেমন আছে, তেমনি ব্যবহার করা সঙ্গত মনে হয়। যেমন, অম্লজানের পরিবর্ত্তে অক্সিজেনের ব্যবহারই প্রশস্ত। সাহিত্য-পরিষৎ এই পরিভাষা-সঙ্কলন-কার্য্যে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, আর কোন সভা-সমিতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে Text Book Societyর দ্বারা ঐ কাজ কিছু সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ২।৪ খানি তালিকা ঐ Committee হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে পরিষৎ হইতে যে সকল বিষয়ে পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা ও লেখকগণের নাম পাঠ করিয়া সভাপতি মহাশয় পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার নেতৃত্বে যে পরিভাষা সঙ্কলনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিলেন।

আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুঁথির বিবরণ

ভাষা-পাটীগণিত (২)

২য় অধ্যায়—৭ম পত্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ৯ম পত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সহ ১ম পত্রের আরম্ভ অংশের পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বকুলের গ্রন্থ হইতে অনেক অঙ্ক জ্যোতিষ-চূড়ামণিতে গৃহীত হইয়াছে, যথা,—

একে কিনে তিন মিন
তিনে কিনে পাচ হরিণ

ইত্যাদি—পত্র সং ৩৫

নিম্নে কিতাবত-মঞ্জরি হইতে কয়েকটী অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

সপ্ত সূন্ত পাখী পাখা বাণ চন্দ্র দিয়া লেখা
ঘোড়ার পিছিত দিয়া রাম আট কোটার এহি নাম

পাতনি ৭০২২৫১ দিয়াখা। ঘোড়া পিছত ৭৩ দিআ রাম।

অঙ্ক, ১৫২২০৭ কে ৭৩ দিয়া গুণ কর। ইহার উত্তর ১১১১১১১১ ; এই সংখ্যাকে আট কোটা বলে।

চারি চারি চয়াল্লিস সাথে। সআ চৌত্তিস দিআ তাতে।
কি খড়ি খড়ি পড় নাথ পন্দ্রয় বাইস শুন্ত সাত

পত্র সং ৫০

অঙ্ক :—৪৪৪৪ X ৩৪।০ = ১৫২২০৭

যুগবাণ রস রস কর সসি খণ্ডা কর যুগ বাণ পোন রস খণ্ডা
দুই কোড়া দুই কণ্ঠে জান। ব্রহ্ম অষ্টের এই প্রমাণ।
পন্দ্রয় বাইছা গগণ মুনি জান। তিনি দিবা কর প্রমাণ।
তিনি দিয়া পাট জত। ব্রহ্ম অষ্টের জন্ম তত।

ব্রহ্ম অষ্ট শব্দের অর্থ ১১১১১১১১ সংখ্যা।

প্রথম চারি লাইনে অঙ্ক :—

৪৫৬৬২১ X ২৪।/৬।— = ১১১১১১১১

দ্বিতীয় চারি লাইনে অঙ্ক :—

১৫২২০৭ X ৩=৪৫৬৬২১

এখানে জন্ম শব্দের অর্থ গুণ্য রাশি।

ছুব সর নব সর ছুব নব রস।

চারি কাওন চারি পোন ভাগ গণ্ডাদশ॥

পত্র সং ৫০

অঙ্ক, ২৫৯৫২৯৬ × ৪।১০=১১১১১১১১

ষোল বাইসা গগণ রসে জান। ষোল দিয়া কর প্রমান॥

ষোল দিয়া পাই জত। দহজ্ঞ সইর জন্ম তত॥

পত্র সং ৫০

অঙ্ক, ১৬২২০৬ × ১৬=২৫৯৫২৯৬

এক জুথ গাবি তৃপথ গামিনি সপ্ত সমুদ্রে পিঐ পানি

সট্ ছায়া তলে বিছন্তধিরা দ্বাদশ গোপিনি দোহন্তধিরা॥

অর্থ :—

এক যূথ গাভী সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া, ৩ পথে যাইতে পারে, সাত সমুদ্রে জলপান করিতে পারে, ৬ ছায়াতলে বিশ্রাম করিতে পারে, এবং ১২টি গোপীকর্ত্তৃক দোহিত হইতে পারে। গাভী-সংখ্যা কত? ইহা লঘিষ্ঠ-সাধারণ-গুণনীয়কের অঙ্ক। উত্তর ৮৪।

গুণপ্রতি বাড়ে পুরাণা।

সম বিসমে বুঝিয়া পুরি।

চন্দ্রহানি সেসত ভাগ *।

লব্ধ জত পাই পুরিবা অর্দ্ধে।

পুরানা সংক্ষা পুরিঅ লব্ধে॥

ব্যক্ত। ৩।৯।২৭।৮১।

এই ক্রমে গুদি বাড়ে চাড়ি দিবসর ৮১। এই অঙ্কে অঙ্কে পুরি আট দিনর হয়। পাছে চারি দিনরো ভাগে ভাগে পুরিলে। সেস দিবসর ভাগ করাই। জি সংক্ষার অঙ্ক পুরনিয়। তারে এক এড়ি হরিবো। ঐ ক্রমে ২ হরিবো। পাছে মুল অঙ্কে লব্ধকে পুরিবো সংক্ষা দিবসর তেকিত অঙ্ক সেইখানি হয়।

অঙ্কের ভাবার্থ এই :—যদি কাহারও বেতন প্রথম দিনে ৩৲ টাকা, দ্বিতীয় দিনে ৯৲ বা $৩^{২}$, তৃতীয় দিনে ২৭৲ বা $৩^{৩}$ চতুর্থ দিনে ৮১ বা $৩^{৪}$ এই হিসাবে বাড়িয়া যায়, তবে কোন বিশেষ দিনে ঐ ব্যক্তি কত বেতন পাইবে এবং প্রথম হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিন-সমূহে ঐ ব্যক্তির মোট বেতন কত টাকা হইবে?

ইহা বীজগণিতের Geometrical Progression এর একটি অঙ্ক। গ্রন্থকার ইহার উপপত্তি (Solution) দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ৪র্থ দিনের বেতনকে ৪র্থ দিনের বেতন দিয়া পূরণ করিলে ৮ম দিনের বেতন পাওয়া যায়, ইহা ঠিক। কারণ, ৪র্থ দিনের বেতন $৩^{৪}$ ও ৮ম দিনের বেতন $৩^{৮}$; $৩^{৪} \times ৩^{৪} = ৩^{৮}$;

সাধারণ নিয়ম অনুসারে ক দিনের মোট বেতন—

$$৩+৩^{২}+৩^{৩}+\cdots৩ক=\frac{৩(৩^{ক}-১)}{৩-১}=\frac{৩(৩^{ক}-১)}{২}$$

গ্রন্থকারও তাহাই বলিতেছেন ; শেষ দিনের টাকা অর্থাৎ $৩^{ক}$ হইতে চন্দ্র অর্থাৎ এক বিয়োগ করিয়া বিয়োগ-ফলকে $\frac{১}{২}$ দ্বারা পূরণ করিয়া, ঐ পূরণ-ফলকে মূল বা প্রথম দিনের বেতন-সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে ক দিনের মোট বেতন পাওয়া যাইবে।

ভাগে ভাগে বিভাগ জান।
উন চন্দ্র ভাগে কর প্রমাণ ॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ করি সেস ভাগে কয়।
বৃদ্ধর ভাগেক বেলি ঐ * * ॥
দুগুণ প্রমাণ অঙ্কর থিতি।
কহে দুর্গাদাস বুঝিবে গতি ॥
ব্যক্ত ২।৪।৮।১৬।৩২।৬৪

এই ক্রমে জদি বাঢ়ে সমে বিসমে মধ্য ভাগে ভাগে পুরিলে সেস ভাগ পাই। চারি পাচ পুরি ৯ ভাগ পাই। পাচে ৫ পাচ ৫ পুরি দস ১০ ভাগ পাই। (সমষ্টি) :—তাকে দুই পুরিব দুই গুচানি জি থাকে জুড়ি চালিও সেখানি পাই।

অঙ্ক, ২ $২^{২}$ $২^{৩}$ $২^{৪}$ $২^{৫}\cdots২^{ক}$ ইত্যাদি। প্রদত্ত উপপত্তি অনুসারে ইহাদের যোগফল—

$২^{ক}\times২-২$

সাধারণ নিয়ম অনুসারে যোগফল $\frac{২(২^{ক}\ ১)}{২-১}=২\times২^{ক}-২$

গ্রন্থে মিশ্র ও অমিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক, বহুরাশিক শ্রেঢ়ী-ব্যবহার, ক্ষেত্র-ব্যবহার-বিষয়ক নিয়ম ও অঙ্ক অনেক রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় ভাষা বড়ই অস্পষ্ট।

গ্রন্থের ৩৪ সংখ্যক পত্রে একটি দৈর্ঘ্য-পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে কিছু নূতনত্ব আছে—

চতুর্হস্তে ধনুজ্ঞানং।
তৈ পঞ্চবিংসতি তালকং ॥
বিংসতি তালো ভাবত দণ্ডং।
কোবো দণ্ড দ্বয়শ্রুতঃ ॥

অর্থাৎ, ৪ হাতে ১ ধনু,
২৫ ধনুতে ১ তাল,
২০ তালে ১ দণ্ড,
২ দণ্ডে ১ ক্রোশ।

সাধারণতঃ দণ্ড অর্থে মাপকাঠি বুঝায়। ইহার পরিমাণ ৪ হাত বা ৪ গজ ধরা হইয়া থাকে। এখানে ১ দণ্ড ২০০০ হাতের সমান, সুতরাং এই দণ্ডের অর্থ মাপকাঠি নয়। এক দণ্ড কালে অর্থাৎ ২৪ মিনিটে সাধারণতঃ লোকে যে পরিমাণ পথ চলিতে পারে, সেই পরিমাণ পথের দৈর্ঘ্য বুঝাইতে কি এই 'দণ্ড'-সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে? হওয়া অসম্ভব নয়। অন্যত্রও এইরূপ নিদর্শন পাইয়াছি। ১৫২০ শকে লিখিত উত্তর-বঙ্গের কবি কবিবল্লভ-প্রণীত অপ্রকাশিতপূর্ব্ব রসকদম্ব * নামক গ্রন্থে অনেক স্থলে প্রহর শব্দ যোজন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা:—

বাহেত মানসোত্তর নাম মহীধর।
বলয়া আকার উচ্চ লক্ষেক প্রহর॥ (২৪২ শ্লোক)
মর্ত্ত্যলোকে বাস করে মনুষ্য সকলে
প্রহর পঞ্চাস কোটি দীর্ঘ পরিসরে॥ (২৪৬ শ্লোক)
প্রহর সহস্র দস উচ্চ মহীধর। (২৫২ শ্লোক)

কিতাবত-মঞ্জরির ৫৫ সংখ্যক পত্র হইতে শেষাংশে যুগপরিমাণ ও যুধিষ্ঠির হইতে ৩৩৮৪ কল্যব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রাজগণের এক ধারাবাহিক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

* গৌহাটির কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিতেছেন; শীঘ্রই উহা পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে, আশা করা যায়।

"রাজা গন্ধর্ব্বসেন ও রাজা ভর্তৃহরি" প্রবন্ধের আলোচনা *

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় বলিলেন, "প্রবন্ধ-লেখক অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রবন্ধে অনেক নূতন বিষয় আছে, কিন্তু সকল বিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নাই। যে সকল হিন্দী গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কাল্পনিক কথাই অনেক। কোন স্থানে একটি বিষয়ের উল্লেখ দেখিলেই তাহাকে প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে না। বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে, আলোচ্য গ্রন্থের প্রামাণিকতা কতদূর। ময়নামতী ও গোপীচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কল্পনা ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। উপন্যাসকার ময়নামতীর ভগ্নীর বনমালা নাম দিয়াছেন। এই নামটী পর্য্যন্ত কোন লেখক ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

"চন্দ্রসেন নামক একজন রাজা মঙ্গলকোট-উজানীতে ছিলেন, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। মঙ্গলকোট-নূতনহাটের একটী প্রাচীন মস্‌জিদের মধ্যস্থ ইষ্টকে "চন্দ্রসেননৃপতেঃ" ইত্যাদি খোদিত ছিল, তাহা আমি নিজেই দেখিয়া আসিয়াছি। সম্ভবতঃ হিন্দু নৃপতির নির্ম্মিত গৃহের ইষ্টক আনিয়া মস্‌জিদে লাগান হইয়াছিল। কিন্তু এই চন্দ্রসেনের সহিত উজ্জয়িনীর ইন্দ্রসেনের বা গন্ধর্ব্বসেনের যে কোন সম্পর্ক ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? গোপীচন্দ্র ও ময়নামতী কোথায় অবস্থিতি করিতেন, তাহা এখনও আলোচনার বিষয়। যে প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা হইতে জাতি সম্বন্ধে কোন মত দেওয়াও চলে না।"

অধিবেশনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—"শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, ইহার জন্য ইনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তিনি অনেকদিন হইতে বাঙ্গালার প্রাচীনতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। তিনি দুর্ল্লভ মল্লিকের লেখা গোবিন্দচন্দ্রের গীত নামে একখানি মহামূল্য পুস্তক ছাপাইয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

"গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করা এক অদ্ভুত ব্যাপার। এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আর দুইবার ঘটিয়াছিল। বুদ্ধদেব রাজত্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, আর চৈতন্যদেবের সময় সাতগাঁ রাজ্যের উত্তরাধিকারী রঘুনাথ দাস রাজ্যত্যাগ করিয়া ভেক লইয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের এই ত্যাগে ভারতবর্ষ মুগ্ধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সব দেশে

* ২৮শ ভাগ, প্রথম সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠার পর এই আলোচনা পঠিতব্য। ১৩২১ বঙ্গাব্দে পরিষদের সপ্তবিংশ বার্ষিক অষ্টম মাসিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় "রাজা গন্ধর্ব্বসেন ও রাজা ভর্তৃহরি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অধিবেশনে উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হয়, তাহাই এস্থলে প্রদত্ত হইল।

সব ভাষায় গোবিন্দচন্দ্রের গীত আছে "গোপীচাঁদ ও ভর্ত্তৃহরি" সব দেশেই গাওয়া হয়। ময়নামতীর কথা সব দেশেই জানে। এই গোপীচাঁদ ভর্ত্তৃহরি ও ময়নামতী কোন দেশের লোক ও কখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, একথা লইয়া অনেকে অনেক কথা বলেন। শিবচন্দ্র বাবু এক কথা বলিয়াছেন, আমি আর এক কথা বলি। রাজেন্দ্র চোল ১০২৩ অব্দে বাঙ্গালায় দিগ্বিজয় করিতে আসেন। তিনি বাঙ্গালাদেশে গোবিন্দচন্দ্রকে জয় করেন। এই সময় কল্যাণ নগরীতে চালুক্য বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন। ক্ষেমেন্দ্র ইহারই কয়েক বৎসর পরে ভর্ত্তৃহরির শতক হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং ভর্ত্তৃহরিও এই সময়ের লোক। তাঁহাকে যদি বিক্রমাদিত্যের ভাই ধরা যায় এবং তাঁহার সংসার-ত্যাগের কথা যদি সত্য হয়, তবে গোপীচাঁদ তাঁহার ভাগিনেয় হওয়া ও সন্ন্যাস গ্রহণ করা বিচিত্র নহে। ভর্ত্তৃহরির সমাধি আলোয়ারে আছে। পরপর আটটী একই আকারের সমাধি—ভর্ত্তৃহরির সমাধি বলিয়া লোকে জানে। সেকালে বড় বড় মহাপুরুষেরা বার বার জন্মাইতেন বলিয়া লোকের ধারণা আছে। সুতরাং ভর্ত্তৃহরি আটবার কায়া বদলাইয়া ছিলেন। তাই তাঁহার আটটি গোর আছে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, তিনি ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"নাথপন্থ এককালে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নাথ যোগীরা গিয়াছিলেন ও লোককে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সিন্ধু কচ্ছ গুজরাত প্রভৃতি দূরদেশেও নাথেরা গিয়াছিলেন। ১৫৮৮ সালে মানসিংহ যোধপুরের রাজা ছিলেন। তাঁহার গুরু দেবনাথকে তিনি একটা নগর দান করিয়াছিলেন, উহার নাম মহামন্দির; উহার পাঁচিলটা প্রায় দু'মাইল হইবে। এখানকার নাথজী খুব বড় লোক।"

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—"প্রবন্ধ-লেখক রাজা গন্ধর্ব্বসেন ও রাজা ভর্ত্তৃহরির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বলিতে পারা যায় যে, উপাদান সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে যেরূপ সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তিনি সকল স্থানে সেরূপ অবহিত হইতে পারেন নাই। কোন গ্রন্থে কোন বিষয়ের উল্লেখ থাকিলেই যে তাহা অভ্রান্ত ও অকাট্য হইবে, তাহা নয়। গন্ধর্ব্বসেন ভর্ত্তৃহরি সম্বন্ধে ভারতের নানাস্থানে নানারূপ প্রবাদ আছে। কোন দুই জায়গার প্রবাদের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তারপর লিপিকরপ্রমাদও যথেষ্ট আছে। গোরক্ষনাথ সম্বন্ধেও নানা মত আছে। এই সমস্তের বিশেষ বিবরণ আমি সম্প্রতি নাথ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের বক্তৃতায় যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। ভর্ত্তৃহরি যে কল্যাণীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা, তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে হয়। যাহা হউক, প্রবন্ধকার যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি।"

ব্রহ্মা *

ব্রহ্মার উৎপত্তি, পূজা ও মূর্ত্তি

১। প্রাচীনতম সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্রহ্মার বিভিন্নপ্রকার রূপ ও অবস্থা

ব্রহ্মন্ শব্দ, এমন কি, ব্রহ্মা শব্দও ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাকে দেবতাদিগের স্তুতি করিতে দেখা যায়। এই ব্রহ্মন্ বা ব্রহ্মা শব্দের সচরাচর অর্থ "যাজক" বা পুরোহিত। সায়নাচার্য্য এই অর্থে যে সকল শব্দ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। † কেহ কেহ বলেন, এই ব্রহ্মন্ পুরোহিতেরাই ব্রাহ্মণাচ্ছংশিন্ নামে অভিহিত হইতেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা হোতা-বিশেষ ছিলেন। ঋগ্বেদে তত স্পষ্ট দেখা যাউক আর না যাউক, পরে অর্থাৎ যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে ব্রহ্মন্ বা ব্রহ্মা শব্দ একপ্রকার যাজকশ্রেণীবিশেষের উপর প্রযুক্ত হইত। ‡ ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঋগ্বেদে বা যজুর্বেদে কিম্বা অথর্ববেদে ব্রহ্মন্ শব্দে সৃষ্টিকর্ত্তা বুঝাইত না; বুঝাইত এক প্রকার ঋত্বিগ্‌বিশেষ,—হোম করাই তাঁহার কাজ। অথর্ববেদের ব্রহ্মাই যজ্ঞের পরিদর্শন-কারী ও নিয়ন্তক। §

আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতা ব্রহ্মার আর এক নাম প্রজাপতি। এই শব্দও ঋগ্বেদে কয়েকবার পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাও সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি অর্থে প্রয়োগ করা যায় না। যেহেতু, ঐ শব্দ সাবিত্রী ও সোমের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ¶ উহার অর্থ—প্রজাদিগের পতি বা অধীশ্বর। তবে দশম মণ্ডলের দুইটি ঋক্—

---

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

† Vedic Index, Vol. II, p. 77.

‡ ঐ p. 78.

§ "ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং
যজ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উত্বঃ ॥"
—সায়নাচার্য্য, ঋগ্বেদের উপোদ্ঘাত।

¶ Muir's Sanskrit Texts, Vol. V, p. 390.

"আ নঃ প্রজাম্ জনয়ন্তু প্রজাপতিঃ" *

"আ সিঞ্চতু প্রজাপতিঃ" †

দেখিয়া বোধ হয়, প্রজাপতি পরে অর্থাৎ দশম মণ্ডলে ভিন্ন দেবতারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার আর এক নাম বিশ্বকর্ম্মা। ঋগ্বেদের পুরাতন মণ্ডলগুলিতে "বিশ্বকর্ম্মা" শব্দ ইন্দ্রের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছিল ‡ কিন্তু দশম মণ্ডলে দেখা যাইতেছে যে, তিনি এক বিভিন্ন এবং নূতন দেবতারূপে বৈদিক দেবমণ্ডলের ভিতর স্থান পাইয়াছেন। দশম মণ্ডলে দেখা যায়, তিনি সর্ব্বদর্শী, তাঁহার চারি দিকে চক্ষু, মুখ, হস্তপদাদি আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মণ্ডলের ঋষিগণ বিশ্বকর্ম্মার ডানা পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়াছিলেন। স্বর্গ-মর্ত্তাদি নির্ম্মাণ করিবার পর, তিনি হাত ও ডানার সাহায্যে তাহা ঠেলিয়া দিতেন §। তিনিই সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি দেবতাদের নামকরণ করিয়াছেন। তাঁহাকে কোন মনুষ্য কল্পনা করিতে পারে না।

ব্রহ্মার আর এক নাম হিরণ্যগর্ভ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিই স্বর্গ-মর্ত্তের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি জীবগণকে প্রাণ ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দিয়াছেন। তাঁহার আদেশ দেবতারাও অমান্য করেন না। তিনি দেবতাদিগের দেবতা। ¶

ঋগ্বেদে ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা ও হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, বলিলাম। যজুর্ব্বেদের সময় হইতে তাঁহাদের যে একীকরণের চেষ্টা হইতে লাগিল, তাহাই বলিব। প্রজাপতির নাম যজুর্ব্বেদে পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায়, প্রজাপতি গর্ভে বিচরণ করেন; তিনি যদিও জন্মান না, তবুও তিনি নানাপ্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উঁহার পূর্ব্বে কোন কিছুই জন্মায় নাই। তিনি সর্ব্বজগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। *

তারপর অথর্ব্ববেদে প্রজাপতি সম্বন্ধে নানা কথা আছে। উক্ত বেদে তাঁহাকে যজুর্ব্বেদের ন্যায় দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান দেওয়া হয় নাই, কিম্বা সৃষ্টির আদিতে রাখা হয় নাই। তবে তিনি যে ভাত (ওদন) হইতে তেত্রিশ লোক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা

---

* Rig Veda, Vol. X, 85, 43.

† ঐ Vol. X, 169, 4.

‡ Muir's Sanskrit Texts, Vol. V, p. 354.

§ Rig Veda, Vol. X, 81 and 82.

¶ Rig Veda, Vol. X, 121.

* প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য যোনিম্ পরিপশ্যন্তি ধীরা তস্মিন্ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা ॥

—বাজসনেয় সংহিতা—৩১।১৯

হইয়াছে *। কোথাও বা তাঁহাকে প্রাণ বলা হইয়াছে †। তাঁহার জন্ম ব্রহ্মচারী হইতে। যজ্ঞাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টই তাঁহার নিবাসস্থল; কালকর্ত্তৃক তিনি নির্ম্মিত হইয়াছেন ‡।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ লইয়া বেদ §। মন্ত্রযুগের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। এইবার ব্রাহ্মণযুগের দুই একটি কথা বলিব। তৈত্তিরীয় ও শতপথাদি ব্রাহ্মণেও প্রজাপতির কথা ভূরি ভূরি পাওয়া যায় ¶। প্রজাপতিই সৃষ্টির আদিতে ছিলেন, তিনি মানুষাদি জীবজন্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। পুরুষকে যেহেতু তিনি মন হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই জন্য সমস্ত পশু অপেক্ষা মানব বীর্য্যবত্তম। প্রজাপতিই বাক্ ইত্যাদি।

উপনিষদ্‌গুলিতেও ব্রহ্মা ও প্রজাপতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। তাহার মধ্যে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। এই সকলে দেখা যায়, ব্রহ্মা ইতিমধ্যেই একজন বড় দেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনিই পৃথিবী ও দ্যুলোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন—দেবতাদিগের ভিতর তিনিই অগ্রজন্মা। শ্বেতাশ্বতর ও মহানারায়ণোপনিষদে ব্রহ্মাকেই হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে ‡। হিরণ্যগর্ভ জল হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন §। তাঁহাকে ব্রহ্মন্ (নারায়ণ) সর্ব্বাগ্রে জন্ম দিয়াছিলেন। নারায়ণোপনিষদেও দেখা যায়, নারায়ণ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মাই নারায়ণ।¶ মৈত্রায়ণী উপনিষদে প্রজাপতিকেই হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বস্রষ্টা বলা হইয়াছে। * কৌষীতকীতে আছে, প্রজাপতি পঞ্চমুখবিশিষ্ট †।

২। ব্রহ্মার উৎপত্তি

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল, বাকী নয় মণ্ডল অপেক্ষা নূতন, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। ঋগ্বেদের ঋষিরা যে দার্শনিক ও অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন, সেরূপ প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যায় না। তাঁহারা নৈসর্গিক শোভা, প্রাকৃতিক ব্যাপার দেখিয়া

* "এতস্মাদ্বৈ ওদনাৎ ত্রয়স্ত্রিংশতম্ লোকান্ নিরমিমীত প্রজাপতিঃ।" A. V., XI. 3, 52.

† প্রাণম্ আহুঃ প্রজাপতিম্। A.V., XI. 4, 12.

‡ A. V., XIX. 53, 8, 20

§ "মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণং চেতি দ্বৌ ভাগৌ।"
—সায়নাচার্য্য, ঋগ্বেদের উপোদ্‌ঘাত।

¶ E.g., Satapatha Brahmana, VII. 5, 2, 6.
Taittiriya Brahmana, II. 2, 7, 1.

‡ Svetasvatara Upanishad, 4, 12. Mahanarayana Upanishad, 1, 12; 24, 2.

§ "অদ্ভ্যঃ সম্ভূতো হিরণ্যগর্ভঃ"।—Mahanarayan. U. 1, 12.

¶ "নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে"।—Nar. U., I. "ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ", I.

* প্রজাপতির্ব্বিশ্বসৃক্ হিরণ্যগর্ভঃ।—Maitra. U., 6, 8.

† Kausitaki U., 2, 4.—"পঞ্চমুখোঽসীতি প্রজাপতিঃ"।

আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন ও বিস্ময়াভিভূত হইতেন এবং প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকেই দেবতারূপে কল্পনা করিয়া, তাঁহাদের উদ্দেশে স্তুতিপাঠ করিতেন। এই স্তুতিগুলিই ঋক্ বা সূক্ত বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা মেঘ, বজ্র, আকাশ, ভূমি, নদ, নদী, সমুদ্র, এমন কি গাছ-পালাতে পর্য্যন্ত দেবত্বারোপ করিতে ছাড়িতেন না *। ঋগ্বেদের প্রথম নয় মণ্ডলের সূক্তগুলিতে বৈদিক ঋষিদিগের চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহারা যখন যে দেবতার গুণগান বা স্তুতি করিতে বসিতেন, তখন তাঁহাকেই দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতেন। ইহাকেই ম্যাক্‌স্‌মুলার "হেনোথীস্‌ম্" বা "কাট্‌হেনো-থীস্‌ম্" নামে অভিহিত করিয়াছেন †। কিন্তু দশম মণ্ডলে দেখা যাইতেছে যে, ঋগ্বেদের ঋষিদের মধ্যে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইঁহারা মানবের সৃষ্টি, দেবতার সৃষ্টি, পৃথিবীর সৃষ্টি কি করিয়া হইল, তাহার কারণ স্থির করিতে গিয়া নূতন কাল্পনিক দেবতাদি গড়িতে লাগিলেন। এই সকল দেবতাদিগকে প্রকৃতিতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না—ইঁহারা মনের কল্পনা, বহুত্বের একত্ব সন্নিবেশ, মনুষ্যত্বের, দেবত্বের, পৃথিবীর ও জগতের সাকার হইতে নিরাকার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার দুর্দ্দমনীয় মানব-প্রবৃত্তি। ইহারই ফলে বিশ্বকর্ম্মা, ব্রহ্মন্, স্কম্ভ, ব্রাহ্মণস্পতি, প্রজাপতি, পুরুষ প্রভৃতি দেবতার সৃষ্টি। কিন্তু সকলের আদি কারণ অনেক দেবতা, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; সেই জন্য প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা ইত্যাদি দেবতাদিগের গুণগ্রাম একত্রীকৃত করিয়া বিভিন্নমতে মনোমত বিভিন্ন দেবতা বাছিয়া লইয়া, আদি কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা হয়। ফলে, উপনিষদে ব্রহ্মন্ (অর্থাৎ পরমাত্মা) সৃষ্টির আদি কারণ হইয়া দাঁড়াইলেন। আমাদের সে সব লইয়া কাজ নাই। এখন ব্রহ্মার কথাই বলি।

ব্রহ্মন্ ঋগ্বেদে ঋত্বিক্-বিশেষ। সেই ব্রহ্মন্ হইতেই ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি। পরে ব্রহ্মন্ হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল, সে কথা উপনিষদে আছে। ব্রহ্মন্ হইতেই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদিরও উৎপত্তি। হিরণ্যগর্ভই প্রজাপতি ও ব্রহ্মা। বিশ্বকর্ম্মার যাহা কাজ—যাহা গুণ, ব্রহ্মারও সেই গুণ—সেই কাজ। অতএব ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্ম্মা এক। অন্ততঃ বৈদিক যুগে একই ছিলেন, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায়। পরে বিশ্বকর্ম্মা ও ব্রহ্মা ভিন্ন হইয়া যান।

মনুপ্রোক্ত বিবরণ

মনুসংহিতায় ব্রহ্মার উৎপত্তির বিষয় যাহা বর্ণনা করা আছে, তাহা এই,—

আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ‡

* Macdonell, History of Sanskrit Literature, p. 67 ff.

† Ibid, p. 71,

‡ Manu-Sanhita, Chap. 1.

সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ তমসাচ্ছন্ন, অনির্দ্দেশ্য, অননুমেয়, বুদ্ধির অগম্য ও প্রসুপ্তসদৃশ ছিল।

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥ *

পরে স্বয়ম্ভূ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অপ্রতিহতপ্রভাববিশিষ্ট ও প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক মহাভূতাদি প্রকাশ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥ *

তিনি নানাবিধ প্রজাসৃষ্টিকরণাভিলাষী হইয়া ইচ্ছাশক্তিতে শরীর হইতে প্রথম জল সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন।

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥ *

সেই বীজ আদিত্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট, সুবর্ণসদৃশ অণ্ডাকারে পরিণত হইলে, সেই অণ্ডে পরমাত্মা স্বয়ং সর্ব্বলোকের পিতামহরূপে জাত হইলেন।

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা ॥ *

এই অণ্ডে এক বৎসর বাস করিবার পর, স্বয়ং ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সেই অণ্ড দুই ভাগে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ *

সেই দুই খণ্ডের একটির দ্বারা ভূমি ও একটির দ্বারা স্বর্গ তৈয়ারী করিলেন। মধ্যস্থলে অন্তরীক্ষ, অষ্টদিক্ ও সমুদ্রের স্থান করিলেন।

৩। প্রাচীনতম সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্রহ্মার রূপ

বৈদিক যুগের এক কৌষীতকী উপনিষদ্ ছাড়া অন্য কিছুতেই খোলাখুলিভাবে ব্রহ্মার রূপ বলা নাই—

"পঞ্চমুখোঽসীতি প্রজাপতিঃ" ‡

কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাঁহার রূপের অনেক কথাই বৈদিক যুগেই পাওয়া যায়।

*. Manu Sanhita, Chapter I.

‡ Kaus, U, 2, 4.

ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্ *

"ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্" †

ইহাতে স্পষ্ট তাঁহার ঋত্বিক্‌রূপ পাওয়া যাইতেছে। পরযুগে সেই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার হস্তে স্রুক্ ও স্রুব্ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদী ব্রহ্মন্ ঋত্বিক্‌বিশেষ ছিলেন।

পূর্ব্বে আরও বলা হইয়াছে, বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার আর এক রূপ। বিশ্বকর্ম্মার রূপও ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদর্শী ও নির্ম্মাণদক্ষ ছিলেন। ঋগ্বেদের ঋষিরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, তাহাই সরল বিশ্বাসে লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা যতই তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিই না কেন! যিনি সর্ব্বদর্শী হইবেন, তিনি মানুষের মত দুই চক্ষু লইয়া কি করিবেন? যতক্ষণ সম্মুখে দেখিবেন, ততক্ষণ পশ্চাতে বা পার্শ্বের কিছুই দেখিতে পাইবেন না। সেই জন্য তাঁহারা বিশ্বকর্ম্মার পশ্চাতে ও পার্শ্বে ও ঊর্দ্ধে আরও মুখ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ হস্তপদাদি, এমন কি, ডানা পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, এই ডানাই প্রজাপতির বাহন হংসরূপে পরে কল্পিত হইয়াছিল। ‡

এই সকল হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক যুগেই ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রায় সম্পূর্ণ-ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

৪। ব্রহ্মার পূজা ও তাহার লোপ

বৈদিক যুগে—বিশেষতঃ উপনিষদের সময় ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগের দেবতামণ্ডলে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই তাঁহার পূজা ও মন্দির গড়া আরম্ভ হয় বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন। গৃহ্যসূত্রে শ্রৌতসূত্রেও তাঁহার স্থান দেবতাদিগের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিল। মহাভারতের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অংশাদিতে ব্রহ্মারই আধিপত্য দেখা যায়। §

ঋগ্বেদে যজুর্ব্বেদে শিবের নামগন্ধও নাই। অথর্ব্ববেদে তিনি একজন মস্ত বড় দেবতা। তিনি ব্রাত্যদিগের একমাত্র দেবতা, ব্রাহ্মণদিগের দেবমণ্ডলে তিনি অনেক

* Chhandogya U., 4. 17. 9.

† Bhagavat Gita, 4. 24.

‡ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমি জনয়ন্ দেব একঃ॥
—Rig Veda, X. 81. 3.

§ Macdonell, History of Sanskrit Literature, 285.

কষ্টে অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞের পর স্থান পান। * বিষ্ণু ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা। দেখিতে দেখিতে শিব সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবার জো করিলেন। তাঁহাদের তিনজনেরই স্থান প্রায় এক হইয়া দাঁড়াইল। তিন জনের বিভিন্ন কাজ হইল। ব্রহ্মা শুধু সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, বিষ্ণু তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন, আর শিব শুধু সংহার করিতে থাকিলেন। ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা ও পূজা প্রভৃতি বোধ হয়, এই সময়েই আরম্ভ হয়। মেগাস্থিনিসের পুস্তকে আছে, তিনি যখন চন্দ্রগুপ্ত রাজার রাজধানীতে ছিলেন, তখন দেখিয়াছিলেন, মোটামুটি ভারতবর্ষীয়েরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। † যাহারা শিবের উপাসনা করে, তাহারা শৈব ও যাহারা বিষ্ণুভক্ত, তাহারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। শৈবেরা বলে, ত্রিমূর্ত্তির ভিতর শিবই সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং বৈষ্ণবেরা বলে, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নাই ; আর কখনও হইবে কি না, সন্দেহ। ব্রহ্মার সম্বন্ধে কেহ কিছুই বলে না। চেলার অভাবে ক্রমশঃ ব্রহ্মার পূজা বন্ধ হইল, মন্দির গড়াও বন্ধ হইল। তিনি নামেই সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া রহিলেন।

মানুষের অবস্থা যেমন সব সময়ে ঠিক থাকে না--কখনও উঠে, কখনও পড়ে, আমাদের দেবতাদিগেরও তাই। কত দেবতা বৈদিক যুগে বড় হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের নামও শুনা যায় না। কত দেবতার বৈদিক ঋষিরা নামও শুনেন নাই, তাঁহারাই আবার পরবর্ত্তী যুগে অপ্রতিহতক্ষমতাশালী দেবতা হইয়াছেন ; কত যে—তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শিব নূতন দেবতা, হঠাৎ আসিয়া অতিরিক্ত লোকপ্রিয় হইয়া পড়াতেই ব্রহ্মার অন্ন মারা গেল। তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। এখন তাঁহার স্থান আর মন্দিরের মধ্যস্থলে থাকে না—হয় কার্ণিসে, নয় দেওয়ালে, নয় দরজার মাথায়, এইরূপ আনাচে কানাচেই তিনি বিরাজ করেন।

সূর্য্যের উপাসনা বহু প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এমন কি, যখন তাঁহারা ইরানিয়ান্‌দিগের সহিত একসঙ্গে বসবাস করিতেন, তখন হইতেই সূর্য্যের উপাসনা তাঁহাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। সূর্য্যের উপাসনা প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে বহুলপরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সেই সূর্য্যই বিষ্ণুরূপে ঋগ্বেদের ঋষিদের দ্বারা উপাসিত হইতেন। শিবের আগমনে সেই জন্য বিষ্ণুর স্থান বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইল না। শিব ব্রাত্যদিগের একমাত্র দেবতা। ব্রাত্যও ভারতবর্ষে বহুলপরিমাণে ছিল, তাহারা শিবকে লইয়া রহিল। কিন্তু ব্রহ্মাকে লইয়া কে থাকিবে ? ব্রহ্মার অবস্থা সেরূপ নহে। কোনরূপে ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী যুগে তিনি মাথা খাড়া দিয়া উঠিয়াছিলেন — তাঁহার উপাসকও বোধ হয়, সেই জন্য বেশী ছিল না। অথর্ব্ববেদ প্রথম তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ-

* Asiatic Society of Bengal, Annual Address, 2nd February 1921. (yet unpublished.)

† Macdonell's History of Sanskrit Literature, p. 286,

স্থান-চ্যুত করিল। তিনি কিছুদিন প্রথম স্থান অধিকার করিবার পরই শিবের অভ্যুদয় হইল। সে অভ্যুদয়ের সম্মুখে দাঁড়াইবার ক্ষমতা কেবল বিষ্ণুর ছিল। তিনি বেশ টিকিয়া রহিলেন। ব্রহ্মার সে ক্ষমতা না থাকায়, তাঁহার পতন হইল। তাহার পর, বৌদ্ধদের আবির্ভাবে তাঁহার উঠিবার আর কোন আশাই রহিল না।

৫। পৌরাণিক বিবরণ

ব্রহ্মার পূজা হঠাৎ লোপ হইয়া গেল কেন, ইতিহাসের দিক দিয়া তাহার কারণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণকারগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে সাধারণ লোককে বুঝাইবার জন্য "মোহিনীর শাপ", "শিবের শাপ" ইত্যাদি নানা পুরাণে নানা গাল-গল্পের অবতারণা করা হইয়াছিল। তাহারই দুই একটির নমুনা দিই।—

"মোহিনীর শাপ"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, মোহিনী নামক জনৈক স্বর্বেশ্যা কামাতুরা হইয়া নির্জ্জনে ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে রত্যভিলাষ জ্ঞাপন করেন *।

ইত্যুক্ত্বা মোহিনী সদ্যো জগৎস্রষ্টুশ্চ ব্রহ্মণঃ।
বিচকর্ষ করং বস্ত্রং সস্মিতা কামবিহ্বলা॥ †

ব্রহ্মা, শাস্ত্রীয় যুক্তি ও নীতি অনুসারে মোহিনীকে অশেষপ্রকারে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। মোহিনী কিছুতেই নিরস্ত হইল না। অবশেষে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সে ব্রহ্মাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া শাপ দিল,—

তবৈব বচনং স্তোত্রং মন্ত্রং গৃহ্লাতি যো নরঃ।
ভবিতা তস্য বিঘ্নশ্চ স যাস্যত্যুপহাস্যতাম্॥
ভবিতা বা যকী পূজা দেবতানাং যুগে যুগে।
তব মাধ্যাহ্ন সংক্রান্ত্যাং ন ভবিষ্যতি সা পুনঃ॥
কল্পান্তরেঽত্র কল্পে বা দেহে দেহান্তরেঽত্র তে।
পুনঃ পূজা ন ভবিতা যা গতা সা গতৈব চ॥ ‡

শাপ দিয়া মোহিনী ক্ষিপ্র মদনালয় চলিয়া গেল। অভিসম্পাত ঠিক লাগিয়া গেল। বৃদ্ধ ব্রহ্মার পূজাও লোপ হইয়া গেল।

---

* অতীবনির্জ্জনস্থানে সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতে।
সুগন্ধিবায়ুনা রম্যে পুংস্কোকিলরুতশ্রুতে॥ ৯॥
সন্ততং ত্বামনস্কামাং দাসীং জন্মনি জন্মনি।
ক্রীণীহি রতিপণ্যেনামূল্যরত্নেন সত্বরং॥ ১০॥
—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৩ অধ্যায়।

† ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুং—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৩ অধ্যায়—১১ শ্লোক।

‡ ঐ ঐ, শ্লোক ৩৯—৪১।

"শিবের শাপ"

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে, একদিবস ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আপনাদের মধ্যে কে বড়, এই লইয়া খুব তর্কাতর্কি করিতেছেন, এমন সময় শিব আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, তোমাদের দুই জনের মধ্যে যে আমার এই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের আগা কিম্বা শেষ বাহির করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে বড় হইবে। এই বলিয়া লিঙ্গ আনয়ন করিয়া, স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিলেন। শিবের এই মূর্ত্তি লিঙ্গোদ্ভবমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত।* ব্রহ্মা হাঁসের উপর চড়িয়া আগা দেখিতে গেলেন। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া দাঁত দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নীচে নামিতে লাগিলেন। কত কাল ধরিয়া এইরূপ চলিতে লাগিল। লিঙ্গ অনাদি ও অনন্ত; তাহার আদি অন্ত বাহির করিবে কে? বিষ্ণু দেখিলেন, অসম্ভব। তিনি আসিয়া হাতযোড় করিয়া লিঙ্গোদ্ভবের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছেন—বৃথা পরিশ্রমে বিরক্তও খুব হইয়াছেন। কিন্তু সহজে তিনি হারিবার পাত্র নন। মধ্যরাস্তায় দেখিলেন, ভক্তার্পিত একটি কেতকীপুষ্প শিবলিঙ্গের মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন, লিঙ্গের আগা পাওয়া অসম্ভব। কেতকীকে সাক্ষী মানিয়া শিবের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনার লিঙ্গের মাথা দেখিয়া আসিয়াছি, এই কেতকী আমার সাক্ষী। শিব সর্ব্বজ্ঞ—তিনি জানেন, তাঁহার লিঙ্গ অনাদি ও অনন্ত—বুঝিলেন, ব্রহ্মা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া, তাঁহার পাঁচ মুখের মধ্যে যে মুখ মিথ্যা উচ্চারণ করিয়াছিল, সেই মাথাটি কাটিয়া ফেলিলেন এবং শাপ দিলেন,—"যেহেতু, তুমি বুদ্ধিহীনতাবশতঃ বালকের ন্যায় আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিলে, সেই জন্য অতঃপর মন্দিরে তোমার পূজা আর কেহ করিবে না।"

পুরাণকারেরা ব্রহ্মার পূজা লোপ হইবার এইরূপ কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

৬। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হইলেন কেন?

ব্রহ্মার এতগুলি মুখ কেন হইল, বিশ্বকর্ম্মার কথা বলিবার সময় পূর্ব্বে তাহার কারণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণে নানারূপ কারণ দেওয়া আছে। মৎস্যপুরাণে বলে, বেদ তিনি প্রথম আহ্বান করিয়াছিলেন, বেদ চারিটি বলিয়া, তাঁহার মুখ চারিটি †।

এই পুরাণেই আবার দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে ব্রহ্মার একটিমাত্র মুখ ছিল। তিনি সৃষ্টির উদ্দেশে প্রথমে দশ জন মানস ও দশ জন অঙ্গজ প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। দশম অঙ্গজ প্রজাপতি তাঁহার কন্যা গায়ত্রী। এই কন্যা সৃষ্টি করিয়া, তিনি তাঁহার

* ছবি—Krishna Sastri—South Indian Images of Gods and Goddesses, fig., 58. এবং Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Part I, Plates—XIII, XIV.

† মৎস্যপুরাণম্, ৩ অধ্যায়, শ্লোক—২,৩,৪।

ভুবনমোহিনী রূপ নিরীক্ষণ করিয়া; "অহো রূপম্" "অহো রূপম্" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কন্যা সে তীব্র কামবিহ্বল দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া সলজ্জভাবে পিতার দৃষ্টি এড়াইবার উদ্দেশে তাঁহার পশ্চাদ্দিকে আসিল। ব্রহ্মার কন্যাকে দেখিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা থাকায়, পশ্চাদ্দিকে হঠাৎ আর একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। কন্যা তখন তাঁহার এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন, সে দিকে আর একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। কন্যা অপর পার্শ্বে আসিলে, সে দিকেও আর একটি মুখ হইল। গায়ত্রী উপায়ান্তর না দেখিয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আকাশের দিকে মস্তকের মধ্যস্থল হইতে আর একটি মুখ বাহির হইল। এই পাপে ব্রহ্মার সৃষ্ট্যর্থ সঞ্চিত সমস্ত তপঃ বিনষ্ট হইল। ব্রহ্মাও লজ্জিত হইয়া, জটাদ্বারা পঞ্চম মুখটি আবৃত করিয়া ফেলিলেন *। সেই জন্য ব্রহ্মার মুখ চারিটি।

লিঙ্গোদ্ভব শিবের কাছে মিথ্যা বলিবার জন্য কিরূপে তিনি একটি মুখ হারাইয়াছিলেন, লিঙ্গপুরাণোক্ত সে বিবরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি।

বামন, মৎস্য, স্কন্দপুরাণাদিতে লিখিত আছে, নারায়ণ সৃষ্টির আদিতে নিদ্রাবসানে পঞ্চবদন ব্রহ্মা ও পঞ্চবদন শিবকে সৃষ্টি করিলেন। উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহারা ভীষণ যোগপ্রভাব বিস্তার করিলেন। নারায়ণ দেখিলেন, এরূপ লোক লইয়া সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব। তখন তিনি অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। শিব ও ব্রহ্মা অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া কলহ আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা শিবের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

"স এবমব্রবীদ্দেব! জন্ম জানামি তে হ্যহম্।"

তাহাতে শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া, বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রদ্বারা ব্রহ্মার একটি মাথা ছিঁড়িয়া লইলেন। † মাথা চারিটি হইয়া গেল। যন্ত্রণায় কাতর ও ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা শাপ দিলেন,—

যস্মাদনপরাধেন শিরশ্ছিন্নং ত্বয়া মম।
তস্মাচ্ছাপসমাযুক্তঃ কপালী ত্বং ভবিষ্যসি॥

ব্রহ্মার শাপ ফলিয়া গেল। শঙ্কর এই সময়ে কপালী হইলেন। হাতে ব্রহ্মার কাটা মাথা লাগিয়া রহিল। কিছুতেই মড়ার মাথা হাত হইতে খসে না। তাঁহার শরীরে ব্রহ্মহত্যা পাপ প্রবেশ করায়, তাহা ক্ষালন করিবার জন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু তথাপি নরকপাল হস্ত হইতে স্খলিত হইল না। অবশেষে তিনি নারায়ণের তপস্যা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিবকে বারাণসীধামে অসি ও বরুণার জলে স্নান করিতে উপদেশ দিলেন। সেখানে স্নান করাতে তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে

---

* Matsya Purana, Ch. III, Sl. 32—40.

† অতঃ ক্রোধপরীতেন সংরক্তনয়নেন চ।
বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রেণ ছিন্নং তস্য শিরো ময়া॥
—Matsya P., Adh., 158.

বিমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তবুও শাপহেতুক নরকপাল তাঁহার হাতে লাগিয়াই রহিল। তৎপরে তিনি ভগবান্ কেশবকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার আদেশমত একটি হ্রদে স্নান করিতেই নরকপাল হাত হইতে খসিয়া পড়িল *। সেই স্থান এখনও "কপালমোচন" তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। †

৭। ব্রহ্মার ধ্যান ও মূর্ত্তি

ঋগ্বেদী ও সামবেদী সন্ধ্যার প্রাণায়ামে পূরক করিবার সময় নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হয়।

হংসস্থং দ্বিভুজং রক্তং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্।
চতুর্ম্মুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে ॥

—ঋগ্বেদী সন্ধ্যা।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজ ও হংসবাহন। তাঁহার দুই হস্তের এক হস্তে অক্ষসূত্র ও আর এক হস্তে কমণ্ডলু।

কালিকাপুরাণে যে ধ্যান আছে, তাহাতে তাঁহার মূর্ত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়,—

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিৎ রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন ॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে ॥
দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুচঃ।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্ ॥ ‡

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, তাঁহার চারি মুখ; চারি হাত, দুই দক্ষিণ হস্তের উপরটিতে অক্ষমালা এবং নীচেরটিতে স্রুব্ এবং দুই বামহস্তের উপরটিতে কমণ্ডলু এবং নীচেরটিতে স্রুক্ ধারণ করেন। তিনি কখনও পদ্মাসীন, কখনও বা হংসারূঢ় হইয়া থাকেন। তাঁহার গায়ের রঙ্ রক্তাভ গৌরবর্ণ। বাম পার্শ্বে আজ্যস্থালী ও চারি বেদ তাঁহার সম্মুখে

* E.g. Matsya Purana—Adh. 183, sl. 84—100.
† Matsya Purana, Adh. 183, sl. 101.
"ব্রহ্মহত্যাপহং তীর্থং ক্ষেত্রমেতন্ময়া কৃতম্।
কপালমোচনং দেবি দেবানাং প্রথিতং ভুবি॥
‡ Kalika Purana, Adhyaya—82.

অবস্থিত। সাবিত্রী তাঁহার বামে ও সরস্বতী তাঁহার দক্ষিণে এবং সমস্ত ঋষিরা সম্মুখে—এই ভাবে, ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হয়।

ব্রহ্মার চারি হাত, চারি মুখ কেন হইল, কেন তাঁহার হাতে স্রুক্ স্রুব দেওয়া হইল, কেনই বা তাঁহার হংস বাহন হইল, তাহার উত্তর পূর্ব্বে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণে বর্ণিত আছে, নারায়ণ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে, তাঁহার নাভিদেশ হইতে রক্তকমল উত্থিত হয় এবং সেই পদ্মই ব্রহ্মার উৎপত্তি-স্থল। ব্রহ্মা এই পদ্মের উপর বসিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে যোগ করেন। এই জন্য ব্রহ্মার আর একটি নাম "পদ্মযোনি" এবং যোগে বসিয়া আছেন জানাইবার জন্য অক্ষমালাই তাহার জ্ঞাপক। যেহেতু, চারি বেদ তিনি প্রথম স্মরণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার সম্মুখে বেদ রক্ষিত হয়। যে কারণে তাঁহার হাতে স্রুক্ ও স্রুব আসিয়াছে, সেই কারণেই কমণ্ডলু ও আজ্যস্থালী তাঁহার পার্শ্বে আসিয়াছে। এই দুইই তাঁহার ঋত্বিক্‌রূপের জ্ঞাপক চিহ্ন।

৮। এই ব্রহ্মা কে?

অনেকে মনে করেন, এই ব্রহ্মা অগ্নিরই রূপান্তর মাত্র। তাহার কারণ এই, এখন কদাচিৎ ব্রহ্মার পূজা হয়। গৃহদাহাদি হইলে পুনরায় গৃহনির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মার পূজা করিতে হয়। বারোয়ারীতে, বাজারে আগুন লাগা নিবারণ করিবার জন্য তাঁহার পূজা করিতে হয়। ভিয়ান করিবার পূর্ব্বে হালুইকর ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার পূজা করিয়া, তবে কার্য্য আরম্ভ করে। উনানে খোলা চড়াইয়া, প্রথম তৈয়ারী জিনিষ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র তাঁহার পরম প্রীতিকর। আজ্য, পায়স ও তিলযুক্ত ঘৃতই ব্রহ্মার প্রধান ভোজ্য *। এখন বাঙ্গালায় ব্রহ্মার মাটির মূর্ত্তি গড়া হয়। তাঁহার গায়ের রং টকটকে লাল। পূজা হইয়া গেলে মূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন করিতে হয়।

উপরিউক্ত কারণে পুরাণের ব্রহ্মমূর্ত্তি অগ্নিরই যে মূর্ত্তিভেদ মাত্র বলিয়া এককালে বিবেচিত হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৯। শিল্পশাস্ত্রে ব্রহ্মার মূর্ত্তি

ধ্যান হইতেই শিল্পকারগণ মূর্ত্তি গড়িতেন; এখনও নেপাল, সিকিম্ ও তিব্বতের চিত্রশিল্পীরা ধ্যান কিম্বা সাধনা হইতে মূর্ত্তি গড়িয়া থাকে। শিল্পশাস্ত্র নিয়ম বাঁধিয়া দেয় ও শিল্পীরা তদনুসারে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, শিল্পশাস্ত্রাদি ও আগম হইতে ব্রহ্মার মূর্ত্তি সম্বন্ধে নূতন খবর কি পাওয়া যায় †।

অংশুমদ্ভেদাগমে ব্রহ্মার রং হরিতালের ন্যায়, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয়; তিনি যজ্ঞোপ-

* বিশ্বকোষ, ত্রয়োদশ ভাগ, পত্র—১৪৪।

† Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography, Appendix, pp., 243,246—49

বীতধারী, শুক্লবস্ত্রপরিহিত, শুক্লমাল্যধর ও তাঁহার কর্ণ কুণ্ডলবিমণ্ডিত। দক্ষিণ হস্তে তাঁহার হয় অক্ষমালা থাকিবে, নহিলে কুশ থাকিবে। বামহস্তদ্বয়ে কুশ ও আজ্যস্থালী ধারণ করিবেন, কিম্বা অভয়মুদ্রা ও বরদমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। সরস্বতী এবং সাবিত্রী হয় বসিয়া থাকিবেন, না হয় দাঁড়াইয়া থাকিবেন, নহিলে পদ্মাসীনা হইবেন।

সুপ্রভেদাগমে নূতনের মধ্যে এই দেখা যাইতেছে, তাঁহার জটা রক্তবর্ণ হইবে। শুধু বামপার্শ্বে সাবিত্রী থাকিবেন এবং তিনি সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইবেন।

শিল্পরত্নে দেখা যায়, তিনি লম্বকুর্চ্চের আসনের উপর আসীন হইবেন। "লম্বকুর্চ্চাসন" আর কিছুই নয়, কুশাসন। তাঁহার রং গৌর হইবে এবং আজ্যস্থালী সম্মুখে থাকিবে। তিনি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবেন। তিনি কখনও হংসারূঢ় হইবেন, কখনও বা কমলাসনাসীন হইবেন। আঁকিতে হইলেও এই ব্যবস্থা। বাস্তবেও তাই।

বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, তিনি কৃষ্ণাজিন-পরিহিত হইবেন এবং সপ্তহংসদ্বারা চালিত রথে সমাসীন হইবেন। হাত তাঁহার দুইটি মাত্র থাকিবে; দক্ষিণে অক্ষমালা এবং বামে কমণ্ডলু থাকিবে। আদিত্যপুরাণে লিখিত আছে, সাবিত্রী তাঁহার বাম উৎসঙ্গে বর্ত্তমান থাকিবেন।

রূপমণ্ডনে নূতনের মধ্যে এই আছে যে, ব্রহ্মা দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অক্ষমালা ও স্রুক্ ধারণ করিবেন এবং বামহস্তদ্বয়ে পুস্তক ও কমণ্ডলু ধারণ করিবেন, কিম্বা দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অক্ষ-সূত্র ও পুস্তক এবং বামহস্তদ্বয়ে পদ্ম ও কমণ্ডলু ধারণ করিবেন।

এই স্থানে ব্রহ্মাকে "সকূর্চ্চঃ" বা শ্মশ্রুযুক্ত বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার দাড়ি ছিল, এ কথা পূর্ব্বে কোথাও বলা হয় নাই। দাড়ির দরকারও খুব। কারণ, তাঁহাকে পুরাণাদি গ্রন্থে "বৃদ্ধ", "প্রপিতামহ" ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে এবং সেই জন্যই বোধ হয়, রূপমণ্ডনে তাঁহাকে প্রথম দাড়ি দেওয়া হইল। কিম্বা অগ্নির দাড়ি আছে বলিয়া, ব্রহ্মাকেও দাড়ি দেওয়া হইয়াছে। কারণ, অগ্নির একটি বিশেষণ "পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ"।

১০। ব্রহ্মার বিগ্রহাদি—শ্রেণীবিভাগ

পাথরে খোদাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি ভারতবর্ষে ও যবদ্বীপে * প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। সবগুলিই যে শিল্পশাস্ত্র অনুসারে গঠিত হইয়াছে, এমত আমাদের বোধ হয় না। শিল্পশাস্ত্র নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছে, তারপর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের শিল্পকারগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত মোট জিনিষ বজায় রাখিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, আবার ভক্তের ইচ্ছানুসারেও মূর্ত্তি বিভিন্নপ্রকারে গঠিত হইয়াছে।

আমরা কখনও দেখিতেছি, ব্রহ্মা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কখনও বসিয়া রহিয়াছেন, কখনও শুধু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কখনও পদ্মের উপর বসিয়া রহিয়াছেন—কখনও বা রথের উপর, কখনও বা শুধু হাঁসের উপর। কখনও সাবিত্রী সঙ্গে আছেন, কখনও সরস্বতী

* যবদ্বীপ হইতে আনীত ব্রহ্মার মূর্ত্তি কয়েকটি কলিকাতার নূতন যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

—কখনও ঋষিরা কখনও বা সকলেই আছেন। কখনও হাঁস পার্শ্বে রহিয়াছে, কখনও নাই, কখনও দুই পার্শ্বে দুইটি, কখনও বা সাতটা হাঁস। কখনও হাঁস নাই—তাহার বদলে হয় শিবের বাহন নন্দী, নয় বিষ্ণুর বাহন গরুড়, কখনও বা সূর্য্যের বাহন ঘোড়া রহিয়াছে। কখনও হাঁস ও তাহার সহিত নন্দী, গরুড় ও ঘোড়ার মধ্যে একটি রহিয়াছে। কখনও তিনি মন্দিরের গর্ভাগারে বর্ত্তমান, কখনও বা দরজার পার্শ্বে, কখনও বা দরজার উপর, কখনও আনাচে-কানাচেই বর্ত্তমান। কখনও তাঁহার মুখ একটি, কখনও তিনটি, কখনও চারিটি। কখনও একমুখে দাড়ি, কখনও সবকটা মুখে দাড়ি, কখনও বা ছেলে ছোকরাদের মত দাড়ি একেবারেই নাই। এই যে সকল মূর্ত্তির বিভিন্নতা, ইহার সমস্তটাই ভক্ত ও শিল্পকারের হাতে পুরামাত্রায় নির্ভর করে।

যে সকল মূর্ত্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় এবং শিল্পশাস্ত্রে যে সকল মূর্ত্তির বিবরণ পাওয়া যায়, সে সকল নিম্নলিখিত নয় শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণী

ব্রহ্মা দাঁড়াইয়া থাকিবেন। তিনি একক হইবেন। সরস্বতী, সাবিত্রী, হাঁস বা ঋষিরা কেহ উপস্থিত থাকিবেন না। তবে তিনি হয় শুধু দাঁড়াইয়া থাকিবেন, নহিলে পদ্মের উপর দাঁড়াইবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী

তিনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন। এবারে একা নয়—সাবিত্রী বা সরস্বতী বা ঋষিরা বা হাঁস, অথবা ইঁহাদের মধ্যে দুই বা ততোধিক উপস্থিত থাকিবেন।

তৃতীয় শ্রেণী

তিনি একা বসিয়া থাকিবেন এবং বসিয়া থাকিবেন—পদ্মের উপর। সাবিত্রী ইত্যাদি মায় হাঁস—কেহ উপস্থিত থাকিবেন না।

চতুর্থ শ্রেণী

তিনি পদ্মাসীন হইবেন। তাঁহার সঙ্গে সাবিত্রী প্রভৃতি পরিবারদেবতাগণের এক দুই বা ততোধিক উপস্থিত থাকিবেন।

পঞ্চম শ্রেণী

তিনি হাঁসের উপর বসিয়া থাকিবেন। সঙ্গে অন্যান্য পরিবার-দেবতাগণ ও ঋষিরা উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন।

ষষ্ঠ শ্রেণী

তিনি রথে বসিয়া থাকিবেন এবং সেই রথ সাতটি হংস কর্ত্তৃক চালিত হইবে। পরিবার-দেবতারা, বাহন ও ঋষিরা উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন। এই মূর্ত্তি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই।

সপ্তম শ্রেণী

ব্রহ্মার মুখ একটি হইবে, বামে সাবিত্রী থাকিবেন ; হাঁস একেবারেই থাকিবে না। এই মূর্ত্তি প্রজাপতি ব্রহ্মা নামে পরিচিত।

অষ্টম শ্রেণী

তিনি শুধু ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবেন এবং কমলাসনে আসীন হইবেন। *

নবম শ্রেণী

তাঁহার সঙ্গে হয় নন্দী থাকিবে, না হয় গরুড় থাকিবে, নহিলে ঘোড়া থাকিবে। হাঁস থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। অন্যান্য পরিবারদেবতাগণ বা ঋষিরা থাকিতেও পারেন ; নাও থাকিতে পারেন। †

১১। মূর্ত্তির সময় নিরূপণের উপায়

মূর্ত্তির সময় নিরূপণ করা খুব শক্ত,—অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে মূর্ত্তি যত সাদাসিধা হইবে, সে মূর্ত্তি ততই পুরাতন। অবশ্য এ নিয়ম সমস্ত মূর্ত্তি বিষয়ে প্রযোজ্য হইতে পারে না—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মূর্ত্তির হাবভাব, গঠনপ্রণালী, ভাস্কর্য্য, কারুকার্য্য, দেখিয়া তাহার উপর যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়া তবে সময় নিরূপণ করিতে হয়। ‡

ব্রহ্মার যে মূর্ত্তিতে এক মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। যাহাতে চারি মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহা নবীনতর। যাহার চারি মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহা আরও নূতন। যাহার একমুখে দাড়ি থাকিবে, অন্যমুখে থাকিবে না, তাহা আরও নূতন। যাহার আবার তিন মুখেই দাড়ি, তাহা আরও নূতন। বাস্তবিক খৃষ্টীয় ১০ম ও একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ব্রহ্মার যত মূর্ত্তি দেখা যায়, সকলেরই প্রায় সব মুখেই দাড়ি আছে। § আবার বেশভূষা ও কারুকার্য্য যাহার যত কম সে মূর্ত্তি ততই পুরাতন।

১২। ব্রহ্মার মন্দির ও তাহার পূজারী

সচরাচর লোকের বিশ্বাস, পুষ্করের সাবিত্রীপাহাড়ের মন্দির ছাড়া আর কোথাও

* Gopinath Rao.—Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Part II, p. CXLIV.

† A. S. I., Annual Report, 1906-7, p. 177. fig. 7.

‡ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমার কথাটি বুঝিতে একটু ভুল করিয়াছেন। আমরা জানি, গান্ধার ভাস্কর্য্য খুব পুরাতন। যদি গান্ধারের কোন মূর্ত্তিতে ব্রহ্মার দাড়ি থাকে, শুধু দাড়ি হইতে তাই বলিয়া তাহাকে দশম শতাব্দীতে ফেলা যাইতে পারে না। এই সকল স্থলেই "যুক্তিতর্কের" প্রয়োজন। সময় নিরূপণ করা সম্বন্ধে কোনরূপ বাঁধাধরা নিয়ম করা সকলেরই ক্ষমতাতীত।

§ A. S. I. Annual Report, p. 173.

খাঁটি ব্রহ্মার মন্দির নাই। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কানিংহাম সাহেব বুন্দেলখণ্ডে দুভাহি নামক গ্রামে অশেষ কারুকার্য্যখচিত একটী মন্দির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। * রাজপুতানায় বসন্তগড় নামক স্থানে আর একটী মন্দির পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের ব্রহ্মার হাত মাত্র দুইটি। ধারওয়ার জেলায় উঙ্কল নামক গ্রামে আর একটি মন্দির আছে। † এরূপ খাঁটি ব্রহ্মার মন্দির ভারতবর্ষে যে এখনও অনেক পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধারওয়ার জেলায় যে সকল মন্দিরে ইংরাজ সরকার বাৎসরিক টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অন্ততঃ আটটি খাঁটি ব্রহ্মার। ‡ যতগুলির কথা বলা হইল। ইহা ছাড়া ইদরের ষোল মাইল উত্তরে খেড়্-ব্রহ্ম নামক স্থানে যে মন্দির পাওয়া গিয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও উত্তম কারুকার্য্যখচিত বলিয়া মনে হয়। §

ব্রহ্মার পূজারী

খেড়্-ব্রহ্মগ্রামে শুক্লবেদাধ্যায়ী উদীচ্য ব্রাহ্মণ কয়েক ঘর বাস করে। তাহারা পুরুষানুক্রমে ব্রহ্মারই পূজা করিয়া আসিতেছে, অন্য কোন দেবতার পূজা করে না। তাহারা কতকাল ধরিয়া যে শুধু ব্রহ্মার পূজা করিয়া আসিতেছে, তাহা কেহই জানে না।

ব্রহ্মার পরিবারদেবতাগণ

রূপমণ্ডনগ্রন্থে ¶ ব্রহ্মার মন্দির গঠন করিবার প্রণালী দেওয়া আছে। মন্দিরের গর্ভাগারে বিশ্বকর্ম্মারূপে ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার চারি মুখ, চারি হাত থাকিবে এবং তাঁহার হাতে অক্ষমালা, বই, কুশগুচ্ছ ও কমণ্ডলু থাকিবে। এবং তিনি হংসারূঢ় হইবেন। আদিশেষ, গণেশ, নবমাতৃকা, ইন্দ্র, জলশয়ী নারায়ণ, পার্ব্বতী এবং রুদ্র, নবগ্রহ ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তিসকল পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকিবে। মন্দিরের আটটি দ্বারপালক থাকিবে। তাহাদের নাম সত্য, সধর্ম্ম, প্রিয়োদ্ভব, যজ্ঞ, বিজয়, যজ্ঞভদ্র, সর্ব্বকামিক ও বিভব। ইহা ছাড়া তাঁহার পার্শ্বে, সাবিত্রী, সরস্বতী, মুনিগণ, আজ্যস্থালী ও পুস্তকাদি সমস্তই থাকিবে।

১৩। ব্রহ্মার চরিত্র

"দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা"—মানুষ যাহা করিলে পাপী হয়, ব্রহ্মা সেইরূপ কতকগুলি দোষ করিয়াছিলেন। শিবের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলায় তাঁহার মাথা কাটা পড়িয়াছিল। আর একবার শিবের সহিত ঝগড়া করিবার সময় প্রাকৃত জনের ন্যায় অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি আত্মজ

* Cunningham. A. S. R., Vol. X, p. 93.
† A. S. I., Annual Report, 1906-7, p. 175.
‡ Ibid.
§ See "Temple of Brahma at Khed Brahama" in A. S. I., Annual Report 1906-7, p. 171 ff.
¶ Gopinatha Rao—Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Part II, App., pp. 246-47.

কন্যা গায়ত্রীর প্রতি কামাসক্ত হইয়াছিলেন। শিবের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল, কিন্তু শিবের তিনি বিশেষ কোন ক্ষতিই করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহাকে একবার শাপ দিয়া কপালী করিয়াছিলেন। শিব ত্রিপুরাসুরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার সময় ব্রহ্মাকে সারথি করিয়াছিলেন। দক্ষযজ্ঞের সময় ব্রহ্মা পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাহা বোধ হয়, শিবের প্রতি জাতক্রোধবশতঃই করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মার চরিত্রের ভাল গুণও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মভীরু ছিলেন। মোহিনীকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও শেষে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শিবের বিবাহে, এমন কি, কার্ত্তিকেয়ের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তিনি দেবতাদিগের ভরসাস্থল ছিলেন। যখনই কোন গোলমাল হইত, তখনই ব্রহ্মাকে মধ্যস্থ হইতে হইত। তিনি যখন মিটাইতে পারিতেন না, তখন শিব কিম্বা বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি দেবতাদিগের "ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলো" গোছের ছিলেন। যখনই মর্ত্তের কোন লোক ভীষণ তপস্যা করিয়া দেবতাদের মনে ত্রাস জন্মাইয়া দিত, তখনই ব্রহ্মাকে বর দিতে ছুটিতে হইত।

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

'ব্রহ্মা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা

(১)

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় ব্রহ্মার উৎপত্তি, পূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন; তাঁহার অধ্যবসায় প্রশংসার্হ; তিনি বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ-যুগ পর্য্যন্ত, এমন কি, তৎপরবর্ত্তী সময়েরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মা সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক, সুসংলগ্ন গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন; এই হিসাবে আমি সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস-শাখার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বৈদিক যুগে ব্রহ্মা দেবতা ছিলেন কি না?

বৈদিক যুগে যে ব্রহ্মা দেবতা-স্বরূপ গণ্য হইতেন না, এ কথা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আমাদিগকে সন্ধ্যাহ্নিক করিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে হয়,—"প্রজাপতি-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ"।—এই মন্ত্রে ব্রহ্মাকে চারিজন দেবতার অন্যতম হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বৈদিক যুগে ব্রহ্মা যে ঋত্বিক্-হিসাবেও গণ্য হইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিয়া রাখি যে, ঋত্বিক্ হইলে দেবতা হইতে কোন বাধা যে থাকিবে, এরূপ আশঙ্কার কোন ভিত্তি নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতার অগ্নি একজন সুপ্রসিদ্ধ দেবতা বলিয়া খ্যাত হইলেও, ঋত্বিক্ বলিয়া ইঁহার বিশেষ খ্যাতি কাহারও অবিদিত নহে। অগ্নিকে পুরোহিত, দেবতা, ঋত্বিক্ প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তেই অগ্নিকে পুরোহিত, ঋত্বিক্ প্রভৃতি বিশেষণে আহ্বান করা হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে অগ্নির স্তুতিও করা হইয়াছে। এই সূক্তের অগ্নি দেবতা। সেই রূপ বেদের ব্রহ্মা ঋত্বিক্ও ছিলেন, দেবতাও ছিলেন।

[ব্রহ্মা ঋত্বিক্ও ছিলেন।]

ব্রহ্মা অনেক মন্ত্রের ঋষি ছিলেন। আমরা সন্ধ্যাহ্নিক করিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করি,—"ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ"। সন্ধ্যোক্ত প্রাতরাচমন-মন্ত্রেও আছে,—"সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।"

ব্রহ্মা মন্ত্রের ঋষিও ছিলেন।

এ স্থলে একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। প্রবন্ধলেখক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মন্ অর্থে সর্ব্বপ্রথমে ঋত্বিক্ বুঝাইত, এবং ক্রমে ক্রমে ইঁহাতে দেবত্বের আরোপ হইয়াছে; কিন্তু যাস্ক দেবগণের কথা বলিতে গিয়া, প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা এক শ্রেণীর হোতা বা পুরোহিত। নিরুক্ত হইতে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিতেছি,—"অপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ যথা—হোতাঽধ্বর্য্যুঃ ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপি একস্য সতঃ" ইত্যাদি। যাস্ক খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহার সময় ব্রহ্মা অর্থে এক শ্রেণীর পুরোহিত বুঝাইত; কিন্তু ইহাও আমাদের জানা আছে যে, এই সময়ের বহুপূর্ব্বে তিনি দেবতাশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সুতরাং আমি এইরূপ অনুমান করিতেছি যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মা অর্থে ঋত্বিক্ বুঝাইত, এবং প্রাচীন কালে ইহাতে একাধারে দেবতা, ঋষি ও ঋত্বিক্ বুঝাইত। বহু পরে বেদাচার্য্য সায়নও যে সাত জন হোতার উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রহ্মা তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল, যজ্ঞ সম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা। কোন কোন স্থলে ব্রহ্মাকে অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরোহিতদিগের অন্যতম হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি; ঋক্, উক্থ, স্তোম, অর্ক, বাচ্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বেদমন্ত্রগুলি কথিত হইত। এই সকল বিভিন্ন নামের মধ্যে ব্রহ্ম নাম দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম তাহা হইলে দাঁড়াইল—বেদমন্ত্র-বিশেষ। ইহা হইতে নিরুক্ত-কথিত ব্রহ্মা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

নিরুক্তের মতে ব্রহ্মা হোতৃগণের একজন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্মার বর্ণনায় ঋষিত্ব, ঋত্বিকৃত্ব ও দেবত্ব, এই ত্রিভাবই বর্ত্তমান। এই ত্রিভাব পৌরাণিক যুগেও বলবান্ দেখা যায়; এবং তাহা হইতে শিল্পেও পৌঁছিয়াছে। ব্রহ্মার ধ্যান ও প্রণাম-সময়ে যে স্তোত্রটি উচ্চারিত হয়, তাহাতে তাঁহাকে এই তিন ভাবেই দেখা হইয়াছে। ঋত্বিকের চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহার হস্তে স্রুক্ স্রুব রহিয়াছে; উক্ত হয়—"স্রুক্-স্রুবহস্তায় তে নমঃ।"

ব্রহ্মা—ঋষি, ঋত্বিক্ ও দেবতা, এই তিনই।

ব্রহ্মা ঋষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হইলে, ওঁকার মন্ত্রের ঋষি বা রচয়িতা বলিয়া কথিত হইতেন না। বহুপরবর্ত্তী যুগের পুরাণেও তাঁহাকে বেদাধার, বেদ্য, জ্ঞানগম্য ও সূরি প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে—"বেদাধারায় বেদ্যায় জ্ঞানগম্যায় সূরয়ে"। তাঁহার ধ্যানে তাঁহাকে পুস্তকযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শিল্পেও জ্ঞান-পিতামহ ব্রহ্মার হস্তে পুস্তক রাখা হইয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞানের আকর ও আধার।

ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞানের আকর বলিয়াছি; তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রেরও একজন প্রবর্ত্তক। যে আঠার জন ঋষি জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, ব্রহ্মা তাঁহাদের অন্যতম। ব্রহ্মা ঋষি যে জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহার নাম ব্রহ্মসিদ্ধান্ত; ইহা পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত।

ব্রহ্মা জ্যোতিষের একজন প্রবর্ত্তক।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসিদ্ধান্তের মতে দিনমানের পরমবৃদ্ধি ৩৬ দণ্ড ও পরমহ্রাস ২৪ দণ্ড। লগধ ঋষি-প্রণীত বেদাঙ্গ-জ্যোতিষেও এই বচনের উল্লেখ আছে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৩৪°৪৮ অক্ষাংশযুক্ত দেশে ঐ ব্রহ্মসিদ্ধান্তোক্ত বচন প্রযোজ্য। তিব্বত, কাশ্মীর, পারস্য, আসিরিয়া প্রভৃতি প্রদেশ এই অক্ষাংশে অবস্থিত। কাশ্মীর-রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরের কিছু উত্তর দিয়া ইহা গিয়াছে। এখন ঐতিহাসিকেরা বিচার করিয়া দেখুন যে, ঐ সকল প্রদেশের কোথায় ব্রহ্মার বাসস্থান কল্পিত হইতে পারে।

জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে ব্রহ্মা ঋষির বাসস্থান নির্ণয়।

উপনিষৎ বা পুরাণোক্ত ব্রহ্মার বাসস্থান নির্ণয় বুঝিতে হইলে, এতদুক্ত ভৌগোলিক পরিচয় থাকা কর্ত্তব্য। দেবতাদের বাসস্থান মেরু পর্ব্বতের উত্তরে ও দক্ষিণে তিনটি করিয়া বর্ষ বা দেশ; মেরুর নাম, ইলাবৃত বর্ষ। এ মেরু জ্যোতিষের সুমেরু নহে; ইহা তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। সর্ব্বদক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এবং মেরু বা ইলাবৃতবর্ষকে লইয়া সাতটি বর্ষের উল্লেখ করা যাইতেছে—ভারতবর্ষ, কিন্নরবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, কুরু-বর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ ও রম্যকবর্ষ। ইহাদের পঞ্চম, অর্থাৎ কুরুবর্ষেই ব্রহ্মার বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, পঞ্চম অমৃতে বা কুরুবর্ষে ব্রহ্মার বসতি—"অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন।" উপনিষদুক্ত কুরুবর্ষ আমার বোধ হয়, মধ্য-এসিয়া বা তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরস্থ সাইবিরিয়া প্রদেশের নিকটে

ব্রহ্মার বাসস্থান সম্বন্ধে উপনিষৎ ও পুরাণের মত।

অবস্থিত ছিল। কিন্তু রামায়ণ বা পুরাণোক্ত বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, কুরুবর্ষ উপনিষদুক্ত সংস্থানের বহু উত্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, কুরুবর্ষে ব্রহ্মার বসতি, এবং সেখানে সূর্য্য নয়নগোচর হয় না, এবং ইহার উত্তর প্রদেশে যাওয়া যায় না। এই বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, রামায়ণের সময় কুরুবর্ষ সুমেরুর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এখানে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন। রামায়ণ-রচয়িতা কুরুবর্ষের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বৎসরের যে সময় ছয় মাস রাত্রি, সেই সময়েই প্রযোজ্য। পুরাণোক্ত বর্ণনাও রামায়ণের অনুযায়ী।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আমাদের ব্রহ্মার সহিত অন্যদেশীয় কোন প্রাচীন দেবতার সাদৃশ্য আছে কি না। প্রাচীন মিসর দেশের দেবতাগণ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, ব্রহ্মার অনুযায়ী কোন দেবতাই এ দেশে ছিল না। তবে

ব্রহ্মার সহিত অন্য দেশের প্রাচীন দেবতার সাদৃশ্য।

মিসরবাসীদিগের সবিতৃ-দেবতা "রে" (Re)র অনেকগুলি লক্ষণ ব্রহ্মাতে প্রযোজ্য হইতে পারে। Aegypten-প্রণেতা পণ্ডিত আর্‌মান্ (Herr Erman) দেখাইয়াছেন যে, স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা প্রভৃতি সমস্তই "রে"র শরীর হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তাঁহার কন্যা আইসিস্ (Isis) জ্ঞানে সমস্ত দেবদেবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ছিলেন। আইসিস্ অনেকটা আমাদের সরস্বতীর ন্যায়; "রে"কে ব্রহ্মার ন্যায় কন্যার প্রতি আসক্ত হইতে শুনা যায় নাই। মনুসংহিতায় ব্রহ্মার উৎপত্তি-বিষয়ে কথিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বয়ম্ভূ ভগবান্ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জল সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করেন, কালক্রমে বীজ অণ্ডে পরিণত হইলে, তাহাতে পিতামহ ব্রহ্মা জন্মপরিগ্রহ করিলেন। স্থূলতঃ ব্রহ্মা মহাসমুদ্র বা জল হইতে জাত হইয়াছেন, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন মিসরবাসিদিগের দেবতা "রে"ও নান্ নামক দেবতাধিষ্ঠিত মহাসমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, "রে" ও ব্রহ্মার লক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এক্ষণে গ্রীক্‌দিগের কোন দেবতার সহিত ব্রহ্মার সাদৃশ্য আছে কি না, দেখা যাউক। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন যে, অন্ততঃ বৈদিক যুগে ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্ম্মা একই ছিলেন। হেমাদ্রিও ব্রহ্মার যে চারিটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, বিশ্বকর্ম্মা তাহার অন্তর্গত। তাঁহার শ্রেণীবিভাগ এই—প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা, লোকপাল এবং ধর্ম্ম। গ্রীক্‌দিগের বিশ্বকর্ম্মা Hephaistos (হিফেষ্টস্)। এই হিফেষ্টস্, আমার বিশ্বাস, অগ্নিদেবতা বা ল্যাটিনদিগের ভল্‌ক্যান (Vulcan)। কক্স্ (Cox) তাঁহার Mythology of the Aryan Nations পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, হিফেষ্টস্ ও বৈদিক যবিষ্ঠ বা অগ্নির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২ সূক্ত, ষষ্ঠ ঋকে অগ্নিকে যুবা বলা হইয়াছে। পুনশ্চ এথেন্স নগরে হিফেষ্টিয়া নামে যে উৎসব হইত, তাহা অগ্নির উৎসব এবং ইহাতে প্রজ্বলিত মশাল লইয়া দৌড়াইতে হইত। আমার যত দূর গ্রীক্-দেবতত্ত্ব পাঠ করা আছে, তাহাতে

ব্রহ্মার অনুযায়ী দেবতা প্রাচীন গ্রীসদেশে ছিল না বলিয়া বিশ্বাস। তাহা হইলে ব্রহ্মা ও বৈদিক বিশ্বকর্ম্মা এক হইলেও, গ্রীক্ বিশ্বকর্ম্মা বা হিফেষ্টস্ নহেন, বুঝা গেল। অনেকে মনে করেন যে, আমাদের সরস্বতীর সহিত ল্যাটিনদিগের মিনার্ভার সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্মার শরীর হইতে যেমন সরস্বতীর উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনি জুপিটারের মস্তিষ্ক হইতে মিনার্ভার জন্ম হইয়াছিল। উভয়েই জ্ঞান ও ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কিন্তু মিনার্ভা যুদ্ধেরও অধিষ্ঠাত্রী। পদ্মপুরাণে সরস্বতীর যে ধ্যান আছে, তাহাতে যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী হওয়ার কথা নাই; তবে তিনি "বরদা" এবং "বন্দিতাস্মরদানবৈঃ"। মহীশূরের অন্তর্গত বেলুড় ও হালেবিড্ গ্রামস্থ হৈসল নরপতিদিগের মন্দিরগাত্রে সরস্বতীর মূর্ত্তির হস্তে অঙ্কুশ ও পাশ দেখিয়াছি; এই দুইটিকে যুদ্ধের প্রহরণ মনে করা যাইতে পারে।

এই উপলক্ষে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি যে, উত্তর-বর্ণিয়োর বৌদ্ধেরা বোধিসত্ব কল্পনায় ব্রহ্মার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। বোধিসত্ব মৈত্রেয় ও ব্রহ্মার মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

বোধিসত্ব মৈত্রেয় ও ব্রহ্মার সাদৃশ্য।

প্রবন্ধলেখক ব্রহ্মা সম্বন্ধে যথেষ্ট পৌরাণিক বিবরণ দিয়াছেন; আমি সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও মন্দির সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশদ করিবার চেষ্টা করিব, এবং যাহা বলেন নাই, তাহাও বলিব।

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন যে, নূতন দেবতা "শিব হঠাৎ আসিয়া অতিরিক্ত লোকপ্রিয় হইয়া পড়াতেই ব্রহ্মার অন্ন মারা গেল"—অর্থাৎ ব্রহ্মার পূজার লোপ হইল। ইহার তিনি কোন ঐতিহাসিক বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেন নাই, প্রমাণাভাবে ইহা অবশ্যই অগ্রাহ্য। শিবের প্রাধান্যের জন্য "তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মার) স্থান আর মন্দিরের মধ্যস্থলে থাকে না, হয় কার্ণিসে, নয় দেওয়ালে, নয় দরজার মাথায়—এইরূপ আনাচে-কানাচেই তিনি বিরাজ করেন।" ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় অগ্রাহ্য। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কোথায় ব্রহ্মার মূর্ত্তি মন্দিরের কার্ণিসে দেখিয়াছেন?

শিবের প্রাধান্যে ব্রহ্মার পূজা লোপ।

ঋগ্বেদে ব্রহ্মার তেমন বহুল উল্লেখ নাই, কিন্তু অগ্নির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। ব্রহ্মার তেমন লোকপ্রিয়তা বা প্রচার কোন কালেই ছিল না বলিয়া বোধ হয়। এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহাতে মনে হইতে পারে যে, কোন কালে ব্রহ্মার বহু মন্দির ও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ক্রমশঃ তাহার লোপ হইয়াছে। ব্রহ্মা ত দূরের কথা, যে সকল দেবতা বৈদিক যুগে বিশেষভাবে স্তুত হইতেন, অর্থাৎ যেমন—অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ,—তাঁহাদেরই মূর্ত্তি তেমন দেখা যায় না। অগ্নি এখন মন্দিরের পার্শ্বদেবতা-স্বরূপ হইয়াছেন। ব্রহ্মার মূর্ত্তি কচিৎ দৃষ্ট হয়; তাহা বলিয়া ইঁহার পূজা বা স্তব-স্তুতির লোপ হয় নাই।

এখনও ব্রাহ্মণ দৈনিক সন্ধ্যা-বন্দনার সময় ব্রহ্মার ধ্যান করিয়া থাকেন। এমন কি, বাস্তু-পূজার সময়ও ব্রহ্মার পূজা হইয়া থাকে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন 'মঠপ্রতিষ্ঠাদিতত্ত্বম্' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে প্রাচীন হয়শীর্ষ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখিয়াছি। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন কাল হইতে ব্রহ্মাপূজার একটা পারম্পর্য্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ হিসাবে ব্রহ্মার বহুল প্রচার থাকিলেও, শিল্প হিসাবে ইঁহার তেমন প্রতিপত্তি দেখা যায় না। ভারতের যেখানে সেখানে বিষ্ণু, শিব, দুর্গা বা গণেশের বহু প্রকার মূর্ত্তি মিলিবে, কিন্তু ব্রহ্মার মূর্ত্তি নিতান্ত বিরল। ভারতের কয়েকটি স্থান ভিন্ন ইঁহার মন্দিরও তেমন দৃষ্ট হয় না। প্রবন্ধলেখক মহাশয় Archaeological Survey of India হইতে অনেকগুলি মন্দিরের সন্ধান দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের দেশের নিকটে যে একটি মন্দির রহিয়াছে, তাহার সংবাদ দেন নাই। সহস্রে একজনও এই মন্দিরের সংবাদ রাখেন না। আমিও রাখিতাম না। মন্দিরটি সামান্য বলিয়া সকলেই ইহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন ও এই জন্য ইহার বিষয় অবগত নহেন।

ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও মন্দির।

ভুবনেশ্বরস্থ ব্রহ্মার মন্দির।

মন্দিরটি ভুবনেশ্বরস্থ বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ ঘাটের ধারে অবস্থিত। দক্ষিণমুখী ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি চতুর্হস্ত, চতুর্মুখ এবং পদ্মোপরি দণ্ডায়মান; ইঁহার বাহন হংস। দক্ষিণপার্শ্বস্থ উপরকার ও নিম্নহস্তে যথাক্রমে পুস্তক ও জপমালা রহিয়াছে, এবং বামদিকের উপরকার ও নিম্নহস্তে যথাক্রমে স্রুক্ ও গাড়ুর আকারের কমণ্ডলু বর্ত্তমা ব্রহ্মার উভয় পার্শ্বে দুইটি দ্বারপাল রহিয়াছে।

এই মন্দিরের পার্শ্বদেবতাগুলি উল্লেখযোগ্য। পিছনের দেওয়ালের বহির্দ্দেশে অর্থাৎ উত্তর দিকস্থ ভিত্তিগাত্রে একমুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি ক্ষোদিত, পশ্চিম দিকের দেওয়ালে দেবর্ষি নারদের মূর্ত্তি রহিয়াছে, এবং পূর্ব্বদিকের ভিত্তিগাত্রে পার্ব্বতীমূর্ত্তি বর্ত্তমান।

ব্রহ্মার মন্দিরের পার্শ্বদেবতা।

পিছনের ভিত্তিগাত্রে যে একমুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে বলিলাম, তিনি পদ্মোপরি দণ্ডায়মান; তাঁহার দুই হাত, এবং মুখ শ্মশ্রুযুক্ত; দক্ষিণ হস্তে জপমালা রহিয়াছে এবং বাম হস্তটি ভগ্ন।

একমুখ ব্রহ্মা।

মন্দির-মধ্যস্থ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মামূর্ত্তির অঙ্গের মাপগুলি আমি গজকাঠির দ্বারা মাপিয়া লইয়াছিলাম; যদি ইহা জানিবার জন্য কাহারও কৌতূহল হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

ব্রহ্মার মূর্ত্তির পরিমাণ।

মস্তকশীর্ষ হইতে পাদদেশ	...	...	৩´—৩´´
মস্তক ...	...	...	৬´´
স্কন্ধদ্বয়ের ব্যবধান	...	...	১´—২´´
স্তনান্তর	...	...	৫´´

স্তন ও নাভির ব্যবধান	...	...	৫½"
নাভি হইতে পাদদেশ	...	...	১'—১০½"
পাদদেশ হইতে জানুদেশের মধ্য	...	...	০'—১০"
পদ-দৈর্ঘ্য	...	...	০'—৭½"
পদ-প্রস্থ	...	...	০'—৩"

এই পরিমাণ হইতে অনেক কথার অবতারণা করা যাইতে পারে; বাহুল্যভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম।

মূর্ত্তির ধ্যান ও সাধনা।

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, "ধ্যান হইতেই শিল্পকারগণ মূর্ত্তি গড়িতেন। .. ... শিল্পশাস্ত্র নিয়ম বাঁধিয়া দেয় ও শিল্পীরা তদনুসারে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।" আমার বোধ হয়, শিল্পীরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার সময় ধ্যান ও সাধনার বিশেষ ধারই ধারিতেন না। ভুবনেশ্বরের যে ব্রহ্মামূর্ত্তির কথা বলিয়াছি, তাহার সহিত প্রবন্ধোক্ত কোনও শিল্পশাস্ত্রের বর্ণনার সাদৃশ্য নাই। শতকরা ৯৯টি মূর্ত্তিতেই দেখা যায় যে, ইহার বৈচিত্র্য ধ্যান ও সাধনা হইতে বিভিন্ন ধরণের। তবে মোটামুটি যাহা সাধারণে বিশ্বাস করে, শিল্পকারেরা তাহাই রক্ষা করিতেন। প্রবন্ধলেখক ব্রহ্মার বিগ্রহের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করিবার সময় নিজেই এই কথা বলিয়াছেন; উহাতে একটু অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে।

শ্মশ্রুযুক্ত মূর্ত্তি।

হিন্দু-বিগ্রহের সাধারণতঃ শ্মশ্রু দৃষ্ট হয় না; ব্রহ্মা, যম, শনি ও অগ্নি ভিন্ন দেবতাগুলি শ্মশ্রুবিহীন। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ব্রহ্মার সকল মূর্ত্তিতেই শ্মশ্রু থাকিবে। আমাদের পরিষৎ-চিত্রশালায় ব্রহ্মার যে মূর্ত্তিটি (২৭৯ সংখ্যক) রহিয়াছে, তাহার কোন মুখেই শ্মশ্রু নাই। কলিকাতার সরকারি চিত্রশালাস্থ ব্রহ্মার মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ৩৯০২ ও ৩৯০৪ সংখ্যক মূর্ত্তিদ্বয়ের শ্মশ্রু আদৌ নাই। কোন কোন মূর্ত্তির তিনটি মস্তকের মধ্যে কেবলমাত্র মধ্যেরই শ্মশ্রু আছে, পার্শ্বস্থিত দুইটি মুখে শ্মশ্রু নাই।

বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মামূর্ত্তি—বুদ্ধের জন্মদৃশ্য।

এই শ্মশ্রুর সঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল; প্রবন্ধলেখক এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। বৌদ্ধযুগে ব্রহ্মার প্রতিপত্তি অল্প ছিল না। ললিতবিস্তরে উল্লেখ আছে যে, শিশু সিদ্ধার্থকে শিব, স্কন্দ, ব্রহ্মা প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখান হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যেও ব্রহ্মার মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। যে দৃশ্যে লুম্বিনি উদ্যানে বুদ্ধের জন্ম প্রদর্শিত হয়, তাহাতে মাতৃ-কুক্ষি হইতে আগত বুদ্ধকে বস্ত্রখণ্ড হস্তে গ্রহণোদ্যত ব্রহ্মার মূর্ত্তিও প্রদর্শিত হয়। এ মূর্ত্তি শ্মশ্রুবিহীন, একমুখ ও দুই হস্তযুক্ত। ব্রহ্মা যে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন, তাহা ব্রহ্মার মস্তকের চতুষ্পার্শ্বস্থ আভামণ্ডল দেখিয়া প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মার মূর্ত্তি এ স্থলে ঋষির মত নহে; ইনি অলঙ্কারযুক্ত—মণিবন্ধে বলয়, প্রকোষ্ঠে কেয়ূর, কর্ণে কুণ্ডল,

মস্তকে জটাবন্ধ ও শিরোভূষণ, কণ্ঠে হার ও বক্ষে মালা। গান্ধার-ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মার অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়; মধ্যযুগের ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মার অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য একটু অল্প। আমাদের পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত মধ্যযুগের বুদ্ধের জন্ম-চিত্রে ব্রহ্মা দেখিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে।

উপযুক্ত কথাগুলি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মা সর্ব্বত্রই শ্মশ্রুবিহীনভাবে ক্ষোদিত হইতেন। বুদ্ধের জন্ম-দৃশ্যে ব্রহ্মা শ্মশ্রুবিহীন।

বুদ্ধের সপ্তপদী ভ্রমণ ও ব্রহ্মা।

জন্মের পর বুদ্ধ "সপ্তপদী" ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই দৃশ্যে বুদ্ধকে দেবতাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়—বামে শক্র, দক্ষিণে ব্রহ্মা ও চতুর্দ্দিকে দেবগণ। ডাঃ গ্রুন্‌ওয়েডেল্ (Grunoedel) তাঁহার পুস্তকে (Buddhist Art in India) গান্ধারস্থ সোয়াট উপত্যকায় প্রাপ্ত প্রস্তরে ক্ষোদিত এই দৃশ্যের একটি চিত্র দিয়াছেন। তাহাতে ব্রহ্মা বুদ্ধের দক্ষিণে অবস্থিত; ইঁহার মুখ একটি; বাম হস্তে কমণ্ডলু ও দক্ষিণ হস্ত বক্ষোপরি স্থাপিত। ইঁহার মুখে শ্মশ্রু ও মস্তকে জটা; গাত্রে কোন অলঙ্কার নাই।

বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের সাহচর্য্য দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের জন্মসময়ে তাঁহাকে গ্রহণোদ্যত ব্রহ্মা, ও তাঁহার পার্শ্বে ইন্দ্র বা শক্র; সপ্তপদী ভ্রমণের সময়ও বুদ্ধের

বৌদ্ধযুগে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সাহচর্য্য।

একধারে ব্রহ্মা ও অপরধারে ইন্দ্র। বুদ্ধের মহাভিনিষ্ক্রমণের চিত্রেও ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের সাহচর্য্য দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মা সাধারণতঃ সিদ্ধার্থের মস্তকে ছত্র ধরিয়া আছেন। যখন বুদ্ধদেব সম্বোধিলাভের পর আপন জননী ও দেবগণকে লব্ধ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া, একত্রিংশৎ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন—ব্রহ্মা ও ইন্দ্র। বারহুত স্তূপের অন্তর্গত অজাতশত্রু স্তম্ভগাত্রে এই চিত্রটি ক্ষোদিত আছে; ইহাতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের সাহচর্য্য দৃষ্ট হয়। তিনটি সিঁড়ি দিয়া এই তিনজন স্বর্গ হইতে সান্‌কিসা বা কপিথ নগরে অবরোহণ করেন। ফাহিয়ান্ ও হিওয়েনসাং যখন সান্‌কিসা দেখিতে যান, তাঁহারা এখানে বুদ্ধ, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপিত দেখিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মার সহচর হয় বিষ্ণু, নয় শিব। ব্রহ্মার পার্শ্বে সময় সময় দেবর্ষি নারদের মূর্ত্তি লক্ষিত হয়। বাদামী গুহাস্থ (Badami cave) এক বরাহমূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মা ও বাম পার্শ্বে শিব; এখানকার নরসিংহ-মূর্ত্তির উপরদেশেও শিব ও ব্রহ্মার চিত্র লক্ষিত হয়। এলোরাস্থ ডুমা গুহায় বিবাহের পর ক্রীড়ারত শিব-পার্ব্বতীর নিকট বিষ্ণু ও ব্রহ্মা রহিয়াছেন, দেখা যায়। মহামণিপুর বা মামল্লপুরে বরাহমূর্ত্তির বামপার্শ্বে ব্রহ্মামূর্ত্তি ও তাঁহার পার্শ্বে দেবর্ষি নারদের মূর্ত্তি দেখিয়াছি। ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মার যে মন্দির দেখিয়াছি, তাহাতেও বহির্ভিত্তি-গাত্রে দেবর্ষি নারদের চিত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে।

আধুনিক কালে বৌদ্ধধর্ম্মেও ব্রহ্মার স্থান আছে। ডাঃ গ্রুন্‌ওয়েডেল

তাঁহার পুস্তকে শ্যামদেশাধিপতির জন্য চিত্রিত ও ত্রৈ-পুম্ (Trai-Pum) নামক পুস্তক হইতে গৃহীত ১৪১ বৎসরের যে প্রাচীন চিত্রের অনুকৃতি দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, মহাভিনিষ্ক্রমণের সময় যে চতুর্ম্মুখ ও চতুর্হস্ত ব্রহ্মা অশ্বোপরি অবস্থিত বুদ্ধের মস্তকে ছত্র ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার অপর দুই হস্তে কমণ্ডলু ও চতুর্ব্বেদ রহিয়াছে। নিও (Ni-o) নামে কথিত জাপানের মন্দিরের দ্বারদেশে অবস্থিত দেবদ্বয় ব্রহ্মা ও শক্র বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। কলিকাতাস্থ মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল মহাশয় বলেন যে, বিষ্ণু তাঁহাদের মন্দির ও বিহারের রক্ষক-স্বরূপ। এই হিসাবে আমি তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চৈত্যের এক কোণে বিষ্ণুর এক চিত্র স্থাপিত করিয়াছি; তিনি আমাকে এই জন্য বিষ্ণুর এক প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ব্রহ্মার পুরোহিত মূর্ত্তি।

ব্রহ্মাকে পূর্ব্বে ঋষি, ঋত্বিক্ বা পুরোহিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এতক্ষণ আমি তাঁহার দেবমূর্ত্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম। দেবমূর্ত্তিতেও ব্রহ্মার ঋত্বিকৃত্ব বা পুরোহিতত্বের চিহ্ন-স্বরূপ স্রুক্, স্রুব, কমণ্ডলু প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়; কিন্তু ব্রহ্মার শুদ্ধ পুরোহিতভাবের মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। এলোরার ডুমার লেনা বা গুহার সম্মুখস্থ বারান্দার পূর্ব্বদিকস্থ ভিত্তিগাত্রে শিব-পার্ব্বতীর বিবাহের যে দৃশ্য ক্ষোদিত রহিয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মার পুরোহিত-মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এ বিবাহ দেখিতে বিষ্ণু, যম, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, নির্ঋতি প্রভৃতি দেবতারা স্ব স্ব যানে চড়িয়া আসিয়াছেন; গন্ধর্ব্বেরাও আসিয়াছেন। পিতামহ ব্রহ্মার উপর পৌরোহিত্যের ভার পড়িয়াছে। তিনি শিবের বাম পার্শ্বে হোমাগ্নির সম্মুখে নতজানু হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মা ত্রিশীর্ষ, জটামুকুটধারী ও শ্মশ্রুবিহীন; ইঁহার প্রকোষ্ঠে ও মণিবন্ধে অলঙ্কার এবং গলদেশে হার শোভমান। ফাগুর্সন্ ও বার্গেসের মতে ডুমার লেনা খ্রীষ্টীয় ৬৫০ অব্দ ও ৭২৫ অব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই ত্রিমূর্ত্তির মুখযুক্ত মূর্ত্তি।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একত্রে ত্রিমূর্ত্তি সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও এই তিন দেবতার একত্র সমাবেশ এক মূর্ত্তিতে সচরাচর দৃষ্ট হয় না; আমি অদ্যাবধি এই প্রকারের একটি মাত্র মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এলোরাস্থ কৈলাসের অন্তর্গত ও উত্তর পার্শ্বস্থ লঙ্কেশ্বর; উহার গাত্রে এই ত্রিমূর্ত্তির একটি low relief চিত্র পাওয়া যায়। কৈলাস খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

ব্রহ্মার শিবপূজা।

প্রবন্ধলেখক লিঙ্গপুরাণ হইতে ব্রহ্মাপূজার লোপ সম্বন্ধে যে উপাখ্যানটি বিবৃত করিয়াছেন, আমি এলোরাস্থ দশাবতার গুহায় তাহার চিত্র দেখিয়াছি, শিবমূর্ত্তি লিঙ্গমধ্যে অবস্থিত; মূলদেশে পৌঁছিবার জন্য বরাহমূর্ত্তিতে বিষ্ণু, লিঙ্গের পাদদেশ খনন করিতেছেন; ব্রহ্মা, লিঙ্গের শীর্ষে পৌঁছাইতে অসমর্থ হইয়া শিবের বন্দনা করিতেছেন।

দশাবতার গুহার আর এক স্থলে দেখা যায়, শিব সূর্য্যের রথে চড়িয়া তারকাসুর বধ করিতে যাইতেছেন; ব্রহ্মা তাঁহার সারথী হইয়াছেন, এবং চতুর্ব্বেদ রথের অশ্বরূপে সংযোজিত হইয়াছে।

শিবের সারথিরূপে ব্রহ্মা।

এই দশাবতার গুহার অন্য এক স্থলে ব্রহ্মা উৎকীর্ণ রহিয়াছেন, এ চিত্রটিতে ব্রহ্মা, শেষশায়ী বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে উত্থিত কমলের উপর আসীন।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীর উল্লেখ করেন নাই। পরিকল্পনা হিসাবে ব্রহ্মার গুণগুলি তাঁহার শক্তিতেও আরোপিত। ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া, তিনি সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা বলিয়া বিখ্যাত; তাঁহার শক্তি ব্রহ্মাণী বা সরস্বতী—সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী-স্বরূপিণী। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে যে, গৃহস্থকে ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণীর প্রিয় মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া, বেদগর্ভ জ্ঞানের বিষয় ধ্যান করিতে হইবে। অতএব দেখা গেল যে, ব্রহ্মাণীর সহিতও বেদের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। শিল্প-হিসাবে পুরুষ দেবতা-গুলির যে যে বাহন, প্রহরণ, লাঞ্ছন প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের শক্তিমূর্ত্তিতেও প্রায়শঃ সেইগুলিই দেখা যায়। মহীশূর রাজ্যে ভ্রমণকালে বাঙ্গালোরের উপকণ্ঠে একটি গুহার মধ্যে সপ্তমাতৃকামূর্ত্তিসত্ব পরীক্ষা করিবার সময় ব্রহ্মাণীর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহার সহিত ব্রহ্মার মূর্ত্তির বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মাণীর মূর্ত্তি চতুর্হস্তা ও ব্রহ্মার ন্যায় আননযুক্তা, অর্থাৎ তিনটি মুখ; চতুর্থ মুখটি দেওয়ালের দিকে বলিয়া দেখা যায় না। যে আসনে উপবিষ্টা, তাহার নিম্নে হংসমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উপরকার দক্ষিণ ও বাম হস্তে পাশ ও কমণ্ডলু রহিয়াছে এবং নিম্ন হস্তদ্বয় যথাক্রমে বরাভয়-ব্যঞ্জক। এলোরাস্থ কৈলাসে ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণীর সুন্দর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মাণী বা ব্রাহ্মী মূর্ত্তি।

এবার মূর্ত্তির সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথার অবতারণা করিব। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মত এই যে, যে মূর্ত্তি যত সাদাসিধা, তাহা ততই প্রাচীন। এ মতটি একেবারেই অগ্রাহ্য। একই যুগে সাদাসিধা ও বহু আভরণযুক্ত মূর্ত্তি দেখা যায়। গান্ধার-যুগেই সাদাসিধা ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও বহু অলঙ্কারযুক্ত ব্রহ্মার মূর্ত্তি—দুইই দেখা যায়; এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মার মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে একমুখ ও দ্বিহস্তযুক্ত সাদাসিধা মূর্ত্তি দেখিয়াছি; কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরস্থ ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি তত সাদাসিধা নহে। প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, "ব্রহ্মার যে মূর্ত্তিতে এক মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন।" এই মতটি ভ্রমাত্মক। ভুবনেশ্বরের বহির্ভিত্তিগাত্রে ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি ইহার অসত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রবন্ধলেখক মহাশয় ১৯০৬—৭ অব্দের আর্কিয়লজিকাল সার্ভের এন্যুয়েল রিপোর্টে প্রকাশিত কুজেন্‌স্ (H. Cousens) সাহেবের মতে সায় দিয়া বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ব্রহ্মার যত মূর্ত্তি দেখা যায়,

মূর্ত্তির সময় নিরূপণ।

প্রায় সব মুখেই দাড়ি আছে।" এ মতের সাহায্যে কেহ যেন মূর্ত্তির সময় নিরূপণ করিতে প্রয়াস না পান। কেন না, অনেক নব্য মূর্ত্তিতেও শ্মশ্রু দেখা যায় না, এবং অনেক প্রাচীন মূর্ত্তিতেও শ্মশ্রু দেখা যায় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি (২৭৯ সংখ্যক) শ্মশ্রুবিহীন; কিন্তু মূর্ত্তিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, ইহা দশম বা একাদশ শতাব্দী অপেক্ষা আধুনিক। আমি পূর্ব্বে গান্ধারান্তর্গত সোয়াট উপত্যকা হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধের "সপ্তপদী ভ্রমণ" চিত্রের যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে উৎকীর্ণ ব্রহ্মা শ্মশ্রুযুক্ত। কুজেন্‌স্ সাহেব আইহোল্ হইতে যে পদ্মাসনে আসীন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার চিত্র দিয়াছেন, তাহার শ্মশ্রু নাই। ফার্গুসন ও বার্গেসের মতে আইহোলের স্থাপত্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। আবার কলিকাতাস্থ সরকারি চিত্রশালায় রক্ষিত এবং বিহার হইতে আনীত ৩৯০২ ও ৩৯০৪ সংখ্যার যে দুইটি মধ্যযুগের ব্রহ্মার মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহাদের শ্মশ্রু নাই; এবং তাহাদের পার্শ্বস্থিত একই সময়ের ও একই স্থান হইতে আনীত ব্রহ্মামূর্ত্তি শ্মশ্রুযুক্ত।

ব্রহ্মা সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। কুজেন্‌স্ সাহেব বলিয়াছেন যে, কখন কখন জৈন-মন্দিরে ব্রহ্মার মূর্ত্তি দেখা যায়। আমি ত কোথায়ও এরূপ দেখি নাই; তবে জৈন-মন্দিরের সম্মুখে ব্রহ্মস্তম্ভ দেখিয়াছি; ইহার সহিত ব্রহ্মার কি সম্বন্ধ, তাহা অবগত নহি। দিগম্বর জৈনদিগের মতে তীর্থঙ্কর শীতলনাথের যক্ষের নাম ব্রহ্মদেব, ও তাঁহার শক্তি বা যক্ষিণীর নাম মানবী। মহীশূর প্রদেশান্তর্গত শ্রবণবেলগোলা ভ্রমণ করিবার সময় গোমতেশ্বরের মন্দিরে উঠিবার পথে অতি সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত ব্রহ্মস্তম্ভ বা "ত্যাগদ ব্রহ্মস্তম্ভ" দেখিয়াছিলাম, আর দেখিয়াছিলাম—হালেবিডে শীতলনাথ-মন্দিরের সম্মুখে; এই স্তম্ভের উপর ব্রহ্মদেবের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে গদা ও বাম হস্তে ফলবিশেষ রহিয়াছে।

জৈন মন্দিরে ব্রহ্মার মূর্ত্তি।

উপসংহারের পূর্ব্বে প্রবন্ধ-লেখকের দুই একটি মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত মনে করি। দক্ষযজ্ঞে যে ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি স্থির করিয়াছেন, "বোধ হয় শিবের প্রতি জাতক্রোধ।" এরূপ মনে করিবার কোন কারণই দেখা যায় না। শিবের ও কার্ত্তিকেয়ের বিবাহেও ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করেন; পৌরোহিত্যই ইঁহার ব্যবসা।

ব্রহ্মার চরিত্রের উত্তম গুণ বর্ণনা করিবার সময় প্রবন্ধকার বলিয়াছেন যে, শিবের বিবাহে, এমন কি, কার্ত্তিকেয়ের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ইহাতে যে কি ভাল গুণ ফুটিয়া উঠিল, বুঝিতে পারা গেল না।

ব্রহ্মার পরিবারদেবতাগণ সম্বন্ধে প্রবন্ধকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোন মন্দিরে দর্শন করি নাই বা কোন মন্দিরে তাহা যে আছে, এরূপ শ্রবণও করি নাই।

ব্রহ্মার পরিবারদেবতাগণ।

মূর্ত্তির সময়-নিরূপণ-প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, "যাহাতে চারি মুখ, দুই হাত থাকিবে, তাহা নবীনতর। যাহার চারিমুখ দুই হাত থাকিবে, তাহা আরও নূতন" ইত্যাদি। এই দুইটি একার্থবাচী—বোধ হয়, অনবধানতাপ্রযুক্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় ব্রহ্মার পূজারী ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গে ইহাদের নিকটবর্ত্তী খেড়ব্রহ্ম গ্রামস্থ শুক্লযজুর্ব্বেদানুযায়ী উদীচ্য ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার Archaeological Survey of Mayurbhanj পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ময়ূরভঞ্জে শাকদ্বীপী সৌর ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মারও পূজা করিতেন এবং সূর্য্যের মন্দিরেই ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইত। তিনি ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত অযোধ্যা গ্রামে একই স্থানে মিত্র বা সূর্য্য ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে পদ্মের উপর ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি অবস্থিত, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি হংসের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ; এই হিসাবে মূর্ত্তিটির বৈচিত্র্য আছে বলিতে হইবে।

ব্রহ্মার পূজারী ও সূর্য্যপূজা।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

(২)

প্রবন্ধলেখক শ্রীমান্ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য আমার পুত্র, সুতরাং এ প্রবন্ধ-সম্বন্ধে আমার কিছু না বলাই ভাল। কিন্তু যখন সভাপতি হইয়া বসিয়াছি, তখন ভালই হোক, মন্দই হোক, দু'কথা বলিতেই হইবে। প্রবন্ধ লিখিতে বিনয় খুব খাটিয়াছে, ফাঁকি দেয় নাই। সে শুধু বই পড়িয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই। নিজের চক্ষে অনেক জিনিস দেখিয়াছে—অনেক ঘুরিয়া মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছে। নবিশী লেখার মধ্যে ভালই হইয়াছে। ব্রহ্মার পূজা কখন্ আরম্ভ হয়, সে সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা আছে। বেদে ব্রহ্ম মানে অন্ন, মন্ত্র, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মা মানে ঋত্বিজ পুরোহিত। কিন্তু মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা কখন্ আরম্ভ হয়, ঠিক বলা যায় না। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে ব্রহ্মার পূজা আরম্ভ হইয়াছে—একথা ঠিক বলা যায়। কারণ, বুদ্ধদেব যখন বোধি লাভ করেন, তখন তিনি একেবারেই নির্ব্বাণ নগরীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র দুইজনে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, —না, তাহা হইবে না; মগধের লোক সব খারাপ হইয়া গিয়াছে, আপনি তাহাদের উদ্ধার করিয়া তবে নির্ব্বাণ প্রবেশ করিবেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদের কথা শুনিলেন, এবং মগধে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

বৌদ্ধদের মতে সুমেরুশিখর হইতে নরক পর্য্যন্ত এক একটি লোকধাতু। এখন ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতু জগতে আছে। আমাদের যে লোকধাতু—ইহার নাম সহলোক; আর ব্রহ্মা ইহার পতি, সেই জন্য তাঁহার নাম ব্রহ্মাসহম্পতি। আমাদের লোকধাতু

তিন ভাগে বিভক্ত,—কামলোক, রূপলোক, আর অরূপলোক। রূপলোকে ষোলটি স্বর্গ আছে। তাহার মধ্যে আটটী ব্রহ্মার, কতকগুলি ব্রহ্মপার্ষদ্য দেবতাদের; আর কতকগুলি ব্রহ্মপুরোহিতগণের। সুতরাং ব্রহ্মার দলই রূপলোকের প্রায় অর্দ্ধেক দখল করিয়া আছেন।

ব্রহ্মার চারি মুখ কেন হইল? ইহার কোনও জবাব বিনয় দেয় নাই। আমার মনে হয়, শব্দের চারিটী বৃত্তি আছে—

"বৈখরী শব্দনিষ্পত্তির্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
দ্যোতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী॥"

১। সূক্ষ্ম নিত্য শব্দ। ২। বৈখরী, শব্দনিষ্পত্তি মাত্র। ৩। মধ্যমা শ্রুতিগোচরা, লোকের কাণে পঁহুছিলে মধ্যমা। ৪। অর্থ বোধ হইল দ্যোতিতার্থা। ব্রহ্মার চারি মুখ দিয়া এই চারি বৃত্তির উদয় হয়, তাই তাঁহার চারি মুখের দরকার। তাই কালিদাস বলিয়াছেন,—

চতুর্ম্মুখসমীরিতা।
প্রবৃত্তিরাসীচ্ছব্দানাং চরিতার্থা চতুষ্টয়ী॥

নহিলে চারি মুখ দিয়া একেবারে কথা বাহির হইলে যাত্রাদলের জুড়ীদের গানের মত কেবল গোলই হইত; কথা শুনা যাইত না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিষ্ণু *

ব্রাহ্মণ ও ইরাণজাতি প্রত্নওকসের পুরাতন অধিবাসী। এ প্রত্নওকঃ কোথায়, তাহা লইয়া অনেক বিচার আছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে-সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। এই পুরাতন অধিবাসীদের কোন ইতিহাস ছিল না। ব্রাহ্মণদের রস-ভাণ্ডার বেদ আছে, আর ইরাণজাতির আছে—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লিপি। আর আছে অবেস্তা। আমাদের বেদ এবং ইরাণদের অবেস্তা ও লিপি পড়িলে একটা বিষয় জানিতে পারা যায়। সেটী হইতেছে, ইহাদের সৌখ্য। পূর্ব্বে যখন ইহারা এক জায়গায় ছিল—তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃব্য বলিয়া বুঝিত। সহোদর ভ্রাতা না হইলে, আগে 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়াই পরিচয় হইত। এখন যেমন 'পিতৃব্য' বলিলে বাপ না বুঝাইয়া খুড়া, জ্যাঠা বোঝায়, তখনও এইরূপ বুঝাইত। কিন্তু যখন ইহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল, তখন ক্রমশঃ উভয়ের প্রতি আকর্ষণ উভয়ে ভুলিয়া গেল। বৈদিকগণ 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া ইরাণ-জাতিকে ভৎ‍্সনা করিতে লাগিল। তাই তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণে দেখিতে পাই—

"এতয়া বৈ দেবা অসুরান্নতৎক্রামন্নতিপাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং ক্রামতি য এতয়া স্তুতে।"

—ভাষ্যকার বলেন, ভ্রাতৃব্য শব্দের মানে শত্রু।

পরে যে কারণেই হউক, এমন হইল যে, দুই দলে কোন সম্পর্কই রহিল না। কি জন্য যে তাহাদের এ রকম মনোমালিন্য হইল, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয়, কোন Thucydides তাহাদের এই বিবাদের ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। এখন আসিয়ার দুইটি প্রধান বংশের পূজ্য গ্রন্থ বেদ ও জেন্দ অবেস্তা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া, ইহাদের বিষয় কিছু জানিতে হইবে। বেদ ও অবেস্তা মিলাইয়া আমরা পাই যে, পূর্ব্বে দুই জনেরাই সূর্য্য, অগ্নি ও প্রকৃতির মহাপূজক ছিল। যদিও তাহাদের এইরূপ উপাসনার কি উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে পারা যায় না, তবুও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যে, উভয়েরই পুঞ্জানুষ্ঠান ছিল। উভয়েরই যজ্ঞানুষ্ঠান ছিল—তবে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি স্বতন্ত্র ছিল। অরমজ্‌দ্‌ বা অহুরমজ্‌দা এবং অঙ্গ্র্‌মৈন্যুস্‌ ঋগ্বেদে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ২৪ সূক্তে বরুণকে বিচক্ষণ 'অসুর' বলা হইয়াছে। আর সেই একই সূক্তে নির্ঋতি বা পাপ দেবতার নাম করা হইয়াছে। নির্ঋতি ও অঙ্গ্র্‌মৈন্যুস্‌ একার্থ-বাচক। বরুণের সৃষ্টিশক্তিও যেরূপ, অরমজ্‌দেরও সেইরূপ। এত মিল থাকা সত্ত্বেও ইহাদের যজ্ঞপদ্ধতি অন্যরূপ। যাহারা ভারতে প্রবেশ করে, তাহারা Zoroasterএর উপদেশের ঘোর বিরুদ্ধাচারী বলিয়াই বোধ হয়। উভয়েই অগ্নির পূজক; ঋগ্বেদে আছে—

* ১০২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত (১।১।২)।

সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—"অয়মগ্নিঃ পুরাতনৈর্ভৃগ্বঙ্গিরঃপ্রভৃতিভিরীড্যো স্তুত্যঃ।" বৈদিক-গণ অগ্নিকে "অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্" বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন, আর ইরাণগণ অগ্নিকে অরমজ্‌দের পুত্র বলিয়া সম্পূজিত করিয়াছেন (Vendidad, Farg. XIX., 112)। দেব ও অসুরগণ উভয়েই সূর্য্যকে উপাসনা বিষয়ে একচেটিয়া করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ তাই বোধ হয় উপদেশ করিতেছেন—"দেবাসুরাঃ সংযতা আসন্। ত আদিত্যে ব্যাযচ্ছন্ত। তং দেবা সমজয়ন্।"

আদিত্য-ব্যাপার লইয়া দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিল। দেবগণ জয়লাভ করিলেন।

ইন্দ্র-সম্পর্কেও এইরূপ বিবাদ হয়। ঋগ্বেদ (১।৭।১০) বলিয়াছেন—"অস্মাকমস্তু কেবলঃ।" ইরাণদেরও বেরেথ্রঘ্ন অতি মান্য দেব। বৈদিকগণ ইরাণদের গুরুকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তবে কয়েকজন অসুরগুরুর প্রাধান্য তাঁহারা অঙ্গীকার করেন। ইঁহারাই পুরাতন ঋষি। ইঁহারা সম্ভবতঃ প্রত্নওকসের ঋষি। অসুরগুরু শুক্রের পিতা ভৃগু। শুক্রের অপর নাম উশনা, ভার্গব, কবি। জেন্দের 'উস' (Yasna. 19.) ও উসনা বোধ হয় অভিন্ন। 'বহ্‌রম্ ইয়স্ত্'এ 'উস'কে 'কবি উস' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। খোর্দ অবেস্তায়ও বোধ হয় 'উশিনেমো' ও 'উশনাক' ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

বেদ ও অবেস্তা সূর্য্য-পূজার অনেক উদাহরণ দিয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ, তৃতীয়কাণ্ডে (১.৩ ১৭ ; ২.২.৪) উপদেশ করিয়াছেন যে, যজ্ঞ, বৎসরের পরিমাণের সমান, আর সেই বৎসরই প্রজাপতি, সেই বৎসরই বিষ্ণু। প্রজাপতি প্রাগ্-বৈদিক যুগে সোম-দেব ছিলেন—প্রাচীন চান্দ্র বর্ষের দেবতা ছিলেন এবং বিষ্ণু প্রথমে যিনি বাসুকি ছিলেন, তিনি সৌরচান্দ্র বৎসরের অধিদেব হইলেন। প্রতীচ্য পণ্ডিত Hewitt (J.R.A.S.1890 p 319), বিষ্ণুকে Snake Sungod বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর্য্যগণ ভারতে আসিবার পূর্ব্বেও ভারতের তদানীন্তন অধিবাসীদের সৌর দেবতা ছিল, তাহার মাথার চারিদিকে সর্প বিরাজ করিত, এ কথা দ্রাবিড়-সভ্যতার প্রাচীনতম যুগের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা কূট রাজনীতির অনুসরণ করিয়া ভারতের আদিম জাতির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া শ্রেষ্টত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের দেবতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া বেমালুম আপনাদের ধর্ম্মের সঙ্গে মিশাইয়া লইয়াছিলেন। অন্যান্য দেশেও প্রাচীনকালে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিশিষ্ট জাতি কোন নূতন দেশ বা জাতিকে জয় করিয়া সেই দেশবাসীর দেবতার প্রতি ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সেই দেশের দেবতার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন।

এখন দেখা যাইতেছে, যে আকারেই হউক, সূর্য্যপূজা প্রাগ্-বৈদিক যুগে ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচলিত ছিল। বিষ্ণু সেই সূর্য্য-দেবতা।

আর এক জাতির সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। হিটাইটদিগের ধর্ম্ম কতকটা বাবিরুষ ধর্ম্মের মত। হিটাইটদিগের দেবতার তালিকায় প্রথমে সূর্য্যদেবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার মত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। তবে Boghas Keui Tabletগুলির উপর চারিটী মিতান্নি দেবতার নাম পাওয়া যায়। "Mitteilungen der deutschen Orient-Geselschaft"-নামক জর্ম্মাণ প্রাচ্য-ইতিহাসের ভূমিকা গ্রন্থের ৩৫শ অধ্যায়, ৫১ পৃষ্ঠায় এই চারিটী নাম আছে। সেই চারিটী নাম এই,—

১। mi-it-ra-as´-si-il.

২। u-ru-w-ra-as´-si-el.

৩। in-da-ra.

৪। na-s´a-at-ti-ia-an-na.

এই চারিটী নাম যে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এইগুলি দেখিয়া কে না স্বীকার করিবে যে, হিটাইট্‌দের সহিত খৃষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও এখানকার আর্য্যের কোন না কোন সম্পর্ক ছিল? ইহাদের কত ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে। হয় ত কোন দিন বিষ্ণুরও সন্ধান বাহির হইয়া পড়াও অসম্ভব নয়।

বিষ্ণু বৈদিক যুগের এক পুরাতন দেবতা। ঋক্‌, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, চারি বেদেই বিষ্ণুর কথা আছে। আর সকল বেদেই এরূপ উক্তি আছে, যাহা দ্বারা বলিতে পারা যায় যে, বিষ্ণুর স্থান দেবতাদিগের মধ্যে উচ্চই ছিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, বিষ্ণু ছোট দেবতা ছিলেন। এ কথা নিতান্তই অগ্রাহ্য। ঋগ্বেদে ১০৫ বার, সামবেদে ২৪ বার, যজুর্ব্বেদে ৫৯ বার এবং অথর্ব্ববেদে ৬৬ বার বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। সপ্তম মণ্ডলের ৩৫শ, ৩৬শ, ৩৯শ, ৪০শ, ও ৯৩ সূক্তে আরও দশজন দেবতার সঙ্গে বিষ্ণুকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত সূক্তে তাঁহার গুণক্রিয়ার কোন পরিচয়ই নাই। অবশ্য এ কথা অস্বীকার্য্য নয় যে, সেই সমস্ত দেবতা সম্মানে ইন্দ্রের অপেক্ষা ছোট। ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু বেশ জমকাল দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ৫ম মণ্ডলের ৩য়, ৪৬শ, ৫১শ ও ৮৭ সূক্তে অন্যান্য দেবতাদের নিকট 'রিকৃথ' প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি বা সোমের মত বিষ্ণু তেমন নাম করিতে পারেন নাই। এই মত ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়; কেন না, প্রথম মণ্ডলের ১৫৬ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু মরুদ্‌গণসেবিত এবং রাজা বরুণ ও অশ্বিগণ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতেছেন।

"তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা
ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ॥" ৪।

বিষ্ণু পূর্ব্বে অন্যান্য দেবতার ন্যায় একজন দেবতামাত্র থাকিলেও পরে তিনি বড় হইয়া

ইন্দ্রের সখ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আর পরে তিনি ইন্দ্রকে উপযুক্ত সখা রূপেও পাইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ বলিতেছেন—দৈব বিষ্ণু, যিনি নিজে সুকৃত্তর হইয়াও, সুকৃৎ ইন্দ্রের সঙ্গে সখিত্ব লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন,—

আ যো বিবায় সচথায় দৈবঃ

ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ ॥ ১।১৫৬।০

এই বিষ্ণু যে ইন্দ্রের সখা ও সহায়ক, তাহা ঋগ্বেদ ঈরিত করিতেছে,—

'বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।

ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। ১।২২।১৯

ঋগ্বেদে আছে, ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, সখে বিষ্ণু, বেশ ভাল করিয়া লাগিয়া যাও,—

"অথ অব্রবীদ্ বৃত্রমিন্দ্রো হবিষ্যন্

সখে বিষ্ণো বিতরং বিক্রমস্ব ॥" ৪।১৮।১১

৮।৬৬।১০ ঋকে ইন্দ্রপ্রার্থিত হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। বেদে বিষ্ণু প্রাচীন বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন,—"যঃ পূর্ব্বায় বেধসে" (১।১৫৬।২)—"যিনি পূর্ব্ব প্রাচীন যে বিষ্ণু, তাঁহার পূজা করেন।" আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং প্রলয়ের অধীশ্বর ছিলেন মহাদেব। আমাদের উক্তিতে বিষ্ণুর একটী গুণ "জগৎপালন"। এই বিশেষণের সার্থকতা আমরা বেদ অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাই,—

"বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি" (৩।৫৫।১০)—বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, পরম স্বর্গকে রক্ষা করিয়া থাকেন। 'বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্য' ১।২২।১৮।

বিষ্ণু, দুর্গত মানুষের জন্যই পার্থিব ধামে বিচরণ করিয়াছিলেন—'যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।" (৬।৪৯।১৩)

বিষ্ণু পরমলোক অবগত আছেন। (বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে ৭।৯৯।১); বিষ্ণুর শক্তিতে দ্যুলোক উর্দ্ধে অবস্থিত, তাঁহারই প্রভাবে তাহা নিপতিত হইতেছে না (৭।৯৯।২), ঋগ্বেদের কয়েকটী ঋকে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৈদিক যুগে লোকে প্রার্থনা করিত—যাহাতে আমরা যথেষ্ট অন্ন ও প্রচুর ধনলাভ করিতে পারি, তাহার উপায় করিয়া দাও। বিষ্ণুর নিকট লোকে পার্থিব ভোগ-বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিত।

বিষ্ণু শুধু বিশ্বকে ধারণ ও পালন করিয়া ক্ষান্ত নহেন। তিনি এই পৃথিবীকে মনুষ্যের বাসের উপযোগী করিয়া বিশেষ করিয়া নির্ম্মাণ করেন। তিনি প্রবৃদ্ধ। তিনি রজোলোকের পরপারে বাস করেন।

বিষ্ণু শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট। বিষ্ণুর রূপ কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে তিনি 'শিপিবিষ্ট'—অর্থাৎ কিরণবিশিষ্ট ছিলেন, বেদে ইহারই উল্লেখ

আছে। বৈদিক বিষ্ণু একবার নিজের রূপ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য রূপ ধরিয়া সংগ্রামে বশিষ্ঠের সাহায্য করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন,—তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছ—আমাদের নিকট হইতে তোমার রূপ লুকাইও না।

বিষ্ণু বৈদিক যুগে সাধারণের পূজা পাইতেন। সূর্য্যের নানা গুণাবলী তাঁহাতে দ্যোতিত হইয়াছে। যে কয়েকটী ঋকে শুধু তাঁহারই গুণগাথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা পাঁচের বেশী নয়। বেদের যে কয়টী স্থানে বিষ্ণু পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন, সেই ঋক্‌গুলি আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, বিষ্ণু ও সূর্য্য অভিন্ন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একটী ঋকে দেখা যায়, বিষ্ণু তিন পদ বাড়াইয়াছিলেন—

১। ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। ১।২২।১৮

২। বিষ্ণু তাঁহার সুদীর্ঘ বিচক্রমণে ত্রিপদ দ্বারা সমস্ত জগৎকে পরিমাণ করিয়াছিলেন,—

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং
সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥ ঋক্—১।২২।১৭

তাঁহার প্রথম দুই পদ মনুষ্য লাভ করিতে পারে ও জানিতে পারে—কিন্তু তাঁহার তৃতীয় পদ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। পক্ষিগণও তত দূর গমন করিতে পারে না। এই কথাই ঋগ্বেদ এইরূপভাবে উপদেশ করিয়াছেন,—

দ্বে ইদস্য ক্রমণেস্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্ত্যোভুরণ্যতি।
তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চ ন পতয়ন্ত পতত্রিণঃ॥ ১।১৫৫।৫

যাঁহারা সূরি অর্থাৎ জ্ঞানী, তাঁহারাই স্বর্গে সন্নিবিষ্ট চক্ষুর ন্যায় "পরমপদ" দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন,—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ১।২২।২০

এই বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস বিদ্যমান, ইহাতে দেবগণ আনন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকেন,—

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥ ১।১৫৪।৫

৩। বিষ্ণু সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, তিন বার পদনিক্ষেপ করিবার সময় ঊর্দ্ধমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবাণি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়॥ ১।১৫৪।১

৪। তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিয়াছিলেন,—

যঃ পার্থিবানি ত্রিভি বিদ্বিগামভিরুরুক্রমিষ্টো রুগায়ায় জীবাস॥ ১।১৫৫।৪

তিন বার ভূলোক পরিক্রম করিয়াছিলেন,—

যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণু মনবে বাধিতায়।

৫। এই পৃথিবী তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন,—

বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং...ইত্যাদি। ৭।১০০।৪

ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং

ইত্যাদি। ৭।১০০।৩

৬। দেবতারা যেখানে আনন্দ করেন, বিষ্ণু তিন পদবিক্ষেপে তথায় উপনীত হইলেন।

ত্রীণ্যেক উরুগায়ো বিচক্রমে যত্র দেবাসো মদন্তি। ৮।২৯।৭

এই সমস্ত ঋকে বিষ্ণুর পদবিক্ষেপের স্থান সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, বিষ্ণু ভূলোক, পৃথিবী, অথবা জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

এই বিবরণের দ্বিতীয় প্রকরণের ঋকে পৃথিবী বুঝাইতে পারে, তৃতীয় প্রকরণের ঋকে তাহার সহিত স্বর্গও বুঝায়। শেষের (৬) নির্দ্দিষ্ট ঋকে বিষ্ণু পদবিক্ষেপ দ্বারা কোথায় পৌঁছিলেন, তাহাও বিবৃত হইল। কোন একটী ঋকে এক এক বিশেষ দেবতা সূচিত হইতেছে, নাম অপ্রকাশ, তবে বিশেষত্বে মনে হয়, বিভিন্ন প্রকৃতির দুই দেবতার কথা বলা হইয়াছে। তিনবার পরিক্রম করাই বিষ্ণুর বিশেষত্বসূচক, তাহা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যেখানে দেবতারা ও পুণ্যাত্মারা থাকেন, যেখানে সোম বিদ্যমান, সে স্থান বিষ্ণুর সর্ব্বোচ্চ পদের বিশেষত্বজ্ঞাপক বলা যাইতে পারে। স্বর্গের যে স্থানে দেবতারা আনন্দ করেন, সে স্থান নিশ্চয়ই স্বর্গের সর্ব্বোচ্চ ধাম। এই ত্রিপদ সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাষ্যকার শাকপুণি বলেন, তিনটী পদ পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও আকাশে স্থাপিত হইয়াছিল (পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবীতি শাকপুণিঃ)। দুর্গাচার্য্য বলেন, ত্রিপদের অর্থ, পার্থিব অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য্য।—পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে, তদধিতিষ্ঠতি; অন্তরীক্ষে বিদ্যুতাত্মনা; দিবি সূর্য্যাত্মনা।" বাজসনেয়ী সংহিতার ভাষ্যকার কার্য্যতঃ এই মতই মানিয়া লইয়াছেন। তিনি অর্থ করেন—অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য। বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শতপথব্রাহ্মণে বরাবরই এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে। Max Muller ও Oldenburg এই মতের অনুবর্ত্তী। কিন্তু ঔর্ণবাভ এই মত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—"সমারোহণে, বিষ্ণুপদে গয়াশিরসি।" সমারোহণে অর্থাৎ উদয়গিরিতে সমুত্থানপূর্ব্বক একপদ নিধান করেন। [নিরুক্ত, ১২শ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ, ১৯] রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ডেও এই অর্থের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়,—

তত্র পূর্ব্বপদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমঃ।

দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ॥ ৪০।৫৭

কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল (Ind. Ant. 1918. p. 84.) মনে করেন যে, বিষ্ণু সত্য সত্যই গয়াপর্ব্বতোপরি বিষ্ণুপাদে সমুখিত হইয়া বিচক্রমণ করেন।

বেদে উক্ত আছে যে, অদিতিনন্দন বা আদিত্য সংখ্যায় সাত বা আট। শতপথ-ব্রাহ্মণে এক বার অষ্ট আদিত্যের কথা বলা হইয়াছে, আর একবার বলা হইয়াছে যে, আদিত্যগণ সংখ্যায় দ্বাদশটী। আর বিষ্ণু আদিত্যদিগের মুখ্য একজন। মহাভারতেও অদিতি-পুত্র ১২জন আদিত্যের উল্লেখ আছে এবং বিষ্ণুই দ্বাদশ আদিত্য; বিষ্ণু গুণে ও গরিমায় অন্যান্য আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর সৌরত্ব প্রমাণ করিতে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না। বিষ্ণুকে যে অনেক করিয়া বড় হইতে হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। শতপথব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, বিষ্ণু দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিলেন। অন্যান্য দেবেরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং নানা কৌশলে তাঁহার মস্তককে দেহচ্যুত করাইলেন। কিন্তু এমন ঘটনা হইল, যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র আপনাদের ভুল বুঝিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন এবং বিষ্ণুকে পুনঃ প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা স্বর্বৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ফলে বিষ্ণু পুনর্জ্জীবিত হইয়া দেবতাদের মধ্যে আসিলেন। এই বিষ্ণু আদিত্য—সূর্য্যনারায়ণ। বেদে বিষ্ণুর আর এক মূর্ত্তির কল্পনা আছে। এটী তাঁহার যজ্ঞমূর্ত্তি। শতপথব্রাহ্মণেও বিষ্ণুর যজ্ঞমূর্ত্তির কথা কয়েকবার উল্লিখিত আছে। যজ্ঞনারায়ণরূপে আজও বিষ্ণু পূজিত হইয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের সংহিতাভাগে বিষ্ণুর স্থান যেরূপ ছিল, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণ ভাগে বিষ্ণুর বিশেষ সমাদরের উপক্রম হইতে আরম্ভ হয়, ইহা ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে বিষ্ণু পরম-পুরুষের স্থান অধিকার করেন। বিষ্ণু কেন এই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, জনগণ তাঁহার তৃতীয় পদ অর্থাৎ মানবজ্ঞানের অতীত পরমপদের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পরিশেষে বিষ্ণুকে এই শ্রেষ্ঠতম পদ প্রদান করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন,—

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবাঃ"। ১।১

ঐ যে অগ্নি, তিনি দেবগণের অবম (প্রথম), আর বিষ্ণু দেবগণের পরম (অন্তিম); অন্য দেব ইঁহাদের মধ্যে অবস্থিত।

শ্রুতিতে অগ্নিকে দেবতাগণের মুখ-স্বরূপ ও প্রথম এবং বিষ্ণুকে উত্তম অর্থাৎ অন্তিম বলা হইয়াছে।

"অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং সঙ্গতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।"

অন্য দেবগণ অর্থে অগ্নিষ্টোমের অঙ্গীভূত শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য (শাস্ত্র-গীতিরহিত ঋকৃস্তুতিবিশেষ—আনন্দগিরি, তৈত্তি., উপ., ১।৮) ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি প্রধান দেবতা

কয়েকজনকে বুঝাইতেছে। অগ্নি ও বিষ্ণু তাঁহাদের আদিতে ও অন্তে রক্ষকবৎ বর্ত্তমান।

শতপথব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে একটী কাহিনীর উল্লেখ আছে। দেবতাগণ শ্রী, শৌর্য্য ও অন্নলাভের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি তাঁহার নিজ ক্রিয়া দ্বারা অন্যান্য দেবের পূর্ব্বে যজ্ঞের চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন, তিনিই দেবগণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থান লাভ করিবেন। বিষ্ণু অন্য সকলের পূর্ব্বেই তাহা লাভ করেন; সুতরাং তিনি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হন এবং এই জন্যই বিষ্ণুকে দেবগণের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে।

এই কাহিনীটী নিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু বিষ্ণু "পরমপদ" লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার পরমপদ-প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এই কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

আবার এই একই ব্রাহ্মণে বামনরূপী বিষ্ণুর কাহিনী আছে। এই কাহিনী উপদেশ করে যে, এক সময়ে সুর ও অসুরগণের মধ্যে যজ্ঞের স্থান লইয়া বিবাদ হয়। অসুরগণ বলেন যে, তাঁহারা সুরদিগকে শয়ান বামনদেহের পরিমিত স্থান প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন। কাজেই বিষ্ণুকে শয়ন করিতে হইল। কিন্তু তিনি এরূপভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেন যে, তিনি সমস্ত পৃথিবী নিজ শরীর দ্বারা ব্যাপিয়া ফেলিলেন; সুতরাং দেবতারা সমস্ত পৃথিবীই প্রাপ্ত হইলেন। সুরগণের যজ্ঞানুষ্ঠানও সুসিদ্ধ হইল।

এই কাহিনীতে বিষ্ণুর প্রতি অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে যে তাঁহাকে পরমপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ বুঝায় না।

মৈত্রেয়ানী উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে বিশ্বভৃৎ অন্নকে ভগবদ্‌বিষ্ণুর তনু বলা হইয়াছে।

"বিশ্বভৃৎ বৈ নামৈষা তনুর্ভগবতো বিষ্ণোর্যদিদমন্নম্"।

কঠোপনিষদে কিন্তু বিষ্ণুকে পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানসারথি ও মনঃপ্রগ্রহবান্, তিনিই পন্থার অপর পারে গমন করেন, তিনিই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥—৩য় বল্লী। ৯।

ইহাতে মানবাত্মার গতি পর্য্যটনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মানব এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে পথের শেষে উপনীত হইলে, পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই পরমপদই জীবের চরম লক্ষ্য—ইহাই তাহার অনন্ত সুখ-নিকেতন।

অতঃপর বিষ্ণুকে গৃহদেবতারূপেও পূজিত হইতে দেখা যায়। বিবাহের সপ্তপদী

রীতিতে আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী ও পারস্করের গৃহ্যসূত্রমতে কন্যা যখন চতুর্থ পদ প্রক্ষেপ করে, তখন বরকে বলিতে হয়, "বিষ্ণু তোমাকে নয়ন করুন", "বিষ্ণু তোমার সহিত অবস্থান করুন।"

রামায়ণ ও মহাভারত-যুগে বিষ্ণু সর্ব্বথা ব্রহ্মপদবাচী হইয়াছিলেন। ভীষ্মপর্ব্বের ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে ব্রহ্মকে নারায়ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ও বাসুদেব যে অভিন্ন, তাহা বলা হইয়াছে।

বৈদিক যুগে অবতারের ইঙ্গিত

মৎস্য, ভাগবত ও অগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণুর অবতার একটি মৎস্যের দ্বারা মানবের আদিপুরুষ মনু রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই পুরাণগুলির বর্ণনা ও মহাভারতের বর্ণনা একই রকমের। তবে মহাভারতে বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে ব্রহ্মা প্রজাপতিই মৎস্যাবতার হইয়াছিলেন। শতপথব্রাহ্মণে (১।৮।১।১) কাহারও অবতারের কথা কিছু নাই। আছে শুধু একটী মৎস্য মনুকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করেন। মৎস্য ও কূর্ম্মের অবতার পরে বিষ্ণুর সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়।

বরাহ ও বামন অবতারের মূল ঋগ্বেদ হইতে বাহির করিতে পারা যায়। আর সেই দুইটী অবতারের সঙ্গে বিষ্ণুর সম্পর্ক আছে।

বামন অবতার

অসুররাজ বলির হস্ত হইতে লোক-রক্ষার জন্য বিষ্ণুর ত্রিপদগমন অবলম্বন করিয়া বামন অবতারের কথা রচিত। রামায়ণে এই অবতারের কথা এইরূপ,—

বিরোচনপুত্র বলি দেবেন্দ্র ইন্দ্রকে জয় করিয়া ত্রিলোক শাসন করেন। তখন ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সহিত বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলেন, বলি যজ্ঞ করিতেছেন। যজ্ঞান্তে তিনি দানে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। বামনরূপ ধরিয়া বলির নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার জন্য তাঁহারা বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন। বিষ্ণুও তাঁহাদের অনুরোধক্রমে বামনরূপ ধরিয়া, বলির নিকট ত্রিপদপরিমিত স্থান প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহা দান করিতে স্বীকার করিলে, তিনি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, প্রথম পদে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিলেন। দ্বিতীয় পদে অন্তরীক্ষ ও তৃতীয় পদে আকাশ অধিকার করিলেন। তার পর, বলিকে পাতালে পাঠাইয়া তিনি ইন্দ্রকে পুনরায় ত্রিলোকের অধীশ্বর করিলেন। মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের আখ্যান-বস্তু একই রকমের।

শতপথব্রাহ্মণে (১।২।৫) আখ্যায়িকাটী এইরূপ,—অসুরগণ দেবতাদের জয় করিয়া পৃথিবী ভাগ করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে অগ্রে করিয়া তাহাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন,—আমাদেরও পৃথিবীর কিছু ভাগ দাও। তাহারা দেবগণকে বলিল, বিষ্ণু শয়ন করিয়া যতটুকু অধিকার করিতে পারিবেন;

তাহারা দেবতাদের তত কু স্থান দিবে বিষ্ণু বামন হইলেন। দেবতারা অসুরদের প্রস্তাবে রাজি হইল। তাহারা ভাবিল, তাহারা যখন যজ্ঞ-পরিমিত ভূমি পাইয়াছে, তখন তাহারা যথেষ্টই পাইয়াছে। তারপর বিষ্ণুর সহিত যজ্ঞ করিয়া তাহারা সমগ্র পৃথিবী পাইল। এই আখ্যায়িকায় বিষ্ণুর ত্রিপদ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। কিন্তু শতপথব্রাহ্মণের অন্যত্র (১।৯।৩।৯) দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু তিন পদবিক্ষেপ দ্বারা দেবতাদের জন্য সর্ব্বব্যাপক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬।২।৪) এ সম্বন্ধে একটী কাহিনী আছে। পূর্ব্বে পৃথিবী অসুরদিগেরই ছিল। কেবল একজন মানুষ বসিয়া যত দূর দেখিতে পায়, তৎপরিমিত ভূমি দেবতাদের ছিল। যখন দেবতারা পৃথিবীর ভাগ চাহিল, তখন অসুরগণ বলিল, তোমাদিগকে কতটুকু স্থান দেওয়া হইবে? দেবতারা উত্তর দিল, "এই শৃগালী তিন পদচারণে যত দূর যাইতে পারে, তত দূর।" অসুরেরা স্বীকার করিল। তখন ইন্দ্র শৃগালীর বেশ ধরিয়া, তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী গমন করিল। ইহাতে দেবতারা পৃথিবীর অধিকার লাভ করিল। এখানে ত্রিপদ আছে বটে, কিন্তু বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে ইন্দ্রের। ঋগ্বেদে এই দুই দেবতার স্তব বহু স্থলে একত্র নিবদ্ধ থাকায় বোধ হয়, বিষ্ণুর স্থানে ইন্দ্রের আদেশ হইয়া থাকিবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১৫) আছে যে, ইন্দ্র ও বিষ্ণু অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তিন পদক্ষেপে বিষ্ণু যত দূর যাইতে পারিবেন, তাহা ইন্দ্র ও বিষ্ণুর প্রাপ্য হইবে—এই সর্ত্তে অসুরেরা সম্মত হয়। বিষ্ণু তদনুসারে লোকসমুদয়, বেদ ও বাক্য অতিক্রম করেন। তারপর ঋগ্বেদে বহুবার বিষ্ণুর ত্রিপদ বিক্রমণের কথা পাওয়া যায়। তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

কূর্ম্ম ও মৎস্য অবতারের প্রাচীনতম আখ্যায়িকা শতপথব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত-পুরাণকার বলেন, জলপ্লাবনে নষ্ট বস্তু উদ্ধারের জন্য ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণু কূর্ম্মাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। দেবাসুরগণ সেই সাগর মন্থনে যোগ দিয়াছিল (ভাগবত, ১।৩।১৬)। এই বিবরণের সঙ্গে ব্রাহ্মণযুগের বিবরণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির পূর্ব্বে কূর্ম্মাকার ধারণ করিয়াছিলেন (৭।৫।১।৫); তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও (১।২৩।৩) দেখা যায়, প্রজাপতির মেদাংশ কূর্ম্মাকার ধারণ করিয়া জলে বিচরণ করিয়াছিলেন। এখনও নষ্ট বস্তুর উদ্ধারের জন্য বিষ্ণুর মৎস্যাবতারের কথা বলা হয় নাই। প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রজাপতি কূর্ম্মাকার ধারণ করিয়াছিলেন।

নরসিংহ অবতারের সূত্র বা ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৬) একবার মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যের আর কোথাও কিছু পাওয়া যায় না।

বেদে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কথা আছে। ব্রাহ্মণ-যুগে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি জীবের আপৎকালে কয়েকটী রূপ ধারণ করিয়া কূর্ম্ম বরাহাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তার পর নারায়ণের অস্তিত্ব আমরা উপনিষদে সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করি। বেদে নারায়ণের নাম-গন্ধ নাই। তবে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (৮২।৫।৬) দেখিতে পাই,—

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কং স্বিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে।
তমিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥

বেদের এই বাণী উপদেশ করিতেছে,—যখন আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিল না, দেবগণও ছিলেন না, তখন যাহা জলে ভাসিয়াছিল এবং দেবগণ যাহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই যে অণ্ড, তাহা কি? দেবগণ যে অণ্ডমধ্যে অবস্থিত, তাহা জলমধ্যে অবস্থিত ছিল। জন্মরহিত যিনি, তাঁহার নাভির উপর এমন কিছু অবস্থিত ছিল, যাহার মধ্যে সকল প্রাণীই ছিলেন। জন্মরহিত যিনি নারায়ণ-পদবাচ্য হইলেন, তাঁহার নাভির উপরিস্থিত যে অণ্ড, তাহা ব্রহ্মা হইলেন।

নারায়ণ জলমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। মনু ও পুরাণের বচনে বিষয়টী বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনু বলেন, জলের নাম 'নারা'; কারণ, জলই বস্তুতঃ নরের পুত্র। জল ব্রহ্মার প্রথম আশ্রয় বা অয়ন ছিল বলিয়া, পরমপুরুষের নাম নারায়ণ। বৈদিক এই বাণীর সঙ্গে নারায়ণের অভিন্নতা ঘটাইয়া উপনিষদ্‌যুগে নারায়ণ পরমপুরুষ-পদবাচ্য হইলেন। কাজেই পরমপুরুষ-পদবাচ্য বিষ্ণুর সহিত তাহার অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়া গেল। এইরূপে আবার বৈদিক যুগের শেষভাগে সকলের প্রিয় দেবতা বাসুদেব ও বিষ্ণুর একত্ব—অভিন্নতা সম্পাদিত হইল। এই নারায়ণ ও বাসুদেব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

হিন্দু চিরদিনই নারায়ণ শব্দের সহিত পরিচিত। বেদ,উপনিষৎ, মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে হিন্দু যেমন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিত, এখনও সে তেমনই করিয়া থাকে। ভক্তিতে হউক বা না হউক, আজও তাঁহার সেই নারায়ণ নাম তাঁহার ভিতর বাহিরে সাড়া দিয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও ভূতসমষ্টি যে পুরুষ হইতে জন্মিতেছে, সঞ্জীবিত হইয়া থাকিতেছে এবং পরিশেষে যে পুরুষেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তিনি পরব্রহ্ম নারায়ণ। বেদ ইঁহাকে প্রথম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে সর্ব্বপ্রথম পুরুষ নারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরুষ নারায়ণ ও পরমতত্ত্ব নারায়ণ বোধ হয়, পূর্ব্বে একতত্ত্ব ছিলেন না; কেন না, শতপথব্রাহ্মণে (১২।৩।৪) দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুষনারায়ণ যজ্ঞ করিতেছেন, যজ্ঞভূমি হইতে বসু, রুদ্র ও আদিত্য-সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায়-

যজ্ঞ করিতে বলিলেন। যজ্ঞ করিয়া নারায়ণ সর্ব্বভূতে ওতপ্রোত হইয়া পরমাত্মায় ওতপ্রোত হইলেন এবং পরমাত্মায় পরিণত হইলেন। শতপথের আর এক স্থানে (১৩।৬।১) দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ-নারায়ণ পঞ্চরাত্র সত্র করিবেন বলিয়া মনঃস্থ করিলেন। এই সত্রের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সকল জীবের শ্রেষ্ঠতম হইবেন এবং সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা হইবেন।

তিনি সত্র সম্পন্ন করিয়া অন্তরাত্মাই হইয়াছিলেন। গর্ভোপনিষৎ ও মহোপনিষৎ নারায়ণকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আত্মপ্রবোধ উপনিষৎ ও সাকল্যোপনিষদে তিনি পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। মৈত্রেয়োপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, স্কন্দোপনিষৎ, রামোপনিষৎ, রামতাপনীয়োপনিষৎ এবং মুক্তিকোপনিষদে নারায়ণের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষৎ আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, নারায়ণ বেদের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণভাগে পরমপুরুষ পরতত্ত্ব বলিয়া পূজিত হইতেন। প্রামাণিক উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র ও নারায়ণ একতত্ত্ব বলিয়া উক্ত আছে। তৎকালে বাসুদেবের অর্চ্চনার কথা বিশেষ জানা যায়। বাসুদেবের উপাসনা পরিজ্ঞাত থাকিলেও তাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। রামায়ণ ও মহাভারত-যুগে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ নারায়ণোপাসনা প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগে যখন বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়, তখন বাসুদেব নারায়ণের সহিত একত্ব লাভ করেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণোপনিষদে নারায়ণ-উপাসনার একটী মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেটী এই,—

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।" (১০।১।৬)

বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য চতুর্ব্যূহদের আলোচনা করিয়াছেন। বেদান্ত-ভাষ্যেও তিনি চতুর্ব্যূহবাদের কথা বলিয়াছেন। সেখানে তিনি নারায়ণের চতুর্ব্যূহবাদ ভাগবত-মত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাগবতমতের এই চতুর্ব্যূহ-বাদ অগ্রাহ্য। আনন্দগিরি, বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে চতুর্ব্যূহবাদকে দ্রবিড়াচার্য্যের মত বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য শঙ্কর মত খণ্ডনচ্ছলে বলিয়াছেন যে, "সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্মস্বরূপ, তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনই ব্যাহত হইতে পারে না। যাঁহারা ভাগবত শাস্ত্রের (পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের) প্রতি-পাদন-প্রণালী অবগত নহেন, তাঁহারাই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। কেন না, আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্মই আশ্রিত ব্যক্তি-বর্গের আশ্রয় প্রদানার্থ স্বেচ্ছায় আপনাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতিপাদনপ্রণালী। যথা,—পৌষ্করসংহিতায়—"যাহাতে গুরু-শিষ্য-

ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চতুর্ব্যূহের উপাসনা করেন, তাহাই আগম অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র।" সেই চাতুরাত্মোপাসনাই যে বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মের উপাসনা, তাহাও এই সাত্বতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। নিত্যসিদ্ধ ষড়্‌বিধগুণ-সম্পন্ন এবং সূক্ষ্মব্যূহরূপ বিশিষ্টসম্পত্তিশালী সেই বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বলেন,—ভগবদ্বিভব অর্চ্চনার প্রথমে ব্যূহপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর ব্যূহের আরাধনায় আবার বাসুদেবাখ্য সূক্ষ্ম পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। বিভব শব্দের অর্থ—রাম কৃষ্ণাদি অবতারসমূহ। ব্যূহ বলিলে বুঝিতে হইবে—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহ। আর সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতেছেন—কেবলই ষড় বিধ নিত্যসিদ্ধ-গুণময় দেহধারী বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম। পৌষ্করসংহিতা বলিয়াছেন,—

"যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
অস্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা॥"

অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি ব্যূহত্রয় এই পরব্রহ্মেরই স্বেচ্ছাকৃত শরীরস্বরূপ, সেই হেতুই "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে"—'যিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।' এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিত-বাৎসল্য-নিবন্ধন, স্বীয় ইচ্ছাকৃত অথচ পাপপুণ্য-কর্ম্মাধীন নহে, এরূপ শরীর-ধারণরূপ জন্মপ্রতিপাদন করায়, তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই ব্যূহত্রয়ই জীব, মন ও অহঙ্কার নামক তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, নারদ শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া পরমপুরুষের উপাসনায় নিরত হইলে, পরমপুরুষ নারায়ণ তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, ঐকান্তিকতা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। নারদ তাঁহাতে একান্ত নিরত, তাই তিনি নারদকে দেখা দিলেন। তৎপরে তিনি নারদের নিকট বাসুদেবধর্ম্ম বিবৃত করিলেন। তিনি বলিলেন, বাসুদেব পরমাত্মা ও সকল জীবের অন্তরাত্মা। তিনি পরমস্রষ্টা। তিনি সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তিতে সকল জীবের অধিষ্ঠাতা। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন বা মনের উৎপত্তি। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ বা অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। পরমপুরুষ বলিলেন, যাহারা আমার উপরি-উক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই মূর্ত্তিচতুষ্টয়ে প্রবেশ করে, তাহারা বিমুক্ত হয়। এই চতুর্ব্যূহবাদ বহুদিন হইতেই চলিতেছে। বৌদ্ধদিগের আজীবক সম্প্রদায় বা মগ্‌গলী-পুত্ত-মতবাদে ব্যূহবাদের সামান্যরূপ ইঙ্গিত আছে বলিয়া বোধ হয়। মৌর্য্যদিগের সময় যে ব্যূহবাদ বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহা তৎকালে এবং কিয়ৎকাল পরে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বিগ্রহপূজায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। পাণিনি সূত্রে (৬৷৩৷৯৮) বাসুদেব শব্দ আছে। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে এই শব্দটিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া-

ছেন যে, ইহা কোন ক্ষত্রিয়ের নাম নহে, ইহা সেই পরম উপাস্যের নাম। উল্লিখিত নির্দ্দেশে "বাসুদেব" "বলদেব" শব্দ দৃষ্ট হয়। স্যর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও গোপীনাথ রাও সংবাদ দিয়াছেন যে, নানাঘাটের বৃহৎ গুহায় একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ঐ শিলালিপিতে অন্যান্য দেবের নামের সহিত দ্বন্দ্বসমাসে 'সঙ্কর্ষণ', 'বাসুদেব' নামও দৃষ্ট হয়। এই শিলালিপির অক্ষর পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে খোদিত। রাজপুতনায় ঘোষুণ্ডিতে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষর পরীক্ষায় বুঝা যায় যে, উহা অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব দুই শত বৎসরের প্রাচীন।

দুঃখের বিষয়, শিলালিপিখানি বিকলাঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উহাতে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার দালানের চারি দিকে একটী প্রাচীর নির্ম্মাণের বিষয় উল্লিখিত আছে। বেসনগরে সম্প্রতি একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে যাহা খোদিত আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, Diyaর পুত্র Heliodora একজন ভাগবত বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন, তিনি তক্ষশিলার অধিবাসী ছিলেন, কোন রাজনৈতিক কার্য্যের ভার লইয়া যবনের রাজদূতরূপে Antalikita হইতে পূর্ব্বমালোয়ায় ভগভদ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। এই ভাগবত Heliodora দেবদেব বাসুদেবের সম্মানার্থ গরুড়ধ্বজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই লিপি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভেই খোদিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে দেবদেবরূপে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়।

ক্ষত্রিয় বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব ও বলদেবের কথা আমরা পুরাণাদিতে পাই। এই বলদেবের আর এক নাম সঙ্কর্ষণ। আমরা পাণিনি-সূত্রে বাসুদেবের সহিত বলদেবের এবং ঘোষুণ্ডি ও নানাঘাটের শিলালিপিদ্বয়ে বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণের নাম পাই। অধিকন্তু ঘোষুণ্ডি শিলালিপি পতঞ্জলি অপেক্ষাও প্রাচীন; সুতরাং পাণিনি-সূত্রোল্লিখিত বাসুদেব বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব হইতে পৃথক্ নন।

শিলালিপি হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, অন্ততঃ খৃষ্টাব্দের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বাসুদেব উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং ঐ উপাসকেরা ভাগবত বলিয়া অভিহিত হইতেন। গীতায় পুরুষ পরমেশ্বরের সঙ্কর্ষণ ও অন্যান্য ব্যূহ বা মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে এক স্থলে (৭।৪।৫) তাঁহার একাধিক অষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

> "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

গীতোক্ত জীব—ভাগবত-পদ্ধতিতে সঙ্কর্ষণ, অহঙ্কার—অনিরুদ্ধ, এবং মন ও বুদ্ধি সম্ভবতঃ একত্র প্রদ্যুম্নে পরিণত হইয়াছে। ভাগবত একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়রূপে পরিণত

হইবার পূর্ব্বে গীতা রচিত হয়; সুতরাং গীতোক্ত ভগবানের প্রকৃতিগুলির মধ্যে তিনটী ভাগবতমতে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া বাসুদেবের পরিবারভুক্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ভগবদ্গীতার পরে রচিত অনুগীতার দশম অধ্যায়ে একটী প্রাচীন আখ্যানে নারায়ণের চাতুর্হোত্রের কথা আছে। এই চাতুর্হোত্র-তত্ত্বের সহিত চতুর্ব্যূহতত্ত্বের কি কোন সম্বন্ধ আছে? অনুগীতার চাতুর্হোত্রের হোতা—আত্মা; অধ্বর্য্যু—বলির জন্য উদ্গীতব্য আত্মা; প্রশস্তার শস্ত্র—সত্য; দক্ষিণা—মুক্তি। অনুগীতা বলেন, যাহারা নারায়ণকে বুঝেন, তাঁহাদের দ্বারা ও তাঁহাদের সম্পর্কে ঋঙ্মন্ত্র উদ্গীত হইয়া থাকে। ইনিই সেই নারায়ণ, যাঁহার নিকট তাঁহারা পূর্ব্বে জীব বলি দিতেন। নারায়ণ ও বাসুদেব যে অভিন্ন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহারা যে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তৎসম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিয়াছি। যাদবজাতি উত্তর ও পশ্চিম-ভারতের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিল। যাদববীর দেবকীপুত্র কৃষ্ণ প্রকৃত ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া, তত্ত্বদর্শিরূপে যাদবদিগের মধ্যে যশোলাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। যাদবেরা তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল। এই সময় সম্ভবতঃ বিষ্ণুর অবতাররূপে বাসুদেবের পূজা যাদবদিগের পরমধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা এ দিকে আবার স্বজাতিবীর শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। এই উভয়বিধ আরাধনা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া, কালে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম বিষ্ণুর অবতাররূপে সকলের শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছিলেন।

ইহার কিছু পর হইতে বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, কৃষ্ণ, রাম, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদি অবতার সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আলোচনা হইতে লাগিল। পুরাণ, তন্ত্র ও আগমে সেই সমস্ত নানা প্রকারে চিত্রিত হইয়া বিবিধ প্রকারে বর্ণিত হইতে লাগিল। ইঁহাদের নানা অবস্থায় ভক্তহৃদয়ে যেমন নানাভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল, পুরাণাদিতেও তাঁহাদের বহুরূপ কল্পনাও চলিতে লাগিল।

শুক্রনীতি, বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি, অংশুমৎতন্ত্র, পঞ্চরাত্রাগম, বৈখানসাগম প্রভৃতি গ্রন্থে বিষ্ণুমূর্ত্তির নির্ম্মাণ ও প্রকারভেদ বহুপ্রকার আলোচিত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সময়-সাপেক্ষ ও প্রবন্ধের কলেবর অপরিমিতভাবে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। বারান্তরে ঐ সকল অতি প্রয়োজনীয় অংশের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মহীশূরস্থ সোমনাথপুর ও বেলুড় গ্রামস্থ কেশব-মন্দিরের গাত্রে বিষ্ণুর নানা মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। ইহাতে শিল্পের এত বৈচিত্র্য আছে যে, প্রত্যেক মূর্ত্তিকে পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লেখা যায়। আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য তাহা নয়। তবে দিগ্‌দর্শন হিসাবে দু'একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা করিলাম মাত্র। উল্লিখিত মন্দিরে বিষ্ণুর দশাবতারেরও মূর্ত্তি আছে।

দক্ষিণ-ভারতে বিষ্ণুবর্দ্ধন নৃপতি এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে জৈন ছিলেন, পরে রামানুজ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ১১১৭ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুর বিজয়নারায়ণ নামক মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ঐ বিষ্ণুবর্দ্ধন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত দক্ষিণ-ভারতে যে হয়সড়-স্থাপত্য সমস্ত ভারতবর্ষের স্থাপত্যকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহার ভাস্কর্য্যের বিশেষত্ব বিষ্ণুমূর্ত্তি লইয়া।

বেলুড়ের কেশব-মন্দিরে একটি সুন্দর লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির এক পার্শ্বে হনুমান্ এবং অপর পার্শ্বে গরুড়। হনুমান্ রামের ভক্ত, তাহা সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তিতে হনুমান্ একটি নূতন ঘটনার সূচনা করিতেছে। প্রাচীন বৈষ্ণব মতানুসারে কোথাও সীতারামের আরাধনা, কোথাও বা অন্য নামে পূজা হইত। ক্রমশঃ ঐ উপাসনা সীতারামে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত হনুমান্ দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, শিল্প-হিসাবে বিষ্ণুমূর্ত্তির উপর রামের প্রভাব হইয়া, এই নূতন স্থাপত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর প্রদেশে হইয়া থাকে।

বদরীনারায়ণেও লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে। প্রাচীনতর সত্যনারায়ণ—হরিদ্বার ও কেদারনাথ হইতে যে পথ গিয়াছে, তথায় শিবের সহিত পূজাধিকার লইয়া বিবাদ করেন; শেষে শ্রীনগর হইতে বদরী পর্য্যন্ত নূতন তরঙ্গেরই প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনেরও বড় একটা ব্যবস্থা হয়। ফলে কেদারনাথ ও বদরীনাথের জন্য মহান্ত বা রাউল দক্ষিণ-ভারত মাদ্রাজ হইতে আনিবার ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থা আজও সংরক্ষিত আছে। ইহাতে হিমাচল অঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

দ্রাবিড়দেশে অথবা গয়াধামের বেদীতে নারায়ণ এক। ইহাতে লক্ষ্মী নাই। পুরুষমূর্ত্তির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তির প্রচার দক্ষিণ-ভারত হইতেই উত্তর-ভারতে প্রথমে হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্বে পুরুষমূর্ত্তির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তি কোথাও ছিল না। এখনকার নারায়ণ নিশ্চয়ই বদরী বা মহারাষ্ট্রীয় নারায়ণের বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণের বিষ্ণুপূজা গুপ্তযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এখনকার বিষ্ণুপূজা বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের আখ্যান-বস্তুগুলিকেও বেশ রসান দেওয়া হইয়াছে।

একমাত্র দক্ষিণে মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে কৃষ্ণমূর্ত্তি পার্থসারথিরূপে পূজিত হইয়া থাকে। অদ্যাবধি গুপ্তদিগের প্রভাব দক্ষিণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণের নারায়ণমূর্ত্তিগুলি প্রাচীন মগধের সত্যনারায়ণমূর্ত্তি। স্কন্দগুপ্ত ভিটারি-লাটের উপর ৪৮০ খৃষ্টাব্দে যে নারায়ণমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, ইহা সেই নারায়ণ-মূর্ত্তি। তিনি তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ও হূণবিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নারায়ণমূর্ত্তিই পালরাজাদিগের সময়ে বাঙ্গালা দেশে খুব প্রচলিত ছিল।

বিষ্ণুমূর্ত্তির সঙ্গে দেবী-সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। এই দেবী—লক্ষ্মী। ভূমি বা ভূদেবীও বিষ্ণুর পত্নী। বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীর ইঙ্গিত বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আছে,—

"যঃ পূর্ব্বায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে
বিষ্ণবে দদাশতি।" ১।১৫৬।২

বিষ্ণুমূর্ত্তির সঙ্গে ভূদেবী পৃথিবীর কল্পনা বোধ হয়, বরাহ অবতার হইতে পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ স্ত্রী বা লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণে এবং মহী, পৃথ্বী বা ভূদেবী তাঁহার বামে থাকেন। পঞ্চরাত্রাগমে নীলাদেবীর কথা লিখিত হইয়াছে। এই লক্ষ্মীর আবার নানা ভেদ আছে—অষ্ট মহালক্ষ্মী নামে আট প্রকারের লক্ষ্মী আছেন। ইঁহাদের মধ্যে গজ-লক্ষ্মী খুব প্রচলিত। 'মানসার' ইঁহার নাম দিয়াছেন—সামান্যলক্ষ্মী; শিল্পসার-প্রদত্ত নাম ইন্দ্র-লক্ষ্মী। পদ্মপুরাণে বিষ্ণুর শক্তির নাম—শ্রী, ভূ, সরস্বতী, প্রীতি, কীর্ত্তি, শান্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি। ইঁহাদের সকলেরই চারি হাত। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের সঙ্গে অপর দেবীর সংস্থানের বিধি আছে। যেমন রামের পার্শ্বে সীতা; কৃষ্ণ-দম্পতীরূপে—রুক্মিণী, সত্যভামা ও রাধা। কৃষ্ণভগিনী-সুভদ্রা—বিষ্ণুর অবতার জগন্নাথের পাশে অবস্থিত।

পুরাণ এবং সংহিতার মধ্যে বিষ্ণুর নানাবিধ মূর্ত্তিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিনের অন্যতম বিষ্ণুকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিষ্ণু বলা যায়। বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতায় ইঁহার ত্রিবিধ মূর্ত্তির উল্লেখ আছে।—অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ এবং দ্বিভুজ। অষ্টভুজ বিষ্ণুর প্রহরণ—শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, শর, অভয় মুদ্রা, কার্ম্মুক, খেটক। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর—শঙ্খ, চক্র, গদা ও অভয় মুদ্রা। দ্বিভুজ বিষ্ণুর—শঙ্খ, অভয় মুদ্রা। সাধারণতঃ আমরা বিষ্ণুকে "শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণং"-রূপেই বর্ণিত এবং খোদিত দেখি। কিন্তু এখানে একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বরাহমিহিরের বর্ণিত বিষ্ণুর প্রহরণের মধ্যে "পদ্ম" নাই—তৎপরিবর্ত্তে অভয় মুদ্রা রহিয়াছে। ক্যানিংহাম সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পদ্মের সংস্থান দেখা যায় না। এই মুদ্রিত মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় ৩য় শতকের বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণেও অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়,—

ক্বচিদষ্টভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজমথাপরং।
দ্বিভুজশ্চাপি কর্ত্তব্যো ভবনেষু পুরোধসা॥—মৎস্যপুরাণম্।

বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা অনুসারে অষ্টভুজ, ষড়্ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ—এই চারি প্রকার মূর্ত্তির উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে ষড়্ভুজের প্রহরণ—শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, শর, অসি। ইহার মধ্যেও বিষ্ণুর হাতে পদ্মের অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে পরবর্ত্তী অংশে পদ্মের উল্লেখ দেখা যায় বটে।

ইহার পরেই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, বিষ্ণুর এই চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তির বর্ণনা নানাবিধ পুরাণ, তন্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণ,

অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হেমাদ্রিধৃত সিদ্ধার্থ-সংহিতা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বাসুদেবের নানাবিধ মূর্ত্তিভেদের বর্ণনা আছে। কালিকাপুরাণে ইনি গরুড়ে সমাসীন, চতুর্ভুজ, দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বামকক্ষে বাণপূর্ণ তূণীর, দক্ষিণে কোষবদ্ধ খড়্গ ও শরাসন। কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে ও গলে আজানুলম্বিত স্বর্ণমালা, পীতবস্ত্র পরিধান। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ। কালিকাপুরাণেরই অপর এক বর্ণনায় বাসুদেব কেবল নীলোৎপলদলশ্যাম ও চতুর্ভুজরূপে বর্ণিত। অগ্নিপুরাণের এক বাসুদেবের বর্ণনায় ব্রহ্মা ও শিব দুই পার্শ্বে অবস্থিত আছেন। ঐ পুরাণের অন্তবিধ বাসুদেব এইরূপ—"শ্রী-পুষ্টী চাপি কর্ত্তব্যে পদ্মবীণাকরান্বিতে" অর্থাৎ বাসুদেবের পার্শ্বে পদ্মপাণি শ্রী ও বীণাপাণি পুষ্টি থাকিবেন। ঐ পুরাণের অপর এক মূর্ত্তিতে চারি হাতের এক হাতে বরদ মুদ্রার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বাসুদেবের বর্ণন খুব প্রকাণ্ড। নূতনের মধ্যে স্ত্রীরূপধারিণী পৃথিবী এবং চামরধারিণী গদাদেবী বাসুদেবের প্রতি চাহিয়া থাকিবেন এবং পৃথিবীর করতলে বাসুদেবের চরণ দুইখানি স্থাপিত থাকিবে। (২) সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের স্বরূপ। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে ইঁহার বর্ণনা এইরূপ,—তিনি শুক্লবর্ণ, পরিধানে নীলবাস, গদা ও চক্রের পরিবর্ত্তে মুষল ও লাঙ্গল প্রহরণ। এই মুষল ও লাঙ্গল আবার "কর্ত্তব্যৌ নৃরূপৌ রূপসংযুতৌ।" (৩) প্রদ্যুম্নের দ্বিবিধ মূর্ত্তি অগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে ;—চতুর্ভুজ আর দ্বিভুজ। চতুর্ভুজের প্রহরণ বজ্র, শঙ্খ, ধনু, গদা। দ্বিভুজের ধনু ও শর। হেমাদ্রির মতে ইনি দূর্ব্বাঙ্কুরশ্যাম এবং সিতবাসা। বৃহৎ-সংহিতার মতে প্রদ্যুম্ন চাপভৃৎ ও নিস্ত্রিংশধারিণী স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান। (৪) অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি হেমাদ্রিতে এই,—পদ্মপত্রাভ বপুঃ, রক্তাম্বরধর, চক্র ও গদার পরিবর্ত্তে ইনি চর্ম্ম ও অসিধারী। অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও সিদ্ধার্থ-সংহিতায় (হেমাদ্রিধৃত) বিষ্ণুর চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহা এই—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, উপেন্দ্র, জনার্দ্দন হরি, কৃষ্ণ। এই চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির প্রত্যেকেই চতুর্ভুজ এবং প্রত্যেকেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। ইঁহাদের মূর্ত্তির বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে—বাম ও দক্ষিণহস্তের উর্দ্ধ অধঃক্রমে শঙ্খ-চক্রাদির অবস্থান-ভেদে। তদ্ভিন্ন এই মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে অপর কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুর আরও কতিপয় মূর্ত্তি আছে ; তাহা এই,—(১) ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণু, (২) লক্ষ্মীনারায়ণ বিষ্ণু, (৩) যোগস্বামী বিষ্ণু, (৪) হরিশঙ্কর বিষ্ণু, (৫) নারায়ণ, (৬) লোকপাল বিষ্ণু। (১) ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণুর আট হাত, দুই পার্শ্বে পদ্ম ও বীণাধারিণী লক্ষ্মী সরস্বতী, দক্ষিণে বিশ্বরূপ। (২) লক্ষ্মীনারায়ণ—হেমাদ্রি, পদ্মপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণের মতে এই মূর্ত্তি ত্রিবিধ। প্রথম ইহাতে লক্ষ্মী, নারায়ণের বাম জঙ্ঘায় উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মীর হাতে পদ্ম ও চামর থাকিবে।

দ্বিতীয়—ইহাতে মাত্র লক্ষ্মী বাম অঙ্কে থাকিবেন। তৃতীয়—লক্ষ্মী ও নারায়ণের মূর্ত্তি সংলগ্ন হইবে। নারায়ণের বামহস্ত লক্ষ্মীর কুক্ষিদেশে এবং লক্ষ্মীর দক্ষিণহস্ত নারায়ণের কণ্ঠলগ্ন হইবে। চামরগ্রাহিণী সিদ্ধি সমীপে থাকিবেন। বাহন নিম্নে বামভাগে। শঙ্খচক্রধারী দুইজন বামন পুরুষ থাকিবেন। ব্রহ্মা এবং শিব উপাসকভাবে নিকটে থাকিবেন। (৩) যোগস্বামী—ইনি চতুর্ব্বাহু, অল্প মীলিতলোচনে পদ্মাসন করিয়া শ্বেতপদ্মের উপর আসীন। শঙ্খ-চক্র-গদা-প ধারী। (৪) হরিশঙ্কর—ইনি বিংশবাহু, চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, বামপার্শ্বে জলশায়ী, লক্ষ্মী কর্ত্তৃক একটি চরণ ধৃত এবং বিমলাদি কর্ত্তৃক স্তুত। (৫) নারায়ণ—পদ্মাসীন, দক্ষিণে লক্ষ্মী বসুপাত্র, স্বর্ণপদ্ম ও মাতুলুঙ্গ ধারণ করিয়া থাকিবেন, বামে পৃথিবী ধান্যপাত্র ও রক্তোৎপল ধরিয়া থাকিবেন। বিমলাদি শক্তিগণ চামর ধরিয়া থাকিবেন। (৬) লোকপাল—ইনি "একবক্ত্রো দ্বিবাহুশ্চ গদাচক্রধরঃ প্রভুঃ।"

পুরাণে বিষ্ণুর অবতারের কথা আছে।* প্রথম প্রথম বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য বলিয়াই কল্পিত হইত। তার পর ক্রমে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রচেষ্টা হইতে লাগিল। হরিবংশে (১ম অধ্যায়, ৪২ প্রভৃতি শ্লোক) আটটী অবতারের নাম পাওয়া যায়,—বরাহ, নৃসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, জামদগ্ন্য (পরশুরাম), রাম, কৃষ্ণ ও কল্কি। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (১) হংস, (২) কূর্ম্ম, (৩) মৎস্য, (৪) বরাহ, (৫) বামন, (৬) পরশু (রাম), (৭) রাম দাশরথি, (৮) সাত্বত (কৃষ্ণ) ও কল্কি, এই নয়টী অবতারের নাম আছে। দেবীপুরাণে (১অঃ, ৫ শ্লোক) বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণুর অবতার ৬০টী। ভাগবত-পুরাণ (১।৩।১ ইত্যাদি) বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য বলিয়া, পরে ২২টী অবতারের উল্লেখ করিয়াছেন; ২২টী অবতারের নাম, যথা—

১। পুরুষ
২। বরাহ
৩। নারদ
৪। নর অথবা নারায়ণ
৫। কপিল
৬। দত্তাত্রেয়
৭। যজ্ঞ, যজ্ঞমূর্ত্তি অথবা যজ্ঞেশ
৮। ঋষভ
৯। পৃথু
১০। মৎস্য
১১। কূর্ম্ম
১২। ১৩—ধন্বন্তরি
১৪। নরসিংহ
১৫। বামন
১৬। পরশুরাম
১৭। বেদব্যাস
১৮। রাম
১৯। ২০—বলরাম ও কৃষ্ণ
২১। বুদ্ধ
২২। কল্কি

* প্রথম প্রথম "অবতার" শব্দের প্রয়োগ ছিল না। অবতারকে "প্রাদুর্ভব" বলা হইত। হরিবংশে, মহাভারতে প্রাদুর্ভব শব্দ আছে। হরিবংশ "দশপ্রাদুর্ভবাঃ" স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নাম করিবার সময় ৮টীর বেশী নাম করেন নাই।

ভক্তমাল ২৬টী এবং পঞ্চরাত্র ৩৯টী অবতারের কথা বলিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশটীকে বিষ্ণুর দশাবতার বলিয়া থাকি। কিন্তু পুরাণাদিতে দশাবতারের মধ্যে ঠিক এই কয়টী নাম পাওয়া যায় না। ক্ষেমেন্দ্রের অবদানকল্পলতায় সর্ব্বপ্রথম দশাবতারের মধ্যে এই দশটী নাম পাওয়া যায়। অতঃপর কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে পুনরায় এই নাম দশটী দেখিতে পাই। দশাবতারের তালিকায় এই দশটী নাম কেমন করিয়া কথন্ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুসন্ধেয়। যাহা হউক, স্থাপত্যে আমরা দশাবতারের বহু প্রকার মূর্ত্তি যথেষ্টই দেখিতে পাই। সেগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দিতে চেষ্টা না করিয়া, সাধারণ মূর্ত্তিগুলির একটী তালিকা দেওয়া হইল,—

অবতার—

১। মৎস্য—
(ক) হয়গ্রীব

২। কূর্ম্ম—

৩। বরাহ—
(ক) যজ্ঞ-বরাহ
(খ) ভূ-বরাহ
(গ) আদি-বরাহ
(ঘ) প্রলয়-বরাহ

৪। নরসিংহ—
(ক) উগ্র-নরসিংহ
(খ) লক্ষ্মী-নরসিংহ
(গ) যোগ-নরসিংহ
(ঘ) কেবল-নরসিংহ
(ঙ) গিরিজা-নরসিংহ
(চ) স্থৌন নরসিংহ
(ছ) যানক-নরসিংহ

৫। বামন—
(ক) ত্রিবিক্রম

৬। পরশুরাম—
জামদগ্ন্য রাম

৭। রাম—
(ক) রামচন্দ্র, রামভদ্র বা রাঘব রাম
(খ) বলভদ্র রাম

৮। কৃষ্ণ-রুক্মিণী—
(ক) গোপাল
(খ) নবনীত নৃত্যমূর্ত্তি বা বালকৃষ্ণ নবনীত-নট
(গ) সন্তান-গোপাল
(ঘ) বটপত্রশায়ী
(ঙ) কালীয়-কৃষ্ণ
(চ) কালীয়াদিমর্দ্দক
(ছ) বেণু-গোপাল
(জ) গান-গোপাল
(ঝ) মদন-গোপাল
(ঞ) গোবর্দ্ধন-কৃষ্ণ
(ট) গোবর্দ্ধনধর
(ঠ) গোপীবস্ত্রাপহারক
(ড) পার্থ-সারথি
(ঢ) রাধাকৃষ্ণ

৯। বুদ্ধ—

১০। কল্কি—

আসনাদি অনুসারে বিষ্ণুমূর্ত্তির নামভেদও হইয়া থাকে। আসন অনুসারে বিষ্ণুর কিরূপ নাম-ভেদ হয়, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বিষ্ণু—(চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজ)

মধ্যমযোগস্থানকমূর্ত্তি
ভোগস্থানক মূর্ত্তি
অধম „ „
বীরস্থানকমূর্ত্তি
অভিচারিকাস্থানকমূর্ত্তি
স্থানকমূর্ত্তি
মধ্যমভোগস্থানকমূর্ত্তি
যোগস্থানকমূর্ত্তি
ভোগাসনমূর্ত্তি
মধ্যমভোগাসনমূর্ত্তি
অধমবীরাসনমূর্ত্তি
বীরাসনমূর্ত্তি
অভিচারিকাসনমূর্ত্তি
যোগশয়ানমূর্ত্তি
মধ্যমযোগশয়ানমূর্ত্তি
ভোগশয়ানমূর্ত্তি
উত্তমভোগশয়ানমূর্ত্তি
বীরশয়ানমূর্ত্তি
অভিচারিকাশয়ানমূর্ত্তি

এছাড়া বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্ত্তিরও কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্ত্তি

১। অনন্তশায়ী
২। বৈকুণ্ঠ-নারায়ণ (বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠনাথ)
৩। লক্ষ্মীনারায়ণ
৪। আদিমূর্ত্তি
৫। জলশায়ী
৬। কবিবরদ
৭। বরদরাজ
৮। বিট্ঠল
৯। জগন্নাথ
১০। রতি-মন্মথ
১১। গরুড-নারায়ণ
১২। ঐ এবং গজেন্দ্রমোক্ষ
১৩। যোগেশ্বর-বিষ্ণু
১৪। পাণ্ডুরঙ্গ বা বিঠোবা
১৫। গরুড়
১৬। পদ্মনাভ অথবা রঙ্গনাথ
১৭। দত্তাত্রেয়
১৮। হরিহর পিতামহ
১৯। ত্রৈলোক্যমোহন
২০। বিশ্বরূপ
২১। ধর্ম্ম
২২। বেঙ্কটেশ
২৩। হরিকৃষ্ণ*

বিষ্ণুর গরুড়ধ্বজের উল্লেখ দেবীপুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকজন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত গরুড়ধ্বজের ব্যাপারটী গ্রীক ভাগবত Diya বা

Heliodora সম্পর্কে সূচিত বলিয়া মনে করেন। দেবীপুরাণে আছে, ঘোর দৈত্য বিষ্ণুকে খড়্গ, চক্র ও গদাধারী বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। আর একবার তিনি স্তবে বিষ্ণুকে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গধারী বলিয়াছেন। এই উভয় স্তবে দেখা যাইতেছে যে, বিষ্ণুর হস্তে পদ্ম নাই। প্রথম স্তবে শঙ্খও নাই। বিষ্ণুর হস্তে যে পদ্ম থাকিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। তবে তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তভ-শোভিত হওয়া চাই। সকল বিষ্ণুমূর্ত্তিতেই তাহা থাকিবে। কেবল বঙ্গদেশের বিষ্ণুমূর্ত্তিতে কৌস্তভচিহ্ন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুমূর্ত্তির বক্ষে বা হস্তে শ্রীবৎসলাঞ্ছন থাকিতেও পারে, নাও পারে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় (বঙ্গদর্শন, ১৩১০, পৃঃ ৬৫, ৬৬) মনে করেন যে, বিষ্ণুর পূর্ব্বে গদা ছিল না। বিষ্ণু সম্ভবতঃ বৈদিক পূষার গদাটী কাড়িয়া রাখিয়াছিলেন। চক্রটী বিষ্ণুর পৈতৃক সম্পত্তি, এবং তাহা নিশ্চয়ই আদিত্যের চক্র। তিনি আরও বলেন যে, বিষ্ণু যে পদ্মপাণির পদ্মটী হাতে করিয়া উপস্থিত, তাহা তাঁহার শান্তিময় স্বরূপ-বর্ণনা হইতেও কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এগুলি সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত উপাদান যথেষ্ট নহে। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও বিষ্ণু স্থান পাইয়াছেন। তবে বিষ্ণুর স্থান তাঁহারা উচ্চ করেন নাই। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধেরা বুদ্ধের চারি পাশের দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুকে ধরেন নাই। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বিষ্ণুর (কেন্হুরে) উল্লেখ আছে। জৈনসূত্রভূমিকায়, (S. B. E. Vol. 22) বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। (৫৩৭ সংখ্যক জাতক) সুতসোমজাতকে অমোঘসিদ্ধি ও বিষ্ণু অভিন্ন বলা হইয়াছে। সুতসোম গৌতমের কোন পূর্ব্বজন্মের নাম। যবদ্বীপে এই জাতকের অনুরূপ কাহিনী। যবদ্বীপবাসীরা বলে, বুদ্ধ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশ্বর। আর সুতসোম সেই বুদ্ধের অবতার। ব্যাঙ্ককেও বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। এই স্থানের রাজকীয় মন্দিরগুলিতে রামায়ণের বহু মূর্ত্তি ও চিত্র আছে। এখানে গরুড়ারূঢ় "নরৈ" বা নারায়ণ-বিষ্ণুর একটী মূর্ত্তি আছে। যবদ্বীপে বোরোবদর হইতে অল্পদূরে "প্রম্বনম্" মন্দিরমালা অবস্থিত। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও নন্দীর স্বতন্ত্র চারিটী মন্দির আছে। বিষ্ণুর পূজা হয় না। তবে শিল্পে গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তির সংখ্যা বড় কম নয়।

বলিদ্বীপে আমাদের যেমন হরি-হর মূর্ত্তি আছে, যবদ্বীপে তেমনই বিষ্ণু-বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। এখানে শিবের স্থান সর্ব্বোচ্চ—তাহার পর বিষ্ণুর স্থান। এইখানের "কমহাযানিকন" নামক একাদশ শতকের মহাযানিক গ্রন্থেও বিষ্ণু-বুদ্ধের কথা আছে।

চম্পার লোকেরা শৈব। তবে সেখানেও বিষ্ণুপূজার যে প্রভাব ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৮১১ খৃষ্টাব্দের একটী শিলালিপিতে (Corpus II, pp. 229, 230) শঙ্করনারায়ণের মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এখানে গোবর্দ্ধনধারী নারায়ণের একটী মূর্ত্তি আছে। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপিতে রাম ও কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে

ক্ষোদিত আছে যে, প্রথম জয়হরিবর্ম্মরাজ বিষ্ণুর অবতার (B. E. F. E. O., 1904, pp. 959, 960)। গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তি এখানে অতি অল্পই আছে (B. E. F. E. O., p. 1901, p. 18)। সিংহলের অধিবাসীর প্রায় চতুর্থাংশ হিন্দু তামিল। উত্তরাঞ্চলে দ্রাবিড়-রীতিতে নির্ম্মিত অনেকগুলি হিন্দু-মন্দির আছে। এখানকার বৌদ্ধ-মন্দিরেও হিন্দুদেবতা স্থান পাইয়াছেন। এই সমস্ত মন্দিরের মধ্যে দক্ষিণদিকের শ্রেণীতে প্রায়ই বুদ্ধমূর্ত্তি থাকে এবং বামদিকের শ্রেণীতে মহাব্রহ্মা, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয় ও মহাসামনের মূর্ত্তি থাকে। তন্মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তির বিশেষ পূজা ও সম্মান করা হয়। এইখানকার বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে, বিষ্ণু বুদ্ধের সম্মান করিয়া থাকেন (Ceylon, Ant. July, 1916)। সম্প্রতি অনগারিক ধর্ম্মপাল-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধবিহারেও একটী সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে।

তিব্বতে হয়গ্রীবকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয় (Journal (Bxddhist text society, Voll. II, pt. II, Appendix II. p. 6, 1904)। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বাহিরেও এক সময়ে বিষ্ণুর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। *

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

* উপসংহারে বক্তব্য যে, প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত যে সমস্ত পুস্তক হইতে বা যাঁহাদের নিকট সাহায্য লইয়াছি, সেই সমস্ত গ্রন্থ ও ব্যক্তির নাম নিম্নে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি,—

১। R. G. Bhandarkar—Vaishnavism, Saivism &c.

২। Binodebihari Kavyatirtha—Varieties of Vishnu Image.

৩। Sir Charles Eliot—Hinduism & Buddhism.

৪। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সরস্বতী, বি ই।

৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

মহাদেব*

রবিবার দিন শ্রীমান্ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন, মঙ্গলবার দিন শ্রীমান্ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ বিষ্ণু সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন; আজ বৃহস্পতিবার—আমার পালা। শেষ পালা, মধুরেণ সমাপয়েৎ—শিবের পালা। বিনয় ও অমূল্যর কাজ একটু সোজা—কারণ, বেদে ব্রহ্মাও আছেন, বিষ্ণুও আছেন। আমার পালা কঠিন—কারণ, শিব বেদে নাই, অথচ এখনকার ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে তিনি একজন প্রধান। শিব বড়, কি বিষ্ণু বড়, এ বিষয়ে অনেক ঝগড়া আছে। সে ঝগড়ায় মাথা দিবার আমার দরকার নাই, তবে তারা দু'জনাই যে ব্রহ্মার চাইতেও বড়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কারণ, ব্রহ্মার পূজা বড় একটা নাই।

আমাদের ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। ব্রহ্মার লোক আছে, ভুবন আছে; বিষ্ণুরও লোক আছে, ভুবন আছে। ব্রহ্মার ভুবন ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুর ভুবন বিষ্ণুলোক—গোলোক বা বৈকুণ্ঠ। ব্রহ্মার দাস আছে, দাসী আছে, অনুচর আছে, অট্টালিকা আছে, উদ্যান আছে। বিষ্ণুরও দাস আছে, দাসী আছে, অনুচর আছে, অট্টালিকা, উদ্যান—সবই আছে। শিবের কিছুই নাই, তিনি থাকেন পরের দেশে, কুবের কৈলাসের অধিপতি—তিনি কৈলাসের বাহিরে একটা বাগানে পড়ে' থাকেন। তাঁহার বাড়ী নাই, ঘর নাই—প্রায়ই ঘুরে বেড়ান—প্রায়ই থাকেন শ্মশানে-মশানে। ব্রহ্মার বেশ আছে, ভূষা আছে; বিষ্ণুরও বেশ আছে, ভূষা আছে, শিবের কিছুই নাই—আছে কেবল বাঘের ছাল। কোন সময়ে তাহাও থাকে না—তিনি দিক্‌গুলি জড়িয়ে কাপড় বলিয়া পরেন, অর্থাৎ দিগম্বর বা নেংটা থাকেন। দেবতা হ'বার যা-কিছু আনুষঙ্গিক, তা সবই ব্রহ্মারও আছে, বিষ্ণুরও আছে। শিবের নাই, অথচ শিব ত্রিমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি। এর মানে কি?

বেদে অনেক দেবতা আছেন। অগ্নি আছেন, ইন্দ্র আছেন, বায়ু আছেন, বরুণ আছেন, সূর্য্য আছেন, সবিতা আছেন, ভগ আছেন, পূষা আছেন, অর্য্যমা আছেন, কিন্তু শিব নাই। যজ্ঞে সব দেবতার ভাগ আছে, শিবের নাই। শিব তা হইলে এলেন কোথা থেকে?

এখনকার পণ্ডিতেরা বলেন, শিব রুদ্র। ঋগ্বেদে কিন্তু রুদ্র শব্দ বহুবচনে ব্যবহার হয়, অর্থাৎ রুদ্রেরা একটা গণ। অমরকোষ বলেন, "রুদ্রাশ্চ গণদেবতাঃ।" চীৎকার করিয়া আকাশে ঘুরিয়া বেড়ান বলিয়া তাঁহাদের নাম হইয়াছে রুদ্র। তাঁরা দল বাঁধিয়া বেড়ান। তাঁহাদের মনিব ইন্দ্র। ইন্দ্র তাঁহাদের বড় ভালবাসেন। আর একটা

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

গণ—সেও ইন্দ্রের। তার নাম মরুৎগণ। তারাও অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়। সকলেই মনে করে, রুদ্রগণ ও মরুৎগণ এক। ঝড়-বৃষ্টি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বজ্র ও বিদ্যুৎ থাকে। ঝড়-বৃষ্টির দেবতা হলেন রুদ্রগণ। সুতরাং উভয়েই এক।

ঋগ্বেদে একবচনেও রুদ্র আছে। তিনি এই রুদ্রদের পিতা এবং পৃশ্নি বা পৃথিবী তাহাদের মাতা; কিন্তু অন্যান্য জায়গায় রুদ্রদিগের উৎপত্তি অন্যরূপে বর্ণিত আছে। রুদ্র ও মরুৎগণ হইতেই বোধ হয়, অতি প্রাচীনকালে রুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। মরুৎগণ ও রুদ্রগণ গণদেবতা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের ত একজন কর্ত্তা থাকা চাই—সেই কর্ত্তাই রুদ্র। বৈদিক ঋষিরা রুদ্রের ভয়েই অস্থির। তাঁহাদের কেবল কথা—ওগো, আমাদের মেরো না, আমাদের মেরো না; ছেলে মেরো না, গরু মেরো না, বাছুর মেরো না, পশু মেরো না। তোমাদের হাতের অস্ত্র-শস্ত্রগুলি আমাদিগের দিকে ছুড় না—অন্য দিকে ছোড়। রুদ্র খুসী হইলে ভালও করিতে পারেন, অনেক সময় ব্যারাম আরাম করিয়া দিতেও পারেন। ঋগ্বেদে বহুবচনে রুদ্রই বেশী; একবচনে তিনটি মাত্র সূক্ত আছে। যজুর্ব্বেদে এ সব শাখারই একটি করিয়া রুদ্রাধ্যায় বা শতরুদ্রীয় আছে। অমঙ্গল নিবারণের জন্য বাঙ্গালা ভিন্ন সর্ব্বত্রই রুদ্রাধ্যায় পঠিত হয়। সব ব্রাহ্মণ যজুর্ব্বেদের অন্য অংশ মুখস্থ করুন আর না করুন, রুদ্রাধ্যায়টি মুখস্থ করেন। এই রুদ্র আমাদের শিব হইতে পারেন না। কারণ, আমাদের শিব যদিও সংহারের দেবতা বটেন, তথাপি তিনি নিরন্তর লোকের অমঙ্গল করিয়া বেড়ান না। সুতরাং যজুর্ব্বেদের রুদ্র আমাদেব শিব হওয়া বড়ই কঠিন। সামবেদীয় সন্ধ্যায় আমরা এক রুদ্রের কথা পাই, তাহার মন্ত্র এই,—

> "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
> ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ।

আমাদের শিব দেখুন,—

> "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
> রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
> পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
> বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"

প্রথমতঃ রঙেই তফাৎ। রুদ্র হইলেন কৃষ্ণ-পিঙ্গল; শিব হইলেন—রজতগিরিনিভ। আমাদের শিব পঞ্চবক্ত্র—রুদ্র পঞ্চবক্ত্র নহেন, রুদ্র ঊর্দ্ধলিঙ্গ—আমাদের শিব তাহা নহেন, সুতরাং রুদ্র শিব হইতে পারিলেন না। আমাদের শিবের পূজা করিতে গেলে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। রুদ্রের পূজায় অষ্টমূর্ত্তি নাই। সুতরাং রুদ্র ও শিব এক হইতে পারেন না। ঋগ্বেদে শিব শব্দ অনেক জায়গায় আছে বটে, কিন্তু সব জায়গায় বিশেষণ—বিশেষ্য নহে। যজুর্ব্বেদ সামবেদেও তাই। ঋগ্বেদে মহাদেব শব্দ একেবারেই নাই। মহাদেব যে দু'টি নামে আমাদের নিকট পরিচিত, সে দু'টির একটিও নাই।

শিবও নাই—শম্ভুও নাই, তবে এ শিবই বা কে, মহাদেবই বা কে, শম্ভুই বা কে? অথর্ব্ববেদে একটি অধ্যায় আছে, সেটির সংখ্যা ১৫; সেটিকে যেই পড়ে, সেই বলে, অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ইহা একটি কোন রহস্যময় পদার্থ,—চারিদিকে পদ্য, কিন্তু এ অধ্যায়টি গদ্য; চারিদিকে অতি প্রাচীন বৈদিক ভাষা, কিন্তু এটি যেন সংস্কৃত ভাষা। চারিদিকে মন্ত্র, যাদুবিদ্যা, ঝাড়-ফুকের মন্ত্র, মধ্যে বেশ একটু ঘোরাল কবিকল্পনা; চারিদিকে সমস্তই অতি প্রাচীন পদার্থ, মধ্যে একটু নূতন জিনিস। চারিদিকে যজ্ঞের আয়োজন, মধ্যে বেশ একটু ফুর্ত্তির কল্পনা। যেই পড়ে, সেই মুগ্ধ হয়—আশ্চর্য্য হয়, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারে না। সব অধ্যায়টিই ব্রাত্যকে বাড়াইবার জন্য লেখা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাত্য বলিতে কি বুঝায়? মনু বলিয়াছেন, "সাবিত্রী-পতিতা ব্রাত্যাঃ।" আর্য্যদের মধ্যে যদি কেহ সাবিত্রী হইতে পতিত হন, তিনিই ব্রাত্য। কিন্তু এখানে ব্রাত্য বলিতে তাহা বুঝায় না; যদি তাহাই বুঝাইত, তাহা হইলে, মানেটা আরও জটিল হইয়া যাইত। যে পতিত, তাহাকে আবার বাড়ান? কোন যেমন তেমন বাড়ান নহে—আকাশ পাতাল বাড়ান। সুতরাং ব্রাত্য শব্দের মানে খুঁজিতে হইল; দেখিলাম, ব্রত-পতিত হইলে ব্রাত্য হয় না। পতিত অর্থে শব্দের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয় হয় না। ঋগ্বেদে দেখিলাম, ব্রাত শব্দ আট বার ব্যবহার আছে। ব্রাত বলিতে দল বুঝায়। যে দলের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহাকেই ব্রাত বলে। ব্রাতরা ঋষিদের শত্রু ছিলেন। ঋষিদের অনেক সময় ব্রাতদিগের সহিত লড়াই করিতে হইত। এক জায়গায় আছে যে, ঋষিরা দেবতাদের কাছে এমন রথ প্রার্থনা করিতেছেন, যেন, তাঁহারা ব্রাতদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারেন। সুতরাং ব্রাত বলিতে ঋষিদের বিরুদ্ধ কোন যাযাবর জাতি বুঝাইত। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না; দু'চার দিন কোথাও বাস করিত, তাহার পর উঠিয়া যাইত। দু'চারি দিন যেখানে বাস করিত, তাহার নাম ব্রাত্যা। সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের ১৭শ অধ্যায়ে ব্রাত্যা শব্দ আছে। ব্রাত্যেরা ব্রাত্যায় থাকিত। তাহারা ব্রহ্মচর্য্য করিত না, কৃষি করিত না, বাণিজ্য করিত না। করিত কি?—পশুপালন। ঋষিদের মতন তাহাদের ধনুকও ছিল না, বাণও ছিল না, কিন্তু ইহাদের বাঁক ছিল; ধনুকের "জ্যা" ছিল না, এমন এক ধনুক ছিল; তীর ছিল না, বাঁকের বাড়ি মারিত। ঋষিদের ভাল ভাল রথ ছিল,—ব্রাত্যদের গরুর গাড়ী ছিল। ঋষিদের চাবুক ছিল,—ওদের পাচনবাড়ী ছিল। ঋষিদের ঘোড়া খুব সায়েস্তা ছিল,—এদের ঘোড়া একবার এদিকে যাইত, এক বার ওদিকে যাইত। ঋষিদের রথের তক্তা আটা থাকিত,—ইহাদের গরুর-গাড়ীতে তক্তা বিছান থাকিত। উহারা তেরচা করিয়া টুপি মাথায় দিত, কোমরে দুইপাছা দড়ি দিয়া কাপড় বাঁধিয়া রাখিত। তাহারা কালাপেড়ে কাপড় পরিত, চামড়া দেওয়া খড়ম পরিত।

এই ত গেল ব্রাত্যদের কথা। ইহাদের বাড়াইবার জন্যই কি অথর্ব্ববেদের ১৫শ

অধ্যায় লেখা হইয়াছিল? সে কথার বিচারের পূর্ব্বে দেখা যাউক, ব্রাত্যরা কোন্ বংশ? পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বলে,ব্রাত্যেরাও ঋষিদের মতন দৈব প্রজা,অর্থাৎ দেবতাদিগের উপাসক। তবে তাহাদের দেবতারা স্বর্গে গিয়াছিলেন, উহারা দেবতাদের খুজিয়া পাইত না; চারিদিকে খুজিয়া বেড়াইত—পাইত না। মরুৎ-দেবতারা তাহাদিগকে কতকগুলি সামগান শিখাইয়া দিয়াছিল, সেই গান করিলে, তাহারা দেবতাদের খুজিয়া পাইত। সেই গানগুলির নাম ব্রাত্যস্তোম। যে যজ্ঞে ব্রাত্যস্তোম হইত, তাহার নামও ব্রাত্যস্তোম। অন্য অন্য যজ্ঞে ঋত্বিক্ ছাড়া একজন মাত্র যজমান থাকে, দু'জন যজমানের কথা বড় দেখা যায় না, কিন্তু ব্রাত্যস্তোমে যজমান হাজার হাজার হইতে পারে। আর সকলেই ব্রাত্যস্তোম করিয়া পবিত্র হইয়া যাইত ও ঋষিদের সঙ্গে সমান হইয়া যাইত। ব্রাত্য-স্তোমের পর ঋষিরা ব্রাত্যদিগের সঙ্গে একত্রে খাইতেন, তাহাদের হাতের রান্না খাইতেন, তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দিতেন,—তিন বেদই পড়িতে দিতেন, তাহাদের ঋত্বিক্ হইতে দিতেন; মোটামুটি তাহাদিগকে আপনাদের সমান করিয়া লইতেন। কিন্তু তাহাদের ব্রাত্য অবস্থার কোন সম্পত্তি আনিতে দিতেন না। তাহারা সেগুলি হয় ব্রাত্যদের দান করিত, না হয় মগধদেশের ব্রাহ্মণদের দান করিয়া আসিত। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, তাহারা আর্য্যবংশীয় ছিল, যতক্ষণ যাবাবর থাকিত, ততক্ষণ ঋষিরা তাহাদের সঙ্গে আহার-ব্যবহার করিতেন না; ব্রাত্যস্তোম করিয়া কোন স্থানে স্থায়িভাবে বাস করিলে, তাহাদিগকে আপনাদের সমান করিয়া লইতেন। তখন তাহারা সামগান রচনা করিত, মন্ত্রদর্শন করিত —এমন কি, বেদের শাখাও সংগ্রহ করিত। তাহারা ঋষিদের সমাজে নবজীবন সঞ্চার করিয়া দিত; ঋষিরা যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানের নাম ছিল অন্তর্দ্দেশ। ব্রাত্যেরা অন্তর্দ্দেশেও থাকিত, বাহিরেও থাকিত। অন্তর্দ্দেশ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থান, গঙ্গা-যমুনার অপর পারেও খানিকটা ছিল। ব্রাত্যেরা অন্তর্দ্দেশেও ঘুরিয়া বেড়াইত, আর উহার চারিদিকেও ঘুরিয়া বেড়াইত।

আমরা পূর্ব্বে জানিতাম যে,পতিত না হইলে ব্রাত্য হয় না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ব্রাত্য ও ঋষিরা একবংশীয়। ব্রাত্যেরা যাযাবর এবং ঋষিরা স্থায়ী। ব্রাত্যেরা স্থায়ী হইলে ঋষিদের সমান হইত। এত দিন ব্রাত্যশব্দের এই অর্থ বুঝা যায় নাই বলিয়া, অথর্ব্ববেদের ১৫ সংখ্যক অধ্যায়টী ভাল বুঝা যায় নাই। অথর্ব্ববেদের এই অধ্যায়টী ব্রাত্যদিগের প্রশংসাই বটে। কিন্তু সে যে-সে ব্রাত্য নহে। ব্রাত্যেরা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিলেন, আপনি আপনার ভিতরে লক্ষ্য করিয়া দেখুন। প্রজাপতি দেখিলেন, একটা আলো,—একটা "সু" বর্ণ রহিয়াছে। সে আলো তিনি জন্মাইয়া দিলেন, অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সে এক হইল, শ্রেষ্ঠ হইল, মহৎ হইল, ব্রহ্ম হইল, সে তপ হইল, সে সত্য হইল, সে বাড়িতে লাগিল, সে "মহাদেব" হইল, সে দেবগণের কর্ত্তৃত্ব পাইল, সে ঈশান হইল, সে একব্রাত্য হইল। অর্থাৎ ব্রাত্যগণের দেবতা হইলেন। ব্রাত্যগণ যেন সব

এক হইয়া দেবতারূপে আবির্ভাব হইল। ইন্দ্রধনু উহার ধনু হইল; কারণ, ইন্দ্রধনুর ছিলা নাই, সুতরাং সে ব্রাত্যদিগের ঠিক ধনু হইল। সেই ধনুর উদর নীল, পৃষ্ঠ লোহিত। নীল অংশের দ্বারা উহারা শত্রুদিগকে অভিভূত করে এবং লোহিত অংশের দ্বারা শত্রুদিগকে বিদ্ধ করে।

সুতরাং এই অধ্যায়ে ব্রাত্যকে বাড়ান হইল না, ব্রাত্যের দেবতাকেই বাড়ান হইল। সেই দেবতাই আমাদের শিব। তিনি মহাদেব; তিনিই ঈশান। মহাদেব শব্দ ঋগ্বেদে নাই, যজুর্ব্বেদে নাই; সামবেদে আছে—কিন্তু সেখানেও নাম বলিয়া বোধ হয় না; একটা বিশেষণ বলিয়া বোধ হয়। ইনি যে শিব, ইহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি পূর্ব্বদিকে চলিলেন, কতকগুলি সাম, কতকগুলি দেবতা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শ্রদ্ধা তাঁহার প্রিয়তমা, মাগধ তাঁহার পরামর্শদাতা হইল, বিজ্ঞান তাঁহার কাপড় হইল, দিন উষ্ণীষ হইল; রাত্রি কেশ হইল ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপে তিনি দক্ষিণদিকে চলিলেন, পশ্চিমদিকে চলিলেন ও উত্তরদিকে চলিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দেবতা, সাম ইত্যাদি চলিলেন। তাহার পর ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া এক বৎসর দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপে দেখা গেল, তাঁহার পাঁচ মাথা হইল। তিনি একবৎসর ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া থাকিলে, দেবতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাত্য! তুমি দাঁড়াইয়া আছ কেন? তিনি বলিলেন, আমায় আসন্দী (চারপাই) দাও। দেবতারা দিলেন। চারিটি সাম উহার দুইটি বাজু ও দুইটি আড়ানি হইল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত চারিটি পায়া হইল। ঋক্‌গুলি লম্বা দড়ি হইল, যজুগুলি ছোট দড়ি হইল, বেদগুলি বিছানার চাদর হইল, মন্ত্রগুলি বালিস হইল, সামবেদ উঁহার বসিবার স্থান হইল, উদ্গীথ ঠেসান দিবার তাকিয়া হইল। দেবতারা তাঁহার অনুচর হইলেন ও তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। একব্রাত্য মহাদেব "স্তুতমমরগণৈঃ" হইলেন। যে বেদ বিশ্বের আস্ত—বিশ্বের বীজ, তিনি তাহাতেই চাপিয়া বসিলেন। কিন্তু এখনও ইনিই যে শিব, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না, কিন্তু ঐ অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডে যাহা আছে, তাহা পড়িলে আর বিশেষ সন্দেহ থাকে না। তিনি অন্তর্দ্দেশ হইতে পূর্ব্ব দিকে চলিলেন, পূর্ব্বদিক্ তাঁহাকে ভব নামে এক অনুচর দিলেন; দক্ষিণদিক্ হইতে সর্ব্ব, পশ্চিমদিক্ হইতে পশুপতি নামে এক অনুচর পাইলেন, উত্তরদিক্ তাঁহাকে উগ্র নামে এক অনুচর দিল, ধ্রুবা দিক্ তাঁহাকে রুদ্র নামে এক অনুচর দিলেন। ঊর্দ্ধদিক্ তাঁহাকে মহাদেব নামে এক অনুচর দিল, অন্তর্দ্দেশ তাঁহাকে ঈশান নামে এক অনুচর দিল। আমাদের শিবের পূজায় যে অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিতে হয়, একব্রাত্য তাহার সাতটি মূর্ত্তি এখানে পাইলেন। ব্রাত্যেরা ঋষি-সমাজে আসিলে, ব্রাত্যদের দেবতা শিবও ঋষি-সমাজে আসিয়া মিলিলেন। ব্রাত্যেরা যাযাবর ছিল, শিবও যাযাবর; তিনি কোথায় যান, কোথায় থাকেন—কিছু ঠিক নাই। তিনি শ্মশানে থাকেন—মশানে থাকেন—নদীতীরে থাকেন—বনে থাকেন। যাযাবরেরা আমাদের ন্যায় পাপের ভয় করে না; শিবও করেন না; তিনি

ঠিক যাযাবরদিগের দেবতা—গৃহস্থদিগের নহেন। যাযাবরদিগের অনেক স্বভাব-চরিত্র এখনও তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ অধ্যায়ে লেখা আছে, ব্রাত্য যদি কোন অগ্নিহোত্রীর বাড়ী অতিথি হন এবং সে তখন অগ্নিহোত্র করিতে থাকে, সে তখন অগ্নিহোত্র ছাড়িয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে এবং বলিবে, আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি অগ্নিহোত্র সমাধা করি। তিনি অনুমতি দিলে, করিবে—না দিলে, করিবে না; যদি করে, তাহার ফল মন্দ হইবে। সুতরাং শিব যাগযজ্ঞের অতীত। লোকে তাঁহাকে ভাগ দিক, বা না দিক, তাঁহার তাতে আসেও না, যায়ও না। সুতরাং দক্ষযজ্ঞে তাঁহার শ্বশুর যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পার্ব্বতী উপেক্ষা করেন নাই বলিয়া, তাঁহাকে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিতে হইয়াছিল। এত বড় একটা কাণ্ড হইল, তবে শিবের যজ্ঞে ভাগ হইল। এই কাণ্ডে ত্রিভুবন বিধ্বংস হইতে বসিয়াছিল। দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হইয়াছিল, দক্ষের কাটা মাথায় একটী ছাগমুণ্ড বসিয়াছিল, দেবগণ পলায়ন করিয়াছিলেন,—সতী মারা গিয়াছিলেন। এত করিয়া মহাদেবের ভাগ সাব্যস্ত হইয়াছিল।

অথর্ব্ববেদের ১৫শ অধ্যায়ে যে একব্রাত্যকে বাড়ান হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝান যায় না। সমস্তটি বারংবার না পড়িলে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। একব্রাত্য কেবল ঘুরিতেছেন, কখনও উত্তরদিকে যাইতেছেন, কখনও দক্ষিণদিকে যাইতেছেন, কখনও পূর্ব্বদিকে যাইতেছেন, কখনও পশ্চিমদিকে যাইতেছেন, কখনও ধ্রুবাদিকে যাইতেছেন, কখনও পরমাদিকে যাইতেছেন, কখনও ঊর্দ্ধদিকে যাইতেছেন, কখনও অন্তর্দ্দেশের মধ্যে ঘুরিতেছেন, কখনও অনাবৃত্তদিকে যাইতেছেন, কখনও অনাদিষ্টা দিকে যাইতেছেন, কখনও বৃহতি দিকে যাইতেছেন, কখনও পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্র হইতেছেন। একব্রাত্য ঠিক একটি বেদে, ঘর নাই, বাড়ী নাই—যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাচ্ছেন। যাযাবরেরা প্রায়ই চোর হয়, সেই জন্যই শিবের ছেলে (কার্ত্তিক) চোর-চক্রবর্ত্তী, তিনি চৌরশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, চোরেদের আদি গুরু। চোরেরা তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া সিঁধকাটী ছোঁয় না। চোরেদের যে বই আছে, তাহার নাম "ষণ্মুখকল্প"।

শিবকে ধরিবার প্রধান উপায়, তাঁহার অষ্টমূর্ত্তির পূজা। অথর্ব্ববেদে কিন্তু তাঁহার সাত অনুচর আছেন, সর্ব্ব, ভব, পশুপতি, উগ্র, রুদ্র, মহাদেব, ঈশান। আমরা যে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে কেবল ভীম নাই। এই যে সাত অনুচর আসিয়াছেন, তাঁহারা দিক্ হইতে আসিয়াছেন, ইঁহারা যে কি—তাহার কিছু ঠিক নাই। কিন্তু শতপথব্রাহ্মণে যে গল্পটী আছে, তাহাতে অষ্টমূর্ত্তিই আছে। প্রথমে প্রতিষ্ঠা হইল, প্রতিষ্ঠা হইতে ভূমি হইল, ভূমি বিস্তৃত হইতে লাগিল—পৃথিবী হইল। ভূতগণ, ভূতপতি—এই প্রতিষ্ঠায় সম্বৎসর ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভূতপতি গৃহস্থ ছিলেন। উষা তাঁহার স্ত্রী—ঋতুবাহ ভূতগণ; ভূতপতি সম্বৎসর তাঁহার স্ত্রী

উষাই ঐষধী। ভূতগণ ও ভূতপতির পুত্র হইল—কুমার। সে কাঁদিতে লাগিল। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? অনেক তপস্যা, অনেক শ্রম করিয়া তোমায় পাওয়া গিয়াছে, তুমি কাঁদ কেন?" সে বলিল, "আমার পাপ যায় নাই; আমার একটা নাম দাও।" ছেলে হ'লে তার একটা নাম দিতে হয়, নইলে তার পাপ যায় না। প্রজাপতি বলিলেন, "তোমার নাম রুদ্র।" যেহেতু, অগ্নিই রুদ্র, সেহেতু কুমারও অগ্নি হইলেন। কুমার আবার বলিলেন, "নাম দাও"। প্রজাপতি বলিলেন, "তোমার নাম—"সর্ব্ব"।" সর্ব্ব—জল; কুমার জল হইলেন। কুমার আবার নাম চাহিলেন। এবার হইলেন, "পশুপতি"। পশুপতি হইলেন—ওষধি; কুমার ওষধি হইলেন। আবার নাম চাহিলেন, এবার হইলেন, "উগ্র"। কুমার বায়ু হইলেন। কুমার নাম চাহিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, তুমি "অশনি"। বিদ্যুৎই অশনি—কুমার বিদ্যুৎ হইলেন। ফের নাম চাহিলেন। এবার হইলেন "ভব"। ভব মেঘ; কুমার মেঘ হইলেন। ফের নাম চাহিলেন। কুমার "মহাদেব" হইলেন—মহাদেব চন্দ্রমা; কুমার চন্দ্রমা হইলেন। ফের নাম চাহিলেন, এবার হইলেন "ঈশান"। ঈশান হইলেন "আদিত্য"; কুমার আদিত্য হইলেন। কুমার বলিলেন, আর নাম চাহি না। শতপথব্রাহ্মণে বলে—কুমার অগ্নি; এ সকল অগ্নির নাম। মেয়ার (Muir) সাহেব বলিয়াছেন, ইহাতে রুদ্রের উৎপত্তির কথা বলা হইল, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইহাতে কুমারের উৎপত্তির কথা বলা হইল। কুমারের এক মূর্ত্তি রুদ্র, কিন্তু কুমারের আরও সাত মূর্ত্তি আছে। সব ক'টাই অগ্নির মূর্ত্তি। এই কুমারই শেষে পার্ব্বতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবসেনাপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে এই অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের বলা হইয়াছে। প্রজাপতি সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, তপস্যা হইতে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্রমা, আদিত্য, উষা জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, তোমরাও তপস্যা কর। তাঁহাদের তপস্যা হইতে এক পদার্থ নির্গত হইল। তাহার সহস্রাক্ষ, সহস্র পদ এবং সহস্র বাণ—সে প্রজাপতির নিকট আসিয়া বলিল, আমার একটি নাম দাও নহিলে কিছু খাইব না। প্রজাপতি প্রথম নাম দিলেন—ভব অর্থাৎ জল। তাহার পর নাম দিলেন, সর্ব্ব অর্থাৎ অগ্নি; তার পর পশুপতি—অর্থাৎ বায়ু। চতুর্থ নাম দিলেন, উগ্রদেব অর্থাৎ ওষধি এবং বনস্পতি; তার পর নাম দিলেন, মহান্ দেব অর্থাৎ আদিত্য; তার পর নাম দিলেন, রুদ্র অর্থাৎ চন্দ্র। তার পর নাম দিলেন, ঈশান অর্থাৎ অন্ন। তাহার অষ্টম নাম হইল, অশনি অর্থাৎ ইন্দ্র। এই আটটি নাম দিয়া কৌষীতকী ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, ইনিই মহাদেব—ইঁহারই আটটি নাম আটটি মূর্ত্তি। রুদ্র তাঁহার এক মূর্ত্তি মাত্র। সুতরাং শিব, শম্ভু, মহাদেব, রুদ্র হইতে পারেন না। অমরকোষে মহাদেবের ৪৮টি নাম আছে, তাহার শেষাশেষি একটি নাম রুদ্র। কিন্তু অমরকোষে কিছু বিশেষ থাকিলেও, অনেক শব্দ এক অর্থে এক পর্য্যায়ে ব্যবহার হয়। আমরা

এতক্ষণ দেখাইলাম, শিব, শম্ভু, মহাদেব ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ইত্যাদিতে যখন নাই, তখন উনি আর্য্য ঋষিদের দেবতা নহেন। যাযাবর ব্রাত্যদিগের দেবতা। ব্রাত্যেরা ঋষি-সমাজে স্থান পাইল; উনিও ব্রাত্যদের সঙ্গে সঙ্গে ঋষিদের মধ্যে স্থান পাইলেন। কিন্তু স্থানটা অনেক দিন ধরিয়া পাকাপাকি হয় নাই। শতপথব্রাহ্মণে অগ্নির মূর্ত্তি বলিয়াছে, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উঁহাকে নূতন দেবতা বলিয়াছে; অথর্ব্ববেদে উঁহাকে একব্রাত্য, অর্থাৎ, সকলের বড় ব্রাত্য অর্থাৎ ব্রাত্যদের Spirit বা দেবতা বলিয়াছে। তাঁহার যে অষ্টমূর্ত্তি, অথর্ব্ববেদে তাহার একটি নাই—বাকী সাতটির ব্যাখ্যা দিক্ হইতে আসিয়াছে। শতপথ ও কৌষীতকীতে মহাভূত হইতে আসিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছেন,—

১। সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ২। ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৩। রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৪। উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৫। ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৬। পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৭। মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৮। ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। মধ্যে নমঃ শিবায়।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

"মহাদেব" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল বিষয়ের অস্ত আলোচনা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। যাঁহারা এখানে বা পশ্চিমদেশে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এ কথা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় শিবতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা গবেষণার নূতন বীজ বুনিয়া দিয়াছেন। ইঁহার সকল উক্তিই এখনও অবিসংবাদী সত্যতে পরিণত না হইলেও, তাঁহার অপূর্ব্ব গবেষণার ফলে যে শিবতত্ত্ব নিষ্কাষিত হইয়াছে, সকলেই তাহার ফলভাগী হইবেন। আশা করি, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাত্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ব্রাত্য শব্দ খুব প্রাচীন। ইহা বেদ ও উপনিষদে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপনিষদে প্রাণকে ব্রাত্য বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য প্রাণকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়াছেন। "সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যাঃ।" এখন প্রাণের এই অর্থই চলিত। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ব্রাত্যের অন্য অর্থ প্রচলিত ছিল।

অথর্ব্ববেদ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্রী মহাশয় সেই প্রাচীন অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।

রুদ্রের সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ বলিলেন, তাহাতে চিত্তে একটু সংশয় উঠিল। যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় অধ্যায়ে দেখা যায় যে, রুদ্র পশুপতি, গিরিশ ইত্যাদি। তাঁহার

'শিবা তনু' 'দক্ষিণ মুখের' উল্লেখ পাই। অর্থাৎ তখন ঋষি-সমাজে রুদ্র ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় এই যে ভব প্রভৃতি সপ্ত বা অষ্ট মূর্ত্তির উল্লেখ করিলেন, তাহাতে মনে হয় যে, ঐরূপ আখ্যা দেওয়ার পূর্ব্বে এই অষ্টমূর্ত্তি ঋষি-সমাজে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিরূপে হইল, এ তথ্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিতে চাই। যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপভাবে মহাদেবের আলোচনা করিলেন, এরূপ আলোচনা অন্যত্র কেহ করেন নাই। আজ অনেক নূতন বিষয় শিখিলাম এবং গবেষণার এক নূতন ভবিষ্যৎ আমাদের চক্ষের সাম্‌নে খুলিয়া গেল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মৌর্য্য-যুগের ভারতীয় সমাজ*

এই প্রবন্ধে মৌর্য্য-যুগের ও প্রসঙ্গক্রমে মৌর্য্যপূর্ব্ব-যুগের ভারতীয় সমাজের অবস্থা বিবৃত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। উক্ত যুগের সমাজের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থগুলি—যেগুলিতে ভগবান্ বুদ্ধ ও তৎসমসাময়িক মনীষিবৃন্দের উক্তি অবিকৃত বা স্বল্প পরিবর্ত্তিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলিকে বিশেষভাবে দেখিয়া লইতে হইবে। অতঃপর তৎপরবর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণের রাজত্বকালে রচিত গ্রন্থগুলি হইতে সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। এইরূপ আলোচনা ও তুলনার ফলে, আমরা তৎকালীন সমাজ, সামাজিক আদর্শ ও তদুভয়ের পরিবর্ত্তন ও উহার মূলীভূত কারণ বুঝিতে পারিব।

যে মৌর্য্যযুগের সামাজিক ইতিহাস আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, উহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি জাতীয় কীর্ত্তি ও প্রাধান্যের যুগ। সে যুগে ভারতবাসী জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, নৈতিক বলে ও বাহুবলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভারতের ধনৈশ্বর্য্য, সামরিক শক্তি ও নৈতিক বল সকলই বিদেশীর চক্ষে অতুলনীয় বলিয়া বোধ হইত। ভারতবাসীর স্বাধীন চিন্তার স্রোতঃ তখনও রুদ্ধ হয় নাই। ভারতবাসী পৃথিবীর ক্ষণিকবাদ বা প্রাকৃতিক জগতের মায়াবাদের মোহে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া, আত্মোন্নতির চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া, তখনও আলস্য ও তমোগুণের জড়তায় আত্মবিসর্জ্জন দেন নাই। ধর্ম্মের নামে নৈষ্কর্ম্ম ও সদাচারের নামে রক্ষণশীলতা তখনও দেশে প্রবেশ করে নাই। ভারতীয় মনস্বীর চিন্তাশক্তি তখনও অব্যাহত ছিল এবং দেশের নৈতিক ও মানসিক অবনতির বীজ তখনও রোপিত হয় নাই।

গুণকর্ম্মবিভাগমূলক চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে প্রত্যেক বর্ণই নিজ নিজ কর্ম্মের ও তৎফলে দেশের শ্রীবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর ছিলেন। ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হইয়া, মোক্ষচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও দেশের উন্নতির চিন্তায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। জাতি-মাত্রোপজীবী ভিক্ষান্নপুষ্ট ব্রাহ্মণের স্থান তখনও দেশে ছিল না। ক্ষাত্রশক্তি তখনও সমাজ ও দেশের রক্ষণকে পরমধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া, বিদেশী শত্রুর দমনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বৈশ্য শূদ্রও বার্ত্তা ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা সমাজের পুষ্টি ও সেবার জন্য যত্নবান্ ছিলেন। ফলে সমাজের সর্ব্বপ্রকারেই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজশক্তি (অবশ্য একেবারে প্রজাতন্ত্র না হইলেও) বিদেশী শত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষা করিয়া, প্রজাবর্গের পালনে যত্নবান্ ছিলেন। প্রজাশক্তিও নিজ নিজ কর্ত্তব্য না ভুলিয়া, রাজার নির্দেশানুবর্ত্তী হইয়া, ন্যায় ও ধর্ম্মের রক্ষাকল্পে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই সকল কারণে দেশের অবস্থা ভালই ছিল। নিত্য অভাব, দারিদ্র্য, পরমুখাপেক্ষিত্ব ও বিদেশীয় উৎপীড়ন—কিছুই ছিল না।

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকারের উৎকর্ষই অক্ষুণ্ণ ছিল। জ্ঞানবল, বাহুবল বা ধনবল—ভারতবাসীর

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কিছুরই অভাব ছিল না। বিদেশী শত্রু অবাধে ভারতে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, ভারতীয় শক্তির নামে ভীত হইতেন। যে যুগের কথা লিখিতেছি, সেই যুগেই প্রবলপরাক্রান্ত বিশ্ববিজয়ী গ্রীক্‌বীর সেকেন্দর শাহও মগধসম্রাটের অতুল শক্তির কথায় ভীত হইয়া, ক্ষুব্ধচিত্তে ভারতজয়ের আশা ত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মৌর্য্য-যুগের স্থিতিকাল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই মৌর্য্যযুগে ভারতের সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। মৌর্য্যযুগ বলিতে গেলে সাধারণতঃ ঐতিহাসিকের মতে ৩২৫ খৃঃ পূঃ হইতে খৃঃ পূঃ ১৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত সার্দ্ধশতাব্দী কালকে বুঝায়। সামাজিক ইতিহাসের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, মৌর্য্য-সাম্রাজ্য স্থাপনের কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে এবং মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অবসানের কিছু কাল পর পর্য্যন্ত সময়ের সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। কারণ, মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন সমাজ সহসা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং মৌর্য্যরাজগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমাজ সহসা বিলুপ্ত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে মৌর্য্য-পূর্ব্বযুগের সামাজিক বিষয় আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। কেন না, উক্ত যুগে ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতিকল্পে বুদ্ধ, মহাবীর ও অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্যগণ ও সংঘনায়কেরা নিজ নিজ মত প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ঋষিরাও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তাঁহারাও ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন না। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিপক্ষে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে অভ্যুত্থান করিয়া, উহা অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। সমাজ সম্বন্ধেও তাঁহারা দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে পরিবর্ত্তনশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নীতিগুলির সংঘর্ষে সমাজের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। এইগুলির আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তবে দুঃখের বিষয়, সামাজিক ইতিহাসে বৌদ্ধ বা জৈন মহাপুরুষদিগের মত সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অনভিজ্ঞ আবার ঠিক ঐ যুগে রচিত ব্রাহ্মণ-গ্রন্থও অতিবিরল। দুই একখানি যাহা আছে, তাহাদের রচনার কাল লইয়াও বিশেষ মতভেদ আছে। এ অবস্থায় গ্রীক্ ঐতিহাসিকদিগের সমসাময়িক বিবরণই আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল।

কয়েক বৎসর হইল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মহীশূর গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উহা প্রকাশিত ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই অর্থশাস্ত্র এক বিরাট্ গ্রন্থ। যে ব্রাহ্মণ রাজনৈতিকের মন্ত্রশক্তি ও প্রতিভাবলে প্রবলপরাক্রান্ত নন্দরাজগণ উৎখাত ও মগধে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত হন, সেই কৌটিল্য বা চাণক্যই এই গ্রন্থের রচয়িতা।

উপস্থিত ক্ষেত্রে চাণক্য বা কৌটিল্যের পরিচয় বা জীবনী লইয়া আমাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। হিন্দু রাজনীতি ও সাহিত্যে চাণক্যের নামের উল্লেখ ও তাঁহার কূটবুদ্ধির কথা বহু স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা যাইতে পারে যে, হিলেব্রাণ্ড-প্রমুখ কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে অর্থশাস্ত্র কৌটিল্যের নিজের রচিত নহে, তাঁহার কোন শিষ্য বা প্রশিষ্যের রচিত। তাঁহাদের এরূপ সন্দেহের কারণ এই যে, উক্ত গ্রন্থের বহু স্থানে মতবিশেষের খণ্ডন বা সমর্থনের জন্য কৌটিল্যের নিজের নাম উল্লেখ করিয়া, তাঁহার মত উদ্ধৃত

হইয়াছে এবং "ইতি কৌটিল্যঃ", "নেতি কৌটিল্যঃ" প্রভৃতি বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কিছু দিন হইল, এই নূতন মতও খণ্ডিত হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রের তিন চারি স্থানে উক্ত গ্রন্থ কৌটিল্যের রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ভূমিকায় "কৌটিল্যেন কৃতং শাস্ত্রং বিমুক্তগ্রন্থবিস্তরম্"—এই কথা বলা হইয়াছে। আবার গ্রন্থের মধ্যে এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, উক্ত গ্রন্থ "কৌটিল্যেন নরেন্দ্রার্থে" অর্থাৎ কোন লোকপালের উপদেশের জন্য কৌটিল্য কর্ত্তৃক রচিত।* অবশেষে গ্রন্থের উপসংহার স্থলেও উক্ত গ্রন্থ চাণক্যের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে,—

"যেন শাস্ত্রং চ শস্ত্রং চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ।
অমর্ষেনোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদং কৃতম্॥"

এতদ্ভিন্ন গ্রন্থের ভাষা এবং গ্রন্থে বর্ণিত সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থ কৌটিল্যের স্বরচিত এবং কৌটিল্যের সমসাময়িক মৌর্য্য-যুগই উহার রচনা-কাল। অর্থশাস্ত্রের সমাজের চিত্রের সহিত গ্রীক্‌দিগের লিখিত ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্রের বহু সাদৃশ্য আছে। যথাসময়ে তাহার আলোচনা করা হইবে।

অর্থশাস্ত্রের সময় নির্দ্দেশের পর, আমরা অর্থশাস্ত্রবর্ণিত সমাজের বিষয় আলোচনা করিব। সেই যুগের আর্য্য-সমাজ চাতুর্ব্বর্ণ্যমূলকই ছিল, অর্থাৎ সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের লোক লইয়া গঠিত ছিল। কিরাত-চণ্ডালাদি অন্ত্যজ বর্ণ ও বন্যজাতীয় লোকের স্থান বোধ হয়, সমাজের মধ্যে ছিল না। কেন না, অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে, নগরে বা গ্রামের মধ্যে ইহাদিগকে বাস করিতে দেওয়া হইত না—ইহাদের স্থান পল্লীর বাহিরে ছিল (জনপদ-নিবেশ —৪৬ পৃষ্ঠা)। "পাষণ্ডচণ্ডালানাং শ্মশানান্তে বাসঃ।"—(৫৮ পৃষ্ঠা)। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থগুলি এবং জাতকেও চণ্ডালেরা ঐরূপ অস্পৃশ্য ও সমাজবহির্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দুসমাজের এই চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অর্থশাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বহু পূর্ব্বেই উহা স্থাপিত হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপনের সময় ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা ক্ষত্রিয়াপেক্ষা ন্যূন ছিল। প্রখ্যাতনামা পালিভাষাবিদ্ ঐতিহাসিক ডাক্তার রিজ্ ডেভিড্‌স্ তাঁহার Buddhist India বা বৌদ্ধ-ভারত গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিকালে বোধ হয়, সমাজে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যই ছিল।

এ স্থলে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ-যুগের বহু পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। Rhys Davids মহোদয় কেবলমাত্র বৌদ্ধগ্রন্থালোচনার ফলে যে তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন,

---

* সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনুক্রম্য প্রয়োগমুপলভ্য চ।
কৌটিল্যেন নরেন্দ্রার্থে শাসনস্য বিধিঃ কৃতঃ॥—শাসনাধিকারঃ, ৭৫ পৃষ্ঠা।

তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত বা যথার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।" বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মত যাহাই হউক না কেন, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন এবং সামাজিক প্রাধান্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের কতকগুলি বিশেষ অধিকার বা পরিহার ছিল। এই পরিহারগুলি হইতে ব্রাহ্মণের প্রকৃত সামাজিক মর্য্যাদা বুঝা যাইবে। অগ্রে আমরা সেইগুলির উল্লেখ করিব। যে কোন প্রকার অপরাধে অপরাধী হউন না কেন, ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড বা কায়িক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। কৌটিল্য বলেন,—

"সর্ব্বাপরাধেষপীড়নীয়ো ব্রাহ্মণঃ। তস্যাভিশস্তাঙ্কো ললাটে স্যাদ্ব্যবহারপতনায়। স্তেয়ে শ্বা। মনুষ্যবধে কবন্ধঃ। গুরুতল্পে ভগম্। সুরাপানে মদ্যধ্বজঃ।

ব্রাহ্মণং পাপকর্ম্মাণমুদ্‌ঘুষ্যাঙ্ককৃতব্রণম্।
কুর্য্যান্নির্বিষয়ং রাজা বাসয়েদাকরেষু বা॥"—(২২২ পৃঃ)।

দোষাশঙ্কায় (suspicion of guilt) ব্রাহ্মণ ও ব্রতশালীদিগের কেবলমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (জেরা) করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত বা বিশেষ অপরাধের স্থল থাকিলে চার-রক্ষিত করিয়া রাখা হইত। অন্য বর্ণের অপরাধীদিগের ন্যায় যন্ত্রণা বা উৎপীড়নাদি দ্বারা দোষ-স্বীকার করিতে বাধ্য করা হইত না। কোন রাজকর্ম্মচারী উল্লিখিত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাঁহাকে দণ্ডভাগী হইতে হইত।

অর্থ-দণ্ডাদি স্থলেও বিশেষ নিয়ম ও পরিহার ছিল। প্রাচীন সূত্রকার গৌতমের মতে ব্রাহ্মণ চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইলে, তাঁহাকে শূদ্র অপরাধীর দণ্ডের ৬৪ গুণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। অর্থশাস্ত্রে এ নিয়মের উল্লেখ নাই। তবে কতকগুলি কার্য্য ব্রাহ্মণের বিশেষ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। যেমন, সুরাপানাদি শূদ্রাদির পক্ষে কোন অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত না, কিন্তু ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী হইলে তাঁহাকে ললাটে চিহ্নিত করিয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত করা হইত। অর্থদণ্ডের সম্বন্ধে কৌটিল্যে একটি বিশেষ বিধি দেখা যায়। উহা এই যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ বা অন্যধর্ম্মাবলম্বী পাষণ্ড তপস্বী অর্থদণ্ডে অশক্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে জপ-তপাদি দ্বারা রাজার মঙ্গলকামনা করিয়া বা উপবাসাদি করিয়া অর্থদণ্ড-দায় হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন।

ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় সাধারণতঃ সাক্ষিরূপে আহূত হইতেন না। হইলেও সাক্ষ্যদানকালে বিনা শপথে বক্তব্য বলিতে পারিতেন। বিচারক ব্রাহ্মণ সাক্ষীকে "ব্রূহি" বলিয়া সাক্ষ্যদানের আদেশ করিতেন।

শ্রোত্রিয় বা বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা 'অকর' ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে কোন প্রকার কর দিতে হইত না। অর্থশাস্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রেরই কর-রাহিত্যের উল্লেখ নাই। তবে বিদ্বান্ শ্রোত্রিয়-দিগকে নিষ্কর ভূমি দানের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ভূমি 'ব্রহ্মদেয়' বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সর্ব্বপ্রকার কররহিত ছিল। অতি প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে এই সকল ব্রহ্মদেয় ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দীঘনিকায়' গ্রন্থে কতিপয় সূত্রে আমরা ব্রহ্মদেয়ভোগী মহাশাল ব্রাহ্মণ-

দিগের উল্লেখ পাইয়া থাকি। * এই মহাশালগণ কোন প্রকার কর দান করিতেন না এবং এ ভিন্ন তাঁহাদের অন্যান্য বিশিষ্ট অধিকার ছিল।

ব্রাহ্মণমাত্রেরই অকরত্ব সম্বন্ধে, ধর্ম্মসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে মতভেদ দৃষ্ট হয়। আপস্তম্ব ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে "অকরঃ শ্রোত্রিয়ঃ" এই সূত্রটি হইতে কেবলমাত্র শ্রোত্রিয়ই অকর ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু বশিষ্ঠ-ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে ব্রাহ্মণমাত্রেই অকর ছিলেন। বশিষ্ঠ বলেন,—

"রাজা তু ধর্ম্মেণানুশাসন্ ষষ্ঠং অংশং হরেৎ ধনস্য। অন্যত্র ব্রাহ্মণাৎ। ইষ্টাপূর্ত্তস্য তু ষষ্ঠমংশং ভজতি। ব্রাহ্মণো বেদমাঢ্যং করোতি, ব্রাহ্মণ আপদ উদ্ধরতি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণোঽনাদ্যঃ—সোমোঽস্য রাজা ভবতি।"

অর্থশাস্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রের অকরত্বের উল্লেখ নাই। শ্রোত্রিয়দিগের কথাই বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। কর-রাহিত্য ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্যান্য অধিকার ছিল। তাঁহারা বিনা শুল্কে লবণ পাইতেন। (শ্রোত্রিয়াস্তপস্বিনো বিষ্টয়শ্চ ভক্তলবণং হরেয়ুঃ। অঃ শাঃ, ৮৪ পৃষ্ঠা)। যজ্ঞ, উপবীত, চৌল প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অন্য জনসাধারণের ন্যায় তাঁহাদের দ্রব্য সম্ভারের উপর শুল্ক লওয়া হইত না। (কৌ. ১১১—বৈবাহিকমন্বায়নমৌপযানিকং যজ্ঞকৃত্যপ্রসবনৈমিত্তিকং দেবেজ্যাচৌলোপনয়নগোদানব্রতদীক্ষণাদিষু ক্রিয়াবিশেষেষু ভাণ্ডমুচ্ছুল্কং গচ্ছেৎ।) তাঁহারা রাজার ক্ষেত্র হইতে যজ্ঞার্থ বা দেবকার্য্যার্থ পুষ্প, ফল, শস্যাদি বিনামূল্যে আহরণ করিতে পারিতেন। শ্রোত্রিয় ও ব্রাহ্মণমাত্রেই বিনা শুল্কে নদী পার হইতে পারিতেন।

উপরোক্তগুলি ভিন্ন ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়দিগের আরও কতকগুলি অধিকার ছিল। নিম্নে তাহা লিখিত হইল,—

১। উত্তরাধিকারিহীন শ্রোত্রিয়-সম্পত্তিতে রাজার অধিকার ছিল না। অন্য বর্ণের সম্পত্তি হইলে, উহা রাজকোষে গৃহীত হইত। "অদায়াদকং রাজা হরেৎ, স্ত্রীবৃত্তিপ্রেতকার্য্য-বর্জ্জম্—অন্যত্র শ্রোত্রিয়দ্রব্যাৎ। তৎ ত্রৈবিদ্যেভ্যঃ প্রযচ্ছেৎ।"—উক্ত সম্পত্তি বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকেই প্রদত্ত হইত। ধর্ম্মসূত্রগুলিতেও ঐ বিধি দেখা যায়।

২। অন্য কেহ বলপূর্ব্বক বা অন্য কারণবশতঃ শ্রোত্রিয়-সম্পত্তি অধিকার করিয়া নিজ বশে রাখিলেও, অন্য বর্ণের লোকের সম্পত্তির ন্যায় শ্রোত্রিয়-দ্রব্যে ভোগজনিত অধিকার (right by adverse possession or prescriptive right) বা স্বত্ব জন্মিত না।...১৯১ পৃষ্ঠা।

"উপনিধিমাধিং নিধিং নিক্ষেপং স্ত্রিয়ং সীমানং রাজশ্রোত্রিয়দ্রব্যাণি চ।"

৩। যুদ্ধে বিজিত রাজ্যে রাজা, ব্রাহ্মণ বা শ্রোত্রিয়-দ্রব্য যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে উহা প্রত্যর্পণ করা হইত।

মৌর্য্য-যুগে ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়দিগের বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত

* মহাশাল শব্দ অতি প্রাচীন। উপনিষদে উহার উল্লেখ আছে। টীকাকার, মহাশাল শব্দের 'মহাগৃহস্থ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হইল, তাহা হইতে ব্রাহ্মণের সামাজিক প্রাধান্য বুঝা যাইবে। ব্রাহ্মণপ্রাধান্য বহু পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ, জৈনাদি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের চক্ষে উহা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইত। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্বীকার করা দূরে থাকুক, ক্ষত্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। জাত্যভিমান ও স্ব স্ব জাতির প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই ছিল না। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, স্বয়ং তথাগত বুদ্ধও জাত্যভিমানবিবর্জ্জিত ছিলেন না এবং দীঘনিকায়ের অন্তর্গত অম্বষ্ঠ সূত্রে অম্বষ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন-ব্যপদেশে তিনি ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ঐরূপ অন্য দুই চারিটি সূত্রে দেখা যায় যে, তিনি সকল বর্ণেরই সামান্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের উৎকর্ষ, গুণ বা জ্ঞান-প্রাধান্যই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য দুই এক স্থলে আবার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যে অন্য বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথাও বুদ্ধ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। (কন্নকথ্যালসুত্ত)।

ব্রাহ্মণবিদ্বেষী জৈনেরাও ব্রাহ্মণের নিকৃষ্টত্ব প্রমাণ করিবার অবসর পাইলে ছাড়িতেন না। কল্পসূত্র গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, জৈনধর্ম্মের অন্যতম প্রবর্ত্তক মহাবীর, ব্রাহ্মণী দেবনন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পাছে এ হেন অর্হতের নিকৃষ্ট গর্ভে উৎপত্তি হয়, এই ভাবিয়া দেবরাজ শক্র (ইন্দ্র) শুভক্ষণে অতি সন্তর্পণে গিয়া, ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে ভ্রূণকে গ্রহণ করিয়া, বৈশালীর গণরাজকুমারী ত্রিশলার গর্ভে উহা স্থাপন করেন।

ফলতঃ নিরপেক্ষভাবে ব্রাহ্মণ, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও বৈদিক যুগেই ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের মূলভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, এ কথা বারংবার উক্ত হইয়াছে, তথাপি উহা একদিনে স্থাপিত ও অন্য বর্ণ, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হয় নাই। অতি প্রাচীন যুগে দ্বিজাতি মাত্রেই বেদচর্চ্চা ও যাগ-যজ্ঞাদির অনুশীলনে যত্নবান্ ছিলেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদগের মধ্যে অনেকে ক্ষত্রিয়। কতিপয় বৈশ্য ও অন্যূন একজন শূদ্রের নাম দেখা যায়। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির মধ্যে, শাস্ত্রজ্ঞানী অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ রাজর্ষি বা মুনিদিগের অভাব ছিল না। ক্ষত্রিয়কুলে অনেক ধীমান্ দার্শনিকের জন্ম হইয়াছিল এবং সময়ে অনেক ব্রাহ্মণও এই সকল রাজর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এতদ্ভিন্ন অসবর্ণবিবাহের প্রচলন থাকায়, ক্ষত্রিয়রাজগণের সহিত অনেক ঋষিবংশের আদান-প্রদানও চলিত। ফলে উভয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ও নিকট ছিল।

কালক্রমে নানা কারণে উভয় বর্ণের মধ্যে মনোবিবাদের সূচনা হইয়াছিল এবং এই সকল মনোবিবাদের ফলে উভয়ের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্ব্ব, আদিপর্ব্ব ও অনুশাসনপর্ব্বের নানা স্থানে পুরাকল্পের এই সকল সংঘর্ষের কথা বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে।

আদিপর্ব্বের এক স্থলে (আদিপর্ব্ব, ১৭৮ অধ্যায়) এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-যুদ্ধের মূল কারণের

কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। উক্ত অধ্যায়ের উপাখ্যানটিতে বর্ণিত আছে যে—কৃতবীর্য্য-সন্তানেরা ভৃগুবংশীয়দিগের সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলে, উভয় পক্ষে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ভৃগুদিগের তিরস্কারের ফলে ক্ষত্রিয়গণ সবংশে ব্রাহ্মণদিগকে বধ করেন। সমগ্র ভৃগুবংশ তাঁহাদের হস্তে বিনষ্ট হয়; কেবল একটি ভার্গব রমণী অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ভে মহর্ষি উর্ব্বের জন্ম হয়। * ঔর্ব্বের পর ভৃগুকুলে জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামের জন্ম হয়। পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন বলিয়া, পুরাণাদিতে উপাখ্যান আছে। তাহা হইতেই তৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পরের প্রতি শত্রুতা বুঝা যায়।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই যুদ্ধ বহুকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। তৎকালের ব্রাহ্মণেরা ধনুর্ব্বিদ্যা বা যুদ্ধবিদ্যায়ও হীন ছিলেন না এবং এই যুদ্ধে তাঁহারা অন্য বর্ণের সাহায্য প্রাপ্ত হন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ উদ্যোগপর্ব্বের এক স্থানে ব্রাহ্মণগণ যে বৈশ্যশূদ্রাদির নেতৃত্ব লাভ করিয়া, তাহাদের সাহায্যে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়েরাও বহুকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে হীনবল হইয়া পড়েন এবং কালক্রমে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, অর্থশাস্ত্রের সময় ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং অর্থশাস্ত্রে তাঁহাদের যে কতকগুলি বিশেষ অধিকারের উল্লেখ দেখা যায়, সেগুলি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের পর ক্ষত্রিয়দিগের কথা। ক্ষত্রিয়েরাও সমাজে ব্রাহ্মণদিগের নিম্নে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। অর্থশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়দিগের স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় এবং তাঁহাদেরও কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ আছে। তাঁহাদের সামাজিক স্থান ঠিক ব্রাহ্মণের নিম্নে হওয়ায়, অর্থদণ্ড-স্থলে তাঁহাদিগকে অন্য বর্ণাপেক্ষা অল্প দণ্ড দেওয়া হইত। বাক্‌পারুষ্য স্থলে ক্ষত্রিয়কে অবমাননা করিলে বৈশ্য-শূদ্রাদি অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড দিতে হইত। ক্ষত্রিয়কে দাসরূপে বিক্রয় করিলে অপরাধীকে তিন গুণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। এইরূপ সামাজিক মর্য্যাদা-হিসাবে আইনের চক্ষে ক্ষত্রিয়ের স্থান ব্রাহ্মণের নিম্নেই ছিল। ক্ষত্রিয়া রমণীর বিবাহ বা পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ে বিশেষ বিধি ছিল। কৌটিল্য যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে ক্ষত্রিয়বলের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার

---

* ততো মহীতলং তাত ! ক্ষাত্রিয়েণ যদৃচ্ছয়া।
খনতাধিগতং বিত্তং কেনচিদ্ভৃগুবেশ্মনি।
তদ্বিত্তং দদৃশুঃ সর্ব্বে সমেতাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
অবমন্য ততঃ ক্রোধাদ্ভৃগূংস্তান্ শরণাগতান্।
নিজঘ্নুঃ পরমেষ্বাসাঃ সর্ব্বাংস্তান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আগর্ভাদবকৃন্তন্তশ্চেরুঃ সর্ব্বাং বসুন্ধরাম্।
তত উচ্ছিদ্যমানেষু ভৃগুষেবং ভয়াৎ তদা।
ভৃগুপত্ন্যো গিরিং দুর্গং হিমবন্তং প্রপেদিরে।
তাসামন্যতমা গর্ভং ভয়াদ্দধ্রে মহৌজসম্।
—মহাভারত, আদিপর্ব্ব—১৭৮ অধ্যায়।

মতে ব্রাহ্মণাপেক্ষা "প্রহরণবিদ্যাবিনীতে তু ক্ষত্রিয়বলং শ্রেয়ঃ।"—অর্থাৎ প্রহরণবিদ্যাকুশল ক্ষত্রিয় সৈন্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট—(৩৩০ পৃষ্ঠা)।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ভিন্ন অর্থশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধে আর বিশেষ উল্লেখ নাই। ইহার কারণস্বরূপ এই কথা বলা যাইতে পারে যে, মৌর্য্যযুগ ক্ষত্রিয়শক্তির অবসাদ বা অবসানের সময়। ভারতযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষত্রিয়শক্তি একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কালক্রমে অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়রাজগণের অধিকার ও প্রাধান্য ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে এবং ক্ষত্রিয়েতর রাজগণের প্রাধান্য বাড়িতে থাকে। বুদ্ধের সময় দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয়াভিমানী শাক্যেরা কোশলরাজ ও মগধরাজকে উচ্চকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য করিতেন না এবং তাঁহাদের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শাক্যরাজকুমারীর পাণি-প্রার্থী হইলে, তাঁহাকে এক দাসীগর্ভজাতা কুমারী সমর্পণ করা হয়। এই শাক্যবংশীয়া দাসীগর্ভজাতা রাজকন্যার গর্ভে পরিণামে প্রসেনজিতের বিড়ূড়ভ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মাতুলালয়ে অবমানিত হইয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মাতার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ইনি ক্রোধে সমস্ত শাক্যবংশের উচ্ছেদসাধন করেন। ইহার কিছুকাল পরে মগধে শিশুনাগবংশের অবসান হয় এবং শিশুনাগবংশীয় শেষ রাজা নন্দের শূদ্রাপত্নীগর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম নন্দ মগধের সাম্রাজ্য লাভ করেন। বিষ্ণুপুরাণে এই মহাপদ্ম নন্দ "পরশুরাম ইব দ্বিতীয়ক্ষত্রিয়ান্তকারী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং উক্ত পুরাণের মতে অতঃপর শূদ্র ভূপালদিগের রাজত্ব হইবে, এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। নন্দেরা শূদ্রাগর্ভজাত ও ক্ষত্রিয়দ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা ঠিক শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন কি না, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয়, শূদ্রাগর্ভজাত বলিয়া অন্য ক্ষত্রিয়দিগের উপহাসাস্পদ হওয়ায়, তাঁহারা অনেক ক্ষত্রিয়বংশের উচ্ছেদ করেন। কিন্তু নিজেরা বোধ হয়, আভিজাত্যের দাবী করিতে ছাড়িতেন না। মুদ্রারাক্ষসে নন্দরাজকে উচ্চবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ নন্দ বা মৌর্য্যদিগের রচিত না হইলেও বোধ হয়, গ্রন্থকার তাঁহার সময়ে প্রচলিত কোন ইতিবৃত্ত বা কিংবদন্তী হইতেই ঐরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ অঙ্কে মন্ত্রিপ্রবর রাক্ষস, উচ্চকুলসম্ভূত নন্দরাজকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে আশ্রয় করায়, লক্ষ্মীকে নীচগামিনী কুলটা বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। যথা,—

"পতিং ত্যক্ত্বা দেবং ভুবনপতিমুচ্চৈরভিজনং
গতা ছিদ্রেণ শ্রীর্ব্বষলমবিনীতেব বৃষলী।"

আর এক স্থলেও ঐরূপ রাক্ষস, মৌর্য্যকে পাপ ও কুলহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

"পৃথিব্যাং কিং দগ্ধাঃ প্রথিতকুলজা ভূমিপতয়ঃ
পতিং পাপে মৌর্য্যং যদসি কুলহীনং বৃতবতী।"

এই সকল হইতে নন্দবংশীয়গণকে উচ্চবংশজ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া বোধ হয়।

এই নন্দবংশীয় কোন রাজপুত্রের দাসীগর্ভে আবার মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের জন্ম। মৌর্য্য-বংশীয়দিগের শূদ্রত্ব সম্বন্ধে সকল গ্রন্থকারই একমত। শূদ্ররাজদিগের আধিপত্যকালে ক্ষত্রিয়-

দিগের যে প্রাধান্য হ্রাস হইবে, তাহা বুঝা যায়। চন্দ্রগুপ্তের সময় সমস্ত উত্তর-ভারত মৌর্য্যরাজগণের অধীন ছিল। তাঁহার সময়ে কোন ক্ষত্রিয় রাজা বা রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে অর্থশাস্ত্রের সঙ্ঘবৃত্তাধ্যায়ে কম্বোজ ও সুরাষ্ট্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা বার্ত্তাশাস্ত্রোপজীবিনঃ, অর্থাৎ পশুপালন, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য ও অস্ত্রব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। উক্ত অধ্যায়ে লিচ্ছিবিক, বৃজিক, মল্ল, মদ্র, কুকুর ও পাঞ্চালবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রের সময় ইঁহারা রাজশব্দোপজীবী অর্থাৎ প্রজাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত গণরাজদিগের অধীন ছিলেন। এই কয়টি কথা ভিন্ন ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধে আমরা আর বিশেষ কিছু জানিতে পারি না। মৌর্য্যরাজগণের সময় এই সকল ক্ষত্রিয়শ্রেণীগুলি বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিল, বলিয়া বোধ হয় না।

অতঃপর বৈশ্যদিগের কথা। বৈশ্যেরা কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। বুদ্ধের জীবন-সময়ে ও মৌর্য্যযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৈশ্য-শ্রেষ্ঠী বা মহাজনদিগের অবস্থা অতিশয় উন্নত ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে এই সকল কোটিপতি বণিক্‌দিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা বর্ণিত আছে এবং তাঁহাদিগের দানের কথা বহু স্থানে উল্লিখিত আছে। ইহা হইতেই মনে করা যায় যে, মৌর্য্যযুগেও ইঁহাদিগের অবস্থা মন্দ ছিল না। তবে অর্থশাস্ত্র ও অন্য কতিপয় সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে, নানা কারণে ইঁহারা রাজা ও প্রজা উভয়ের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। বোধ হয়, দেশের অধিকাংশ মূলধন ইঁহাদিগের হস্তগত হওয়ায় এবং ইঁহারা ইচ্ছামত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করায়, প্রজাসাধারণের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়াছিল এবং ইহারই ফলে মৌর্য্যরাজগণের সময় বণিক্‌দিগের দমনের জন্য অনেকগুলি কঠোর আইনের সৃষ্টি হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বণিক্‌দিগকে "চোরান্ অচোরাখ্যান্" অর্থাৎ অচোর সাধুর বেশে প্রজাদিগের সর্ব্বস্বাপহারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে বণিক্‌দিগের অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ দূষণীয় ছিল (স্থূলমপি চ লাভং প্রজানামৌপঘাতিকং বারয়েৎ।—৯৮ পৃষ্ঠা) এবং পাছে তাঁহারা অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করেন, এই জন্য রাজ-কর্ম্মচারীরা পণ্যের ক্রয়মূল্যের উপর লাভের অংশ নির্ণয় করিয়া বিক্রয়মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ীদিগের অত্যাচারের ফলে অন্নবস্ত্রাদির মহার্ঘতার জন্য আমাদের দেশের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ কোন ব্যবস্থা থাকিলে বিশেষ ভাল হইত এবং দারিদ্র্য ও অভাবজনিত অনেক অশান্তিই নিবারিত হইত। মোটের উপর মনে হয়, বণিক্‌দিগের আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। সমাজে ও আইনের চক্ষে ইঁহাদের স্থান ক্ষত্রিয়দিগের নিম্নেই ছিল।

আর্য্য-সমাজের সর্ব্বনিম্নেই ছিল শূদ্রদিগের স্থান। অর্থশাস্ত্রের এক স্থলে শূদ্রদিগকেও আর্য্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শূদ্রেরা সাধারণতঃ কৃষি ও কারুকার্য্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদিগের অবস্থাও ভাল ছিল। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে সাম্যবাদের অভাবের ফলে যদিও তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বিশেষ অধিকারে বঞ্চিত এবং আইনত অপরাধস্থলে কঠোরতর

দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। তথাপি তাঁহাদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা মন্দ ছিল না এবং যদিও দণ্ডসমতা ও ব্যবহার-সমতার অভাবে সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত, তথাপি বিবাহ-বিধি, দায়-বিভাগ, দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ কোন নৈতিক বাধা (disqualification) ছিল না। অন্য বর্ণের ন্যায় তাঁহারা যথেচ্ছ পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিতেন, বৃত্তির জন্য দেশের এক স্থান হইতে অন্য আর এক স্থানে গমন করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছামত বেতনের চুক্তি করিয়া কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না বা তাঁহাদিগকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিতেন না। অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শূদ্রপ্রায় জনসাধারণের (masses) প্রতি কৌটিল্যের বিশেষ সহানুভূতি ছিল এবং ইহাদিগের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে কৌটিল্য ও তৎপ্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালীর রাজকর্ম্মচারীরা বিশেষ যত্নবান্ হইতেন। নূতন গ্রাম বা নগর স্থাপিত হইলে শূদ্রদিগকে আহ্বান করিয়া চাষের জন্য জমি দেওয়া হইত এবং রাজকোষ হইতে বীজ-ধান্য ও কিছু টাকা অগ্রিম দেওয়া হইত। মহাজনদিগের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য সুদের হার সরকার হইতে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত এবং কৃষিকার্য্য বা শস্য সংগ্রহের সময় যাহাতে ইহাদিগকে ঋণদায়ে বা অন্য কোন অপরাধবশতঃ কারাদণ্ডে দণ্ডিত না হইতে হয়, তাহারও বিশেষ বিধি ছিল।

ভূমিহীন শূদ্রদিগের অনেকে অন্যের চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহাদিগের কথা উল্লিখিত হইবে। কর্ম্মকর, কারু ও শিল্পজীবীদিগের অধিকাংশই নিজ নিজ শ্রেণী বা গণের নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকিতেন। এই সকল শ্রেণীর কথা পরে বর্ণিত হইবে। শ্রেণীগুলি নির্ব্বাচিত গণমুখ্য বা শ্রেণীমুখ্য গণদ্বারা পরিচালিত হইত। প্রত্যেক শ্রেণীই নিজ নিজ সুবিধার জন্য কতকগুলি নিয়ম (regulations) প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন। শ্রেণীর সভ্যদিগের মধ্যে কোন কারণে মনোবাদ উপস্থিত হইলে শ্রেণীমুখ্যেরা উহার বিচার করিতেন। অপরাধীদিগকে অর্থদণ্ড বা অন্য কোন দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন। অর্থশাস্ত্রের সময় তন্তুবায়, সূত্রধর, মণিকার, ধাতুদ্রব্যনির্ম্মাতা, কুশীলব, কৃষক প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ শ্রেণীভুক্ত ছিল। মৌর্য্যযুগে এই সকল শ্রেণীর পরিচালনের জন্য কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী লইয়া (মূলে অমাত্য বা প্রদেষ্টা) একটি সমিতি গঠিত ও স্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে শ্রেণীদিগের যে প্রাধান্য ও ক্ষমতা ছিল, তাহা কিছু খর্ব্ব করিবার জন্যই এই রাজ-নিযুক্ত সমিতির প্রবর্ত্তন হয়।

উপরিলিখিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভিন্ন দেশে চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি ও কিরাতাদি নানা প্রকার বন্য জাতীয় লোক ও ম্লেচ্ছদিগেরও বাস ছিল। ইহারা চাতুর্ব্বর্ণ্য আর্য্য-সমাজের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত না। সাধারণতঃ লোকালয়ের বাহিরে ইহাদের স্থান ছিল। গ্রাম ও নগরাদির বর্ণনা-প্রসঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা হইবে।

অতঃপর এখানে প্রসঙ্গক্রমে দাসদের কথা বলা হইবে। ইহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভাব-বশতঃ কোন বর্ণ বা জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইহারা স্বতন্ত্রভাবে পরিগণিত হইত।

অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ বৈদিক যুগেই আর্য্যসমাজে দাসদিগের উল্লেখ দেখা যায়।

দাস ও দাসত্ব-প্রথা।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, বিজিত অনার্য্যগণই দাসরূপে হিন্দু-সমাজে গৃহীত হন। এ মতটি কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। কেন না, প্রাচীন রোমক, গ্রীক্ ও টিউটন-সমাজে ও অন্যান্য প্রাচীন সমাজমাত্রেই দাসত্ব-প্রথার প্রচলন দেখা যায়। ঐ সকল সমাজে সাধারণতঃ বিজিত শত্রুকে দাসরূপে কার্য্যে নিয়োজিত করা হইত। আবার টিউটন প্রভৃতিদিগের মধ্যে গুরুতর অপরাধেও লোকের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, তাহাকে দাসে পরিণত করা হইত। কালক্রমে আবার দারিদ্র্যের পীড়নে অনেক লোক আত্ম-স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া, পরের দাসত্ব স্বীকার করিত। কার্থেজিনিয়ান, ফিনিসিয়ান ও অন্যান্য কতিপয় সমাজে সকল প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য দাসদিগের উপর চাপান হইত। তাহাদিগকে পশুর মত খাটাইয়া সমাজের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় কার্য্য, তাহা করান হইত। এই সকল কারণে ঐ সকল সমাজে দাসদিগের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং দাস-সংখ্যা পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য কার্থেজিনীয় ও ফিনিশীয় জলদস্যুরা ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া, তত্রত্য অধিবাসীদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। গ্রীক্দিগের মধ্যে বিজিত শত্রুকে দাসরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রাণবধের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে পশুত্বে পরিণত করা হইত। প্রাচীন রোমকদিগের মধ্যেও রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম-পরাঙ্মুখতা ও বিলাসিতা-বৃদ্ধির সহিত অসংখ্য দাস রাখিবার প্রথা প্রচলিত হয়। এই সকল দাসের অধিকাংশই পশ্চিম এসিয়া, আফ্রিকার উত্তর প্রদেশ ও ইউরোপ হইতে গৃহীত হইত। টিউটন, গল, সাইবিরিয়, গথ, বিজিত গ্রীক্, দেশীয় (Dacian) লিবীয়ান, শ্লাভ্, নিগ্রো প্রভৃতি নানা জাতীয় দাসে রোমক সাম্রাজ্য ছাইয়া গিয়াছিল। রোমকদিগের কৃষিক্ষেত্রগুলি অধিকাংশই দাসদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। ঐরূপ বস্ত্রবয়ন, শিল্পকার্য্য প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের জন্য দাসের প্রয়োজন ছিল। ইহাদের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, সময়ে সময়ে ইহাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রদেশসমূহে বিশাল বাহিনী প্রেরিত হইত। উহাদিগের সাহায্যে অতি কষ্টে রক্তস্রোত বহিয়া গেলে দাস-বিদ্রোহ নিবারিত হইত।

রোম ও গ্রীক্ প্রভৃতির চক্ষে দাসেরা মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত না। তাহাদিগকে দ্রব্য বলিয়া (res) বিবেচনা করা হইত। প্রভু ইচ্ছামত দাসকে প্রহার করিতে, দণ্ড দিতে, বিকলাঙ্গ করিতে, এমন কি, মারিয়া ফেলিতেও পারিতেন। তাহাদিগের কোন অধিকার বা সম্পত্তি রাখিবার ক্ষমতা ছিল না। দাসের উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি—এমন কি, তাহার সন্তান-সন্ততিও প্রভুর বলিয়া পরিগণিত হইত। পরবর্ত্তী যুগে অবশ্য ইহার প্রতিকার-চেষ্টা হয় এবং কতিপয় সহৃদয় রোমক সম্রাটের অনুকম্পায় দাসদিগের অবস্থা উন্নীত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতে দাসত্ব-প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির সময় রচিত পালি ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, অনার্য্য ও বিজিত শত্রু ভিন্ন আর্য্যবংশীয় লোকেও নানা কারণে দাসরূপে পরিণত হইতেন। যুদ্ধের ফলে দাসত্ব ভিন্ন নিম্নে কয়েকটি কারণ দেওয়া গেল,—

(১) ঋণের দায়ে অনেকে দাসত্ব স্বীকার করিতে বা নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। আর্য্য-সমাজেও ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আমাদের মহাভারতে হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী-পুত্র ও আত্মবিক্রয়ের কথা সকলেই অবগত আছেন। থেরীগাথা নামক পালি গ্রন্থে আছে যে, মৌর্য্য-যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে রচিত ইসিদাসী নাম্নী থেরীর আত্মজীবনীর শেষভাগে —যে ভাগে তাঁহার পূর্ব্বখণ্ডের কথা বিবৃত আছে, সেই অংশ পাঠে জানা যায় যে, ইসিদাসী পূর্ব্বজন্মে কোন এক দরিদ্র শকট-চালকের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শকট-চালক কোন বণিকের নিকট ঋণ করিয়াছিলেন এবং যথাকালে উক্ত ঋণ সুদসমেত পরিশোধ করিতে না পারায়, বণিক্ বলপূর্ব্বক তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া লইয়া যান এবং বোধ হয়, দাসীত্বে নিযুক্ত করেন। কালে ঐ কন্যার প্রতি বণিকের পুত্রের আসক্তি জন্মে। মূলটি এই,—

তিংসতিবস্সম্হি মতো সাকটিককুলম্হি দারিকা জাতা।
কপণম্হি অপ্পভোগে ধনিকপুরিসপাতবহুলম্হি ॥ ৪৪৩ ॥
তং মং ততো সত্থবাহো উস্সন্নায় বিপুলায় বড্ঢিয়া।
ওকড্ঢতি বিলপন্তিং অচ্ছিন্দিত্বা কুলঘরস্স ॥ ৪৪৪ ॥

(২) স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয়ের উদাহরণ—প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ বিনয়পিটকের দুই স্থলে দেখা যায় —(প্রথম খণ্ড, ১৬৮, ১৯১)।

(৩) উৎকট পাপ বা অপরাধের ফলে অনেকের স্বাধীনতা অপহরণ করার বিধি ছিল— অর্থশাস্ত্রেও এরূপ বিধি দেখা যায়। উচ্চ বর্ণের স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় কুলটা বা দুশ্চরিত্রা হইলে তাহার স্বাধীনতা হরণ করিয়া, তাহাকে রাজার দাসীতে পরিণত করা হইত। "স্বয়ংপ্রকৃতা রাজদাস্যং গচ্ছেৎ।" জাতকেও বর্ণনাপ্রসঙ্গে ঐরূপ একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগে এই সকল কারণে দাসত্ব ঘটিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির সময় দাসদিগের সন্তান-সন্ততিও দাস বলিয়া পরিগণিত হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্মে দাসদিগের উন্নতিকল্পে কোন চেষ্টা দেখা যায় না। তাঁহারা দাসকে মানুষ জ্ঞান করিতেন না এবং দাসদিগকে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে দিতেন না। অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রচারকেরা বোধ হয়, দাসদিগের প্রতি অনুকূল ছিলেন এবং উহাদিগকে সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। যে সকল দাস কোন ধর্ম্মসঙ্ঘে প্রবেশ করিতে পারিত, তাহারা দাসত্বপাশ হইতে মুক্ত হইত।

অর্থশাস্ত্রের সময় দাসদিগের অবস্থা বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। কৌটিল্যও বোধ হয়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নীতিকারদিগের প্রবর্ত্তিত নীতি অনুসারে আত্মবিক্রয়ী ভিন্ন অন্য কেহ কাহাকেও দাসরূপে বিক্রয় করিলে বিশেষ দণ্ডার্হ হইবেন, এইরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কেহ নিজ পুত্রকেও দাসরূপে বিক্রয় করিতে পারিতেন না। কৌটিল্য বলেন,—"উদরদাসবর্জ্জমার্য্যপ্রাণমপ্রাপ্ত ব্যবহারং শূদ্রং বিক্রয়াধানং নয়তঃ স্বজনস্য দ্বাদশপণো দণ্ডঃ, বৈশ্যং দ্বিগুণঃ, ক্ষত্রিয়ং ত্রিগুণঃ, ব্রাহ্মণং চতুর্গুণঃ—পরজনস্য পূর্ব্বমধ্যমোত্তমবধা দণ্ডাঃ ক্রেতৃশ্রোতৃণাং চ।"

অর্থশাস্ত্রের সময় রাজনৈতিকেরা ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা সমাজের দাসত্ব-প্রথাকে অতি ঘৃণার

চক্ষে দেখিতেন এবং উহা ঘৃণিত ম্লেচ্ছ জাতিরই যোগ্য—আর্য্যের পক্ষে অতি দূষণীয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কৌটিল্য বলেন,—"ম্লেচ্ছানামদোষঃ প্রজাং বিক্রেতুমাধাতুং বা। ন ত্বেবার্য্যস্য দাসভাবঃ।" অর্থাৎ ম্লেচ্ছেরা পুত্রাদি বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া থাকে।

দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদকল্পে দাস-বিক্রয়ীকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করার ব্যবস্থা হয়। এমন কি, জ্ঞাতা শ্রোতা সকলকেই দণ্ডিত করা হইত। এই সকলের ফলে দাস-বিক্রয় একেবারে উঠিয়া যায়। যাহারা দাস রহিয়া গেল, তাহাদেরও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়া গেল। এই সকল কঠোর শাসন-নীতির ফলে ভারতীয় দাস নিম্নলিখিত অধিকার লাভ করিয়াছিল,—

১। নিজ নিজ পৈতৃক বা উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি লাভ করিয়া, উহাতে স্বত্ববান্ হইতে পারিত। "আত্মাধিগতং স্বামিকর্ম্মাবিরুদ্ধং লভেত, পৈত্র্যং চ দায়ম্।"

২। নিষ্ক্রয় মূল্য সংগ্রহ করিয়া নিজ স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারিত। "মূল্যেন চার্য্যত্বং গচ্ছেৎ।" কৌটিল্য আরও বলেন যে, দাস-প্রভু নিষ্ক্রয়-মূল্য পাইলে দাসকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য ছিলেন ; না দিলে দণ্ডার্হ হইত। "দাসমনুরূপেণ নিষ্ক্রয়েণার্য্যমকুর্ব্বতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।"

৩। প্রভু কর্ত্তৃক নীচ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বা উৎপীড়িত হইলে, রাজপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বাধীন হইতে পারিত।

৪। দাসের সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিগণেরই প্রাপ্য ছিল। তদভাবে দাসস্বামী উহা পাইত।

৫। প্রভু অত্যাচার করিলে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, উহাকে সমুচিত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিত।

৬। ক্রীতদাসীরা বলাৎকার স্থলে সদ্যঃ মুক্তিলাভ করিত এবং প্রভুর ঔরসে উহাদের সন্তান জন্মিলে, উহারা সম্পত্তির অংশভাগী হইত।

৭। কেহ আত্মবিক্রয় করিলে উহার সন্তানাদি স্বাধীনই থাকিত।

এই সকল বিধির ফলে অবশিষ্ট দাসদিগের অবস্থা এত ভাল হইয়াছিল যে, গ্রীক্‌পর্য্যটক-দিকের চক্ষে ভারতে দাসত্ব-প্রথার অস্তিত্বই বোধগম্য হয় নাই এবং গ্রীক্‌রাজদূত মেগাস্থিনিশ বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতীয় একটি মহত্তর বিষয় এই যে, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই স্বাধীন এবং দাস বলিয়া কেহ ভারতীয় সমাজে ছিল না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আরিয়ানও ঐ মত উদ্ধার করিয়া সমর্থন করিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন যে, স্পার্টানদিগের ন্যায় ভারত-বাসীরাও স্বজাতীয় কাহাকেও দাসত্বে পরিণত করেন না। তবে ভারতবাসীদিগের মহত্ত্ব এই যে, তাঁহারা স্বাধীনতা হরণ করিয়া কাহাকেও দাসত্বে নিযুক্ত করেন না। বিদেশীর মুখে, বিশেষতঃ আত্মাভিমানী সুসভ্য গ্রীকের মুখে এই প্রশংসা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে।

যে যুগে ইউরোপের প্রধানতম রাজনৈতিক ও দার্শনিক আরিষ্টটল দাসত্ব-প্রথার সমর্থন করিয়াছেন এবং প্রাণদানের পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা হরণ দোষাবহ নহে, বরং সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর—এই মত প্রচার করিয়াছেন, সেই যুগেই ভারতীয় রাজনৈতিক মহামতি কৌটিল্য দাসত্ব-প্রথাকে

বর্ব্বরোচিত বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন এবং আর্য্যসমাজভুক্ত ব্যক্তিসাধারণের স্বাধীনতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক আদর্শ কত উচ্চ ছিল এবং এই নৈতিক ও সামাজিক উচ্চ আদর্শের ফলে ভারতবাসী সভ্য পাশ্চাত্য বিদেশীর চক্ষে কি উন্নত ও উদার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। (Comp. Aristotle on slavery ; Politics, I.)

দাস ভিন্ন আর এক শ্রেণীর লোকের কথা অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে অহিতক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অহিতকদিগের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

অহিতক ভিন্ন গ্রামভৃতক শ্রেণীর লোকের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা কঠিন। ইহারা গ্রামের ভৃত্য ও গ্রামের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, তাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিল না। বোধ হয়, ইহারা গ্রামের জমি ভোগ করিত ও গ্রামের লোকের কার্য্য করিত। ইহাদিগকে রুস দেশীয় Serfদিগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নারায়ণপালের লিপি *

(সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত)

এই লিপিখানি একটি পিত্তল-মূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগে উৎকীর্ণ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম এই লিপির উল্লেখ করেন এবং পাদটীকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় কৃত পাঠ উদ্ধৃত করেন[১]। তৎপর ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী পত্রে শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু পুনরায় এই লিপির বিবরণ জ্ঞাপন করেন এবং সংশোধিত পাঠ প্রকাশিত করেন[২]।

রাখাল বাবু যখন প্রথম এই মূর্ত্তির উল্লেখ করেন, তখন ইহা শ্রীযুক্ত চিন্তসুখ সান্যাল মহাশয়ের নিকট ছিল। সম্প্রতি ইহা সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

লিপিখানি মূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগের ফ্রেমের চারি দিকে ঘুরাইয়া লেখা। আমি ইহা নিম্ন-লিখিতরূপে পাঠ করিয়াছি।

১। ওঁ দে(য়ধর্ম্মো)য়ং শ্রীনারায় (বাম দিকে)

২। ণ পাল দেব রাজ্যে (উপরের দিকে)

৩। সম্বৎ ৫৪ । (ডান দিকে)

৪। শ্রী উদণ্ড পু } (নীচের দিকে)

৫। র বুধায়। পালক উ চ

৬। পুত্র ঠারুকস্য

প্রথম পঙ্‌ক্তির 'দেয়ধর্ম্মোয়ং' কথাটির মাত্র 'দ', 'ম', ও 'য়' পড়া যায়। অবশিষ্ট মুছিয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির 'পু'এর হ্রস্ব উকার, 'ত্র'এর 'র'-ফলা ও 'স্য'এর য-ফলা অস্পষ্ট।

পঞ্চম পঙ্‌ক্তি ব্যতীত লিপিখানির অন্য অংশের পাঠ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ বাবু ও শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু যাহা পাঠ করিয়াছেন, আমিও তাহাই পাঠ করিয়াছি। যত গোল পঞ্চম পঙ্‌ক্তির পাঠ সম্বন্ধে। প্রথম অক্ষরটি নিঃসংশয় 'র'। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ইহা এইরূপ পাঠ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু ইহা সন্দেহসূচক বিধায় (?) বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছেন—সম্ভবতঃ মূল লিপিখানি না দেখিতে পারিয়াই তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। মূল লিপিতে ইহা স্পষ্ট। ইহার পরের তিনটি অক্ষর শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু উভয়েই 'বাস্তব্য' এইরূপ পড়িয়াছেন। মূল লিপিখানি উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া এই পাঠের যথার্থতা সম্বন্ধে আমার বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আমি যে 'বুধায়' পাঠ করিয়াছি,

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১৯৮—১৯৯ পৃঃ।

২। Indian Antiquary, 1918, pp. 109ff

তৎসম্বন্ধেও আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। মোট কথা, এই কয়টি অক্ষরের প্রকৃত পাঠ এখনও নিশ্চিতরূপে উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই।

এই লিপিখানির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, পালবংশের পঞ্চম রাজা নারায়ণপাল অন্ততঃ ৫৪ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই তথ্যটি পালরাজগণের কাল-নির্ণয়ে বিশেষ সহায়তা করে। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ পালরাজগণের রাজ্যাভিষেকের যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, এই লিপির আবিষ্কারে তাহা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। রমাপ্রসাদ বাবুর মতে প্রথম বিগ্রহপাল ৯০০ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ৯৬৫ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নারায়ণপালের অন্যূন ৫৪ বৎসর রাজ্যাঙ্কের সহিত এই মতবাদের সুসঙ্গতি হইতে পারে না। কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের মধ্যে নারায়ণপাল, রাজ্যপাল ও গোপাল, এই তিন জন নরপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার মধ্যে রাজ্যপাল অন্যূন ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। গোপালের রাজত্ব-কাল জানা নাই। কিন্তু বাণগড় ও মনহলি লিপিতে রাজ্যপালের বর্ণনার পরই গোপাল-দেব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "শ্রীমান্ গোপালদেব-শ্চিরতরমবনে-রেকপত্ন্যা-ইবৈকো ভর্ত্তাভূৎ।" সুতরাং তিনি যে রাজ্যপাল অপেক্ষা অধিক দিন রাজ্য-সুখ ভোগ করিয়াছিলেন, এরূপ স্থির করা যাইতে পারে। অতএব রাজ্যপাল ও গোপাল, এই উভয়ের রাজ্যকাল অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার সহিত নারায়ণপালের ৫৪ বৎসর যোগ করিলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের ব্যবধান-কাল ন্যূনকল্পে ১০৪ বৎসর হয়। সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবু পালরাজগণের যে তারিখ নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার উপায় নাই। অনুরূপ যুক্তি দ্বারা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতবাদও যে অগ্রাহ্য, ইহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু নবাবিষ্কৃত লিপিখানি যে কেবলমাত্র পুরাতন মত নিরাকরণে সহায়তা করে, তাহা নহে। ইহা দ্বারা পালরাজগণের কাল নির্ণয়রূপ বিষম সমস্যার সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে। এই বিষয়টি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই স্থানে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে আমার মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

রাজা প্রথম মহীপাল যে ১০২৫ খৃঃ অব্দের অনতিকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বাবু উভয়েই তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণও বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা মহীপালের পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজগণ ও তাঁহাদের জানা রাজ্যকাল-পরিমাণ এই প্রবন্ধের উপসংহারে তালিকাকারে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল হইতে প্রথম মহীপাল পর্য্যন্ত আট জন নরপতির মধ্যে ছয় জনের জানা রাজ্যকালের পরিমাণ ১৯৪ বৎসর। অবশিষ্ট দুইজনের মধ্যে দ্বিতীয় গোপাল যে রাজ্যপাল অপেক্ষা অধিক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং ইঁহার রাজ্যকাল ৩০ বৎসর

ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অবশিষ্ট দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল-পরিমাণ এবং অন্যান্য নরপতিগণ তাঁহাদের জানা রাজ্যকালের পর আর কত দিন রাজত্ব করিয়াছেন, এ সমুদয় আমাদের নিকট এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু মোটের উপর এই সমুদয় অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যার সমষ্টি অন্ততঃ কুড়ি বৎসরের কম নহে, বোধ হয়, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। অতএব ধর্ম্মপালের সিংহাসন-লাভ ও প্রথম মহীপালের মৃত্যু, এই উভয় ঘটনার ব্যবধান (১৯৪+৩০+২০) অর্থাৎ ২৪৪ বৎসর ধরা যাইতে পারে। সুতরাং প্রথম মহীপালের মৃত্যু ১০২৫ খৃষ্টাব্দের অনতিকাল পরে ঘটিয়া থাকিলে ধর্ম্মপাল আনুমানিক ৭৮১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বাবু উভয়েই ধর্ম্মপালের সিংহাসন-লাভ এই তারিখের ১৫ বা ৩০ বৎসর পরে ঘটিয়াছিল, এইরূপ অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে একটি প্রবল যুক্তি আছে। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের একখানি তাম্রশাসন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্মাইকেল অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের নিকট আছে। ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু ভাণ্ডারকর মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ইহা পাঠ করার অনুমতি দিয়া কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে;—

"গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে রাজ্ঞো গৌড়স্য নশ্যতঃ।
লক্ষ্মীলীলারবিন্দানি শ্বেতচ্ছত্রাণি যো হরেৎ॥"

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে পরাজিত কোন গৌড়পতির শ্বেতচ্ছত্র রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের হস্তগত হইয়াছিল। তৃতীয় গোবিন্দরাজের রাধনপুর তাম্রশাসনের[১] অষ্টম শ্লোক হইতে অনুমিত হয় যে, প্রথমে গুর্জ্জরপতি বৎসরাজ গৌড়েশ্বরকে পরাজয় করিয়া, তাঁহার শ্বেতচ্ছত্র অধিকার করেন; পরে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজকে পরাজিত করিলে, উহা তাঁহার হস্তগত হয়। অমোঘবর্ষের অপ্রকাশিত তাম্রশাসনোক্ত 'গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে' ইত্যাদি বাক্য হইতে কিন্তু এ কথা নিশ্চিত জানিতে পারা যায় যে, তৎকালে গৌড়েশ্বরের রাজত্ব অন্ততঃ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের তারিখ জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় গোবিন্দের শেষ জানা তারিখ ৭৭৯ খৃঃ অঃ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোবিন্দের প্রথম জানা তারিখ ৭৯৪ খৃঃ অঃ। সুতরাং ধ্রুব ৭৮০—৭৯০ খৃঃ অব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বৎসরাজের একমাত্র জানা তারিখ ৭৮০ খৃঃ অঃ। অতএব ৭৯০ খৃঃ অব্দে বা তাহার অনতিকাল পূর্ব্বে গৌড় দেশের অধীশ্বর গঙ্গা-যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেন।

এই গৌড়পতি পাল-নরপতি ধর্ম্মপাল ভিন্ন আর কেহই নহেন, এরূপ অনুমান সহজেই করা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গোপালদেব মাৎস্য-ন্যায়-বিদূরিত ও বাঙ্গালা দেশে

১। Ep. Ind. VI, p. 243.

শান্তিময় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যে অধিক দূর সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় না। আর ইহা সত্য হইলে পালবংশের প্রশস্তিকারগণ যে তাঁহার সম্বন্ধে এত বড় একটা কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। গোপালদেবের রাজ্য-লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যে অরাজকতা ও মাৎস্য ন্যায়ের প্রভাব ছিল, তাহাতে কোন গৌড়পতির প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অপর পক্ষে ধর্ম্মপাল যে কান্যকুব্জ জয় এবং উত্তরাপথের অধিকাংশ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। সুতরাং ধ্রুব অথবা বৎসরাজ কর্ত্তৃক গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে পরাজিত গৌড়পতি যে ধর্ম্মপাল হইতে অভিন্ন—এরূপ অনুমান করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অতএব তিনি ৭৮০—৭৯০ খৃঃ অব্দের মধ্যে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, ইহা এক প্রকার স্থির এবং ইহা দ্বারা আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়।

আমাদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে একটি বড় যুক্তির কথা বলিলাম। কিন্তু ইহার বিপক্ষেও একটি যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালদেবের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের দুহিতা রন্না দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পথারী স্তম্ভলিপিতে পরবল নামক একজন রাষ্ট্রকূট রাজা ৮৬১ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন, এরূপ জানিতে পারা যায়। সুতরাং ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক যে, ধর্ম্মপাল এই পরবলেরই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ধর্ম্মপালের রাজ্যারম্ভ ৭৮০ খৃঃ অব্দে ধরিলে তাঁহার ও তাঁহার শ্বশুরের মধ্যে প্রায় ৮০ বৎসরের ব্যবধান হয়। কিন্তু উক্ত পরবল বাস্তবিকই ধর্ম্মপালের শ্বশুর কি না, তাহা ধর্ম্মপালের তারিখের উপর নির্ভর করিবে। কারণ, পরবল নামে একাধিক রাজা থাকা অসম্ভব নহে। এমতাবস্থায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের বলে ধর্ম্মপালের তারিখ নির্ণীত করিতে পারিলে কেবলমাত্র পরবলের তারিখের উপর নির্ভর করিয়া তাহা উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বিশেষতঃ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, ধর্ম্মপাল ৮১৪ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পরবলকে তাহার শ্বশুর বলিয়া ধরিলে, উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ ৫০ বৎসরের ব্যবধান ঘটে। ইহা কোনক্রমেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

উল্লিখিত আলোচনা অনুসারে পালরাজগণের রাজ্যকাল নিম্নলিখিত তালিকা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে,—

রাজার নাম	জানা রাজ্যকালের পরিমাণ	রাজ্যলাভের আনুমানিক তারিখ
১। গোপাল	*	৭৭০ খৃঃ অঃ
২। ধর্ম্মপাল	৩২ বৎসর	৭৮০ „
৩। দেবপাল	৩৩ „	৮১৫ „
৪। প্রথম বিগ্রহপাল (শূরপাল)	৩ „	৮৫০ „
৫। নারায়ণপাল	৫৪ „	৮৬০ „
৬। রাজ্যপাল	২৪ „	৯১৫ „

	রাজার নাম	জানা রাজ্যকালের পরিমাণ	রাজ্যান্তের আনুমানিক তারিখ
৭।	দ্বিতীয় গোপাল	*	৯৪০ খৃঃ অঃ
৮।	দ্বিতীয় বিগ্রহপাল	*	৯৭০ „
৯।	প্রথম মহীপাল	৪৮ বৎসর	৯৭৮ „
১০।	নয়পাল	১৫ „	১০২৬ „
১১।	তৃতীয় বিগ্রহপাল	১৩ „	১০৪২ „
১২।	দ্বিতীয় মহীপাল	*	১০৭০ „
১৩।	দ্বিতীয় শূরপাল	*	১০৭৫ „
১৪।	রামপাল	৪২ „	১০৭৭ „
১৫।	কুমারপাল	*	১১২০ „
১৬।	তৃতীয় গোপাল	*	১১২৫ „
১৭।	মদনপাল	১৯ „	১১৩০ „

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীহট্ট-ভাটেরার তাম্রশাসন *

(আলোচনা)

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভাটেরা বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিমে মাইলখানিক দূরে হোমের টিলা নামক স্থলে দুইখানি তাম্রশাসন ইট খুঁড়িবার কালে আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় জমিদার ঐগুলি রাজপুরুষদের হস্তে সমর্পণ করিলে, বহুকাল পর্য্যন্ত কালেক্টরিতে সংরক্ষিত হইয়াছিল। তার পর, ১২৮৬ সালে সুপ্রসিদ্ধা বিদুষী রমাবাই শ্রীহট্ট শহরে আগমন করিলে, তাঁহার অগ্রজ নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এই শাসন দুইখানি পাঠ করেন; এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই প্ররোচনায় এগুলির ছাপ (fac simile) বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হয় ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া সোসাইটির পত্রিকায় সচিত্র প্রকাশিত হয়। † ডাঃ মিত্র মহোদয় বাঙ্গালার গৌরব-স্বরূপ এবং প্রত্নতত্ত্বালোচনায় তিনি সর্ব্বজনবরেণ্য ছিলেন। তথাপি এই শাসনদ্বয়ের আলোচনায় তিনি আগাগোড়া ভ্রম করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভ্রম এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয় নাই। ১৩০৯ সালে যখন শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সংকলন-নিমিত্তে কৃতসঙ্কল্প হই, তখন হইতেই মূল শাসন দুইখানি দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সেইগুলি দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই।

পরন্তু, মূল শাসন দেখিবার সুযোগ না ঘটিলেও, ডাঃ রাজেন্দ্রলালের পাঠ ও আলোচনা আমার এবং অনেকেরই নেত্রগোচর হইয়াছে, এবং যিনিই অবধানসহকারে তদীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা পড়িবেন, তিনিই তাঁহার ভ্রান্তি অনায়াসে ধরিতে পারিবেন। আমার নিকটে যে সকল বিষয় ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে নানা প্রবন্ধে ‡ অবান্তরভাবে বলিয়াছি—এখানেও সংক্ষেপতঃ সেগুলিকে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিব। কিন্তু প্রথমতঃ শাসনদ্বয়ের মর্ম্মপ্রকাশ আবশ্যক মনে করি।

* ২৪শে মাঘ, ১৩২৭, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শ্রীহট্টশাখার প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

† Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, No VIII—August, 1880 দ্রষ্টব্য।

‡ 'প্রদীপ'—কার্ত্তিক, ১৩১১—"ফকির শাহ জলাল" (প্রথম প্রবন্ধ মদীয় "প্রবন্ধাষ্টকে" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে)।

১। Mr. Gait's History of Assam—a critical study—(শেষাংশ)। Hindustan Review—February, 1908—(ইহাও পুস্তিকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল)।

২। শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ-লিখিত "মুক্ষ ও শিলিচটলো" প্রবন্ধের "পরিশিষ্ট"—শ্রীভূমি—অগ্রহায়ণ, ১৩২২। [কারণবিশেষে তখন নামটা প্রকাশ করা হয় নাই।]

৩। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্র। (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ, ২য় অধ্যায়ে কিয়দংশ উদ্ধৃত)।

প্রথম শাসন

শাসনখানি দুই পৃষ্ঠায় লিখিত। প্রথম পৃষ্ঠে ২৭ ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৮ পঙ্‌ক্তি। এই শাসনে প্রথমতঃ ২০টি নানাছন্দোগ্রথিত শ্লোক আছে। প্রথম শ্লোকে মহাদেবের নমস্কার; ২য় শ্লোকে 'হরশিরঃকিরীটরত্ন' চন্দ্রের বর্ণনা; ৩য় শ্লোকে চন্দ্রের বংশে বিখ্যাত নৃপতিগণের উৎপত্তির কথা; ৪র্থ শ্লোকে "শ্রীহট্ট (ট্ট) রাজ্যকমলার" প্রভব নরগীর্ব্বাণ খরবাণ রাজার উল্লেখ; ৫ম শ্লোকে তাঁহার পুত্র গোকুলদেব, ও ৬ষ্ঠে তৎপুত্র নারায়ণদেব উল্লিখিত হইয়াছেন। সপ্তম শ্লোক হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত শাসনপ্রদাতা গোবিন্দকেশব বর্ণিত হইয়াছেন। ১৭শ শ্লোকে হট্টপাটকে অবস্থিত ভগবান্ বটেশ্বর মহাদেবের উল্লেখ আছে এবং ১৮শ হইতে বিংশ শ্লোকে এই শ্রীহট্টনাথ শিবের উদ্দেশ্যে ৩৭৫ হল পরিমিত ভূমি, ২৯৬ খানি বাড়ী এবং নানাজাতীয় লোকজন সেবার্থ প্রদত্ত হইল—এ কথা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছে। অতঃপর ভূয়িষ্ঠভাবে দেশ-প্রচলিত ভাষায় ভূমি ও বাড়ী (পরিমাণ ও সংখ্যা সহ) কোন্ কোন্ স্থানে বা গ্রামে দেওয়া হইয়াছে, তাহা লেখা হইয়াছে; এবং পরিশেষে (বোধ হয়) উৎসর্গীকৃত লোকজনেরও নাম (২য় পৃষ্ঠায় ২৫শ। ২৬শ পঙ্‌ক্তিতে) প্রদত্ত হইয়াছে। অতঃপর দুইটি মামুলি শ্লোক আছে,—একটিতে দানের ফল, অপরটিতে দত্ত ভূমির অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপবাক্য আছে। এগুলি অধিকাংশ শাসনেই প্রায় অবিকল দেখা যায়। সর্ব্বশেষে "পাণ্ডবকুলাদি পালাব্দ" বলিয়া অস্পষ্ট অঙ্ক আছে।

দ্বিতীয় শাসন

ইহা প্রথম শাসন অপেক্ষা অনেক ছোট; দুইটি পৃষ্ঠা ইহাতেও আছে। প্রথম পৃষ্ঠে ১৬ এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ১৫ পঙ্‌ক্তি মাত্র; আবার পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য প্রথম শাসনের পঙ্‌ক্তির দুই-তৃতীয়াংশ হইবে। ইহার লিপিভাগ সমস্তই ছন্দোনিবদ্ধ. কিন্তু উপজাতি এবং অনুষ্টুভ্ বৃত্ত ভিন্ন অন্য ছন্দ ইহাতে নাই। সমুদয়ে শ্লোকসংখ্যা ২২টি; তন্মধ্যে একুশটি পুরা (চতুষ্পদী) শ্লোক; একটি অর্দ্ধ শ্লোক। প্রথমতঃ নারায়ণের বন্দনা; দ্বিতীয় শ্লোকে (পূর্ব্বশাসনের ন্যায়) চন্দ্রের উল্লেখ; তৃতীয়ে তদ্বংশজ গোকুলদেব, ৪র্থ ও ৫মে তৎপুত্র নারায়ণদেব, ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ শ্লোকে (প্রথম শাসনপ্রদাতা) গোবিন্দকেশবদেব বর্ণিত হইয়াছেন। অতঃপর শ্লোকত্রয়ে কেশব-পুত্র (এই দ্বিতীয় শাসনপ্রদাতা) ঈশানদেবের বর্ণনা আছে। ১৫শ শ্লোকে তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিষ্ণুমন্দিরের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ শাসনপ্রদত্ত ভূমি তদুদ্দেশ্যেই উৎসৃষ্ট *। ১৬শ শ্লোকে 'রাজপট্টনিক' বৈদ্যবংশীয় বনমালী করের নাম আছে। ইঁহারই কথায় শাসন প্রদান করা হইয়াছিল—১৭শা শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে আছে। ঐ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্থবির অপুত্রক রাজপুত্রের উল্লেখ আছে। ১৮শ শ্লোকটি অর্দ্ধ শ্লোক, † ইহাতে বাস্তশস্য-সমন্বিত প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ২ হল ছিল, বলা

---

* আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শাসনে সম্প্রদানের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না।

† ইহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী অর্থাৎ ১৯শ শ্লোকে মৃত রাজপুত্রের স্ত্রী ও শিশুপুত্রের উল্লেখ আছে। তৎপরবর্ত্তী ২০শ শ্লোকে সেনাপতি বীরদত্ত 'আদেশিক' ছিলেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। অতঃপর উপান্ত্য শ্লোকে সেই মামুলি কথা—দত্ত ভূমিহরণকারীর সম্বন্ধে অভিশাপবাক্য রহিয়াছে। অন্তিম শ্লোকে দাসকুলাবতংস মাধব এই প্রশস্তির রচয়িতা—ইহা বলা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে "সং ১৭" ১লা বৈশাখ তারিখ আছে।

অবশ্য এখানে শাসনদ্বয়ের উক্তরূপ সংক্ষিপ্তসার না দিয়া সমগ্র শাসন দুইখানি বঙ্গানুবাদ সহ লিখিয়া দিতে পারিলে খুবই ভাল হইত; কিন্তু তাহা করিতে হইলে মূল শাসনখানি দেখা আবশ্যক। সোসাইটির পত্রিকায় একটা ছাপের ছবি মাত্র আছে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া পাঠ-বিচার, ডাঃ রাজেন্দ্রলালের পাঠ সহ তুলনা ইত্যাদি নিরাপদ্ নহে; তাই এ কার্য্যের ভার ভবিষ্যৎ আলোচনাকারীর উপরেই ন্যস্ত রাখা হইল। * যাঁহারা ডাঃ মিত্রের পাঠ দেখিতে চান, তাঁহারা সোসাইটির পত্রিকা এবং শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি-সংকলিত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিতে পারেন। তবে ছাপের ছবি দেখিয়াই ডাঃ মিত্রের পাঠ † সম্বন্ধে দুই একটি গুরুতর বিষয় এ স্থলে আলোচনা করা যাইবে।

প্রথম শাসনের ৪র্থ শ্লোকটি (ছাপের ছবি দেখিয়াও) এই পড়া যায়,—

"অথ বিশ্রুতপ্রভাবঃ প্রভবঃ শৃহ্‌রাজ্যকমলায়াঃ।
সমজনি নরগীর্ব্বাণঃ খরবাণঃ ক্ষ্মাভুজাং শ্রেষ্ঠঃ॥"

এই শ্লোকটি ডাঃ মিত্র পড়িয়াছেন,—

"অথ বিশ্রুতপ্রভাবঃ প্রভবঃ স্বচ্ছরাজ্যকমলায়াঃ।
সমজনি নবগীর্ব্বাণঃ খরবাণঃ ক্ষ্মাভুজাং শ্রেষ্ঠঃ॥"

অর্থাৎ 'শৃহ' স্থলে 'স্বচ্ছ' এবং 'নরগীর্ব্বাণ' স্থলে 'নবগীর্ব্বাণ' পড়িয়াছেন। এই শাসনে ব ও র প্রায় এক রকমই দেখা যায়; মধ্যে মধ্যে 'পেটকাটা' গোছের 'র'ও আছে; এবং নরগীর্ব্বাণে 'র'টির যেন স্পষ্টই পেট কাটা আছে। বিশেষতঃ 'নবগীর্ব্বাণ' অপেক্ষা 'নরগীর্ব্বাণ' (=নরদেব=রাজা) পাঠে সুষ্ঠুতর অর্থ হইত। এ অবস্থায় ডাঃ রাজেন্দ্রলালের ভুল করাটা ঠিক হয় নাই। তথাপি এটা বরং মার্জ্জনীয়। কিন্তু 'শৃহ'কে "স্বচ্ছ" কোনও রূপেই করা যায় না, তালব্য 'শ'টি স্পষ্টই আছে,

* জানিয়া সুখী হইলাম, শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজের ইতিহাস-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি মূল শাসনখানি, তথা শাসনবিষয়ীভূত ভূভাগ যেন এক বার স্বচক্ষে দেখেন, এই অনুরোধ। স্থানীয় তদন্তে অবহেলা করাতেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল এত অধিক ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন।

† ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র শাসন দুইখানিতে ভুল-ভ্রান্তিস্থলে "যাহা হওয়া উচিত" মনে করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন,—শাসনে "কি আছে", তাহা দেখান নাই; অর্থাৎ "মূলে এই আছে, কিন্তু শুদ্ধ পাঠ এই হইবে" এরূপ-ভাবে পাঠ বিচার করেন নাই। ইহাতে তিনি শাসনস্থ সন্দিগ্ধ স্থলে কোন্ অক্ষরটিকে প্রকৃতপক্ষে কি পড়িয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। হয় ত অক্ষরগুলি ঠিকই পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটে কোন কোনটি সার্থক হয় না বলিয়া, তিনি ঐ সকল পরিবর্ত্তিত করিয়া তত্তৎস্থলে অভিনব অক্ষর বসাইয়া দিয়াছেন!!

তন্নিমে দীর্ঘ ঋকারও স্পষ্ট এবং 'হ'ও ঠিকই আছে ; তবু কেন যে তিনি ইহাকে 'স্বচ্ছ' করিলেন, এটা কোনক্রমেই বোঝা যায় না। অনুবাদ করিতে গিয়াও যদি এই পরিবর্ত্তনে কোনও সুবিধা হইত, তাহা হইলে কথা ছিল না। সেখানে তিনি 'স্বচ্ছ' শব্দটি একেবারেই চাপিয়া গিয়াছেন। *

ফলকথা, আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ শাসনলেখক 'শ্রী' স্থলে 'শৃ' লিখিয়াছেন, এবং 'ট্ট'টি একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল যদি ছন্দোবিচার করিতেন, তবেই পতিত অক্ষরের উদ্ধার হইত। আর্য্যার দ্বিতীয় পাদে ১৮টি মাত্রা হইবে ; 'ট্ট' লোপ হওয়ায় মাত্রাসংখ্যা ১৬ হইয়াছে ; 'ট্ট' বসাইলে ঠিক আঠারই হয়। অপিচ, এই শাসনেরই বিংশ শ্লোকে ঠিক তেমনই 'শৃ' দিয়া শ্রীহট্ট (নাথায়) লেখা হইয়াছে—সেখানে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল অনায়াসে শুদ্ধ পাঠ ধরিতে পারিয়াছেন। †

ডাঃ মিত্রের এই ভুলটি হওয়াতে তাম্রশাসন-প্রদাতা রাজগণ কোন্ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তাহা অনিশ্চিত ছিল। এক ভ্রম অপর ভ্রান্তির জনক। তাই 'স্বচ্ছ' পাঠের কোনও অর্থ হয় না ; অথচ অক্ষরের সঙ্গে কোনও সদৃশ্য নাই, দেখিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব মহাশয় এই রাজ্যটিকে 'সুহ্ম' মনে করিয়াছিলেন। ‡ যদিও তিনিই 'নবগীর্ব্বাণ' যে 'নরগীর্ব্বাণ' হইবে, একথা স্বয়ং তাম্রশাসন দেখিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন।

নবগীর্ব্বাণের ন্যায় 'ব' ও 'র'-য়ে গোলযোগসূচক পাঠ আরো আছে। যথা, 'মহরাপুর' স্থলে 'মহবাপুর' (২য় পৃষ্ঠা, ৩য় পঙ্ক্তি) আজিও "মোরাপুর" বলিয়া একটি স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এ ছাড়া 'স্বচ্ছ' রাজ্যের ন্যায় ভুলও আরো আছে। যথা,—'নবপঞ্চলে' (২ পৃষ্ঠা, ৩য় ও ৪র্থ পঙ্ক্তি) ; ইহার ঠিক পাঠ হইবে "বর পঞ্চালে" ; এখনও 'বরমচাল § পরগণা (এবং রেলওয়ে ষ্টেশন) বিরাজমান।

* অনুবাদ এই,—"Now was born the noblest of kings Navagirvan (the new God) of fierce arrow (*kharavana*) of great renown, the issue of the Goddess of royal prosperity." অনুবাদের টীকায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য—"The words (*Naua girvana*) and *Kharavana* are so placed that either of them may pass for a proper name, or both may be epithets. I take at random the first for the proper name. The second may be an *alias*." 'খরবাণ' নামটি এমনই অভিনব যে, ইহা বিশেষণ হইলেই যেন ভাল হইত, কিন্তু এটা যে নাম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, (নরদেব স্থলে) 'নরগীর্ব্বাণ' বিশেষণ দ্বারা 'অনুপ্রাস' করিয়া নামটিকে যোলায়েম করা হইয়াছে।

† শ্রীহট্টকে 'শৃহট্ট' লেখাটা বড়ই কৌতুককর ; মাত্রা ও উচ্চারণ ঠিকই আছে, তথাপি বানান ভুল হইল, অথচ এটা রাজ্যের নাম। আবার ভুলটি একাধিক বার হইয়াছে। সংজ্ঞা বলিয়াই বোধ হয়, এরূপ বানান-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। এখনও পণ্ডিত মহাশয়েরা নাম লিখিতে যথেচ্ছ বর্ণবিন্যাস করিয়া থাকেন। এই শাসনে প্রদত্ত রাজবাড়ীর আয়গার নামেও ঐরূপ ভুল বানানের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

‡ "শ্রীভূমি"—বৈশাখ, ১৩২২ ; 'শ্রীভূমির পূর্ব্বকথা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ "সুহ্ম" ও শিলিচটলোর ("শ্রীভূমি"—অগ্রহায়ণ, ১৩২২) প্রবন্ধে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

§ এখন অনেকে ইহার নাম "ব্রহ্মচাল" লেখেন—ইহা যেন ভুল, এই শাসনই তাহার প্রমাণ।

এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শাসনদ্বয়ের সমালোচনা করিতে গিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় প্রধান ভ্রম করিয়াছেন—রাজা গোবিন্দকেশবকে গৌড়গোবিন্দ মনে করিয়া। গৌড়গোবিন্দ শ্রীহট্টের শেষ রাজা; তাঁহার পরেই শ্রীহট্ট-দেশ মোসলমানের শাসনাধীন হয়। গৌড়গোবিন্দের তিনি প্রকৃত বিবরণ জানেন নাই—জানিতে চেষ্টাও করেন নাই, বোধ হয়। কেবল স্থানীয় একটা প্রবাদ শুনিয়াছিলেন যে, শাসনপ্রাপ্তির স্থানে গৌড়-গোবিন্দের বাড়ী ছিল। ঐ জনরবের মূলে সত্য কত দূর ছিল, জানা যায় না। তবে শ্রীহট্টাধিপতি গৌড়গোবিন্দের নানাস্থানেই কাচারী-বাড়ী থাকা অসম্ভাবিত নহে। সাধারণলোকের প্রাচীন অপর কোনও রাজাকেও 'গৌড়গোবিন্দ' মনে করাও আশ্চর্য্য নহে। বয়োবৃদ্ধ লোকের মুখে এমনও শুনিয়াছি যে, 'গোবিন্দ' শব্দটি রাজবাচক ছিল। শ্রীহট্টের ঐ অঞ্চলের নাম যে 'গৌড়' ছিল, তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কথা; তাহা হইলে, শ্রীহট্টের এই অংশের রাজামাত্রেই "গৌড়ের গোবিন্দ" বা 'গৌড়গোবিন্দ' সংজ্ঞিত হওয়া বিচিত্র নহে।

সে যাহা হউক, গৌড়গোবিন্দের কোনও উত্তরাধিকারীর সংবাদ পাওয়া যায় না—অথচ গোবিন্দকেশবের পুত্র ঈশানদেব দ্বিতীয় শাসনখানির কর্ত্তা। তাহাতে মোসলমান আক্রমণের নামগন্ধও নাই। এই রাজার নামও যে কেবল "গোবিন্দ"ই, এমনও নহে। প্রথম শাসনে দুই বার ও দ্বিতীয় শাসনে এক বার তাঁহার নাম আছে। * তন্মধ্যে প্রথম শাসনে একবার ও দ্বিতীয় শাসনে "গোবিন্দ" যেন কেশবের বিশেষণ বা নামান্তর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রথম শাসনে দ্বিতীয় বার উল্লেখে শুধু "কেশবদেব"ই থাকায়, স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, প্রধান নামটি ইহাই ছিল। 'দেব' শব্দটি সর্ব্বত্রই কেশবের সঙ্গে আছে—'গোবিন্দ' শব্দ 'দেব' এই রাজ-সূচক পদযুক্ত হয় নাই। এই সকল কারণেও কেশবদেবকে গৌড়গোবিন্দ ভাবা অতীব অসমীচীন হইয়াছে। ইহাতে আবার গুরুতর ভ্রমের কারণ ঘটিয়াছে। গৌড়গোবিন্দ শাহ্ জলাল কর্ত্তৃক পরাভূত হন—ডাঃ মিত্র ইহাও শুনিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে জলাল উদ্দীন গাজি নামধেয় এক দিগ্বিজয়ীর উল্লেখ আছে; তিনি গৌড়গোবিন্দ-বিজেতা শাহ্ জলাল এবং এই জলাল উদ্দীনকে অভিন্ন মনে করিয়া এক হাস্যাস্পদ ভুল করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শাহ্ জলাল এক জন পীর ছিলেন—শ্রীহট্ট শহরেই তাঁহার সাধনার স্থান ছিল—এখানেই মরণান্তে সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জলাল উদ্দীন—ডাঃ রাজেন্দ্রলালেরই কথায় বলি,—'Was called back to defend Gaur from the invasion of Irsilam Khan, and soon after killed in battle." কোথায় পীর শাহ্ জলাল, আর কোথায় জেনারেল জলাল উদ্দীন!! অপিচ, জলাল উদ্দীনের পূর্ব্বদেশ বিজয়ের তারিখ ছিল—১২৫৭খৃষ্টাব্দ। এই জলাল উদ্দীনই শাহ্ জলাল, এবং শাহ্ জলাল-বিজিত 'গৌড়গোবিন্দই' শাসনোল্লিখিত গোবিন্দকেশব। এই ভ্রমপরম্পরায় পরিচালিত হইয়া

* —ত্রিপুরাজলোধী গোবিন্দ ইত্যজনি কেশবদেব এবঃ (১ম শাসন, ৭ম শ্লোক)।
শ্রীমৎ কেশবদেব এব নিয়তং চক্রেশ্বরস্যেব কৃপা (ঐ—৯ম শ্লোক)।
গোবিন্দবীরো জগন্নাথসংজ্ঞঃ * * * পুত্রোঽভবৎ কেশবদেবদেবঃ।—(দ্বিতীয় শাসন, ৬ষ্ঠ শ্লোক)

ডাঃ মিত্র শাসনের তারিখ যথাসম্ভব ঐ ১২৫৭ অব্দের কাছাকাছি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি তাই পাণ্ডবকুলাদি পাণ্ডাব্দের অঙ্ক ৪৩২৮ করিয়া প্রথম শাসনের সময়টা ১২৪৫ খৃষ্টাব্দ করিয়াছেন। পণ্ডিতা রমাবাইর অগ্রজ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় ঐ অঙ্কটা ২৯২৮ পড়িয়াছিলেন, তাহাতে শাসনের তারিখ, খৃষ্টাব্দ (বরাহের মতে) * ৭৮০ হয়। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় দ্বিতীয় শাসনে 'সং ১৭ কে' "সংবৎ ১৭" ধরিয়া প্রথম শাসনের তারিখ ২৩২৮ (ডাঃ মিত্রের দ্বিতীয় অঙ্ক ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর ১ম অঙ্ক রাখিয়া) করিয়াছেন, তাহাতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১২০ হয়। এই তিন মতেই ভ্রান্তি আছে বলিয়া আমার ধারণা।

ছাপের ছবিতে অব্দাঙ্ক বড়ই অস্পষ্ট, মূল শাসনখানি না দেখিলে কিছুই বলা যাইতে পারে না। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল যে কারণে ৪৩২৮ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কারণেই যখন ভুল, তখন কার্য্য ভ্রান্ত হইবেই। লিপির আকৃতি দেখিয়া আনুমানিক সময় নির্দ্দেশই তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশিত ছিল—তিনি সে পথে যান নাই, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মতে যে সময় দাঁড়ায়, অক্ষর তত প্রাচীন নহে। অচ্যুত বাবু দ্বিতীয় শাসনে 'সং ১৭ কে' সংবৎ অর্থাৎ বিক্রমাব্দ ধরিয়া ভুল করিয়াছেন; ইহা স্পষ্টই শাসনদাতার (ঈশানদেবের) রাজ্যাব্দ। খৃষ্টপূর্ব্বের শাসনের অক্ষর অতিশয় দুর্ব্বোধ্য।

লিপি দেখিয়া শাসনের সময় একটা মোটামুটি অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে শতাব্দী অগ্র-পশ্চাৎ হইবার সম্ভাবনা; বিশেষতঃ যেমন বর্ত্তমানে, তেমনি সে কালেও সকল স্থানের সমসাময়িক লিপিও একরূপ ছিল না, তাই লিপিভঙ্গী দেখিয়া অনুমান করা নিরাপদ্ নহে। বিশেষতঃ মাদৃশ অনভিজ্ঞের পক্ষে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই লিপি দশম শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করেন। আপাততঃ আমরা ইহাই শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি।

এই রাজপরিবার চন্দ্রবংশীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল ইহাদিগকে 'কাছাড়ী' বলিয়াছেন—কেন না, কাছাড়ী রাজগণ আপনাদিগকে (ঘটোৎকচের সন্তান বলিয়া) চন্দ্রবংশীয় খ্যাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নিকটস্থ ত্রিপুরার রাজগণের কথা বিস্মৃত হইয়া, তিনি কেন দূরস্থ কাছাড়ে গেলেন, বুঝিলাম না। + ত্রৈপুর নৃপতিরাও (যযাতির পুত্র দ্রুহ্যুর সন্তান বলিয়া) চন্দ্রবংশীয়ত্বের দাবিদার বটেন; এবং আমার বোধ হয়, এই রাজগণও ত্রিপুরাধিপতির শাখাবিশেষ হইবেন।

---

* বরাহমিহিরের মতে শালিবাহনের অব্দে (শকাব্দে) ২৫২৬ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের কাল পাওয়া যায়। —[শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ ১ম খণ্ড—২য় অধ্যায়, ২৭ পৃষ্ঠায় অচ্যুত বাবুর বিচার দ্রষ্টব্য]

+ এতদুপলক্ষে ডাঃ মিত্র এটুকুও বলিয়াছেন—"It is extremely doubtful, however, if the Pandavas even came so far to the East", আমাদের এ অঞ্চলকে অনেকেই "পাণ্ডববর্জ্জিত" মনে করেন—কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে—বিশেষতঃ জয়ন্তীয়া (নারীদেশ), মণিপুর (বভ্রুবাহনের রাজ্য) নাগপর্ব্বত (উলূপীর পিত্রালয়) ইত্যাদিতে আগমন হইয়া থাকিলে, এ অঞ্চলে পাণ্ডবের পদার্পণ ঘটিয়াছিল কি না,

এই শ্রীহট্ট রাজ্যটি যে নেহাৎ ক্ষুদ্র ছিল, তাহা বোধ হয় না। সৈন্যসামন্তাদির বর্ণনায় অত্যুক্তি সর্ব্বত্রই থাকে; তদুপরি নির্ভর করিয়া কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু একটি শিব-মন্দিরের সেবা ও পূজার জন্ত ৩৭৫ হাল জমি, ২৯৬ খানি বাড়ী এবং অনেক লোকজন যিনি একটা শাসনপত্রে দান করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে-সে নরপতি ছিলেন না। ৩৭৫ হালে প্রায় দুই বর্গ মাইল ভূমি হয়।

এই 'হল' পরিমাণটা কি ছিল, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল বুঝিতে পারেন নাই এবং শাসনের আলোচনাংশের ভূরিভাগই তিনি 'হল'শব্দের উপরি মন্তব্য প্রকাশে ব্যয়িত করিয়াছেন, অথচ শ্রীহট্ট জেলায় এখনও হাল-কেদার-ষষ্টি-রেখ দ্বারা জমির মাপ হইয়া থাকে। * [৭ হাতি নলের † এক বর্গ নলে রেখ, ৪ রেখে ১ ষষ্টি, ২৮ ষষ্টিতে ১ কেদার এবং ১২ কেদারে ১ হাল (৬২৮৫৩ বর্গ হস্ত = ৬·৪ একর)। এ স্থলে একটা আশ্চর্য্যের কথা বলিতে হইল। সমীপবর্ত্তী বঙ্গদেশে 'হল' পরিমাণের ব্যবহার পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সুদূরবর্ত্তী গুর্জ্জর প্রদেশের এক শাসনে তাহা পাওয়া গিয়াছে। গুজরাটের শুনক নামক স্থানে চালুক্যরাজ কর্ণদেব বিক্রম সংবৎ ১১৪৮ অব্দে (১০৯১ খৃষ্টাব্দে) "পাইলাং ১২ বহন্তী হল ৪ ইতি হলচতুষ্টয়ভূমী" ‡ শাসন দ্বারা প্রদান করেন। কেশবদেবের শাসনে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল 'হল' শব্দের উপর যেরূপ গবেষণা প্রয়োগ করিয়াছেন, কর্ণদেবের শাসনের আলোচয়িতা ডাঃ হুল্‌শ্‌ তাহা করেন নাই; তবে "পাইলাং বহন্তী" স্থলে অনুবাদে carrying (i.e. requiring as seed corn) 12 Pailum (or 48 sers) লিখিয়া নীচে ফুটনোটে বলিয়াছেন,—"I owe this explanation of the words পাইলাং ১২ বহন্তী to Dr. Buhler, who remarks on them—"The translation is merely tentative. Pailām seems to be the Guzarati plural of Pailum, which latter I take to be identical with the modern Pāyāli 'a measure of 4 sers' (or 4-8 pounds)" See Shapurje Edalje's Gujarati and English Dictionary, 2nd Edition—S. V. পায়লী।

এখানে আরো একটু আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। আমাদের নিজ গ্রামে (বাণিয়াচঙ্গে) "পাইলা" শব্দটিও চলিত এবং ইহার মাপ এইরূপ,—

৭॥০ সের (ধান)	১ পুরা
৪ পুরায়	১ পালী
৪ পালীতে	১ ভুতা
১৬ ভুতায়	১ পাইলা।

* এইগুলি সমস্তই সংস্কৃত শব্দ এবং এটা শ্রীহট্টের বড়ই গৌরবের কথা যে, বঙ্গীয় সমাজের অন্তত্র বিঘা কাঠা ইত্যাদি সংস্কৃতেতর শব্দ দ্বারা জমির পরিমাণ হয়—কেবল শ্রীহট্টেই হলাদি প্রাচীন শব্দগুলি অদ্যাপি অব্যাহত রহিয়াছে।

† স্থলভেদে নলের পরিমাণ ঈষৎ ভিন্ন হয়, তাহা নগণ্য।

‡ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—১ম বর্ষ—৩১৬ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

খুব উৎকৃষ্ট জমিতে ভালরূপ চাষ হইলে আমাদের দেশে ১ কেদারে ৪ ভূতা পর্য্যন্ত ধান হইতে পারে; তাহা হইলে ৪ হালে (৪ × ১২ =) ৪৮ কেদারে ৪৮ × ৪ ÷ ১৬ = ১২ পাইলা ধান হইতে পারে। গুর্জ্জর দেশের জমিও সম্ভবতঃ ঈদৃশ উর্ব্বরাই ছিল, এই নিমিত্ত "১২ পাইলাং বহন্তী হল ৪" ঐ শাসনে দেখিতে পাইতেছি। ডাঃ বুলার 'বহন্তী' শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, 'পাইলাং'এর পরিমাণ না বুঝিয়া। নচেৎ ইহার স্বাভাবিক অর্থ ১২ পাইলা উৎপন্নশীলা * ৪ হল জমিই হইবে। তিনি 'পায়লী' শব্দ দ্বারাও বিভ্রান্ত হইয়াছেন। আমাদের দেশেও স্বতন্ত্র একটি "পালী" শব্দ আছে, তবে ইহার পরিমাণ ৪ সের নহে (৪ × ৭।=) ত্রিশ সের।

কোথায় শ্রীহট্ট, আর কোথায় গুজরাট্—এই দুই বিপরীতের সম্মেলন—meeting of the two extremes—আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি ?

উপসংহারের পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা † প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি। প্রথম শাসনের ২য় পৃষ্ঠায় ১১শ পঙ্ক্তিতে "সাগরপশ্চিমে" একটি শব্দ রহিয়াছে; ডাঃ রাজেন্দ্রলাল অনুবাদে "West of Sagare (Sea ?)" লিখিয়াছেন। Sea বা সমুদ্র শ্রীহট্টে কোথা হইতে আসিল, এ সন্দেহ নিশ্চয়ই তাঁহার মনে উদিত হইয়া থাকিবে, এবং এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়াই অনেক প্রাত্নতাত্ত্বিক য়ুয়নচোয়াং-কথিত "শিহলিচটলো" সমতটের উত্তরপূর্ব্বে স্পষ্ট লিখিত হইয়া থাকিলেও "শ্রীহট্ট" যে শিহলিচটলো, ইহা ধারণা করিতে পারিতেছেন না। কেন না, য়ুয়নচোয়াং শিহলিচটলোকে "সাগরের তীরে" লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশ-প্রচলিত 'হাওর' শব্দটি সাগরেরই অপভ্রংশ মনে করি; এবং 'সাগরপশ্চিমে' যে জমিটুকু—তাহা সুপ্রসিদ্ধ হাকালুকি হাওরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল, বোধ হয়। দ্বিতীয় শাসনেও দুই বার (১ম পৃষ্ঠা, ১৩শ পংক্তিতে ও ২য় পৃষ্ঠা, ৩য় পংক্তিতে) নৌবাটক শব্দ আছে, ইহার অনুবাদে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল 'War bouts' লিখিয়াছেন। এইগুলির অস্তিত্বেও শ্রীহট্টরাজ্যে সাগরসদৃশ জলরাশির তাৎকালিক বিদ্যমানতা সূচিত করিতেছে। মাত্র ১৪৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন মিঃ লিণ্ডসে শ্রীহট্টে গবর্ণর হইয়া ঢাকা হইতে আইসেন, তখন তাঁহাকে বিশাল জলরাশিমধ্যে সাগরোপযোগী দিগ্দর্শন-যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া নৌ-পরিচালন করিতে হইয়াছিল। ‡

ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের ভুল-ভ্রান্তির সমালোচনার্থ মুখ্যতঃ এই প্রবন্ধের অবতারণা। তাই বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে অন্যায় হইবে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই

---

* কামরূপের কোনও কোনও শাসনে এত পরিমাণ (যথা, চতুঃসহস্র) "ধান্যোৎপত্তিমতী" ভূমির কথা আছে—তাই এ স্থলে 'বহন্তী'রও ইহাই অর্থ—ইংরাজিতে "bearing" হওয়াই উচিত।

† ইহার অনেক কথা বিস্তারিতভাবে "সমতটের পূর্ব্বে" নামক প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৩—১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য) করা হইয়াছে।

‡ "I shall not be disbelieved when I say that in pointing my foot towards Sylhet I had recourse to my compass—the same as at sea, and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent.—(Extract from two Lives of Lindsay's—'Statistical Account of Assam'—Vol. II, p. 263).

শাসন দুইখানি তিনিই পাঠ ও অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন—তাই আমরা আমাদের দেশের একটি লুপ্ত রাজ্যের সংবাদ পাইয়াছিলাম। মানবমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদের অধীন—অতএব ভুল-ভ্রান্তি সকলেরই ঘটিতে পারে। এই প্রবন্ধলেখকের সমালোচনাতেও তাহা থাকিবার সম্ভাবনা। ক্ষমাপরায়ণ সুধীবর্গ, আশা করি, সমস্তই সদয়ভাবে গ্রহণ করিবেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

বুদ্ধঘোষের টীকা *

(ভূমিকা)

জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, থের বুদ্ধঘোষ কতকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকা রচনা করেন। সেই টীকাগুলির প্রধান পুস্তকের নাম বিসুদ্ধিমগ্‌গ, এখানি বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থ। বুদ্ধঘোষ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তিনি সমগ্র বিনয়পিটক, পাতিমোক্‌খ, চারিটি নিকায় এবং অভিধম্ম-পিটকের সপ্ত পরিচ্ছেদের টীকা প্রণয়ন করেন। খুদ্দক-নিকায়ের কতক অংশের টীকাও তাঁহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমতী রীজ্ ডেভিড্‌স্-পত্নী বুদ্ধঘোষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—বুদ্ধঘোষের রচনা অপুষ্ট, অপরিণত হইলেও তাহা বিশেষ অর্থদ্যোতক এবং ঐতিহাসিক তথ্যের খনি ; ইহা পাঠ না করিলে বৌদ্ধ দর্শনের সম্পূর্ণ ধারণা হওয়া অসম্ভব[১]।

আমরা এই প্রবন্ধে বুদ্ধঘোষের রচনার মধ্যে তাঁহার মনস্বিতার পরিণতির ধারা অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিব।

১। বুদ্ধঘোষের টীকার উদ্ভব ও পরিণতি

বিশেষ কোনো প্রসিদ্ধ পুস্তক বা ধর্ম্মশাস্ত্রকে নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধারণা দ্বারা নূতন অর্থে ব্যাখ্যা করার নাম টীকা। টীকা রচনায় প্রধান উদ্দেশ্য—গ্রন্থকারের উক্তি ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অপরের বোধগম্য করা।

গুরু রেবত শিষ্য বুদ্ধঘোষকে বলিয়াছিলেন,—

"কেবলমাত্র পালি বা ত্রিপিটক এখানে আনা হইয়াছে, তাহার কোনো টীকা এখানে নাই। থেরবাদী ভিন্ন অপর কোনো গুরুর বিভিন্ন মতবাদও এখানে নাই। সিংহলী ভাষায় মনস্বী মহিন্দ কর্ত্তৃক লিখিত টীকা তথাগত বুদ্ধদেবের শিক্ষা-প্রণালী অনুযায়ী রচিত হইয়াছিল, তিন বৌদ্ধধর্ম্মসঙ্গীতিতে উপস্থাপিত হইয়াছিল, সারিপুত্ত ও অন্যান্য মনস্বীর দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল। সেই টীকা এখনো সিংহলে প্রচলিত আছে। তুমি তথায় যাও ও উহা পাঠ করিয়া, উহা মাগধী ভাষায় অনুবাদ কর। ইহাতে জগতের কল্যাণ হইবে[২]।"

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বুদ্ধঘোষের সময়ে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের কোনো টীকা প্রচলিত ছিল না, অথচ সিংহলে ছিল। ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, আমরা এখন যে সব টীকা দেখিতে পাইতেছি, তাহা বুদ্ধঘোষ বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা মহিন্দ কর্ত্তৃক রচিত নহে। প্রবাদ ও জনশ্রুতি হইতে এই বুঝা যায় যে, এই সব টীকা কোনো

---

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। Introductory Essay, Buddhist Psychological Ethics, p. XXV.

২। মহাবংশ, ৩৭ পরিচ্ছেদ ; Anderson's Pali Reader, p 28 ; বিশুদ্ধিমগ্‌গ (বুদ্ধদত্ত সংস্করণ),

লেখকের রচনা নয়, এক সজ্ঘান্তর্গত সতীর্থ-সম্প্রদায়ের রচনা। মহিন্দ সেই রচনাগুলি সিংহলী ভাষায় ও বুদ্ধঘোষ তাহা হইতে পালি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন মাত্র।

বুদ্ধঘোষ বিবিধ টীকার[৩] ভূমিকায় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী কেহ যে সকল পদের টীকা করেন নাই, কেবল সেই সকল পদের টীকাই তিনি করিয়াছেন এবং অন্যান্য পদের পূর্ব্ব-প্রচলিত টীকার অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত যত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের বোধিলাভের দশ বৎসরের মধ্যেই তৎকালের বহু প্রসিদ্ধ নগরে—যেমন বারাণসী, রাজগহ (রাজগৃহ), বেসালি (বৈশালী), নালন্দা, পাবা, উজ্জনী (উজ্জয়িনী), চম্পা, মধুরা (মথুরা), উলুম্পা, ইত্যাদিতে—বৌদ্ধ ধর্ম্মসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রত্যেক কেন্দ্রে বুদ্ধদেবের এক এক জন প্রসিদ্ধ শিষ্যের (যেমন, মহাকাস্সপ (মহাকাশ্যপ), মহাকচ্চায়ন (মহাকাত্যায়ন), মহাকোট্‌ঠিত, সারিপুত্ত (সারিপুত্র), মোগ্‌গল্লান (মৌদগল্যায়ন) প্রভৃতির অধিনায়কতায় এক একটি ভিক্ষু-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। ভিক্ষু বা শ্রমণ-সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুসারে তাহারা সারা বৎসর প্রব্রজ্যা করিত এবং বর্ষাকাল সমাগত হইলে কোনো মঠে বা রাজার প্রমোদ-উদ্যানে আশ্রয় লইয়া বর্ষা যাপন করিত, এবং বর্ষা অপগত হইলে বৎসরান্তে সকল ভিক্ষু রাজগহ (রাজগৃহ), বেলুবন সাবত্থি (শ্রাবস্তি) বা অন্য কোথাও সমবেত হইত। স্বসম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের যতী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ মধ্যে মধ্যে হইত। এই সব ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ এক এক জন এক একটি বিশেষ গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন,—কেহ শাস্ত্রজ্ঞ, কেহ যতী, কেহ কৃচ্ছ্রব্রতী, কেহ গল্প বলিতে পটু, কেহ ব্যাখ্যা করিতে দক্ষ, কেহ প্রচারকার্য্যে সমর্থ, কেহ দার্শনিক, কেহ কবি, ইত্যাদি[৪]। বুদ্ধদেবের শিষ্য ও অনুচরদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণও ছিলেন, এবং তাঁহারা বেদ ও বেদাঙ্গ প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই সব শিক্ষাগুরু নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া—ধর্ম্ম, দর্শনশাস্ত্র, শীলশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে বিচার ও আলোচনা করিতেন[৫]। প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশিক্ষকদের তত্ত্বমূলক দুর্ব্বোধ্য উক্তির বিচার ও বিতর্ক প্রায়ই হইত এবং ব্যাখ্যা ও টীকা-প্রণয়নের মূল কারণই ঐরূপ বিচার-বিতর্ক। ত্রিপিটকের মধ্যে বহু স্থানে লিখিত আছে যে, সময়ে সময়ে সাময়িক ঘটনা লইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে বিষম বিতর্ক উপস্থিত হইত, এবং বিতর্কে সন্দেহ মীমাংসা না হইলে, উভয় বিবদমান পক্ষ হয় বুদ্ধদেব অথবা তাঁহার শিষ্যদের মধ্যস্থ মানিত। যদি কখনো কোনো স্বার্থবশ ভিক্ষু বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে নিন্দা

৩। সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১ পৃষ্ঠা (Pali Text Society); সারত্থপকাসিনী, (সারার্থপ্রকাশিনী)—১ পৃষ্ঠা।

৪। দ্রষ্টব্য—এতদগ্গবগ্গো, অঙ্গুত্তরনিকায়, ১; মহাবংশ (edited by Geiger), The Council of Mahakassapa.

৫। দ্রষ্টব্য—আমার লেখা A Short Account of the Wandering Teachers at the time of the Buddha—(J. A. S. B. New Series, Vol. XIV, 1918, No. 7).

প্রচার করিত[৬]; যদি কোনো ভিক্ষু বুদ্ধদেবের মতবাদের কদর্থ করিত[৭]; যদি দুই ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে কোনো বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইত[৮]; যদি কোনো ভিক্ষু শীলভঙ্গ করিত, তবে সকল ভিক্ষু চত্বরে সমবেত হইয়া বিচার ও মীমাংসা করিত, অথবা বুদ্ধদেব বা তাঁহার শিষ্যগণ ভিক্ষুদিগকে বিবাদ মীমাংসার জন্য আহ্বান করিতেন। এইরূপ এক সময়ে বুদ্ধদেব স্বীয় মতবাদ অনুসারে নীতিতত্ত্ব ও শীল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—সব্ব পাপস্‌স অকরণম্ কুসলস্‌স উপসম্পদা!—সর্ব্ববিধ পাপ অকরণীয়, মঙ্গল কর্ম্ম অনুষ্ঠিতব্য। বুদ্ধদেবের এই অকরণীয় ও করণীয় সম্বন্ধে এক কথার উপদেশ এখন দীঘনিকায়ের প্রথম ত্রয়োদশ সুত্তে (সূত্রে) লিপিবদ্ধ আছে এবং সেই সুত্তগুলি শীলখণ্ড নামে পরিচিত হইয়া দীঘনিকায়ের প্রথম অংশকে সেই নাম দান করিয়াছে[৯]।

অন্য এক সময়ে পোতলিপুত্ত পরিব্রাজক সমিদ্ধির (সমৃদ্ধি) নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন,—শমণ (শ্রমণ) গোতমের উক্তি আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি—"কম্ম (কর্ম্ম) কায়িক বা বাচিক হইলে কর্ম্মই নহে, যথার্থ কর্ম্ম হইতেছে মানস কম্ম বা ইচ্ছা। জীবনে এমন অবস্থা-সম্প্রাপ্তি ঘটে, যখন সুখ বা দুঃখের অতীত বোধ জন্মে।" ইহার উত্তরে সমিদ্ধি বলিলেন,—"বন্ধু পোতলিপুত্ত, এমন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বলিও না; আমাদের গুরুর মতের কদর্থ করিও না, তাহা সাধু কর্ম্ম নহে; তিনি এমন কথা কখনো বলিতে পারেন না।" পোতলিপুত্ত বলিলেন,—"বন্ধু সমিদ্ধি, মানুষ চিন্তায়, বাক্যে বা কায় দ্বারা যে কর্ম্ম ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া করে, তাহার ফলে সে কি ভোগ করে?" সমিদ্ধি উত্তর করিলেন,—"দুঃখ"[১০]। এই তর্কের বিবরণ যখন বুদ্ধদেবের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি তাঁহার অপরিচিত পরিব্রাজকের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে নির্ব্বুদ্ধি সমিদ্ধির একদেশী উত্তর শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; তাঁহার মতে প্রকৃত উত্তর হওয়া উচিত ছিল—"সে হয় সুখ নয় দুঃখ ভোগ করিবে, অথবা সুখ বা দুঃখ কিছুই বোধ করিবে না।" কিন্তু সমিদ্ধির প্রথম উত্তর সম্বন্ধে বুদ্ধদেব প্রতিবাদ করিবার কিছুই পান নাই।

যাহাই হোক, যুবক শিক্ষার্থী সমিদ্ধির উত্তর ভুল হইয়াছিল বলিয়া বুদ্ধদেব কর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে শুভ নামক ব্রাহ্মণকে কর্ম্ম সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার নাম হইয়াছিল চুলকম্মবিভঙ্গ, এই বিস্তৃত উপদেশের নাম হইল মহাকম্মবিভঙ্গ[১১]. এইরূপে এই মহাকম্মবিভঙ্গ অভিধম্মপিটকের অন্তর্গত সিখ্‌খাপদবিভঙ্গ (শিক্ষাপদবিভঙ্গ) নামক অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যার সূত্র-ভিত্তি হইয়াছিল[১২]। বুদ্ধদেব-কথিত এই দুই উপদেশ ও ব্যাখ্যার প্রভাব পরবর্ত্তী শাস্ত্র-টীকার উপর স্পষ্ট দেখা যায়, যেমন—নেত্তিপকরণ (নাস্তিপ্রকরণ) ও অত্থসালিনী (অর্থশালিনী)[১৩] প্রভৃতি টীকা। বিশেষ

৬। দীঘনিকায়, ১ ভাগ, ২ পৃষ্ঠা। ৭। মজ্‌ঝিমনিকায়, ৩ ভাগ, ২০৭—৮ পৃঃ। ৮। মজ্‌ঝিমনিকায়, সামগামসুত্ত, ২ ভাগ, ২৪৩—৪ পৃষ্ঠা। ৯। The Dialogues of the Buddha, II, pp. 3—26.

১০। মজ্‌ঝিমনিকায়, ৩, পৃষ্ঠা ২০৭-২১৫। ১১। ঐ, ২০২—২০৬ পৃষ্ঠা; নেত্তিপ্রকরণ, ১৮২—১৮৩ পৃষ্ঠা।

১২। বিভঙ্গ, ২৮৫—২৯১ পৃষ্ঠা। ১৩। অত্থসালিনী, ৬৪—৬৮ পৃষ্ঠা।

লক্ষ্য করিয়া পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, বুদ্ধঘোষ তাঁহার অথসালিনী টীকায় কর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধদেবের দুইবারের কর্ম্ম ব্যাখ্যার সমন্বয় মাত্র[১৪]।

মজ্ঝিমনিকায়ের (মধ্যমনিকায়) মধ্যে বুদ্ধদেবের আরো অনেক জ্ঞানসমুজ্জ্বল উপদেশ সংগৃহীত আছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান সড়ায়তনবিভঙ্গ[১৫], অরণবিভঙ্গ[১৬], ধাতুবিভঙ্গ[১৭] এবং দক্খিনা-বিভঙ্গ[১৮]। এই সমস্তই অভিধম্ম সাহিত্যে[১৯] স্থান লাভ করিয়াছে এবং উচ্চতর ব্যাখ্যা ও টীকা তাহাদের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। থের বুদ্ধঘোষের চিরস্মরণীয় রচনা ও পরবর্ত্তী অন্যান্য রচনার মধ্যেও ঐগুলি প্রবেশলাভ বা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য থের সারিপুত্র চতুরার্য্যসত্যের যে সব ব্যাখ্যা টীকা করিয়াছিলেন, সেইগুলি সংগ্রহের নাম সচ্চবিভঙ্গ (সত্যবিভঙ্গ)[২০] বা সচ্চনিদ্দেস (সত্যনির্দ্দেশ)[২১]। এইগুলি অভিধম্মপিটকের দ্বিতীয় খণ্ডে বা ভাগে স্থান পাইয়াছে, এবং এই টীকার আবার টীকা হইয়াছে, অভিধম্ম-ভাজনীয়[২২]। পিটক-সাহিত্য যে সব প্রাচীন অসংলগ্ন উক্তির সংগ্রহ, সারিপুত্ত সেই সব উক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই টীকা সতিপট্ঠান-সুত্ত নামক টীকার সহিত সংযুক্ত হইয়া দীঘনিকায়ের মহাসতিপট্ঠানসুত্ত হইতে মজ্ঝিমনিকায়ের সতিপট্-ঠানসুত্তের পার্থক্য সম্পাদন করিয়াছে।

ধর্ম্মব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বহু আবশ্যক বাক্য ও পদের টীকা প্রশ্নোত্তররূপে বিদ্যমান দেখা যায়। জনশ্রুতি যে, এগুলির রচয়িতা সারিপুত্র। এই প্রশ্নোত্তর আকারের টীকাগুলির নাম মহাসঙ্গীতিসুত্তান্ত[২৩] (মহাসঙ্গীতিসূত্রান্ত); তিব্বতী ও চীন ভাষায় ইহার অনুবাদ আছে, তাহার নাম সঙ্গীতি-পরযায়-সূত্র। থের সারিপুত্তের প্রশ্নোত্তরপ্রণালীর ব্যাখ্যায় অবলম্বিত বিভিন্ন বিষয় সংখ্যানির্দ্দিষ্ট বিভাগে সজ্জিত করার প্রথা দুইটি প্রাচীনতর সংগ্রহপুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়—সংযুত্ত (সংযুক্ত) ও অঙ্গুত্তরনিকায়, অভিধম্মপিটকের কোনো কোনো ভাগ বিশেষ করিয়া পুগ্গল-পঞ্ঞত্তি (পুগ্গলপ্রজ্ঞপ্তি) ইহার উপকরণ প্রধানতঃ অঙ্গুত্তর-নিকায় হইতে সংগৃহীত, এই সকল পুস্তক আলোচনা করিলে সারিপুত্ত-রচিত পুস্তকাবলীর সঙ্গে পিটক-সাহিত্যের সম্পর্ক বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু সারিপুত্ত একমাত্র টীকা রচয়িতা নহেন। বুদ্ধদেবের অপর বহু বিখ্যাত ও সুপণ্ডিত শিষ্যদিগের রচিত টীকা ও ব্যাখ্যা পুস্তক আছে, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার নারী। থের মহাকচ্চায়ন (স্থবির মহাকাত্যায়ন) বুদ্ধদেবের সংক্ষেপ উক্তির বিশদ ব্যাখ্যা করিতে

১৪। মজ্ঝিমনিকায়, ২১৫—২২২ পৃষ্ঠা। ১৫। ঐ, ২৩০—২৩৭ পৃষ্ঠা। ১৬। ঐ, ২৩৭—২৪৭ পৃষ্ঠা।

১৭। ঐ, ৭০—৭৩ পৃষ্ঠা। ১৮। বিভঙ্গ, ৭০—৭৩, ৮২—৯০ পৃষ্ঠা। তুলনীয়—ধাতুকথ', ইত্যাদি।

১৯। মজ্ঝিমনিকায়, ৩, ২৮৪—২৫২ পৃষ্ঠা। ২০। মহাসতিপট্ঠান সুত্তন্ত দীঘনিকায়।

২১। বিভঙ্গ, ৯৯—১১২ পৃষ্ঠা। ২২। বিভঙ্গ, ১৯৩—২০৫ পৃষ্ঠা।

২৩। দীঘনিকায় ৩। বিশেষ বিবরণের জন্য ১৯০৫ সালের Journal of Pali Text Societyর ৬৭ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক তাকাকুসু-লিখিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পটু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন[২৪]; তাঁহার রচনার চারিটি খণ্ড হইল—মজ্ঝিমনিকায়[২৫]; ইহা পরবর্ত্তী কালের রচনা, দুইখানি পালি—নেত্তিপকরণ ও পেটকোপদেস—এবং একখানি বৌদ্ধসংস্কৃতে লিখিত—জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্র—পুস্তকের মূল। এই পুস্তক তিনখানিও তাঁহারই রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মহাকচ্চানো (মহাকচ্চায়নো) রচিত যে কয়েকখানি খণ্ডিত পুস্তক আমাদের কাল পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে, সে কয়খানিতে মানবমনের বহুমুখীনতার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া, তাহাদের মূল্য অনেক বেশী। এই সব খণ্ড রচনা হইতে যতদূর জানা যায়, তাহাতে এই বোঝা যায় যে, মহাকচ্চানো (মহাকাত্যায়ন) সারিপুত্তের মতন সংখ্যা-নির্দ্দেশ বা পারিভাষিক শব্দ সংগঠন করিতেন না। তিনি বুদ্ধদেবের মতবাদের ও তত্ত্বের অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ ও যথার্থ দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন।

তার পর থের মহাকোট্‌ঠিত। ইনি বুদ্ধদেবের তত্ত্ব-বিশ্লেষণপ্রণালী পটিসম্ভিদা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের পরেই অভিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপকরণের দ্যোতক সংজ্ঞাগুলির বিশেষ লক্ষণ ও প্রভেদ[২৬] নির্দ্দেশ করিয়া তিনি ভ্রান্ত ধারণা সম্বন্ধেও সাবধান করিয়া বলিয়াছেন যে, যুক্তি, বোধ, অনুভূতি, ভাব প্রভৃতি এক একটি স্বতন্ত্র বিষয় নহে, তাহাদের সকলগুলি প্রকৃতপক্ষে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত[২৭]। মহাকোট্‌ঠিত-টীকার প্রথম অংশ নেত্তিপকরণের লক্‌খনহার, (লক্ষণহার) মিলিন্দ-পঞ্‌হো (মিলিন্দ-প্রশ্ন)[২৮] ও বুদ্ধঘোষের টীকার কোনো কোনো অংশের ভিত্তি-স্বরূপ।

মগ্‌গল্লান, আনন্দ, ধম্মদিন্না, খেমা প্রভৃতিরও এইরূপ রচনা বিদ্যমান আছে।

অভিধম্মপিটকের দ্বিতীয় ভাগের বিষয়সূচী আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহ প্রতীতি হয় যে, সুত্ত ও অভিধম্মপিটকের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই, কেবল রচনাপ্রণালীর বিভেদ আছে মাত্র। সুত্ত প্রাচীনতর; অভিধম্ম তাহারই অনুসরণ করিয়াছে। অভিধম্মের ব্যাখ্যানপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ সুস্পষ্ট ও সরল হইলেও সকল ক্ষেত্রেই ইহা সুত্ত ব্যাখ্যানপ্রণালীর চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়। বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে যে, অভিধম্ম রচনার মধ্যে গোতম বুদ্ধের কথিত বাণী যথাযথ স্থান পাইয়াছে কি না[২৯]। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, অভিধম্মের অধিকাংশই

২৪। পহোতি চ আয়স্মা মহাকচ্চানো ইমস্স ভগবতা সংখিত্তেন উদ্দেসস্স উদ্দিট্‌ঠস্স বিত্থারেন অত্থং অবিভত্তস্স বিত্থারেন অত্থং বিভজিতুং বিভজ্জনম্ হি কচ্চানো।—দীপবংশ, ওলডেনবার্গ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১০৯পৃষ্ঠা। তুলনীয়—এতদগ্গবগ্গ, অঙ্গুত্তরনিকায়।

২৫। মজ্ঝিমনিকায়, ১।১১০ পৃষ্ঠা ও পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা; ৩।৭৮, ১২৪, ২২৩ পৃষ্ঠা।

২৬। পজানাতি পজানাতীতি……তস্মা পঞ্‌ঞবা তি বুচ্চতি……বিজানাতি বিজানাতীতি……তস্মা বিঞ্‌ঞানন্তি বুচ্চতি……… —মজ্ঝিমনিকায় ১।২৯২।

২৭। ইমে ধম্মা সংসট্‌ঠা নো বিসংসট্‌ঠা……।—মজ্ঝিমনিকায়।

২৮। মিলিন্দ-পঞ্‌হো, ৬২ পৃষ্ঠা।

২৯। অত্থসালিনী, ২৯—৩১ পৃষ্ঠায় থেরদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে তর্ক দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধদেবের উপদেশ ও তত্ত্বকথা অবলম্বন করিয়াই সংরচিত। অদৃশ্যভাবে সারিপুত্ত বা অপর কাহারো হাত থাকিলেও, মোটের উপর ইহার জন্য সমস্ত প্রশংসাই যে স্বয়ং বুদ্ধদেবের প্রাপ্য, তাহা ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে। বুদ্ধঘোষ অভিধম্মপিটকের পৃথক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—বেয়াকরণ বা ব্যাখ্যান। এই শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত গাথা-শূন্য গদ্য সুত্ত; এগুলি বৌদ্ধ সাহিত্যের অষ্ট বিভাগের কুত্রাপি পাওয়া যায় না[৩০]।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বেদল্লগুলিকে স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা ঠিক নয়। মজ্‌ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত চুল্লবেদল্ল ও মহাবেদল্ল বেয়াকরণ শ্রেণীতে গণ্য না হইবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহাই হোক, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে রচিত কথাবত্থু (কথাবস্তু) ছাড়া অপর সকল ত্রিপিটকের ভিতর দুইটি বেয়াকরণ স্তর আছে, যথা—সুত্তভাজনীয় ও অভিধম্মভাজনীয়। খন্ধ, বিভঙ্গ, নিদ্দেস—এগুলি সমার্থক শব্দ। যে সমস্ত সুত্তের মধ্যে খন্ধ, বিভঙ্গ, নিদ্দেস প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহা প্রথম স্তরের এবং সুত্তমূল ছয়টি অভিধম্ম বৌদ্ধ টীকা-সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তর স্থির করা তত সহজ নয়। মহাকচ্চানো কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কতকগুলি গ্রন্থ—কচ্চায়নপকরণম্, (কাত্যায়নপ্রকরণ) মোহনেনিত্তিপকরণম্, নেত্তিপকরণম্, চুত্তনেনিত্তি, পেটকোপদেস, ও বন্ননিত্তি অথবা থের মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কথাবত্থু এই তৃতীয় স্তরের অন্তর্গত বলিয়া ধরিতে হইবে। রাজা অশোকের সময়ে যে তৃতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম-সঙ্গীতি হয়, খুব সম্ভব তৎসমকালে কথাবত্থু রচিত হয়। মহাকচ্চানোর পুস্তকাবলী এখনো অধিকাংশই পুথির আকারেই আছে, ছাপা হয় নাই। পেটকোপদেস বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহা নেত্তিপকরণ গ্রন্থের পরিশিষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। অধ্যাপক ই হার্ডী রোমান অক্ষরে নেত্তিপকরণের একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

অধ্যাপক তাকাকুসু বলেন যে, মহাকাত্যায়ন কর্ত্তৃক বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্র সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের বিশেষ প্রমাণ্য গ্রন্থ। বসুবন্ধু তাঁহার অভিধর্ম্মকোষে[৩২] সপ্ত অভিধম্ম পুস্তকের অন্তর্গত বলিয়া ঐ জ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে ঐ শাস্ত্র সঙ্ঘদেব ও অন্য একজন কর্ত্তৃক চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহা আবার ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাং অনুবাদ করেন। হিউয়েন সাং আরও অনুবাদ করিয়াছিলেন, অভিধর্ম্মমহাবিভাসশাস্ত্র। এই গ্রন্থ মহাকাত্যায়নের গ্রন্থের টীকা, কনিষ্কের সময়ে যে বৌদ্ধধর্ম্মসঙ্গীতি হইয়াছিল, উহা সেই সময়ের রচনা[৩৩]। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বলিয়াছেন

৩০। সুমঙ্গলবিলাসিনী ১।৩২৪ পৃষ্ঠা; অত্থসালিনী, ২৫—২৬ পৃষ্ঠা।

৩১। Hardy, Introduction to the Nettipakarana, p. 33, F. I.

৩২। E. Burnouf's Introduction, p. 447.

৩৩। Beal's Buddhist Records, I, pp. 174—175. cf. Bunyunanjio's Catalogue, Sub. No. 26.

যে, জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্র বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের ৩০০ বৎসর পরে রচিত। জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্রের সঙ্গে নেত্তিপকরণের অথবা অভিধম্মপিটকের সপ্তম পরিচ্ছেদ পট্ঠানের কোনো সাদৃশ্য বা সমতা আছে কি না, তাহা বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞগণের অনুসন্ধেয়। নেত্তিপকরণের মধ্যে একটি পরিচ্ছেদের নাম সাসনপট্ঠান (শাসনপ্রস্থান); তাহাতে ভাবানুযায়ী পিটকপদাবলী বিভক্ত ও বিন্যস্ত হইয়াছে। পালি অভিধম্ম গ্রন্থ পট্ঠানের সহিত জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্রের সম্পর্ক থাকিলেও উভয় পুস্তক একই নয়। যেটুকু সাদৃশ্য ও সমতা উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা একই বিষয় ও উদ্দেশ্য লইয়া রচনার ফল।

মহাকচ্চায়ন তাঁহার দুই গ্রন্থের প্রারম্ভে সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য নূতন কোনো তত্ত্ব প্রচারের জন্য নয়, পরন্তু অপরের বাক্যের (পরতো ঘোষা) ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য[৩৪]। নেত্তিপকরণের এক পরিচ্ছেদ পরীক্ষার হার[৩৫] পট্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা হইলেও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। নয়সমুট্ঠান সম্বন্ধে অনুচ্ছেদ হইতে জানা যায় যে, মহাকচ্চায়ন বৌদ্ধ প্রচলিত ধর্ম্মবিরোধীদের কথা উল্লেখ করিয়া (দিট্ঠিচরিতা অস্মিং শাসনে পব্বজিতা) সেই সম্প্রদায়-বহির্ভূত অপর লোকদের (দিট্ঠিচরিতা ইতো বহিদ্ধা পব্বজিতা) সঙ্গে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের এক শত বৎসরের মধ্যে এরূপ করা সম্ভব নয়। উহাতে ত্রিপিটকের ও চতুর্নিকায়ের কোনো কোনো পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায়। অতএব মহাকচ্চায়নের পুস্তকাবলী ত্রিপিটক ও পরবর্ত্তী সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যবর্ত্তী সংযোগ শৃঙ্খল বলিয়া অনুমান করিলে সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়া হইবে না বোধ হয়। এবং এই অনুমান সত্য হইলে মহাকচ্চায়নের রচনাবলী কথাবত্থু অপেক্ষা প্রাচীনতর—ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

কথাবত্থু বৌদ্ধশাস্ত্রের চতুর্থ স্তরের পুস্তক। উহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব ও বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক-মীমাংসা আছে। বুদ্ধঘোষ যে হেতুবাদে এই পুস্তককে পালি শাস্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে চাহেন, তাহাতে বিশেষ চাতুর্য্য আছে[৩৬]। বুদ্ধদেব মূল তত্ত্ব (মাতিকা) বিবৃত করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন ধরণের চিন্তাশীল ও মতবাদীরা সেই মূলতত্ত্বগুলি আলোচনা করিয়া নিজের নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, মত ও ধারা অনুযায়ী তাহাদের অর্থব্যাখ্যা করিয়াছিলেন[৩৭]। কথাবত্থু তর্কবহুল পুস্তক বলিয়া উহাকে টীকাগ্রন্থের মধ্যে প্রধান স্থান দিতে ইতস্ততঃ হইতে পারে; কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ইহা ব্যাখ্যাপুস্তক ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাকচ্চায়ন যথার্থই বলিয়াছেন[৩৮] যে, প্রচলিত ধর্ম্মমতবিরোধী বৌদ্ধগণের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত মতদ্বৈধ থাকিলেও প্রত্যেকের মধ্যে এই মিলটুকু দেখা যায় যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশের প্রতি

৩৪। B. M. Barua's Prolegomena to A History of Buddhist Philosophy, pp. 10,42.

৩৫। নেত্তিপকরণ, ৭৮—৮০ পৃষ্ঠা।

৩৬। নেত্তিপকরণ, ১১০—১১২ পৃষ্ঠা। ৩৭। অত্থসালিনী, ৪—৬ পৃষ্ঠা। ৩৮। নেত্তিপকরণ, ১১২ পৃষ্ঠা।

ভক্তিমান্। কথাবথুর মধ্যে যে সব তর্কবিতণ্ডার পরিচয় ও নমুনা পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে, বিবদমান উভয় পক্ষই বুদ্ধদেবকেই প্রধান মীমাংসক ও মধ্যস্থ বলিয়া মানিয়াছেন; উভয় পক্ষই বুদ্ধদেবের বাণী উদ্ধৃত করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং যত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সেই সব বাণীর অন্তর্গত অর্থব্যাখ্যা লইয়া।

মিলিন্দ-পঞ্‌হো (মিলিন্দ-প্রশ্ন) রাজা মিলিন্দ (Menander) ও থের নাগসেনের প্রশ্নোত্তরের সমষ্টি। কথাবথুর রচনার ধরণ ইহাতে অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। দার্শনিক-ভাবে বিচার করিলে কথাবথু অপেক্ষা ইহাকে ব্যক্তিগত বৌদ্ধ মতবাদের সম্পূর্ণতর সমন্বয় বলা যাইতে পারে[৩৯]।

যে সময়ে মিলিন্দ-প্রশ্ন রচিত হয় ও বুদ্ধঘোষ বিবিধ সিংহলী টীকা অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন[৪০] সেই সময়কে বৌদ্ধ সাহিত্য-রচনার ষষ্ঠ স্তর বলা যাইতে পারে। সিংহলী টীকা ভিন্ন বুদ্ধঘোষ দীঘভানক[৪১], মজ্‌ঝিমভানক[৪২] ও অন্যান্য মতবাদী থেরদিগের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সুমঙ্গলবিলাসিনীর ভূমিকায়[৪৩] তিনি ঐ সকল থেরদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। এই সকল থের সম্প্রদায় প্রথমে কেবলমাত্র আবৃত্তিকারক সম্প্রদায় ছিল, পরে মতপার্থক্যে বিভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

বুদ্ধঘোষের গ্রন্থাবলী বৌদ্ধ-সাহিত্যের সপ্তম স্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থাবলীর ভিত্তিমূলে নিহিত থাকিবার চিহ্ন দেখা যায়—সমস্ত ত্রিপিটক, মহাকচ্চায়নের গ্রন্থাবলী, কথাবথু, মিলিন্দ-পঞ্‌হো[৪৪], থেরবাদী ভিন্ন অপর উপদেষ্টাদিগের পন্নত্তিবাদ (প্রজ্ঞপ্তিবাদ)[৪৫], বিতণ্ডাবাদীদের মত, পকতিবাদ (প্রকৃতিবাদ) সাংখ্য বা যোগ-দর্শন[৪৬] এবং সিংহলের ভিক্ষুদিগের মতবাদ[৪৭]।

আমরা দেখিলাম, প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বুদ্ধঘোষ অথবা থের মহিন্দ (মহেন্দ্র) অথবা প্রাচীন থেরগণ কেহই টীকা ও ব্যাখ্যা রচনা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের যে মৌলিকতা ছিল না—এ কথাও স্বীকার করা চলে না। সুত্তনিপাতের কতকগুলি সূত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যাপুস্তক 'নিদ্দেস' বুদ্ধঘোষের পরমার্থজ্যোতিকার সঙ্গে তুলনার যোগ্য নহে। মহাকচ্চায়নের পেটকোপদেশ[৪৮], যাহা হইতে বুদ্ধঘোষ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, অথসালিনী

৩৯। বুদ্ধঘোষের কথাবথু টীকা; ১৮ সম্প্রদায় সম্বন্ধে বসুমিত্রের গ্রন্থ ইত্যাদি।

৪০। Buddhist Manual of Psychological Ethics, pp. XXIII,—XXIV দ্রষ্টব্য।

৪১ ও ৪২। অথসালিনী, ১৫১, ৩৯৯, ৪০৭, ৪২০ পৃষ্ঠা। ৪৩। সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১১—১৫ পৃষ্ঠা।

৪৪। অথসালিনী, ১২২, ১১৪, ১১৯, ১২০, ১২২, ১৪২ পৃষ্ঠা।

৪৫। পুগ্‌গল-পঞ্ঞত্তি Commentary, Pali Text Society, pp. 173—175.

৪৬। অথসালিনী (সিংহলী সংস্করণ), ৩, ৯০, ৯২, ২৪১ পৃষ্ঠা।

৪৭। পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি Commentary, (সিংহলী সংস্করণ), ১৭২ পৃষ্ঠা। তিথিয়ানম্ অনুপকত্তি-পুরিসাদিকস্‌স বা।—বিশুদ্ধিমগ্‌গ, ৪০৭ পৃষ্ঠা। কিংপকতিবাদিনাং পকতিবিয় অবিজ্জা পি অকোরণং মূলকোরণং লোকস্‌সাতি। ৪০৬ পৃষ্ঠা। ৪৮। অথশালিনী, ১৬৫ পৃষ্ঠা।

নহে। স্বয়ং বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতৃ বুদ্ধঘোষের আবির্ভাবের পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

২। বুদ্ধঘোষের টীকা সম্বন্ধে সন্ধান

বুদ্ধঘোষের টীকাগুলি সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করিলে মনে এমন অনেক প্রশ্নের উদয় হয়, যাহার উত্তর এখন পর্য্যন্ত কেহ দেন নাই। বিশেষ ও প্রধান প্রশ্নটি এই বিসুদ্ধিমগ্গ-প্রমুখ ব্যাখ্যাবলীর মধ্যে বুদ্ধঘোষ কতখানি স্বীয় পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন? অপর প্রশ্নগুলি ইহারই আনুষঙ্গিক, যথা—(১) মহাবংশের বিবরণ সত্য বলিয়া ধরিলে দেখা যায়, বুদ্ধঘোষ গয়ার এক ব্রাহ্মণ সন্তান, তিনি বেদ, বেদাঙ্গ, শিল্পকলা ও পাতঞ্জলদর্শন আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে—বুদ্ধঘোষের রচনার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও পাতঞ্জলদর্শনের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় কি? (২) থের রেবত তাঁহাকে দার্শনিক তর্কে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। থের রেবত ও তাঁহার সাক্ষাৎ কোথায় ঘটিয়াছিল? (৩) কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধঘোষ ভারতবর্ষে থাকিতেই তাঁহার অথসালিনী রচনা করিয়াছিলেন। এই কিংবদন্তীর সমর্থক কোনো যুক্তিসহ প্রমাণ পাওয়া যায় কি? (৪) তাঁহার টীকাতে সিংহলের কোনো জ্ঞানপরিচয় পাওয়া যায় কি? (৫) তাঁহার রচনা হইতে তৎসাময়িক ভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও শিল্পকলা-বিষয়ক ইতিহাসের কি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়? (৬) বৌদ্ধ ও দার্শনিকতত্ত্ব বিশ্লেষণ-সম্পর্কে বুদ্ধদত্ত প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতদের সঙ্গে বুদ্ধঘোষের সম্বন্ধ কি? (৭) বৌদ্ধ বা ভারতীয় দর্শনে বুদ্ধঘোষ কি বিশেষ মত বা তত্ত্ব দান করিতে পারিয়াছেন? (৮) উত্তরভারত, দাক্ষিণাত্য ও সিংহলের মধ্যে বুদ্ধঘোষকে কিসের জন্য যোজনশৃঙ্খল বলা যাইতে পারে? (৯) বুদ্ধঘোষের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের কোনো পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায় কি? (১০) ভারতের তথা বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে লেখক ও দার্শনিক হিসাবে বুদ্ধঘোষের স্থান কোথায়? (১১) বুদ্ধঘোষ যে মহাযান সম্প্রদায়ের কোনো উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ কি? (১২) বুদ্ধঘোষের দার্শনিক তত্ত্বের মূল সূত্র কি? (১৩) সিংহলের বৌদ্ধ নৃপতি ও পণ্ডিতদের কাছে বুদ্ধঘোষ কতখানি ঋণী? এতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অতগুলি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। আমরা এখানে মাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর প্রমাণ সহ দিতে চেষ্টা করিব।

৩। বুদ্ধঘোষের রচনাবলীর মধ্যে তাঁহার পরিচয়

বুদ্ধঘোষ তাঁহার টীকাগুলি ছাড়া নিজের কোনো পরিচয় ও ইতিহাস আমাদের জন্য রাখিয়া যান নাই। অন্যান্য স্থান হইতে যে সব বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও অত্যন্ত অপ্রচুর। মিঃ গ্রে প্রথমে বুদ্ধঘোষের জীবনী, তৎপ্রণীত বুদ্ধঘোসুপত্তি নামক পুস্তকে মহাবংশ শাসনবংশ প্রভৃতি পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ সব পুস্তকে প্রদত্ত বিবরণ বুদ্ধঘোষের জীবনের কয়েকটি স্থূল ঘটনা মাত্র এবং তাহা এই,—

বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমের নিকটে এক ব্রাহ্মণবংশে বুদ্ধঘোষের জন্ম হয়, বাল্যে তিনি ব্রাহ্মণ

পদ্ধতিতেই পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি ত্রয়ী বিদ্যা এবং তদানুষঙ্গিক সমস্ত বিজ্ঞান ও শিল্পকলা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পতঞ্জলির মতানুসারী ছিলেন। তৎকালের প্রথানুসারে তিনি দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইয়া বিদ্যা, নীতি ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি এক মঠে উপনীত হন ও মঠস্থ থের রেবত তাঁহাকে দার্শনিক তর্কে পরাস্ত করেন। তিনি রেবতের কাছে পালি ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেন। তিনি ঞানোদয় (জ্ঞানোদয়) নামে এক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন এবং ধর্ম্মসঙ্গণী (ধর্ম্মসঙ্গিনী) সম্বন্ধে এক টীকা রচনা করেন—অত্থসালিনী (অর্থশালিনী)। তিনি যখন পরিত্তঅত্থকথা লিখিতেছিলেন, তখন থের রেবত তাঁহাকে সিংহলে যাইতে অনুরোধ করেন। সাসনবংস বলেন যে, সিংহল যাইবার পথে সিংহল-প্রত্যাগত থের বুদ্ধদত্তের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে[৪৯]। রাজা মহানাম যখন সিংহলের রাজা, তখন বুদ্ধঘোষ সিংহলে যান। সিংহলে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, সিংহলী টীকাগুলিকে মাগধীতে ভাষান্তরিত করা। অনুরাধপুরের মহাবিহারের থের সঙ্ঘপালের কাছে তিনি সিংহলী টীকা অধ্যয়ন করেন। সেখানে থাকিতেই তিনি বৌদ্ধ বিশ্বকোষ বলিয়া সম্মানিত বিসুদ্ধিমগ্‌গ রচনা করেন। তৎপরে তিনি গন্থকারবিহারে যান ও সেখানে থাকিয়া তাঁহার সমস্ত টীকা প্রণয়ন করেন। তার পর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সাসনবংসে লিখিত আছে যে, বুদ্ধঘোষের জন্মস্থানের নাম ছিল—ঘোষগাম, উহা বোধিদ্রুমের সন্নিহিত গ্রাম। ব্রাহ্মণ কেশী তাঁহার পিতা ও কেশিয়া তাঁহার মাতা। সিংহলে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, পালি ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদ করা।

মহাবংসে এই সব বিবরণ সম্বন্ধে কোনো কথাই নাই। বুদ্ধঘোষ স্বয়ংও নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। মধ্যে মধ্যে সিংহল ও তাঁহার গুরু ও বন্ধুদের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কোনো কিছু জানা যায় না। নিঃসন্দেহ বিসুদ্ধিমগ্‌গ সিংহলে তাঁহার প্রথম রচনা। বিনয়পিটকের টীকা সমন্তপাসাদিকার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন যে, ইহাই তাঁহার প্রথম টীকা রচনা। ধর্ম্ম ও বিনয়ের প্রচলিত পদ্ধতির প্রতিকূলে যে তিনি বিনয়পিটকের টীকা রচনা করিতে যাইতেছেন, এর জন্য তিনি নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূল ভিত্তি হইতেছে বিনয়। সমন্তপাসাদিকার পরে ক্রমে ক্রমে চতুর্নিকায়ের টীকা ও অভিধর্ম্মপিটকের সপ্তখণ্ডের টীকা রচিত হয়। জাতকের টীকা নিশ্চয় পরমত্থজোতিকা (পরমার্থজ্যোতিকা)[৫০] রচনার পূর্ব্বে রচিত। পরমত্থজোতিকা খুদ্দকনিকায়ের (ক্ষুদ্রকণিকায়) কিয়দংশের ধারাবাহিক টীকা। তাঁহার পরবর্ত্তী কালের রচিত টীকাতে[৫১] পূর্ব্ববর্ত্তী টীকার উল্লেখ

৪৯। সাসনবংস, ২৯ পৃষ্ঠা।

৫০। পরমত্থজোতিকা (Edited by Helmer Smith, Vol. I- P. 21)। "এস জাতকত্থকথায়ং বুত্ত ইধ ন বিত্থরিত ?

৫১। সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১।৭০ পৃষ্ঠা। "অথকেহি সমন্তপাসাদিকাং বিনয়ত্থকথাং গহেতব্বং"। পুগ্গল—পঞ্ঞত্তি Commentary, p. 222, ২৪৭ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য। অত্থসালিনীতে সমন্তপাসাদিকার উল্লেখ আছে, ৯৭, ৯৮ পৃষ্ঠা ; ৭১ পৃষ্ঠায় বিভঙ্গটীকার উল্লেখ আছে, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

আছে, এবং সকলগুলিতেই তাঁহার বিশুদ্ধিমগ্গের আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার টীকাগুলির একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিতে পারিলে, বুদ্ধঘোষ ও তাঁহার রচনা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইতে পারে।

বুদ্ধঘোষ যে বিহার প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, কিংবদন্তীর এই অংশটুকু বিশ্বাস করা যাইতে পারে। তিনি যে ব্রাহ্মণবংশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস্য; কারণ, তাঁহার টীকাতে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়; বেদ-বেদাঙ্গ-সম্বন্ধে পালি-বাক্যের উপর তাঁহার যে টীকা, তাহা বেদজ্ঞ ভিন্ন অপরের লেখা সম্ভব নয়। বিনয়ের উপর তাঁহার যে আস্থা, তাহাও তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কারেরই পরিচায়ক। হত্যা, চৌর্য্য ইত্যাদির যে অর্থ তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন অর্থের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। বুদ্ধদেব কর্ম্ম শব্দের অর্থ 'চেতনা' বলিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—চেতনা ভিক্খবে বদামি কম্মং। বুদ্ধঘোষও বুদ্ধদেবের সংজ্ঞা অনুসরণ করিয়াই কর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলেও, তাঁহার মতে কর্ম্ম ততক্ষণ কর্ম্ম নয়—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আচরণের মধ্যে ইচ্ছা প্রকাশ পায়। ইহাতে তাঁহার স্যায়সঙ্গত মতের পরিচয় পাওয়া যায়।

বুদ্ধঘোষ যে পতঞ্জলির মতের সমর্থক ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া অনুমান হয়। কারণ, তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে দেখা যায়, পকতিবাদ (প্রকৃতিবাদ) অর্থাৎ সাংখ্য বা যোগদর্শনের সম্বন্ধে তিনি যেখানে যেখানে প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই তিনি অসহিষ্ণু উক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং বৌদ্ধ অবিজ্জা (অবিদ্যা) সম্বন্ধে ধারণার সঙ্গে পকতি-বাদীদের পকতি (প্রকৃতি) ও অবিদ্যা সম্বন্ধে ধারণার পার্থক্য দেখাইতে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন[৫৬]। প্রকৃতি যে বস্তুর কারণ, প্রকৃতিবাদীদের এই মতের সম্বন্ধেও তাঁহার বিতর্ক আছে। তিনি বৌদ্ধদিগের নামরূপ ও অবৌদ্ধদের পুরিস (পুরুষ)-ও পকতি (প্রকৃতি) সম্বন্ধেও ধারণার পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তথাপি তিনি তাঁহার সাংখ্য ও যোগদর্শনের সঙ্গে অতীত কালের সংস্রব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। নামরূপ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা

৫২। অথসালিনী, ১৬৮, ১৮৩, ১৮৬ ১৮৭, ১৯০, ১৯৮ পৃষ্ঠা। সুমঙ্গলবিলাসিনী ১, ২ পৃষ্ঠা। পুগ্গল—পঞ্ঞত্তি, ২৫৪ প্রভৃতি পৃষ্ঠা।

৫৩। সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১, ২৪৭—২৪৮ পৃষ্ঠা। "মহাপুরিসলক্খণানি তি মহাপুরিসানং বুদ্ধাদীনং লক্খণ-দীপকানি দ্বাদসসহস্সগন্থপমাণানি সত্থানি।"

৫৪। ঐ, ৬৯—৮৩ পৃষ্ঠা। অথসালিনী, ৯৫—১৮৯ পৃষ্ঠা। পরমত্থজোতিকা, ১, ২৭—৩৭ পৃষ্ঠা। "পানাতিপাত-সমুট্ঠাপিকা [illegible] পানাতিপাতো।"

৫৫। বিসুদ্ধিমগ্গ, (সিংহল সংস্করণ) ৯, ২০৮ পৃষ্ঠা। অথসালিনী (P. T. S.) ৯৬ পৃষ্ঠা। Prolegomena, op. cit. P. 43.

৫৬। তুলনীয়—সোত্তরে [illegible] ব্যাখ্যার মধ্যে ব্যাস বারা উক্ত [illegible] [illegible] ইতি প্রভৃতি। অথসালিনী, [illegible]।

সাংখ্যোক্ত পুরুষ প্রকৃতির ধারণা হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন। এমন কি, অন্ধপঙ্গুন্যায় দৃষ্টান্ত উভয়েই গ্রহণ করিয়াছেন[৫৭]। তার্কিকেরা বলিতে পারেন যে, নাগসেন ও অশ্বঘোষপ্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতবাদের উপর নিজের হেতুবাদ স্থাপন করিয়া বুদ্ধঘোষ দার্শনিক তত্ত্বমীমাংসা করিয়াছিলেন[৫৮]। কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিকেরাও যে সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে অভিভূত ছিলেন, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বাস্তবিক সমস্ত প্রমাণ আলোচনা করিলে ম্যাসির ওল্‌ড্রামার কর্ত্তৃক প্রদর্শিত তথ্যেরই সমর্থন করিতে হয় যে, নামরূপ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণা ক্রমশঃ সাংখ্য পুরুষপ্রকৃতির ধারণার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞানের সঙ্গে যোগদর্শনের কি সম্পর্ক, নির্ণয় করিতে গেলে আমাদের অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। প্রমাণিত বলিয়া যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, উভয় দর্শনের মধ্যে যথেষ্ট সমতা আছে, তবে সহজেই বোঝা যাইবে যে, বুদ্ধঘোষ কেমন করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব দার্শনিক মত হইতে নূতন মতবাদ আশ্রয় করিতে পারিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ যে উভয় দর্শনের মধ্যবর্ত্তী যোগসূত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাতেই ভারতীয় দার্শনিক ক্ষেত্রে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। বুদ্ধঘোষ বৌদ্ধ মতবাদে অপরাপর মতবাদের তত্ত্ব নিহিত করিয়া তাঁহার অবলম্বিত দার্শনিক মতবাদকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, "সমূহ" শব্দের পারিভাষিক প্রয়োগ আমাদিগকে পতঞ্জলির মহাভাষ্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়[৫৯]; এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে[৬০]।

বুদ্ধঘোষের রচনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়—সিংহলী বন্ধুদের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, শিক্ষকদের প্রতি ভক্তি, উপকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, প্রকৃতির নম্রতা, পাণ্ডিত্য ও শ্রেষ্ঠ মানবগুরু হইবার অপরাপর কত সদ্‌গুণ তাঁহার ছিল। যদিও স্থির জানা যায় না যে, তাঁহার মৃত্যু কবে হইয়াছে, তথাপি ইহা অনুমান করা যায় যে, তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া নিজের কৃত কর্ম্মগুলিকে পুরস্কৃত দেখিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য জগদ্‌ব্যাপী যশেরও আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন বৃথা হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম যত দিন মানব-সমাজে জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস হইয়া থাকিবে, তত দিন বৌদ্ধগণ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন। অনুরাধপুর মহাবিহারের যশস্বী পণ্ডিতদের মধ্যে বুদ্ধঘোষই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তথাপি উত্তরাপথের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সংযোগ সাধনের ইতিহাসে তাঁহার স্থান এখনও নির্ণীত হয় নাই। বিনয়পিটকের বিজ্ঞাপনে তিনি বলিয়াছেন যে, সিংহলের রাজা শ্রীনিবাস[৬১] তাঁহার অনেক সাহায্য

৫৭। "সমূহসম্ভতো পন সময়ো অনেকেসম্ সহপ্পত্তিন্ দীপেতি।" তুলনীয়—ঐ, ৩১৫ পৃষ্ঠা।—অথবা সংগহ-সন্দো. ৭ পৃষ্ঠা। তুলনীয়—ঐ, ১৬৭ পৃষ্ঠা।—"পঙ্‌ক্তী কাত্রা পঙ্‌ক্তী সমূহ ব"।

৫৮। পরমোথজোতিকা, ২।১,১৬৯ পৃষ্ঠা। "অথবা সত্তে ন কুরুতে ইতি সত্তে ন সেবতি তি অত্থো যথা রাজানাং সেবতি তি একস্মিং অত্থে রাজানং রাজানং পকুরুতে তি সদ্দবিদূ মঞ্ঞেন্তি।" ইহা পাণিনির ১।৩,৩২ সূত্রের আরোপ। পবনবন্ধাপন সেবন সহসিক্যা প্রতিযত্ন প্রকথনপ্রয়োগ্যু ক্রিনঃ।" তুলনীয়—ভট্টিকাব্য ৮।১৮।

৫৯। ৫৪ সংখ্যার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ৬০। ৫৭ সংখ্যার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬১। বিসুদ্ধিমগ্‌গ, বিজ্ঞাপন, ৪ পৃষ্ঠা। বুদ্ধদত্ত, ৪ পৃষ্ঠা। "পরাক্কমস্‌স ছকনম্ লঙ্কাদীপং নিরব্বদং রাজো সিরিনিবাসস্‌স সমবিসতিমে খেমে জয়সম্বচ্ছরে অয়ম্। আরদ্ধ একবিসংহি সম্পত্ত পরিনিট্‌ঠিত তি।"

করিয়াছিলেন এবং ঐ রাজার রাজত্বের এক বিংশতি বৎসরে বিনয়পিটক রচনা শেষ হয়। ধম্মপদ গ্রন্থের টীকার বিজ্ঞাপনে তিনি যে সিরিকুদ্দ রাজার নাম করিয়াছেন[৬২], সেই রাজা বোধ হয়, শ্রীনিবাসই। মহাবংশ পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধঘোষ যখন সিংহলে যান, তখন সেখানকার রাজা ছিলেন মহানাম[৬৩]; রাজা মহানামেরই অপর নাম শ্রীনিবাস ও শ্রীকুদ্দক কি না, তাহা ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানে নির্ণীত হইবে, আশা করা যায়। ভিক্ষু বুদ্ধদত্ত এইরূপ একত্ব অনুমান করেন; কারণ, সিংহলের কোনো রাজার নাম শ্রীনিবাস বা শ্রীকুদ্দ পাওয়া যায় না।

বুদ্ধঘোষ সিংহলের জাতীয় বীর রাজা দুট্‌ঠগামনী অভয়[৬৪] ও রাজা বট্‌টগামনীর পুত্র রাজা চোরনাগের নাম[৬৫] উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মহানাগ[৬৫] নামে আর এক রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি কায়-চিকিৎসার জন্য প্রচুর দান করিয়া বিপুল যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই মহানাগ বোধ হয়, মহাবংসে উল্লিখিত[৬৬] রাজা মহানামের পিতা রাজা বুদ্ধদাসের অপর নাম।

সিংহলের মহাবিহারের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে একজন ছিলেন থের বুদ্ধদত্ত। ইনি বোধ হয়, বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক ও বয়সে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি কাবেরী নদীর দক্ষিণস্থ চোল রাজ্যের লোক ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কলম্ব-বংশীয় রাজা অচ্চুতবিকন্ত (অচ্যুতবিক্রান্ত) তাঁহার সাহায্যকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ বেণ্‌হুদাস (বিষ্ণুদাস) বা কণ্‌হদাস (কৃষ্ণদাস) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, কবেরী নদীতীরস্থ প্রসিদ্ধ বিহারে রচিত হয়[৬৭]।

এই দুই পণ্ডিত গ্রন্থকারের ভারতে বা বহির্ভারতে কোথাও পরস্পরে সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল কি না, ঠিক জানা যায় না। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, তাঁহারা উভয়ে একই মূলস্থান হইতে স্ব স্ব গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং সেইজন্যই বিসুদ্ধিমগ্‌গ ও অভিধম্মাবতার অনেকাংশে সদৃশ। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে পরস্পরের পরামর্শ ব্যতীত গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিলেও বুদ্ধদত্তের অভিধম্মাবতার যেন বিসুদ্ধিমগ্‌গের শেষাংশের প্রশ্নোত্তরময়ী ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়। নাম ও রূপ কিরূপ সম্বন্ধযুক্ত বুঝাইবার জন্য বুদ্ধদত্তও অন্ধপঙ্গুন্যায় দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন, দেখা যায়। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বুদ্ধদত্ত শব্দকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সমূহ ও অসমূহ[৬৮]। পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি ব্যাখ্যায় শব্দবিভাগ[৬৯] অপেক্ষা এই শব্দবিভাগ যে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যদি ইহা নিশ্চিত হয় যে, গুপ্তবংশীয় রাজা কুমারগুপ্ত সিংহলের রাজা মহানামের সমসাময়িক

৬২। বিসুদ্ধিমগ্‌গ বিজ্ঞাপন ৪ পৃষ্ঠা। ধর্ম্ম, পদ-টীকা, (P. T. S.,) ১ পৃষ্ঠা।

৬৩। ঐ, ৪, ৫ পৃষ্ঠা। ৬৪। অত্থশালিনী, ৮১ পৃষ্ঠা।

৬৫। ৬৫, ঐ, ৬৯৯ পৃষ্ঠা। ৬৬। মহাবংশ, ৫৩।১৭৭।

৬৭। অভিধম্মাবতার (P. T. S.) ১৩, ১৪, ১৬, ১৭ পৃষ্ঠা।

৬৮। অভিধম্মাবতার, (P. T. S.) ৮২—৮৩ পৃষ্ঠা।

৬৯। পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি ব্যাখ্যা P. T. S. ১৭৩ পৃষ্ঠা তুলনীয়।

ছিলেন, এবং বুদ্ধঘোষ থের বুদ্ধদত্তের সমসাময়িক ও বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চিত যে, কদম্বরাজবংশের রাজা অচ্চুতবিক্কন্ত ও কুমারগুপ্ত সমসাময়িক ছিলেন।

ইহাও অনুমান করা যায় যে, যে বৌদ্ধবিহারে বুদ্ধঘোষ ও থের রেবতের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাহা দাক্ষিণাত্যে গোদাবরীতীরে কোথাও অবস্থিত ছিল। গোদাবরী নদীর দক্ষিণাংশের দেশজ্ঞান বুদ্ধঘোষের কিছু ছিল না বলিলেই হয়। কেবল এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন যে, গোদাবরী নদী অস্সক ও অলক বা মুলক[১০] নামক দুই অন্ধ্র রাজার রাজ্যের সীমাচিহ্ন ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, অশ্বক রাজ্যের অধিপতি রাজা কেকয় উদ্দালক আরুণি অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন[১১]। রামায়ণে অশ্বকের রাজধানী বলা হইয়াছে—রাজগৃহ; ইহা বাল্মীকির নিশ্চয় ভুল। রামায়ণে আরো উল্লেখ আছে যে, কোশল ও অশ্বক রাজ্য বিবাহ সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। কিন্তু আর্য্য রাজকুমার ও আন্ধ্র রাজকুমারীর বিবাহ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অতএব এই অনুমান সঙ্গত যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত অশ্বক আর্য্য রাজ্য ছিল। সুত্তনিপাত অন্তর্গত পারায়ণবগ্‌গ পাঠে জানা যায় যে, সাবত্থি (শ্রাবস্তি) হইতে পতিট্‌ঠান (প্রতিষ্ঠান) পর্য্যন্ত বাণিজ্যকারী স্বার্থবাহ বণিকদের যাতায়াতের প্রশস্ত পথ ছিল[১২]। বুদ্ধঘোষের সময়ে অশ্বক ও মুলক দুইটি অন্ধ্র রাজ্য ছিল।

ভারতবর্ষে বুদ্ধঘোষ উত্তরে গঙ্গা ও দক্ষিণে গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে তাঁহার লেখা-পড়ার কাজ সম্পন্ন করেন। সেইজন্য এই দুই নদী তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল[১৩]। তিনি দক্ষিণাপথের দক্ষিণজনপদ বলিয়া গঙ্গার দক্ষিণস্থ ভূভাগ বুঝাইতে চাহিয়াছেন[১৪]। অন্ধ্র দেশের সঙ্গে যে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, তাহা গোদাবরী নদীমধ্যস্থ একটি দ্বীপের বিস্তারিত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়[১৫]। সুমঙ্গলবিলাসিনী পুস্তকে তিনি নরকঙ্কাল ধৌত করার অনার্য্য প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন[১৬]। তাঁহার রচনার মধ্যে শঙ্করের মায়াবাদের পূর্ব্বাভাগও পাওয়া যায়। স্থূল চতুর্ভুজের দ্বারা বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ অজ্ঞেয়। বস্তুর যে বোধ আমাদের হয়, তাহা মায়া মাত্র।

এই সব অনুমান ও সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে থের বুদ্ধঘোষ উত্তরাপথ, দক্ষিণাপথ ও সিংহলের মধ্যে যোজক সেতুর কাজ কত খানি করিয়াছিলেন, তাহা অচিরে অনুসন্ধানের যোগ্য।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

১০। পরমত্থজোতিকা, ২।২।৪৮১ পৃষ্ঠা।

১১। ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, ৫।২।৪।

১২। Buddhist India ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৩। অত্থসালিনী, ১৪০ পৃষ্ঠা।

১৪। সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১।২৬৫ পৃষ্ঠা।

১৫। পরমত্থজোতিকা ২।২।৫৮১ পৃষ্ঠা।

১৬। সুমঙ্গলবিলাসিনী,—"ধোপনন্তি"।